রাজপথ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা - ১২

তৃতীয় সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৫২
চতুর্থ সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৫৫
পঞ্চম সংস্করণ—মাঘ, ১৩৫৮
প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭
প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা

পূজনীয় মেজদাদা

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

মহাশয়কে

এই পুস্তক ভক্তিসহকারে

উৎসৃষ্ট করিলাম

এই লেখকের বই

রাজপথ (৫ম সংস্করণ)	৪৲
[illegible]মবেণী (৩য় সংস্করণ)	৩৲
অমূল তরু (৩য় সংস্করণ)	৩৲
দিক্‌শূল (২য় সংস্করণ)	৪॥৹
আশাবরী (২য় সংস্করণ)	৪৲
রাজপথ (নাটক)	২৲
অভিজ্ঞান (২য় সংস্করণ)	৫৲
অনুরাগ (২য় সংস্করণ)	৪॥৹
বিদুষী ভার্য্যা (৩য় সংস্করণ)	৩॥৹
যৌতুক (২য় সংস্করণ)	৪৲
শশিনাথ (৩য় সংস্করণ)	৪।৹
অমলা (২য় সংস্করণ)	৩।৹
সোনালী রঙ (২য় সংস্করণ)	৪॥৹
নাস্তিক	৩৲
কমিউনিষ্ট প্রিয়া	২৸৹
নবগ্রহ	১।৹
বৈতানিক	১॥৹
গৈরিকা	১।৹
রাতজাগা (২য় সংস্করণ)	১॥৹
স্মৃতিকথা—১ম পর্ব	৩।৹
স্মৃতিকথা—২য় পর্ব	৩।৹
মায়াবতীর পথে	৩।৹
ভারতমঙ্গল (নাটিকা)	১।৹

রাজপথ

১

ভাদ্র মাসের শেষ। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সূর্য অস্তমিত হইবার পূর্বেই পূর্বাকাশে সুবৃহৎ গোলাকার চন্দ্র উঠিতেছিল। বিভিন্ন দুই দিক হইতে আকাশপ্রদীপদ্বয়ের দ্বিবিধ কিরণসম্পাতে শিবপুরের বোট্যানিকাল গার্ডেন সহসা পরীরাজ্যের মত বিচিত্র হইয়া উঠিল।

মুগ্ধনেত্রে বিমানবিহারী ক্ষণকাল উদয়োন্মুখ চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "বাঃ, আজ যে পূর্ণিমা তা তো মনে ছিল না! আর খানিকটা থেকে জ্যোৎস্নাটা একটু উপভোগ করলে হয়!"

বিমলা উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "হ্যাঁ, বিমানদা, তাই করুন। ভাল ক'রে জ্যোৎস্না উঠলে খানিকটা বাগান বেড়িয়ে তারপর যাওয়া যাবে।"

সন্ধিক্ষণের অপূর্ব সৌন্দর্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল; তথাপি সুমিত্রা কহিল, "কিন্তু গেট যদি বন্ধ ক'রে দেয়?"

সুরমা কহিল, "তা কখনও দেবে না। গেটে আমাদের মোটর রয়েছে; আমরা না বেরুলে কখনও গেট বন্ধ ক'রে দিতে পারে?"

বিমানবিহারী কহিল, "যদিই দেয়, খুলিয়ে নিতেই হবে। বন্দী হয়ে সমস্ত রাত বাগানে কাটাব না, তা নিশ্চয়।"

এইটুকু বিচার-বিতর্কে সন্তুষ্ট হইয়া সকলে সামনাসামনি-রাখা দুইখানি বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। সন্ধ্যা হইয়া আসিতে বাগানটি সর্বদিকেই জনশূন্য হইয়া আসিতেছিল, বিশেষত গেট হইতে সুদূর এ অঞ্চলে বিমান ও তাহার সঙ্গিনীত্রয় ভিন্ন অন্য কোনও মনুষ্যের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না।

বয়স্কা তিনটি তরুণী পরস্পর সম্পর্কে সহোদরা। ইহাদের পিতা প্রমদাচরণ

ঘোষ অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট, পেন্‌শন লওয়ার পর হইতে কলিকাতার গৃহে বাস করিতেছেন। জ্যেষ্ঠা সুরমার তিন বৎসর বিবাহ হইয়াছে; বিমানবিহারী তাহার দেবর। বিমানবিহারী একজন নবনিযুক্ত ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট এবং অবিবাহিত। বিমানের সহিত প্রমদাচরণের মধ্যমা কন্যা সুমিত্রার বিবাহের কথা কিছুদিন হইতে চলিতেছে। এই সঙ্কল্পিত বিবাহে উভয় পক্ষে প্রায় সকলেরই ইচ্ছা আছে, তবে পাত্রপক্ষে স্বয়ং পাত্রের এবং কন্যাপক্ষে কন্যার মাতা জয়ন্তী দেবীর আগ্রহ সর্বাপেক্ষা অধিক।

আজকের বোটানিকাল গার্ডেন ভ্রমণ-ব্যাপারে বিমানবিহারী প্রণয়-পীড়িত মনেরও পক্ষে আনন্দের উপাদান কম ছিল না; কিন্তু তাহার উৎসাহব্যাকুল হৃদয়, ধনীগৃহে ভোজে আহূত দরিদ্রের মত, কিছুতেই সীমার মধ্যে সংরুদ্ধ থাকিতে পারিতেছিল না। তাই বেঞ্চে বসিয়াই সে হৃষ্টচিত্তে কহিল, “বিমলা, সেই গানটি গাও তো—‘সন্ধ্যা এল ঘনাইয়া দিনের আলো আঁধার করি’।

একটু পীড়াপীড়ি করিলে বিমলা কি করিত বলা যায় না, কিন্তু তাহার অবসর পাওয়া গেল না। সুরের পথে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিবার পূর্বেই সুরকির পথে অসুরের মূর্তি সহসা কোথা হইতে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং আনত হইয়া সকলকে দীর্ঘ সেলাম করিয়া বিমানকে বলিল, “বাবুজী, কুছ চন্দা দিজিয়ে।”

পরীর রাজ্যে প্রেতের মত সহসা এই মূর্তির আবির্ভাবে মোহবেশটা এক মুহূর্তেই ছিন্ন হইয়া গেল। প্রথমটা চারিজনেই ভীতিবিহ্বল হইয়া নির্বাক্‌-বিস্ময়ে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল; তাহার পর বিমানবিহারী একটু সংযত হইয়া কহিল, “কিসের চাঁদা?”

সেই যমদূতের মত মূর্তি একবার ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিল, “হিন্দুস্থানের জন্যে; স্বোরাজের জন্যে।”

হিন্দুস্থানের বেদনায় বিদ্ধ কোন্‌ স্বদেশসেবক সন্ধ্যাসমাগমে হঠাৎ বোটানিকাল গার্ডেনের নিভৃত প্রদেশে উপস্থিত হইল এবং কি অ[illegible] কোন্‌ সমিতির পক্ষ হইতে সে চাঁদা চাহে, এই প্রকার বহুবিধ [illegible]

তলব করিবার থাকিলেও যেখানে-সেখানে যখন-তখন স্বদেশসেবার জন্য চাঁদা দিবার প্রকৃতি বা প্রবৃত্তি বিমানবিহারীর ছিল না। তথাপি চাঁদা-সংগ্রহকারীর নিকষকৃষ্ণ দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে-সকল বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে তাহার প্রবৃত্তি না হইয়া সহজে তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার ইচ্ছাই হইল। তাই আর কোনও বিতণ্ডা না করিয়া পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া সে একটা টাকা দিতে গেল।

"আপনি রাজা মানুষ, এক টাকা কি দিবেন?"—বলিয়া নিমেষের মধ্যে সেই ব্যক্তি বিমানের হস্ত হইতে মনিব্যাগটা কাড়িয়া লইয়া নিজের বুক-পকেটে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর সুমিত্রার দিকে ফিরিয়া কহিল, "মায়ী, তুমি কুছ্ দান করবে না? তোমার হারটি খুলিয়ে দাও মায়ী, তোমার বহুৎ বহুৎ পুণ্ হোবে।"

সুমিত্রার কণ্ঠে একটি বহুমূল্য জড়োয়া কণ্ঠী ছিল।

অবস্থা যে অতিশয় বিপজ্জনক তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। ভয়ে বিবর্ণ হইয়া সুমিত্রা অস্ফুটোক্তি করিয়া উঠিল, এবং বিমান ভগ্নাবরুদ্ধ কণ্ঠে "পুলিস পুলিস" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল।

তখন সেই গুণ্ডা বিমানের দিকে ফিরিয়া কহিল, "কেন বাবুসাহেব, ঝুটফুস্ হুজ্জোৎ কোরছ? হামি সিটি দিয়ে দিলে তুরন্ত হামার তহশীলদার খাজাঞ্চি সব হাজির হোয়ে যাবে, তখন তোমাদের বহুৎ তখ্‌লিফ্ হোবে। পুলিস বাগিচায় আজ আছে না।" বলিয়া দুর্বৃত্ত উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। সেই বিকট হাস্যরবে স্তব্ধ বাগান চকিত হইয়া উঠিল এবং দুর্বহ আশঙ্কা ও চিন্তায় বিমান ও তাহার সঙ্গিনীগণের কণ্ঠ রুদ্ধ ও হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসিল।

"তুমি যদি খুসিসে না দিবে মায়ী, হামি আপনি উৎরিয়ে লেবে।"—বলিয়া দস্যু সুমিত্রার কণ্ঠ হইতে হার উন্মোচিত করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তথায় আর-এক ব্যক্তি দ্রুতপদে উপস্থিত হইল। সে পুলিসও নহে, খাজাঞ্চি তহশীলদারও নহে; তরুণবয়স্ক একটি বাঙালী যুবক।

সে আসিয়া একেবারে গুণ্ডা ও সুমিত্রার মধ্যবর্তী হইয়া গর্জন করিয়া উঠিল, "খবরদার শয়তান! স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিয়ো না।"

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় দস্যু ক্ষণকালের জন্য বিহ্বল হইয়া পড়িল, কিন্তু পরক্ষণেই সহসা বস্ত্রমধ্য হইতে বৃহৎ শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া নবাগতকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সেই যুবক অদ্ভুত কৌশলে ছুরিকাঘাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া ক্ষিপ্রবেগে গুণ্ডার পশ্চাৎদিকে সরিয়া গিয়া তাহাকেই আক্রমণ করিল। তাহার পর ক্ষণকালের জন্য কাড়াকাড়ি-মারামারির একটা ভীষণ ব্যাপার চলিল। অবশেষে উভয়ে পরস্পর দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া সশব্দে ভূমিতে পড়িয়া গেল। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে প্রথমটা কিছুই বুঝা গেল না। কিন্তু ক্ষণকাল পরে সহসা নবাগত যুবক গুণ্ডার হস্ত হইতে ছুরি কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার বুকের উপর উঠিয়া বসিল এবং তাহার গ্রীবা সবলে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "সাবধান! জোর করলেই গলা টিপে মেরে ফেলব।" তৎপরে গুণ্ডার গাত্রাবরণের কিয়দংশ তাহার মুখগহ্বরে পুরিয়া দিয়া ক্ষিপ্রবেগে মুখখানা বাঁধিয়া ফেলিয়া অবশিষ্ট অংশ দিয়া বেঞ্চের সহিত তাহার হাত-পা দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া দিল।

চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া বিমান এই অদ্ভুত ব্যাপার আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত শুধু নিরীক্ষণই করিতেছিল; বিস্ময়ে ও ত্রাসে সে এমনই অভিভূত হইয়া গিয়াছিল যে, তাহাদের পরিত্রাতাকে তাহার গুরুতর বিপদে সাহায্য করিবার শক্তি, এমন কি চেতনা পর্যন্ত, তাহার ছিল না। এতক্ষণে আশ্বস্ত হইয়া সে অপরিচিত যুবককে দৃঢ় আলিঙ্গনে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া অধীর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, আপনিই আজ আমাদের রক্ষা করেছেন।"

যুবককে কোনো কথা কহিবার অবসর না দিয়া সুরমা ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে কহিল, "ঠাকুরপো, চল চল, আমরা বাগান থেকে বেরিয়ে পড়ি! এখনি যদি ওর সঙ্গীরা এসে পড়ে তখন আর রক্ষে থাকবে না।"

আতঙ্কে সুমিত্রার মুখ দিয়া বাক্য নিঃসৃত হইতেছিল না, এবং বিমলা শীতার্তের মত ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল।

বিমানের প্রতি চাহিয়া অপরিচিত যুবক কহিল, "সে কথা ঠিক। গুণ্ডারা প্রায়ই দলবদ্ধ হয়ে থাকে। চলুন, আমি গেট পর্যন্ত আপনাদের পৌছে দিই।" বলিয়া গুণ্ডার ছুরিখানা তুলিয়া লইয়া হাসিয়া কহিল, "এটা অন্তত গেট পর্যন্ত হাতে থাক্‌, কি জানি যদি কাজেই লাগে!"

তখন আর সময় নষ্ট না করিয়া সকলে উদ্বিগ্ন-দ্রুতপদে গেটের দিকে অগ্রসর হইল। বলা বাহুল্য, বিমান গুণ্ডার পকেট হইতে তাহার অপহৃত মনিব্যাগটি উদ্ধার করিতে ভুলে নাই।

গেটে পৌছিয়া গেটরক্ষককে সংক্ষেপে গুণ্ডার কাহিনী জানাইয়া অপরিচিত যুবক ছুরিখানা তাহার জিম্মা করিয়া দিল।

গেটম্যান পকেট হইতে কাগজ ও পেনসিল বাহির করিয়া কহিল "হুজুর, আপকা নাম ঔর পতা লিখা দিজিয়ে, ক্যা জানে পুলিসকা হুজ্জৎ হোয়ে।"

একটু চিন্তা করিয়া অপরিচিত যুবক কহিল, "পুলিসের জন্যে আমি ব্যস্ত নই। তবে তোমার দরকার হতে পারে। লিখে নাও—নাম সুরেশ্বর মিত্র; ঠিকানা —নং সুকিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা।"

গ্যাসালোকের সাহায্যে সুরেশ্বরের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইয়া বিমানবিহারীকে সম্বোধন করিয়া গেটম্যান কহিল, "হুজুর, আপকা ভি লিখা দিজিয়ে।"

বিমানবিহারী কহিল, "নাম বিমানবিহারী বোস; পতা —নং বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা।"

নাম ও ঠিকানা লেখা হইলে সুরেশ্বর বিমানের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল।

বিমান কোন কথা কহিবার পূর্বে ব্যগ্রভাবে সুরমা কহিল, "না, না, ঠাকুরপো, ওঁকে একলা এখানে ছেড়ে দেওয়া হবে না. উনি আমাদের সঙ্গে চলুন, আমরা বাড়ি পর্যন্ত ওঁকে পৌছে দেব।"

বিমান সজোরে কহিল, "নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। ওঁকে ফেলে আমরা কখনও যেতে পারি নে।"

বিমানের প্রতি চাহিয়া সুরেশ্বর নম্রকণ্ঠে কহিল, "আমার জন্যে আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমি শিবপুরে একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'রে তার পর বাড়ি ফিরব।"

ত্রাসের বিহ্বলতা হইতে এতক্ষণে অনেকটা মুক্ত হইয়া সুমিত্রার মন তাহার উদ্ধারকর্তার প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় এমনই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, অপরিচয়ের কোন সঙ্কোচ না রাখিয়া সে সনির্বন্ধে কহিল, "বন্ধুর সঙ্গে আর-একদিন দেখা করবেন, আজ বাড়ি ফিরে চলুন।"

সুমিত্রার প্রস্তাবে আপত্তি করিতে গিয়া সুরেশ্বর বিনয়-স্মিতমুখে সুমিত্রার প্রতি শুধু একবার সসঙ্কোচে দৃষ্টিপাত করিয়াই নিরুত্তর হইয়া গেল। যেটুকু উপকার সে করিয়াছে, তৎপ্রসূত কৃতজ্ঞতার বশবর্তী হইয়াই যে উপকৃতের দল ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিয়া বাদানুবাদের সাহায্যে তাহার কৃতিত্ব ও অপর পক্ষের কৃতজ্ঞতাকে অযথা সুপ্রকাশ করিয়া তুলিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

বিমান কহিল, "আপনি আপনার বন্ধুর জন্যে যতই ব্যস্ত হোন না কেন, আজ আমরাও আমাদের বন্ধুকে ছাড়ছি নে। যে বিপুল উপকার আপনি করেছেন, তার জন্যে আমাদের এই একবিন্দু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ না দিলে নিষ্ঠুরতা হবে।"

এই উপকার স্বীকার ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুস্পষ্ট উল্লেখের বিরুদ্ধেও সুরেশ্বর একটি কথা বলিল না। স্তুতি ও প্রশংসা নিঃশব্দে সেবন করিতে সে যেমন অপটু, সশব্দে উদ্‌গিরণ করিতেও তাহার তেমনই বাধে। তাই কোনো-প্রকার অপ্রয়োজনীয় বিনয় প্রকাশ না করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "তাই যদি হয়, তা হ'লে না হয় ফেরাই যাক।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া বিমান হৃষ্টচিত্তে শোফারকে গাড়িতে স্টার্ট দিতে আদেশ করিল।

এতক্ষণ যাহা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই, গ্যাসালোকে সহসা তাহা দেখিতে পাইয়া সুমিত্রা সভয়ে বলিয়া উঠিল, "ইস্, আপনার হাত যে ভয়ানক কেটে গেছে!"

সুরেশ্বর তাহার দক্ষিণ হস্ত চক্ষের নিকট তুলিয়া দেখিয়া স্মিতমুখে কহিল, "না, তত বেশি কাটে নি। ছুরিখানা কেড়ে নেবার সময় একটু লেগে গিয়েছিল।"

ব্যস্ত হইয়া বিমান সুরেশ্বরের হাত নিজের হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিল, "এ একেবারেই একটু নয়। এখনও রক্ত বন্ধ হয় নি। যতক্ষণ ভাল ব্যবস্থা না করা যাচ্ছে ততক্ষণ অন্তত একটা জলপটি দেওয়া যাক।"

ক্ষতটা যে নিতান্ত উপেক্ষা করিবার মত সামান্য নহে, তাহা সুরেশ্বরও বেদনা ও রক্তপাতের দ্বারা বুঝিতে পারিতেছিল। তাই জলপটি দিবার প্রস্তাবে সে আপত্তি করিল না।

জল নিকটেই ছিল, শুধু একটা পটি পাইলেই হয়। নিজ পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বিমান বলিল, "না, চলবে না, একটু অপরিষ্কার হয়ে গেছে, ক্ষতি হতে পারে।"

বিমানের কথা শুনিয়া সুমিত্রা তৎক্ষণাৎ নিজ রুমাল বিমানের হস্তে দিয়া কহিল, "আমার রুমাল নিন, একেবারে ধোপার বাড়ির পাটভাঙা।"

সুমিত্রার রুমাল হস্তে লইয়া দেখিয়া বিমান বলিল, "হ্যাঁ, এ বেশ চলবে। আসুন সুরেশ্বরবাবু, ভাল ক'রে বেঁধে দিই।"

বিমানের হস্ত হইতে সুমিত্রার রুমালখানা লইয়া সুরেশ্বর দুই অঙ্গুলির স্পর্শে নিবিষ্টচিত্তে পরীক্ষা করিয়া বিমানকে প্রত্যর্পণ করিল। তাহার পর সুমিত্রার দিকে চাহিয়া সবিনয়ে কহিল, "আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানবেন। কিন্তু আপনার মূল্যবান আইরীশ লিনেনের কোন দরকার নেই, দেখুন আমি সহজেই ব্যবস্থা ক'রে নিচ্ছি।" বলিয়া তাহার পরিহিত উত্তরীয়ের এক প্রান্ত হইতে খানিকটা বস্ত্র ছিঁড়িয়া বিমানের হস্তে দিয়া বলিল, "এই দিয়ে বেঁধে দিন।"

দুঃখিত-স্বরে বিমান বলিল, "আহা, চাদরটা ছিঁড়ে ফেললেন! রুমালখানা দিয়ে বাঁধলেই তো হ'ত।"

রুমাল দিয়া বাঁধিলে কেন হইত না, তাহা বিমান না বুঝিলেও সুমিত্রা বুঝিতে পারিল। পরীক্ষা করিয়া রুমালখানা বিদেশী কল্পনা করিয়াই যে

সুরেশ্বর তাহা গ্রহণ করিল না, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কিছু না থাকিলেও, সুমিত্রা নিঃসংশয়ে তাহা অনুমান করিয়াছিল। সুরেশ্বরের প্রত্যাখ্যান-বাণীর মধ্যে "মূল্যবান" কথাটা যে কেবলমাত্র ছলনা এবং "আইরীশ লিনেন" কথাটাই যে পরিনির্দেশক সত্য, তাহা বুঝিয়া সুমিত্রা বিমানের দুঃখপ্রকাশে কোনপ্রকার যোগ না দিয়া নিরুত্তর রহিল। সদ্যঃপ্রাপ্ত উপকারের জন্য সুরেশ্বরের প্রতি প্রচুর কৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও সে এই প্রচ্ছন্ন আঘাতে মনে মনে ঈষৎ ক্ষুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারিল না।

জলপটি বাঁধা হইলে মোটরে করিয়া সকলে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইল।

২

মুক্তারাম বাবুর স্ট্রীটে একটি গৃহদ্বারে মোটর স্থির হইয়া দাঁড়াইলে সুরেশ্বর ঔৎসুক্যের সহিত বিমানকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে দাঁড়াল যে? আপনাদের বাড়ি বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটে বললেন না?"

বিমান কহিল, "আমার বাড়ি বেচু চ্যাটার্জির স্ট্রীটে; এ হচ্ছে আমার দাদার শ্বশুর-বাড়ি। আজকের ঘটনার পর আপনি আমাদের চিরদিনের জন্য বন্ধু হলেন, অথচ এ পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে পরিচয় হ'ল না, এ বড় অন্যায় কথা।" বলিয়া পশ্চাতের আসনে উপবিষ্টা সুরমা, সুমিত্রা ও বিমলার প্রতি ফিরিয়া কহিল, "ইনি হচ্ছেন আমার বউদিদি, আর এ দুজন হচ্ছেন বউদিদির দুই বোন—সুমিত্রা আর বিমলা।"

পশ্চাতে ফিরিয়া যুক্তকরে নমস্কার করিয়া সুরেশ্বর তথা হইতেই বিদায় প্রার্থনা করিল।

বিমানকে সম্বোধন করিয়া সুরমা নিম্নকণ্ঠে কহিল, "না না, ঠাকুরপো, এখান থেকেই ওঁকে ছাড়া হবে না; একটু ব'সে, চা খেয়ে বাবার সঙ্গে আলাপ ক'রে তার পর যাবেন।"

মোটরে উঠিয়াই সুমিত্রার মন হইতে লঘু মেঘের মত ক্ষণস্থায়ী ক্ষোভটুকু

অপসৃত হইয়া গিয়াছিল, কৌতুকের মৃদুহাস্য ওষ্ঠাধরের মধ্যে চাপিয়া সে কহিল, "চা হয়তো উনি খাবেন না, তার চেয়ে বরং একটু মিছরির পানা কিংবা ডাবের—" কথা শেষ না করিয়াই সুমিত্রা থামিয়া গেল; দুরন্ত হাস্য ওষ্ঠাধরের সীমা অতিক্রম করিবার উপক্রম করিতেছিল।

সুমিত্রার কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে বিমান কহিল, "এই রাত্রে ঠাণ্ডায় ডাবের জল মিছরির পানা!—কি বলছ সুমিত্রা? আর উনি যে চা খাবেন না, তাই বা তুমি কেমন ক'রে বুঝলে?"

তাহার বিষয়ে এই প্রকার অবাধ কৌতুকপ্রদ আলোচনা চলিতে দেখিয়া সুরেশ্বর পুলকিত হইয়া কহিল, "যে রকমেই বুঝুন, উনি ঠিকই বুঝেছেন, চা আজকাল আমি খাই নে। কিন্তু তাই ব'লে মিছরির পানা কিংবা ডাবের জল খাওয়ারও কোন প্রয়োজন নেই।"

বিমান সহাস্যে কহিল, "রাস্তার মাঝখানে ব'সে এসব অপ্রাসঙ্গিক আলোচনারও কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। চলুন সুরেশ্বরবাবু, বাড়ির ভিতরে যাওয়া যাক।"

গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া সুরেশ্বর কহিল, "এঁরা যদি আমাকে অনুমতি দেন, তা হ'লে আমি এখান থেকেই বিদায় নিই। আর যদি একান্ত না দেন, তা হ'লে অবশ্য—"

বিমান কহিল, "এঁরা মনের ভাব যে রকম ব্যক্ত করেছেন, তাতে সে অনুমতি দেবেন ব'লে ভরসা হয় না। অতএব চলুন একটু ব'সেই যাবেন।" বলিয়া সুরেশ্বরকে টানিয়া লইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহ এবং গৃহোপকরণ দেখিয়া সুরেশ্বর বুঝিল, গৃহস্বামী একজন ধনী ব্যক্তি। তৎপরে দ্বিতলে নীত হইয়া সুবৃহৎ ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিবার পর কক্ষের সাজসজ্জা দেখিয়া গৃহস্বামীর সঙ্গতির সহিত শৌখিনতার পরিচয়ও অজ্ঞাত রহিল না। সমগ্র কক্ষতল উৎকৃষ্ট গালিচা দিয়া মণ্ডিত; মধ্যস্থলে মর্মর-নির্মিত একটি বৃহৎ গোলাকার টেবিল, তদুপরি একটি সুদৃশ্য সেণ্টার-পীসে সদ্য-আহৃত পুষ্পগুচ্ছ; টেবিলের ধারে ধারে সুখপ্রদ গদি-আঁটা চেয়ার সাজানো; দেওয়ালের পাশে পাশে বহুমূল্য আরামদায়ক সোফা,

কক্ষের উত্তর সীমার মধ্যস্থলে একটি কটেজ-পিয়ানো এবং দক্ষিণে বিপরীত দিকে একটি আমেরিকান অর্গান। চতুষ্কোণে আবলুশ-কাষ্ঠনির্মিত কারুকার্য-খচিত সূক্ষ্ম ত্রিপদের উপর এক-একটি মর্মর-নির্মিত নারীমূর্তি এবং দেওয়ালে দেওয়ালে মূল্যবান ফ্রেমে আঁটা বড় বড় চিত্র।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে সুরেশ্বর অপর পক্ষকে এবং অপর পক্ষ সুরেশ্বরকে ভাল করিয়া দেখিবার ও বুঝিবার প্রথম সুযোগ পাইল। সুরেশ্বর দেখিল, গৃহকন্যা তিনটি গৃহোপকরণের অনুক্রমেই মূল্যবান সজ্জায় সজ্জিত। তাদের সুন্দর দেহাবয়বকে সুন্দরতর করিবার প্রয়াসের মধ্যে অর্থব্যয়ের কোনও কার্পণ্য অথবা দেশী-বিদেশী বিচারের কোনও সঙ্কীর্ণতা ছিল না। সূক্ষ্ম লেস ও ফ্রিল ভারতবর্ষ প্রস্তুত করে না; তজ্জন্য তরুণীদের পরিচ্ছদের যেমন কোন ক্ষতি হয় নাই; সুদৃশ্য বেনারসী সিল্কের তুল্য বস্ত্র ভারতবর্ষের বাহিরে পাওনা কঠিন, সে প্রমাণও তাহাদের সজ্জার মধ্যে তেমনই নিঃসংশয়ের সহিত ছিল।

অপর পক্ষ দেখিল, সুরেশ্বরের পরিধানে খদ্দরের মোটা স্বল্পপরিসর ধুতি, অঙ্গে খদ্দরনির্মিত মামুলী পিরান, দেহাবরণ খদ্দরের মোটা চাদর এবং পদদ্বয়ে রুক্ষ দেশী চামড়ার অচিক্কণ নাগ্‌রা জুতা। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ের পক্ষে এ সজ্জা বিশেষ কিছুই অসাধারণ বা অদ্ভুত ছিল না। তথাপি উভয় পক্ষের বহিরাবণের এই বিরোধ ও অসঙ্গতি উভয় পক্ষকেই সামান্য আহত করিল।

পরক্ষণেই সুমিত্রা তাহার আঘাত হইতে মুক্ত হইয়া সাদরে এবং সাগ্রহে কহিল, "বসুন সুরেশ্বরবাবু, আমরা বাবাকে খবর দিয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আসছি।" তাহার পর বিমানের দিকে ফিরিয়া কহিল, "বিমানবাবু, আপনি সুরেশ্বরবাবুর কাছে ততক্ষণ থাকুন।"

অন্তঃপুরে প্রমদাচরণ তখন বারান্দায় বসিয়া পত্নী জয়ন্তীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন। তিনটি কন্যা তথায় উপস্থিত হইল, এবং তিনজনেই উত্তেজিতভাবে অল্প অল্প করিয়া বোটানিক্যাল গার্ডেনের সমস্ত কাহিনীটা সংক্ষেপে বিবৃত করিল।

শুনিয়া বিস্ময়ে আতঙ্কে প্রমদাচরণ এবং জয়ন্তী অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

সুরমা কহিল, "বাবা, সুরেশ্বরবাবুকে আমরা ধ'রে এনেছি; ঠাকুরপোর সঙ্গে ড্রয়িং-রূমে রয়েছেন। তোমরা দেখা করবে চল।"

সুরেশ্বর গৃহে উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া জয়ন্তী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "তোমরা এগোও, আমি চা আর খাবারের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে যাচ্ছি।"

সুমিত্রা সহাস্যে কহিল, "সে সব চলবে না মা। চা তিনি খান না, আর খাবার দেশী চিনির সন্দেশ-রসগোল্লা ভিন্ন কেক-বিস্কুট চলবে না; হাণ্ট্লি-পামারের তো নয়ই।"

সবিস্ময়ে জয়ন্তী কহিলেন, "কেন রে? ভারি গোঁড়া নাকি?"

সুমিত্রা কহিল, "গোঁড়া হিন্দু কি-না বলতে পারি নে, কিন্তু ভারি গোঁড়া স্বদেশী। পোশাক দেখলেই বুঝতে পারবে। আগাগোড়া সব খদ্দর। বোধ হয় একজন নন্-কো-অপারেটার।"

কথাটা শুনিয়া জয়ন্তীর উৎসাহ অনেকখানি কমিয়া গেল। এই নবোদ্ভূত নন্-কো-অপারেটার সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার কোনও সহানুভূতি বা করুণা ছিল না। যে সরকার-বাহাদুরের বদান্যতায় তাঁহার স্বামী অবসর গ্রহণ করিয়াও মাসে মাসে মোটা টাকা পেন্‌শন পাইতেছেন, যদ্দারা সুখে-স্বচ্ছন্দে তাঁহার স্বামিপুত্রকন্যার দিনাতিপাত হইতেছে, এবং স্বামীর কার্যকালে যে সরকার-বাহাদুরের প্রভাবে হাকিমগৃহিণীরূপে তিনি প্রভূত ক্ষমতা দাবি ও অধিকার করিয়া আসিয়াছেন, সেই সরকার-বাহাদুরের সহিত যাহাদের বিরোধ তাহাদিগকে তিনি কতকটা বিদ্বেষের চক্ষেই দেখেন। তথাপি যে ব্যক্তি আজ তাঁর কন্যাত্রয়কে রক্ষা করিয়া গৃহে উপস্থিত হইয়াছে, নন্-কো-অপারেটার হইলেও তাহাকে অভ্যর্থনা করা কর্তব্য বোধে জয়ন্তী জলযোগের ব্যবস্থা করিতে প্রস্থান করিলেন।

সুরমা ও বিমলার সহিত ড্রইং-রূমে উপস্থিত হইয়া প্রমদাচরণ সুরেশ্বরকে বিশেষরূপে সংবর্ধিত করিলেন এবং তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, যে পরোপকার প্রবৃত্তি ও নির্ভীকতার পরিচয় আজ সে

দিয়াছে তাহা যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া একদিন দেশের মধ্যে তাহাকে বরেণ্য করে।

প্রমদাচরণের কথা শুনিয়া সুরেশ্বর সলজ্জ-স্মিতমুখে কহিল, "আপনার আশীর্বাদ আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। কিন্তু কর্তব্যের বেশি কিছুই আমি করি নি, যার জন্যে এতটা প্রশংসা পেতে পারি।"

বাহুধারণ করিয়া সুরেশ্বরকে একটা চেয়ারে বসাইয়া দিয়া নিকটে একটা চেয়ারে বসিয়া প্রমদাচরণ কহিলেন, "তা যদি বল, তা হ'লে তোমার প্রশংসা একটুও কমে না, বরং বেড়েই যায়। সাময়িক উত্তেজনায় যে কাজ করে তার চাইতে কর্তব্য-বোধে যে কাজ করে, তার আসন অনেক উঁচু।"

প্রশংসাবাদকে নিরস্ত করিতে গিয়া ফল বিপরীতই হইল দেখিয়া অগত্যা সুরেশ্বর নিজেই নিরস্ত হইল। প্রমদাচরণের কথার কোনও উত্তর না দিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল।

বিমান কিন্তু কথাটাকে এইখানে শেষ হইতে না দিয়া কহিল, "তা ছাড়া, এর মধ্যে শুধু কর্তব্য পালনের কথাই নেই; সাহস এবং শক্তির কথা এমন আছে, যা সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। আপনি সুরেশ্বরবাবুকে দেখছেন পাতলা ছিপছিপে, বিশেষ যে শক্তিশালী তা চেহারা দেখে বোঝবার জো নাই; অথচ ইনি সেই লম্বা-চওড়া যমদূতের মত গুণ্ডাটাকে অসঙ্কোচে আক্রমণ করলেন, আর অনায়াসে হারিয়ে দিলেন। এ ব্যাপার আজ যারা স্বচক্ষে দেখেছে তারাই যথার্থ বুঝতে পারছে।"

বিমানের কথা বিশেষভাবে সমর্থন করিয়া সুরমা কহিল, "সত্যি কথা। সে কথা মনে হ'লে এখনও শরীর অবশ হয়ে আসে। অদ্ভুত সাহস সুরেশ্বরবাবু দেখিয়েছেন।"

বিমানের কথার উত্তরে সুরেশ্বর প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, মধ্যে সুরমা সে কথার সমর্থন করায় সে বিমানের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "কিন্তু যতটুকু আমি করেছি, ততটুকু না করলেই যে কাপুরুষতা হ'ত। যে অবস্থায় আমি আপনাদের দেখতে পেলাম, সে অবস্থায় আপনাদের মধ্যে গিয়ে পড়া ভিন্ন উপায় ছিল না।"

সহাস্যমুখে বিমান কহিল, "আচ্ছা, সাহসের কথা না হয় উপস্থিত ছেড়েই দিচ্ছি; কিন্তু শক্তির কথা? সেটা তো আর অস্বীকার করবার উপায় নেই!"

সুরেশ্বর কহিল, "শক্তি, সেও মনের শক্তি; দেহের শক্তি নয়। আপনি কি মনে করেন, বাস্তবিকই সেই গুণ্ডাটার চেয়ে আমার শরীরে শক্তি বেশি আছে? কখনই নেই। সে যে আমার কাছে হেরে গেল তার প্রধান কারণ, সে এমন একটা অন্যায় কাজ করছিল যার জন্যে তার কোনও নৈতিক শক্তির সহায়তা ছিল না।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া বিমান কহিল, "মনের শক্তি বা নৈতিক শক্তি, যে নামই দিন না কেন, সেইটেই হচ্ছে সাহস। মনের শক্তির দ্বারা আমরা অগ্রসর হই, দেহের শক্তিতে আমরা জয় করি। তা যদি না হ'ত, তা হ'লে কোন গুণ্ডাই কোন সাধুলোককে কখনও জুলুম করতে পারত না। আপনি যতই অস্বীকার করুন না সুরেশবাবু, এ অনায়াসে প্রমাণ করতে পারব যে, দেহের শক্তিতেই বলুন বা মনের সাহসেই বলুন, আপনি সে গুণ্ডাটার চেয়ে ওপরে, কারণ তাকে যে আপনি আজ পরাস্ত করেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

বিমানের দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে সুরমা বলিল, "আর, ওকে তুমি যে সুরেশ্বরবাবুকে পরাস্ত করেছ—সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই।"

মৃদুস্বরে বলিলেও সুরমার কথা সকলেই শ্রুতিগোচর হইয়াছিল; শুনিয়া প্রমদাচরণবাবু হাসিয়া উঠিলেন, এমন কি সুরেশ্বর নিজেও তর্ক ছাড়িয়া হাসিতে যোগ দিল।

প্রমদাচরণ কহিলেন, "তর্কে হারলেও, সুরেশ্বর যে কথা বলছিলেন সে কথাও একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। নৈতিক কারণের বিরুদ্ধে শক্তিশালীও অনেক সময়ে শক্তি হারিয়ে বসে। এর ভারি সুন্দর একটা উদাহরণ আমি স্বচক্ষে একবার দেখেছিলাম। সে অনেক দিনের কথা, তখন সুরমার বয়স বছর তিনেক হবে। জয়ন্তী প্রবোধ বিপিন আর সুরমাকে পাঞ্জাব-মেলের একটা কামরায় তুলে দিয়ে আমি হাওড়া ষ্টেশনের প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে কথা কচ্ছিলাম। গাড়ি ছাড়বার তখন

বেশি দেরি ছিল না। আমাদের পাশের কামরায় জানলার ধারে একটি ষোল-সতের বছরের ইংরেজ মেয়ে ব'সে ছিল; আর তার সামনে প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়িয়ে একটি পনের-ষোল বছরের ছেলে—বোধ হয় মেয়েটির ছোট ভাই-ই হবে—তার সঙ্গে কথাবার্তা কচ্ছিল। লম্বাচওড়া একটা মাতাল গোরা সেই কামরার সামনে দিয়ে বার বার পায়চারী করছিল। ছেলেটি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল ব'লে দেখতে পায় নি, কিন্তু মেয়েটি কয়েকবার লক্ষ্য ক'রে অবশেষে তার ভাইকে ব'লে দিলে। তখন সেই পাতলা ছিপছিপে পনের-ষোল বছরের ইংরেজ ছেলেটি কি করলে জান? পায়চারী করতে করতে যাই সে গোরাটা আবার সেই কামরার সামনে এসেছে, সে সামনে ফিরে এগিয়ে গিয়ে গোরাটার নাকের ওপর সজোরে একটা ঘুসি বসিয়ে দিলে, তার পর আর কিছু না ব'লে পিছন ফিরে আগের মত দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে তার বোনের সঙ্গে কথা কইতে লাগল; একবার ফিরে দেখলে না পর্যন্ত যে, সে গোরাটা আক্রমণ করতে আসছে কি-না! আর গোরাটার কি হ'ল শুনবে? সে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে নাক মুছতে লাগল; আমরা দেখলাম, দেখতে দেখতে তার রুমালখানা রক্তে লাল হয়ে গেল—গল্‌গল্‌ ক'রে তার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল। তারপর ছেলেটার দিকে চেয়ে বিড়বিড় ক'রে কি গালাগালি দিয়ে একেবার প্ল্যাট্‌ফর্ম্‌ থেকেই স'রে পড়ল। এ কথাও কিন্তু নিঃসন্দেহ যে, গোরাটার সঙ্গে ছেলেটার মল্লযুদ্ধ হ'ত, তা হ'লে গোরাটা ছেলেটাকে গুঁড়িয়ে দিতে পারত।"

এতক্ষণ বিমলা কোন কথা কহে নাই; সে কহিল, "এ গল্পটা বাবার মুখে আমরা বোধ হয় একশোবার শুনেছি।"

বিমলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুরেশ্বর সহাস্যমুখে কহিল, "আরও একশোবার শুনলেও ক্ষতি নেই, গল্পটি এমন চমৎকার!"

সুরেশ্বরের এই শান্ত মৃদু তিরস্কারে অপ্রতিভ হইয়া বিমলা কহিল, "সে কথা সত্যি।"

৩

জয়ন্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং তাহার পশ্চাতে একটি জার্মান-সিল্‌ভারের ট্রের উপর কয়েক রেকাব খাবার লইয়া সুমিত্রা প্রবেশ করিল। কন্যার দ্বারা খাবার লইয়া আসা জয়ন্তী একেবারেই পছন্দ করেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, উর্দি-পরা খানসামা-বালক খাবার বহন করিয়া আনে। কিন্তু সুরেশ্বরকে একটু বিশেষভাবে খাতির করিবার অভিপ্রায়ে এবং সুরেশ্বরের প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির কতকটা পরিচয় পাইয়া সুমিত্রা ভৃত্যদ্বারা খাবার না আনাইয়া কতকটা জিদ্ করিয়া স্বয়ং বহন করিয়া আনিয়াছিল। তৎসত্ত্বেও জয়ন্তী খানসামাকে লইয়া আসিতে ভুলেন নাই। সে একটি কাঠের টিপাই সুরেশ্বরের সম্মুখে স্থাপন করিয়া সুমিত্রার হস্ত হইতে ট্রে লইবার জন্য উদ্যত হইল। সুমিত্রা তাহার হস্তে ট্রেখানা দিয়া টিপায়ের উপর রেকাবগুলি স্থাপিত করিল।

জয়ন্তীকে নির্দেশ করিয়া সুরমা কহিল, "সুরেশ্বরবাবু, ইনি আমাদের মা।"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া সুরেশ্বর নত হইয়া যুক্তকরে জয়ন্তীকে প্রণাম করিল। জয়ন্তী আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "তুমি বাবা আজ আমাদের যে উপকার করেছ, তার জন্যে কি ব'লে ধন্যবাদ দোব তা জানি নে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

সুরেশ্বর কোনও কথা কহিবার পূর্বেই বিমান হাসিয়া কহিল, "ওঁকে ধন্যবাদ দেওয়া শক্ত। যেমন ক'রেই দিন না কেন, উনি ঠিক ফিরিয়ে দেবেন।"

এই প্রসঙ্গে একটু পরিহাস করিবার লোভ সুমিত্রা কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিল না; মৃদু হাসিয়া কহিল, "ধন্যবাদটা তো বিলিতী আমদানি,—ওটা ফিরিয়ে দেওয়াই উচিত।"

এবার সুরেশ্বর সুমিত্রার পরিহাসের ধারা বুঝিতে পারিল; এমন কি কিছু পূর্বে চা ও মিছরির পানা লইয়া সুমিত্রা যেটুকু পরিহাস করিয়াছিল এই সদ্যোলব্ধ সূত্রের সাহায্যে তাহার মর্মও অবিদিত রহিল না। কিন্তু ইহা তাহার ভাল লাগিল না। সুমিত্রার এই স্বচ্ছন্দতা, এই কৌতুকরসপ্রিয়তা, দুই-

তিন ঘণ্টার পরিচয়েই এতটা সপ্রতিভতা তাহাকে অসন্তুষ্ট করিল। তদুপরি এই সমস্ত পরিহাসের ভিতর স্বদেশীয়তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল মনে করিয়া সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সুমিত্রার প্রতি চাহিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে সে কহিল, "বিলিতী আমদানি মাত্রই যে নির্বিচারে ফেরত দেওয়া উচিত তা জোর ক'রে বলা যায় না, বিশেষত যখন দেখা যাচ্ছে যে বিলিতী কাপড়, এমন কি বিলিতী কাপড়ের টুকরো পর্যন্ত, আমরা গ্রহণ করতে ছাড়ছি নে।"

যতটুকু আঘাত সুরেশ্বর তাহার বাক্যের দ্বারা দিতে গেল, তাহার সবটুকুই উপলব্ধি করিয়া সুমিত্রার কর্ণমূল পর্যন্ত রক্তিম হইয়া উঠিল। বিলিতী কাপড়ের টুকরার উল্লেখে সুরেশ্বর যে তাহার আইরীশ লিনেনের রুমালই নির্দেশ করিল, তাহা বুঝিতে তাহার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না। কিন্তু সুরেশ্বরের নিকট তাহারা উপকৃত ও সুরেশ্বর তাহাদের অতিথি, এ কথা স্মরণ করিয়া সুরেশ্বরের কথার কোনপ্রকার প্রতিবাদ না করিয়া সে শান্তস্বরে কহিল, "বিলিতী কাপড়ের টুকরো এবার থেকে না হয় ত্যাগ করলেই হবে, কিন্তু আপনাকে দেওয়া খাবারগুলির মধ্যে বিলিতীর নামগন্ধ নেই, অতএব ওগুলো অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ করুন।"

আঘাত দিয়াই একটা সূক্ষ্ম অনুতাপে সুরেশ্বর ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথম দিনের পরিচয়ের মধ্যেই একজন মহিলার প্রতি মনে এবং বাক্যে বিরুদ্ধাচরণ করা অসঙ্গত এবং অসমীচীন বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল। তাহার পর যখন সে দেখিল যে, আহত হইয়াও সুমিত্রা আঘাতটা নিরুপদ্রবে এবং হাস্যমুখে পরিপাক করিল, এমন কি একপ্রকারে সুরেশ্বরের নিকট পরাজয়স্বীকার করিল, তখন সুরেশ্বর মনের মধ্যে লজ্জা ও বেদনা বোধ করিতে লাগিল; এবং কতকটা অপরাধ স্খালনের অভিপ্রায়ে হাসিয়া কহিল, "এগুলি যখন যত্ন ক'রে আপনারা দিয়েছেন তখন নিশ্চয় গ্রহণ করব; কিন্তু ক্ষমতা ও প্রয়োজনের অধিক হয়ে কিছু যদি প'ড়ে থাকে, তা হ'লে ক্ষমা করবেন।"

সহাস্যে বিমানবিহারী কহিল, "তা হ'লে আর-একটা কথাও সঙ্গে সঙ্গে

হয়ে যাওয়া দরকার। ক্ষমতা ও প্রয়োজনের কম হয়ে যদি কিছু চাইবার দরকার হয় তা হ'লে চেয়ে নেবেন।"

স্মিতমুখে সুরেশ্বর কহিল, "আচ্ছা, তা নোব।" তারপর রেকাবগুলির প্রতি ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "ঐ কি! এক দফা কেন? আপনি খাবেন না?"

বিমানবিহারী বলিল, "সে কাজটা বোট্যানিকাল গার্ডেনে এত বেশি করেছি যে, কালকের আগে হয়তো আর তার দরকারই হবে না।"

সুরেশ্বর আহারে প্রবৃত্ত হইলে বোট্যানিকাল গার্ডেনের ব্যাপারটা পুনরায় ধীরে ধীরে আলোচিত হইতে লাগিল। বিমান, সুরমা ও বিমলা ঘটনাটা অংশে অংশে বিবৃত করিতে লাগিল; জয়ন্তী দেবী, উদ্বেগের কারণ উপস্থিত অবর্তমানেও নিরতিশয় উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং প্রমদাচরণ পুনঃ পুনঃ সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, আপাতত দৃষ্টিগোচর না হইলেও অদ্যকার ঘটনার মধ্যে ভগবানের মঙ্গলহস্ত নিশ্চয়ই আছে, যাহা অদূরভবিষ্যতে একদিন নিঃসন্দেহে বুঝা যাইবে।

পায়েসের বাটিটা আরম্ভ করিতে সুরেশ্বর ইতস্তত করিতেছিল দেখিয়া সুমিত্রা বলিল, "আপনি এক মিনিট অপেক্ষা করুন সুরেশ্বরবাবু, আমি একটা চামচ এনে দিচ্ছি।" বলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

পোশাক-পরা চাকর বর্তমানেও হাকিমের কন্যা হইয়া সুমিত্রা নিজে চামচ আনিতে ছুটিল ইহা জয়ন্তী একেবারেই পছন্দ করিলেন না, এবং পাছে সুরেশ্বর মনে করে যে, এমন সব ব্যাপার প্রত্যহই তাঁহার গৃহে হইয়া থাকে সেই আশঙ্কায় মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আমার প্লেট বাটি ডিশগুলো আজ সুমিত্রা ভাঙবে দেখছি। কোনদিনই তো এ সব নিজ হাতে করে না। বন্ধ, তুই যা না, দেখিয়ে দিগে কোথায় আছে।"

মৃদু হাসিয়া প্রমদাচরণ কহিলেন, "করুক, করুক, বাধা দিও না। আজ তার সমস্ত মনটা কৃতজ্ঞতায় এমন ভ'রে আছে যে, এমনি ক'রে নিজ হাতে সেবা না করলে তৃপ্তি পাবে না।"

সুরমা হাসিয়া বলিল, "তা ছাড়া আমরা সকলেই ছিলাম বটে, কিন্তু

আসলে সুমিত্রাকেই সুরেশ্বরবাবু উদ্ধার করেছেন। মাগো! সে কথা মনে পড়লে এখনও গা কেঁপে উঠছে! আর এক মিনিট সুরেশ্বরবাবুর আসতে দেরি হ'লে গুণ্ডাটা সুমিত্রার গলা থেকে জোর ক'রে কণ্ঠিটা খুলে নিত। সুমিত্রা তো আতঙ্কে কেমন হয়ে গিয়েছিল!"

এই সময়ে সুমিত্রা প্রবেশ করিল। সুরমার কথার শেষ অংশ সে শুনিতে পাইয়াছিল। সুরেশ্বরের পায়সের পাত্রে চামচ রাখিয়া কহিল, "আমার তো কেমন হয়ে যাওয়ার কথাই ছিল। কিন্তু তোমরাও যে বিশেষ সুস্থ ছিলে, তা তো মনে হয় না।"

সুরমা হাসিমুখে কহিল, "সুস্থ! আমি বোধ হয় তোমার আগেই ফিট হয়ে যেতাম।"

সুরমার এই অকপট আত্মপ্রকাশে সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। বিমলা বলিল, "আচ্ছা, বিমানদা, সুরেশ্বরবাবু না এলে আপনি কি করতেন?"

আজিকার ঘটনায় বিমানবিহারীর পক্ষে অপৌরুষের যে হীনতাটুকু অপ্রকাশ থাকিয়াও কাহারও নিকট অগোচর ছিল না, বিমলা একটি অসতর্ক প্রশ্নের দ্বারা তাহাকে সহসা এমন প্রকট করিয়া দেওয়ায় সকলেই একটু বিব্রত বোধ করিল, বিশেষত বিমানবিহারী স্বয়ং। তিনটি স্ত্রীলোকের রক্ষক হইয়া বিপৎকালে সে এমন কিছুই করে নাই যাহা তাহার করা উচিত ছিল। শুধু তাহাই নহে, তাহার যে কি করা উচিত ছিল, তাহা ঘটনাস্থলেই একজন অপরিচিত নিঃসম্পর্ক ব্যক্তি দেহ বিক্ষত এবং জীবন বিপন্ন করিয়া প্রমাণ করিয়া দিল। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের ব্যাপার এই যে, যাহার সহিত অদূরভবিষ্যতে তাহার বিবাহ হইবার কথা চলিয়াছে, দলের মধ্যে সে ছিল, এবং বিশেষ করিয়া তাহাকেই উদ্ধার করিবার অবস্থা উপনীত হইয়াছিল, কারণ সে-ই নিপীড়িত হইতেছিল। সুরেশ্বরের পরিবর্তে তাহার হস্ত বিক্ষত হইলে আজ সকলের চক্ষে সে কতটা প্রশংসাভাজন হইতে পারিত তাহা ভাবিয়া সে মনে মনে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ছিল, তাহার উপর বিমলা এমন স্পষ্ট করিয়া কথাটা উত্থাপিত করায় সে বিমূঢ় হইয়া গেল।

বিমানবিহারী কোনও কথা বলিবার পূর্বেই সুরেশ্বর বলিল, "হঠাৎ আক্রান্ত হ'লে প্রথমটা একটু অভিভূত হয়ে পড়তেই হয়; সেটা কেটে গেলে তখন উনিই গুণ্ডাটাকে আক্রমণ করতেন।"

আরও একটু ছেলেমানুষি করিয়া বিমলা কহিল, "বিমানদা যে রকম ভালমানুষ, তিনি কখনই গুণ্ডাটার সঙ্গে পেরে উঠতেন না।"

বিমলার কথায় সুরেশ্বর হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তা হ'লে কি বলতে চান আমি একজন গুণ্ডা, তাই তার সঙ্গে পেরে উঠেছি?"

এবার সকলে, এমন কি বিমানবিহারী পর্যন্ত, হাসিয়া উঠিল, এবং বিমলা যে অসুবিধার অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল, এই হাসির উপলক্ষ্যে তাহা অনেকটা কাটিয়া গেল।

হাসির কল্লোল থামিলে জয়ন্তী কহিলেন, "তুমি গুণ্ডাটাকে জানিয়ে দিলে না কেন বিমান, যে, তুমি একজন ম্যাজিস্ট্রেট? তা হ'লে পালাতে পথ পেত না।" স্বামীর পদোল্লেখের সময়েও জয়ন্তী "ডেপুটি" শব্দটি সযত্নে বাদ দিয়া চলিতেন।

সহধর্মিণীর এই বিচিত্র প্রশ্ন ও আত্মপ্রকাশে মনে মনে লজ্জিত হইয়া প্রমদাচরণ মৃদু মৃদু দুলিতে লাগিলেন, এবং সুরেশ্বর, ম্যাজিস্ট্রেটের অলীক মহিমার প্রতি জয়ন্তীর এই একান্ত বিমুগ্ধভাব দেখিয়া, যথেষ্ট পুলকিত হইল। বিমান কহিল, "আজকাল আর গুণ্ডারা হাকিম-টাকিম মানে না। দিনকাল বদলে গিয়েছে।"

কাহাদের অবিমৃষ্যকারিতায় দিনকাল পরিবর্তিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে একটু বক্তৃতা দিতে জয়ন্তীর লোভ হইতেছিল, সুরেশ্বরের উপস্থিতির জন্য ইতস্তত করিতেছিলেন, এমন সময় কক্ষে একজন দীর্ঘকায় সাহেববেশধারী ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন এবং মস্তক নত করিয়া সহাস্যমুখে কহিলেন, "গুড্ ইভ্নিং! কই, আমার রুগী কোথায়?"

আগন্তুকের প্রশ্নে সকলেই বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। প্রমদাচরণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "গুড্ ইভ্নিং! আসুন ডক্টর চ্যাটার্জি, আসুন। কিন্তু আপনার রুগী কি, তা বুঝতে পারছি নে তো?"

স্মিতমুখে সুমিত্রা কহিল, "ডক্টর চ্যাটার্জি, দয়া ক'রে দু-চার মিনিট বসুন, একটু পরেই আপনাব রুগী অবসর পাবেন।" তাহার পর সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া ঈষৎ কুণ্ঠা সহকারে কহিল, "সুরেশ্বরবাবু, তাড়াতাড়ি করবেন না; খাওয়াটা শেষ ক'রে নিন।"

সুমিত্রার কথায় সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। আহার বন্ধ করিয়া সুরেশ্বর বিস্মিত নেত্রে সুমিত্রার দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনিই তা হ'লে ডাক্তার-মশায়কে খবর দিয়েছিলেন?"

আরক্তমুখে সুমিত্রা কহিল, "যেই খবর দিক, খবর দেওয়ার দরকার ছিল তাও কি আপনি অস্বীকার করেন?"

দৃঢ় অথচ শান্ত স্বরে সুরেশ্বর কহিল, "করি বইকি! সামান্য একটু কাটার জন্যে ডাক্তার ডাকার তো কোনও দরকার ছিল না!"

বিমান বলিল, "ডক্টর চ্যাটার্জি, এঁর হাতখানা আপনি পরীক্ষা ক'রে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, কতটা কেটে গিয়েছে আর আপনাকে ডাকা অন্যায় হয়েছে কি-না!"

মনে মনে বিরক্ত হইয়া সুরেশ্বর অপ্রসন্ন সুরে কহিল, "সামান্য জিনিসকে বড় ক'রে তোলবার আপনাদের আশ্চর্যরকম ক্ষমতা আছে।"

মৃদু হাসিয়া প্রমদাচরণ কহিলেন, "না না, সুরেশ্বরবাবু, এরা কোনও সামান্য জিনিসকে বাড়িয়ে তুলছে না। তুমি যে সৎসাহসের পরিচয় আজ দিয়েছে তা একটুও সামান্য নয়, আর তাকে এরা অকারণ একটুও বাড়াচ্ছে না।" বলিয়া ডাক্তারকে বোট্যানিকাল গার্ডেনের ঘটনা শুনাইতে আরম্ভ করিলেন।

কাহিনী শেষ হইলে সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া ডাক্তার কহিলেন, "আসুন, আপনার হাতখানা একবার দেখি।"

সুরেশ্বর তখন আহার সমাপন করিয়া হাত ধুইয়া অপ্রসন্নমুখে বসিয়া ছিল, ডাক্তারের আহ্বানে অনিচ্ছা ভরে হাতখানা আগাইয়া দিল।

সুরেশ্বরের হস্ত হইতে বস্ত্রখণ্ড উন্মোচিত করিয়া আলোয় ধরিয়া দেখিয়া

ডাক্তার বলিলেন, "By Jove ! এ যে দেখছি খদ্দর ! This is quite good for a patriot, but not for a patient."

ডাক্তারের কথায় একেবারে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়া সুরেশ্বর কহিল, "কিন্তু এ যদি Manchester rag হ'ত, তা হ'লে বোধ হয় কোন ক্ষতি হ'ত না !"

হাসিমুখে ডাক্তার কহিলেন, "Don't fight meaninglessly, my dear friend ! তা হ'লেও ক্ষতি হ'ত। There must be difference between things and things. মহাত্মাজীর হাতে বোনা খদ্দর হ'লেও তা bandage হবে না যতক্ষণ না সেটা বিধিমত antiseptic করা হচ্ছে। খদ্দরকে আমি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করি ; ভাল ক'রে চেয়ে দেখুন আমার এ বিলিতী পোশাকের মধ্যেও খদ্দরের একেবারে অভাব নেই। কিন্তু মিছরি ভাল জিনিস ব'লেই তো নুনের কাজও করতে পারে না।"

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "না, তা কখনই পারে না। আমাকে ক্ষমা করবেন ; আপনার কথার ভঙ্গীতে আমি মনে করেছিলাম, আপনি বলতে চান যে, নুনের কাজ মিছরির দ্বারা হয় না, কিন্তু ফটকিরির দ্বারা হয়। তা যখন আপনি বলছেন না, তখন আর বিরোধের কোনও কথা নেই।"

"না, বিরোধের কোনও কথা নেই। আসুন, আপনার হাতটা ভাল ক'রে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিই।" বলিয়া ব্যাগ হইতে সরঞ্জাম বাহির করিয়া ডাক্তার নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

সযত্নে সুরেশ্বরের হস্তের ক্ষত পরিষ্কার করিয়া ও বাঁধিয়া দিয়া ডাক্তার কহিলেন, "উন্‌ড্‌টা নিতান্ত সামান্য হয় নি, কয়েক দিন একটু সাবধানে থাকবেন। নিষ্পাপ সুস্থ শরীর, দেহের মধ্যে চিনির কারবার নেই ; নইলে একটা injectionও দিয়ে দিতাম।"

ডাক্তার তাঁহার দ্রব্যাদি ব্যাগে পুরিয়া লইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তা হ'লে এখন চললাম, গুড্‌বাই।" তাহার পর সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সুরেশ্বরবাবু, নমস্কার !"

প্রমদাচরণ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "ডক্টর চ্যাটার্জি, একটু অপেক্ষা করুন,

আপনার ফী-টা এনে দিচ্ছি।" তারপর সুরমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "যাও তো মা, ডাক্তার মহাশয়ের ফীটা এনে দাও তো।"

প্রমদাচরণের কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া সুরেশ্বর কহিল, "না না, বলেন কি? ওঁর ফী আমি দিচ্ছি।" তাহার পর বিমানকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ফী কত?"

বিমান কোনও কথা কহিবার পূর্বেই ডাক্তার বলিলেন, "আট টাকা। কিন্তু আমি বলি, আপনাদের উভয় পক্ষের কারও ফী দেবার প্রয়োজন নেই। এমন তো নিত্যই ফোড়া ঘা চিকিৎসা ক'রে পয়সা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি। আজ যখন এমন একটি পবিত্র ঘা চিকিৎসা করবার সৌভাগ্য পেলাম, তখন পয়সা না হয় না-ই নিলাম। ব্যবসাটাকে সময়ে সময়ে একটু অব্যবসার মত ক'রে নিলে তাতে একটু রস পাওয়া যায়।" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে সুরেশ্বর কহিল, "ভারি চমৎকার লোক তো!"

প্রমদাচরণ কহিলেন, "চমৎকার!"

জয়ন্তী সহাস্যে কহিলেন, "তোমরা তো চমৎকার বলবেই. আট-আটটা টাকা তোমাদের বেঁচে গেল!"

জয়ন্তীর কথায় সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

কিছু পরে সুরেশ্বর বিদায় লইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রমদাচরণ কহিলেন, "আজ এক বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে তোমাকে আমরা আত্মীয়ের মত লাভ করলাম। মাঝে মাঝে এসে আমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা-সাক্ষাৎ ক'রো।" তাহার পর বিমানকে বলিলেন, "বিমান, তুমি মোটরে ক'রে ওঁকে বাড়ি পৌঁছে দাও।"

ব্যস্ত হইয়া সুরেশ্বর কহিল, "না না, মোটরের দরকার নেই, আমি এটুকু হেঁটেই চ'লে যাব।"

বিমান কহিল, "ক্ষতিও তো নেই, চলুন না, আপনার বাড়িটাও তো দেখে আসা যাবে।"

সকলকে অভিবাদন করিয়া সুরেশ্বর প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতে সুরেশ্বর তাহাদের বাড়ির ভিতর নিম্নতলায় বারান্দায় বসিয়া তাহার ভগিনী মাধবীকে দিয়া ক্ষত পরিষ্কার করাইয়া লইতেছিল, এবং অদূরে বসিয়া তাহার বিধবা জননী তারাসুন্দরী দেখিতেছিলেন এবং গল্প করিতেছিলেন।

গরম জলে বোরিক পাউডার মিশাইতে মিশাইতে মাধবী বলিল, "কিন্তু দাদা, অতটা দুঃসাহসের কাজ করা তোমার উচিত হয় নি।"

সহাস্যে সুরেশ্বর কহিল, "তা হ'লে কি করা উচিত ছিল, শুনি? দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে গুণ্ডাটাকে বক্তৃতা দেওয়া, না, পরদিন খবরের কাগজে আন্দোলন করা? তখন বিপন্নদের রক্ষা করতে চেষ্টা করা ছাড়া আর অন্য কিছুই করা যেতে পারত না।" তাহার পর তারাসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "তুমি কি বল মা? আমি যা করেছি তার মধ্যে কিছু অন্যায় হয়েছিল কি?"

সৎসাহস ও সহৃদয়তা এই দুইটি গুণের জন্য সুরেশ্বর যদি কাহারও কাছে ঋণী হয় তো সে তাহার জননীর নিকট। পিতা ছিলেন একজন অবসরবিহীন বিখ্যাত ডাক্তার, তিনি তাঁহার রোগী ও ডাক্তারি লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন, সুরেশ্বর মানুষ হইত তারাসুন্দরীর নিকট। আকাশে বায়ু ও আলোর মত, তারাসুন্দরীর প্রসারিত হৃদয়-ক্ষেত্রে এই দুইটি গুণ ভরিয়া ছিল; তিনি তাহারই আবহাওয়ায় পুত্রকে মানুষ করিয়াছিলেন। তাই সুরেশ্বর যখন তাঁহার মত চাহিল, তখন তাঁহাকে হাসিমুখে বলিতেই হইল, "না, তা হয় নি।" কিন্তু পাছে তাঁহার অনুমোদনের দ্বারা প্রশ্রয় পাইয়া সুরেশ্বর ভবিষ্যতে নিজেকে বিপদ্‌সঙ্কুল অবস্থায় লইয়া যাইতে ইতস্তত না করে—এই আশঙ্কায় তিনি সঙ্গে-সঙ্গেই কহিলেন, "কিন্তু শক্তি ও ক্ষমতার বাইরে গিয়ে নিজেকে অনর্থক বিপদের মধ্যে ফেলাও অন্যায় কথা সুরেশ।"

সুরেশ হাসিয়া কহিল, "তা তো নিশ্চয়ই মা; কিন্তু শক্তি আর ক্ষমতা মেপে নিয়ে তার পর কাজে প্রবৃত্ত হওয়াও ভারি কঠিন কথা। তাই সময়ে সময়ে

শক্তির ঠিকমত আন্দাজ করতে না পেরে কষ্ট পেতে হয়। বিবেচনা না ক'রে এগিয়ে যাওয়া যেমন গোঁয়ার্তমি, অতি-বিবেচনায় ইতস্তত করা তেমনি কাপুরুষতা। ঠিক নয় কি মা?"

পুত্রের যুক্তির নিকট মনে মনে হার মানিয়া তারাসুন্দরী কহিলেন, "সে কথা ঠিক। আমি বলছিলাম, তুমি যখন নিশ্চয় জানছ যে, কোন একটা কাজ তোমার শক্তির বাইরে, তখন তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ায় কোনও সুবুদ্ধি নেই। ধর, একটি ছোট ছেলে জলে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, তুমি সাঁতার জান না। এ অবস্থায় তোমার কি করা উচিত? জলে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত? না, লোক ডাকবার জন্যে ডাঙাতেই দৌড়াদৌড়ি করা উচিত?"

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "এ তো খুব সহজ কথা মা। কিন্তু ধর, আমি এমন একটু সাঁতার জানি যে, ছেলেটিকে তুলে আনতেও পারি, অথবা না পেরে নিজেও ডুবে যেতে পারি, তখন আমার কি করা উচিত? জলে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত, না, ডাঙায় দৌড়াদৌড়ি করা উচিত?"

তারাসুন্দরী কোনও কথা বলিবার পূর্বে মাধবী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ব'লো না মা, কিচ্ছু ব'লো না। দাদার সাহস বেড়ে যাবে।"

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "তুই তো বেশ দেখছি মাধবী? তুই কি চাস যে আমার সাহস ক'মে যায়?"

মাধবী হাসিতে হাসিতে কহিল, "একটু চাই। তুমি সময়ে সময়ে এমন সব কাণ্ড ক'রে বসো যে, শুনে আমাদের রক্ত শুকিয়ে যায়।"

প্রসঙ্গ পরিবর্তিত করিয়া তারাসুন্দরী কহিলেন, "হ্যাঁ রে সুরেশ, ওদের বাড়ি গিয়ে পেট ভ'রে খেয়ে তো এলি, কিন্তু ওরা লোক কি-রকম তা তো কিছু বললি নে?"

তারাসুন্দরী সুরেশ্বরকে কখন 'তুমি' এবং কখন 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করেন।

সুরেশ্বর কহিল, "লোক? বেশ লোক—বড়মানুষ, শৌখিন, সভ্যভব্য, কায়দা-দুরস্ত।"

পুত্রের কথা কহিবার ভঙ্গী হইতে তারাসুন্দরী বুঝিতে পারিলেন যে,

তাহাদের প্রতি পুত্র যে খুব প্রসন্ন তাহা নহে। হাসিয়া বলিলেন, "আর সে মেয়েটি কেমন, যার গলা থেকে হার খুলে নিচ্ছিল ?"

সুরেশ্বর কহিল, "কি কেমন খুলে না বললে কেমন ক'রে বলব মা, কি রকম ?

তারাসুন্দরী হাসিয়া কহিলেন, "দেখতে শুনতে কেমন, তাই প্রথমে বল্ না।"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর কহিল, "দেখতে তো বেশ ভালই, কিন্তু শুনতে সব সময়ে খুব ভাল নয় মা। মেয়েদের কি বলতে হয় ঠিক বুঝতে পারছি নে, ছেলে হ'লে বলতাম একটু ফাজিল ; কিন্তু তাই ব'লে অমার্জিত নয়, ভদ্র।"

"গিন্নী কেমন মানুষ রে ?"

এবার সুরেশ্বর হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "বেশ মানুষ মা। অল্প সময়ের মধ্যে মানুষ চিনে ফেলবার অভিজ্ঞতা বা শক্তি হয়েছে ব'লে স্পর্ধা করছি নে, কিন্তু তবুও গিন্নীটিকে যে ঠিক চিনতে পেরেছি তা অসঙ্কোচে বলতে পারি। বেশ মানুষ, সাদাসিধে ; নিজের মনের ইচ্ছেটুকু একটু ঢেকে-ঢুকে বা আটকে রাখবার কোন প্রবৃত্তিই নেই। পাছে তুমি ভুল ক'রে ভাবো যে, দেশের দশজনের মত তিনিও একজন, তাই পদে পদে নিজের অবস্থা তোমাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত।"

সুরেশ্বরের বর্ণনার ভঙ্গিমা দেখিয়া তারাসুন্দরী হাসিয়া কহিলেন, "তা হ'লে তো বেশ লোক রে ! বড় মেয়েটি কেমন ?"

এমন সময় বাহিরের দ্বারে কড়া-নাড়ার শব্দ শুনা গেল। তারাসুন্দরী কহিলেন, "অবনী-ঠাকুরপো এসেছেন বোধ হয়। যা তো মাধবী, দোরটা খুলে দিয়ে আয় তো।"

মাধবী উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল, অবনী নহে, একজন অপরিচিত ব্যক্তি পথে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। একটু ভিতরের দিকে সরিয়া আসিয়া মৃদু কণ্ঠে সে কহিল, "আপনি কাকে চান ?"

অপরিচিত ব্যক্তি কহিল, "সুরেশ্বরবাবু কেমন আছেন, আমি তাই জানতে এসেছি। তিনি বাড়ি আছেন কি ?"

মাধবী কহিল, "তাঁর হাতের কাটা ধোওয়া হচ্ছে। ভালই আছেন।"

আগন্তুক ব্যগ্র হইয়া কহিল, "যদি অসুবিধা না হয় খোলা অবস্থায় আমি তাঁর হাতটা একটু দেখতে চাই। আমার নাম বিমানবিহারী বসু। তিনি কাল বোট্যানিকাল গার্ডেনে আমাদের—"

বিমানের অসমাপ্ত কথার মধ্যেই মাধবী বলিল, "বুঝতে পেরেছি। আপনি বাইরের ঘরে বসুন, আমি তাঁকে খবর দিচ্ছি।"

বিমান ভিতরে প্রবেশ করিলে তাহাকে বৈঠকখানাঘর দেখাইয়া দিয়া মাধবী অন্দরে গিয়া সুরেশ্বর ও তারাসুন্দরীকে জানাইল যে, অবনী নহে, বিমান আসিয়াছে এবং সে মুক্ত অবস্থায় সুরেশ্বরের হাত দেখিতে চাহে।

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সুরেশ্বর কহিল, "মা, তুমি কি বল? এইখানেই না হয় বিমানবাবুকে ডেকে আনা যাক?"

তারাসুন্দরী কহিলেন, "তা বেশ তো, এইখানেই ডাক। যা মাধবী, তাঁকে ডেকে নিয়ে আয়।"

একজন অনাত্মীয় অপরিচিত যুবকের নিকট বার বার যাইতে মাধবীর সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল, কিন্তু একমাত্র ভৃত্য কানাই বাজারে গিয়াছে এবং হাতের বাঁধন খুলিয়া সুরেশ্বর নানা প্রকারে বিব্রত হইয়া বসিয়া আছে বলিয়া অগত্যা সে বিমানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে অন্দরে আহ্বান করিল।

মাধবীকে অনুসরণ করিয়া বিমান সুরেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইল। সুরেশ্বর নিজেই বাম হস্ত দিয়া অল্প অল্প করিয়া গরম জল ঢালিয়া ব্যাণ্ডেজ ভিজাইতেছিল। বিমানকে দেখিয়া সাগ্রহে কহিল, "আসুন বিমানবাবু, বসুন এই চেয়ারটাতে।"

সে কথায় মনোযোগ না দিয়া তারাসুন্দরীকে অন্তরালে সরিয়া যাইতে দেখিয়া বিমান উৎসুক নেত্রে সুরেশ্বরকে প্রশ্ন করিল, "মা?"

সুরেশ্বর উত্তর দিল, "হ্যাঁ, মা।"

তখন তারাসুন্দরীর দিকে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া বিনীত স্বরে বিমান কহিল, "কাল থেকে সুরেশ্বরবাবুর সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক হয়েছে, তাতে তো মা, আমাকে দেখে আপনার স'রে যাবার কথা নয়।"

সুরেশ্বরের প্রশ্ন শুনিয়াই তারাসুন্দরী গতি রোধ করিয়াছিলেন, এবার তাঁহাকে ফিরিতে হইল। বিমানের প্রতি চাহিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, "এস বাবা, এস।"

বিমান অগ্রসর হইয়া তারাসুন্দরীর পদধূলি গ্রহণ করিল।

তাহার পর সে সুরেশ্বরকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিল, রাত্রে কেমন ছিলেন, এখন কেমন আছেন, রক্ত একেবারে বন্ধ হইয়াছে কি-না, বেদনা আছে কি-না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সংক্ষেপে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "দেশ যখন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে নানা রকম দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছে বিমানবাবু, তখন একজন নগণ্য দেশবাসীর সামান্য ক্ষত নিয়ে এতটা ব্যস্ত হবেন না।"

বিমান হাসিয়া কহিল, "তাই যদি ঠিক হয়, তা হ'লে কাল সামান্য দু-চার জন দেশবাসীকে লাঞ্ছিত হতে দেখে আপনি অত ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন তা বলুন?"

সুরেশ্বর কহিল, "বেশি ব্যস্ত তো হই নি, যতটুকু হওয়া দরকার ততটুকুই হয়েছিলাম। তা ছাড়া, দেশবাসীদের জন্যে ব্যস্ত হই নি, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যস্ত হয়েছিলাম। যদি দেখতাম কুস্তির আখড়ায় আপনার সঙ্গে সেই গুণ্ডাটার কুস্তি চলছে আর সে আপনাকে চেপে ধরেছে, তা হ'লে তো কখনই আপনার সাহায্যে যেতাম না।"

মাধবী সরঞ্জাম লইয়া ঘা ধুইয়া দিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে বুঝিতে পারিয়া বিমান কহিল, "এ নিয়ে তর্ক পরে করলেই চলবে, আগে ঘা-টা ধুয়ে নিন।" তাহার পর তাড়াতাড়ি সুরেশ্বরের নিকট গিয়া বসিয়া কহিল, "আমি ধুয়ে বেঁধে দোব?"

হাসিমুখে সুরেশ্বর বলিল, "না, মাধবীই ক'রে দিচ্ছে।"

বিমান কহিল, "আজকের দিনটা অন্তত একজন ডাক্তার দিয়ে ক'রে নিলে ভাল হ'ত।"

মাধবীর দিকে চাহিয়া সুরেশ্বর কহিল, "এ রকম ছোটখাট ব্যাপারে মাধবীই আমাদের ডাক্তারি করে। বাবা ডাক্তার ছিলেন, মাধবী তাঁর

কাছ থেকে অনেক বিদ্যে শিখে নিয়েছে।” তাহার পর হাসিয়া কহিল, “শুধু কি অ্যালোপ্যাথি?—ও আবার একটি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। কাল রাত্রে দুবার আমাকে ওষুধ খাইয়েছে। কি ওষুধ মাধবী? পড়োফাইলম, না, ডল্‌কামারা?”

নিজের বিষয়ে এরূপ অবাধ আলোচনায় মাধবীর মুখ সঙ্কোচে আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার উপর সুরেশ্বরের নিকট হইতে হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্র বিষয়ে এমন গভীর জ্ঞানের কথা শুনিয়া তাহা আরক্ততর হইয়া উঠিল। তারাসুন্দরী হাসিতে লাগিলেন। এমন কি সদ্যপরিচিত বিমানবিহারীও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

তারাসুন্দরী কহিলেন, “কিন্তু যাই বল বাপু, মাধবীর হোমিওপ্যাথিক ওষুধে উপকার বেশ পাওয়া যায়।”

সুরেশ্বর সহাস্যে কহিল, “তা পাওয়া যায়; তবে কিনা মাঝে মাঝে সর্দি নিমুনিয়ায় আর পেটের অসুখ কলেরায় দাঁড়ায়।”

পুনরায় একটা যুক্ত হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

সুরেশ্বর কহিল, “আচ্ছা বিমানবাবু, হোমিওপ্যাথিক ওষুধে আপনার আস্থা আছে?”

বিমানের কিছুমাত্র আস্থা ছিল না; কিন্তু তাহা বলিলে পাছে মাধবীর প্রতি কোনপ্রকার রূঢ়তা প্রকাশ পায় এই আশঙ্কায় সে বলিল, “তা সময়ে সময়ে বেশ উপকার পাওয়া যায় বইকি।”

হাসিয়া উঠিয়া সুরেশ্বর কহিল, “বিজ্ঞাপনের দৈব ওষুধের মত। হাজার-করা একটা?”

মাধবীর কৌতুকোজ্জ্বল মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিমানবিহারী কহিল, “না না, হোমিওপ্যাথিককে অতটা অবহেলা করা চলে না, আপনি বড় বাড়াবাড়ি করছেন।”

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া তারাসুন্দরী মৃদু হাস্যে কহিলেন, “তুমি ওর কথা শোন কেন বাবা? হোমিওপ্যাথিক ভিন্ন অন্য কোনও ওষুধ সুরেশ এক ফোঁটা খায় না। শুধু মাধবীকে ক্ষেপাবার জন্যে ও-সব কথা বলছে।”

তারাসুন্দরী একে একে বিমানবিহারীর ও তাহার সংসারের পরিচয় লইতে লাগিলেন, এবং তদবসরে মাধবী সুরেশ্বরের হাত ধুইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল।

বিমানবিহারী তারাসুন্দরীর সহিত কথোপকথন করিতেছিল, কিন্তু তাহার দৃষ্টি ও মনোযোগ ছিল সুরেশ্বরের হস্তের প্রতি। যেরূপ পরিচ্ছন্নভাবে মাধবী ক্ষত ধৌত করিল ও যেরূপ নিপুণতার সহিত ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল, তাহা দেখিয়া বিমানবিহারী বিস্মিত হইল এবং নিজের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও কিছু পূর্বে এই কার্যের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অগ্রসর হইয়াছিল ভাবিয়া মনে মনে লজ্জিত হইল। প্রশংসমানচক্ষে সে কহিল, "এখন আমি বুঝতে পারছি সুরেশ্বরবাবু, এ কাজের জন্য ডাক্তার ডাকবার দরকার ছিল না। কোনও ডাক্তারই এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারত না।"

মাধবীর আরক্ত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুরেশ্বর সহাস্যে কহিল, "তবে আর কি মাধবী, এত বড় সার্টিফিকেট পেলি, এখন বিমানবাবুকে কিছু খাবার আর এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাইয়ে দে।"

ব্যস্ত হইয়া বিমান কহিল. "না না, খাবারের কোনও দরকার নেই—আমি খেয়ে বেরিয়েছি, অনর্থক হাঙ্গামা করবেন না।"

তারাসুন্দরী কহিলেন, "হাঙ্গামা কি বাবা? আজ প্রথম বাড়িতে এলে, একটু মিষ্টিমুখ করবে বইকি। মাধবী ঘরে খাবার তৈরি ক'রে রেখেছে, তাই একটু খাও।"

মৃদু হাসিয়া বিমান কহিল, "মিষ্টিমুখ করা যদি সম্পর্ক পাতানোর একটা বিধি হয়, তা হ'লে নিশ্চয়ই মিষ্টিমুখ করব। ছেলেবেলাতেই যে হতভাগ্য মা হারিয়েছে, মা পাওয়ার অনুষ্ঠানে সে বিন্দুমাত্র খুঁত রাখতে রাজী নয়। কিন্তু মা, নিয়মপালন যেন নিয়মপালনের বেশি না হয়।"

বিমানের মাতৃহীনতার এইটুকু সকরুণ মর্মস্পর্শী উল্লেখে স্নেহশীলা তারাসুন্দরীর সদয় মাতৃহৃদয় চকিত হইয়া উঠিল, এবং সুরেশ্বর ও মাধবী, তাহাদের অতৃতীয়-ভাজ্য মাতৃস্নেহে বিমানকে এমন নির্বিকল্প অধিকার সঞ্চার করিতে দেখিয়া, সকৌতুক পুলকে চাহিয়া রহিল।

৫

অপরাহ্নের কিছু পূর্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। তরুপল্লব-বিরল কলিকাতা নগরীও প্রথমে বর্ষাজলে স্নাত, পরে রৌদ্রকরে উদ্ভাসিত হইয়া সিক্তনেত্রপল্লব কিন্তু হাস্যোৎফুল্লমুখ বালকের মত বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

প্রমদাচরণ তাঁহার বসিবার ঘরে একটা ঈজি-চেয়ারে শয়ন করিয়া লাল নীল পেন্সিলের দাগ কাটিয়া গীতা অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এবং পত্নী জয়ন্তী অদূরে একটা চেয়ারে বসিয়া সম্ভবত কোনও বাংলা উপন্যাস-কাহিনীতে নিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এমন সময়ে সুরমা প্রবেশ করিয়া কহিল, "বাবা, সুরেশ্বরবাবুর খবর তো আজ একেবারে নেওয়া হ'ল না। ঠাকুরপো সকালে গিয়েছিলেন কি-না তাও জানা গেল না।"

ধীরে ধীরে নাসিকা হইতে চশমা খুলিয়া খাপের মধ্যে ভরিয়া রাখিয়া সুরমার দিকে চাহিয়া প্রমদাচরণ কহিলেন, "বিমান কি আজ সকালে আসেন নি?"

সুরমা কহিল, "না।"

শুনিয়া প্রমদাচরণ অনাবশ্যক গাম্ভীর্যসহকারে চিন্তাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, এবং জয়ন্তী স্বামীর গবেষণা ও মন্তব্যের জন্য ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া নিরতিশয় সহজভাবে কহিলেন, "ভালই আছে।"

জয়ন্তীর কথা শুনিয়া সুরমা অপ্রসন্ন স্বরে কহিল, "কিন্তু সেটা জানা চাই তো!"

কন্যার মৃদু ভর্ৎসনায় এই ভিত্তিহীন উদ্বেগহীনতা প্রকাশের জন্য ঈষৎ লজ্জিত হইয়া জয়ন্তী কহিলেন, "তা না হ'লে খবর দিত।"

কিন্তু এ দুর্বল কৈফিয়তে সুরমা সন্তুষ্ট হইল না। জয়ন্তীর কথার কোন উত্তর না দিয়া সে প্রমদাচরণকে বলিল, "বাবা, আমাদের শোফার তো সুরেশ্বর-বাবুর বাড়ি দেখেছে, তার হাতে একটা চিঠি পাঠিয়ে খবর দিলে হয় না?"

এবারও স্বামীর মতামতের জন্য অপেক্ষা না করিয়া জয়ন্তী কহিলেন, "তাতে আর ক্ষতি কি? পাঠিয়ে দাও।"

প্রমদাচরণ কিন্তু স্থির করিলেন যে, শোফারকে না পাঠাইয়া বৈকালে শ্যামবাজার যাইবার পথে স্বয়ং সুরেশ্বরের সংবাদ লইবেন। ভৃত্য পাঠাইয়া সংবাদ লওয়া তাঁহার মনঃপূত হইল না।

কিন্তু তিনি যখন সুরেশ্বরের গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন সুরেশ্বর গৃহে ছিল না। সুরেশ্বর ভাল আছে তাহা তাহার ভৃত্য কানাইয়ের মুখে অবগত হইয়া এবং তাহাকে নিজ নাম ও পরিচয় প্রদান করিয়া প্রমদাচরণ প্রস্থান করিলেন।

প্রমদাচরণের প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই বিমানবিহারী আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং প্রত্যুষে সুরেশ্বরের গৃহে গিয়া সে যাহা দেখিয়াছিল ও শুনিয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিল।

শুনিতে শুনিতে সুরমা সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "সুরেশ্বরবাবুর বোনের পরনে কি কাপড় দেখলে ঠাকুরপো? মিহি শাড়ি, না, খদ্দর?"

সহাস্যে বিমান কহিল, "খদ্দর। শুধু কি বোনের খদ্দর? মার খদ্দরের থান; চাকরটা বাজার থেকে এল—তার খদ্দরের ধুতি; এমন কি বিছানার চাদর, বালিসের ওয়াড়, দোরের পর্দা সমস্তই খদ্দর।"

সসন্তোষ বিস্ময়ে সুরমা কহিল, "বাঃ, বেশ তো!"

সুরেশ্বরের স্বাদেশিকতা প্রথম হইতেই সুমিত্রাকে এমন একটু বিচিত্র কারণে বিঁধিতেছিল যে, বিমানের মুখে এই খদ্দরের কাহিনী শুনিয়া সে বিশেষ সন্তুষ্ট না হইয়া ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "বেশ বটে, কিন্তু বাড়াবাড়িটাও একটু বেশ।"

ব্যগ্রভাবে সুরমা কহিল, "না না, বাড়াবাড়ি আবার কি সুমিত্রা? খদ্দর যে ব্যবহার করবে সে তো সমস্ত জিনিসই খদ্দরের ব্যবহার করবে। প্রতিজ্ঞা ক'রে বিলিতী জিনিস যে ত্যাগ করেছে, সে তো আর খদ্দরের সঙ্গে দু-চারটে বিলিতী জিনিস ব্যবহার করতে পারে না!"

মৃদু হাসিয়া সুমিত্রা কহিল, "কিন্তু বিবেচনা তো আর জাহাজ বোঝাই হয়ে বিলেত থেকে আসে না যে, খদ্দরের সঙ্গে তা ব্যবহার করা চলে না? হাত

কেটে রক্তধারা বইছে, তখনও রক্ত বন্ধ করবার জন্যে আইরিশ লিনেন ব্যবহার করব না, এ বাড়াবাড়ি নয় তো কি ?"

সুরেশ্বরের কোনও আচরণই এ পর্যন্ত বিমানের চক্ষে অসঙ্গত বা বিসদৃশ বোধ হয় নাই ; এমন কি তাঁহার উগ্র অব্যাহত স্বদেশপ্রিয়তাই সর্বাধিক তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। এখন কিন্তু প্রেমিকোচিত শিষ্টাচার রক্ষার্থেই হউক বা অপর যে-কোনো কারণেই হউক, সুমিত্রাকে সমর্থন করিয়া সে কহিল, "তা সত্যি। ভাল জিনিসও বিচার-বিবেচনার গণ্ডী ছাড়িয়ে যতটুকু বেড়ে যায় ততটুকুই মন্দ। ঔষধার্থে যদি সুরাপানের আদেশ থাকতে পারে, তা হ'লে রক্তপাত বন্ধ করবার জন্যে আইরিশ লিনেন এমন কোনও অপরাধ করে নি।"

বিমানের মন্তব্য সুমিত্রার কথাকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করিলেও সুমিত্রা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার হৃদয়ের সূক্ষ্ম ও অপরিজ্ঞাত বিশেষ কোনও তন্ত্রী আহত হইয়া সুরেশ্বরের প্রতি যে অনির্ণেয় এবং অনির্দিষ্ট বিরূপতা সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা বিমানবিহারীর কথার মধ্যে কোথাও কোনও ঐক্য খুঁজিয়া পাইল না।

সুমিত্রার নিকট হইতে কোনও সাড়া না পাইয়া ঈষৎ ভগ্নোৎসাহ হইয়া বিমান সুরমাকে বলিল, "তুমি কি বল বউদিদি ? ঠিক নয় কি ?"

মৃদু হাসিয়া সুরমা কহিল, "তা হয়তো ঠিক ; কিন্তু যেখানে দুধ খেলেই রোগ সারতে পারে, সেখানে মদ না খাওয়াই তো ভাল। আইরিশ লিনেন ছাড়াও যখন অন্য জিনিস হাতের কাছে রয়েছে যা দিয়ে কাজ চালানো যেতে পারে, তখন আইরিশ লিনেন ব্যবহার না করলে কি আর অপরাধ হচ্ছে ?"

এ কথার উত্তর কিন্তু সুমিত্রাই দিল ; বলিল, "অপরাধ কিছুই হচ্ছে না, সকলেরই নিজ নিজ মতে চলবার অধিকার আছে। কিন্তু চলাটা একটু সহজভাবে হ'লেই ভাল। হাত পা আছে ব'লেই যে চলবার সময়ে হাত পা বেশিরকম নাড়তে হবে এমন কি কথা আছে ?"

সুমিত্রার কথায় একটু ব্যথিত হইয়া সুরমা সবিস্ময়ে কহিল, "কিন্তু সুরেশ্বরবাবু কি হাত পা বেশি নাড়েন ?"

শান্ত-স্মিত মুখে সুমিত্রা কহিল, "একটু নাড়েন বইকি। সুরেশ্বরবাবুর প্রতি আমার শ্রদ্ধার অভাব নেই, তিনি আমাদের যে উপকার করেছেন তা ভুলি নি; কিন্তু সত্যি কথা না বললে চলবে কেন?"

ক্রুদ্ধস্বরে সুরমা কহিল, "হাত পা নাড়তে কখন দেখলি শুনি?"

সুরমার ক্রোধ দেখিয়া সুমিত্রা হাসিতে হাসিতে বলিল, "দুবার,—একবার বোট্যানিকাল গার্ডেন থেকে বেরিয়ে, আর-একবার ডাক্তার চ্যাটার্জির সামনে।"

আরও ক্রুদ্ধ হইয়া সুরমা কহিল, "আর, বোট্যানিকাল গার্ডেনের ভিতর গুণ্ডাটার সঙ্গে হাত-পা নাড়া? সেটা বুঝি এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছিস?"

পুলকিত হইয়া সহাস্যমুখে সুমিত্রা কহিল, "একটুও ভুলি নি দিদি, সেদিন দৈবক্রমে সুরেশ্বরবাবু এসে না পড়লে মেয়েমানুষগুলোর কি যে দশা হ'ত তা ভেবেও গা শিউরে ওঠে!" কিন্তু বিমানবিহারীও যে মেয়েমানুষের মধ্যে গণ্য নহে, পরক্ষণেই তাহা স্মরণ করিয়া সুমিত্রা অপ্রতিভ হইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "সুরেশ্বরবাবু এসে না পড়লে শেষকালে আপনাকেই গুণ্ডাটার সঙ্গে হাতাহাতি করতে হ'ত।" কিন্তু এরূপভাবে আলোচনাও হয়তো বিমানের পক্ষে রুচিকর হইবে না মনে করিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সহসা সে অন্য প্রসঙ্গে গিয়া পড়িল; বলিল, "আচ্ছা, সুরেশ্বরবাবুর বোনের বিয়ে হয়েছে?"

একটু চিন্তা করিয়া বিমানবিহারী কহিল, "ঠিক বলতে পারি নে; কিন্তু যত দূর আন্দাজ হয়, হয় নি।"

বিমানের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিয়া সুরমা কহিল, "আন্দাজ কি ঠাকুরপো? সিঁথের সিঁদুর ছিল কি-না দেখ নি?"

"তখন হয়তো দেখেছিলাম, এখন মনে পড়ছে না।"

"মাথার কাপড় ছিল? না, মাথা খোলা ছিল?'

চিন্তা করিয়া বিমানবিহারী কহিল, "খোলা ছিল ব'লেই মনে হচ্ছে।"

উচ্ছ্বসিত হাস্য কোনপ্রকারে রোধ করিয়া সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করিল, "চুল খোলা ছিল, না, বাঁধা ছিল?"

বিমানবিহারী হাসিতে হাসিতে কহিল, "ও-রকম ক'রে আমি যদি জিজ্ঞাসা করি, তা হ'লে তোমাদেরও আমার মত উত্তর দিতে হয়।"

হাসিমুখে সুরমা কহিল, "আচ্ছা, একটা কিছু জিজ্ঞাসা করই না, দেখ কি রকম উত্তর দিই!"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিমান কহিল, "আচ্ছা, বল তো, সুরেশ্বরবাবুর জামার হাতা বোতাম-আঁটা ছিল, না, ঢিলা ছিল?"

ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সুরমা কহিল, "ঢিলা ছিল।"

"আচ্ছা, পায়ে জুতো শু ছিল, না, শ্লিপার ছিল?"

এবারও অবিলম্বে সুরমা কহিল, "শুও ছিল না, শ্লিপারও ছিল না; শুঁড়ওয়ালা দেশী নাগরা ছিল।"

সুরমার বিষয়ে হতাশ হইয়া বিমান সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, সুরেশ্বরবাবুর পরনে ধুতি ছিল, না, থান ছিল, বল দেখি?"

স্মিতমুখে সুমিত্রা কহিল, "ধুতি ছিল, সরু লাল পাড়। বলুন ঠিক হয়েছে কি-না?"

বিরসমুখে বিমান কহিল, "তা আমি বলতে পারি নে; যদি চালাকি ক'রে বানিয়ে ব'লে না থাক তা হ'লে ঠিক হয়েছে।"

সুরমা হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "কি দুঃখের কথা ঠাকুরপো! ঠিক হ'ল কি-না তাও বোঝবার উপায় নেই তোমার? আর কিছু জিজ্ঞাসা করবে নাকি?"

বিমানবিহারী হাসিয়া কহিল, "যথেষ্ট হয়েছে, আর না। সুরেশ্বরবাবুর জামার বোতামে কটা ফুটো ছিল জিজ্ঞাসা করলে, তাও বোধ হয় তোমরা ব'লে দিতে পার।"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া সুরমা ও সুমিত্রা হাসিতে লাগিল।

শ্যামবাজার হইতে প্রমদাচরণ প্রত্যাবর্তন করিলে ড্রয়িং-রুমে সকলে মিলিত হইয়া পুনরায় কথাবার্তা আরম্ভ হইল। বিমানবিহারী প্রতি সন্ধ্যায় এই পারিবারিক সম্মেলনে আসিয়া যোগ দিত, কোনও কারণে কোনদিন

উপস্থিত হইতে না পারিলে পরদিন জয়ন্তী চিঠি লিখিয়া বা লোক পাঠাইয়া তাহাকে আনাইতেন। প্রথমত জামাতার সহোদর; দ্বিতীয়ত ভাবী জামাতা; এবং তৃতীয়ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট; এই তিনটি প্রবল অধিকারের শক্তিতে এই সম্মেলনের সকলের নিকট হইতেই, বিশেষত জয়ন্তীর নিকট হইতে, বিমানবিহারী পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্মান এবং মনোযোগ লাভ করিত। কতকটা এই পরিবারের নব-তান্ত্রিকতার গুণে এবং কতকটা ক্রমবর্ধমান পরিচয় এবং অন্তরঙ্গতার ফলে বিবাহের কথা সত্ত্বেও সকলের সমক্ষেই সে অনেকটা অসঙ্কোচে সুমিত্রার সহিত মিশিত; এবং সুমিত্রাও, পাছে সঙ্কোচের দ্বারা সঙ্কোচ বর্ধিত হইয়া উঠে এই আশঙ্কায়, যথাসাধ্য সঙ্কোচ পরিহার করিয়াই চলিত।

রাত্রে আহারের পর বিমান প্রস্থানোদ্যত হইলে সুমিত্রা বলিল, "যদি অসুবিধা না হয় কালও একবার সুরেশ্বরবাবুর হাতের খবরটা নেবেন।"

বিমান প্রতিশ্রুত হইল, সংবাদ লইবে। কিন্তু পরদিন প্রাতে চা পান করিয়া সুরেশ্বরের গৃহে যাইবার জন্য বাহির হইবে, এমন সময়ে সুরেশ্বরই তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুরেশ্বরকে দেখিয়া সে সানন্দে বলিল, "বাঃ, বাসনাগুলো যদি এমনি পায়ে হেঁটে দোরে এসে উপস্থিত হয় তো মন্দ হয় না! আমি তো আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।"

হাসিয়া সুরেশ্বর কহিল, "বিলক্ষণ। আমিই তো আপনার কাছে ঋণী রয়েছি; কাল দয়া ক'রে গিয়েছিলেন, তার পাল্টা শোধ দিতে এলাম।"

প্রত্যুত্তরে বিমান কহিল, "তা হচ্ছে না, আমাদের চলতি কারবার বরাবর একটানা চলবে। দেনা-পাওনা চুকিয়ে হিসেব বন্ধ করলে চলবে না।"

একটু ইতস্তত করিয়া স্মিতমুখে সুরেশ্বর কহিল, "কারবার চলতি রাখতে আমরা কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু দেউলের সঙ্গে কারবার চালাতে গিয়ে দেখবেন যেন লোকসান ক'রে না বসেন।"

শুনিয়া বিমানবিহারী কহিল, "লোকসানের ভয় করতে গেলে লাভের

সম্ভাবনা থাকে না। তা ছাড়া লাভ-লোকসানের ভেদ নির্ণয় করাও সহজ নয়। কিন্তু সে কথা পরে হবে। হাতের অবস্থা কেমন বলুন?"

হাতের অবস্থা ভালই ছিল। সংক্ষেপে সে কথা শেষ করিয়া সুরেশ্বর কহিল, "যদি অসুবিধা না হয় তো চলুন প্রমদাবাবুর ঋণটাও শোধ ক'রে আসি। তিনি কাল বিকেলে আমাকে দেখতে গিয়েছিলেন।"

হাসিয়া বিমান কহিল, "চলুন। কিন্তু সেখানেও কারবার বন্ধ হবে না; সেখানে আপনার অনেকগুলি খাতক। প্রমদাবাবু আপনার ঋণ শোধ করতে যান নি, সুদ দিতে গিয়েছিলেন।" বলিয়া বিমান হাসিতে লাগিল।

৬

বোটানিকাল গার্ডেনের ঘটনা প্রায় এক মাস অতীত হইয়াছে। সুরেশ্বরের হাতের ঘা একেবারে সারিয়া গিয়াছে এবং ইত্যবসরে কয়েকবার দর্শন ও আলাপের সুযোগে প্রমদাচরণ ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত তাহার পরিচয় অনেকটা ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। এখন মাঝে মাঝে প্রায়ই বিমান সন্ধ্যার সময়ে সুরেশ্বরকে সুমিত্রাদের বাড়ি ধরিয়া লইয়া যায়।

সকালে বৈঠকখানায় বসিয়া সুরেশ্বর কোনও দৈনিক সংবাদ-পত্রের জন্য প্রবন্ধ লিখিতেছিল, এমন সময়ে প্রমদাচরণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া নমস্কার করিয়া সুরেশ্বর একখানা চেয়ার আগাইয়া দিল।

ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে প্রমদাচরণ কহিলেন, "কাজের মধ্যে তোমাকে বিরক্ত করলাম সুরেশ্বর।"

মাথা নাড়িয়া সুরেশ্বর ব্যগ্রভাবে বলিল, "না না, একটুও করেন নি। আপনি বসুন।"

চেয়ারে উপবেশন করিয়া প্রমদাচরণ কহিলেন, "আসছে শনিবারে সুমিত্রার জন্মদিন; সেই উপলক্ষে তোমার নিমন্ত্রণ। সন্ধ্যার সময়ে যাবে, আর সেইখানেই আহার করবে। ছেলে-মেয়েদের জন্মদিনের উৎসবে

আমি বাইরের লোক কাউকে বড় বলি নে। কিন্তু তোমাকে আমরা বাইরের লোক ব'লে মনে করি নে। সুমিত্রার জন্মদিনের উৎসবে তুমি উপস্থিত থাকবে—এ আমাদের সকলের ইচ্ছে।"

সাগ্রহে সুরেশ্বর কহিল, "নিশ্চয়ই থাকব।" তাহার পর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "শনিবার তাঁর জন্ম-তিথি, না, জন্ম-তারিখ?"

প্রমদাচরণ কহিলেন, "জন্ম-তারিখ। ১৯— সালের ৮ই অক্টোবর সকালে সুমিত্রার জন্ম হয়, আমি সেই দিন প্রথম ডিস্ট্রিক্টের চার্জ পাই। সুমিত্রা আমার পয়মন্ত মেয়ে।" বলিয়া প্রমদাচরণ হাসিতে লাগিলেন।

অন্য একটা কথা মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে সুরেশ্বর অন্যমনস্ক হইয়া প্রমদাচরণের সহিত হাসিতে লাগিল। পরে প্রমদাচরণ প্রস্থান করিলে সুমিত্রার জন্ম-তারিখটা এক স্থানে লিখিয়া রাখিয়া আলমারি খুলিয়া পুরাতন পাঁজি বাহির করিয়া মিলাইয়া দেখিল, বাংলা তারিখের হিসাবে সুমিত্রার জন্মদিন সে বৎসর শনিবারে পড়ে না, পূর্বদিন শুক্রবারে পড়ে।

মধ্যে মাত্র দুই দিন। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া খাতাপত্র তুলিয়া রাখিয়া গৃহমধ্যে মাধবীর নিকট সে উপস্থিত হইল। মাধবী তখন তাহার মাতার পূজার ঘরে পূজার পাত্র ও সাজগুলি ধুইয়া মুছিয়া তুলিয়া রাখিতেছিল, সুরেশ্বরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দাদা?"

সুরেশ্বর কহিল, "এখানকার কাজ শেষ হ'ল মাধবী?"

"হ্যাঁ, হ'ল।"

"তবে চল, আমাকে খানিকটা সুতো দিবি।"

"চল দিচ্ছি।" বলিয়া মাধবী বাহিরে আসিয়া ঘরে শিকল লাগাইয়া দিল। ভ্রাতা-ভগিনী উভয়ে দ্বিতলের একটা ঘরে উপস্থিত হইল। প্রবেশদ্বারে চৌকাঠের মাথায় সাদা খদ্দরের জমিতে লাল সুতা দিয়া বড় বড় করিয়া লেখা "প'ড়ে থাকা পিছে, ম'রে থাকা মিছে।" ঘরে প্রবেশ করিয়াই চোখে পড়ে ঠিক তেমনই আর-একটি মন্ত্র, "আবার তোরা মানুষ হ'।" ঘরের মধ্যে পাঁচখানি চরকা, খান পনেরো লাটাই, দুইটা বড় ধামা-ভরা তুলার পাঁজ এবং তিনটা আলমারিতে বিবিধ প্রকারের কাটা সুতা ও অন্যান্য সামগ্রী সজ্জিত।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুরেশ্বর কহিল, "খুব মিহি সূতো চাই মাধবী, রুমালের জন্যে।"

"কটা রুমালের মত ?"

"অন্তত তিনটে।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া মাধবী কহিল, "তা বোধ হয় হবে।"

সুরেশ্বর কহিল, "না হ'লে কালকের মধ্যে কেটে দিতে হবে, যত মিহি পারিস।"

সকৌতুকে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "অত মিহি সূতো কার দরকার দাদা ? এত শৌখিন লোক আজকাল কে ?"

সহাস্যমুখে সুরেশ্বর বলিল, "শুধু শৌখিন নয় রে, ভারি কঠিন ! ছুঁচের মত মিহি না হ'লে সেখানে বিঁধবে না। প্রমদাবাবুর মেয়ে সুমিত্রাকে দিতে হবে।"

সূতা অন্বেষণ করিতে করিতে মাধবী সুরেশ্বরের সহিত কথা কহিতেছিল। সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "সুমিত্রাকে হঠাৎ রুমাল দিচ্ছ যে দাদা ?"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "হঠাৎ নয় ; তার জন্মদিন উপলক্ষে এইমাত্র প্রমদাবাবু নিমন্ত্রণ ক'রে গেলেন। ভাবছি তিনখানা রুমাল উপহার দেব। কিন্তু ভারি কঠিন কথা,—আইরিশ লিনেনের সঙ্গে দেশী খদ্দরের প্রতিযোগিতা ! পেরে উঠব ব'লে তো ভরসা হয় না।"

একটা টিনের বাক্স হইতে খানিকটা সূতা বাহির করিয়া মাধবী সুরেশ্বরের হস্তে দিল।

সূতা দেখিয়া সুরেশ্বরের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আনন্দে মাধবীর পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়া সে কহিল, "বাঃ মাধবী, বাঃ ! দুশো বছর আগে তুই নিশ্চয়ই ঢাকাতে সূতো কাটতিস। এত মিহি সূতো কবে কাটলি রে ?"

মাধবী হাসিয়া কহিল, "এ সূতো ব্যবহারের জন্যে তো কাটি নি দাদা, কত মিহি সূতো কাটা যায় দেখবার জন্যে মাঝে মাঝে এই সূতো কেটে জমিয়েছি। এতে তোমার তিনখানা রুমাল অনায়াসে হবে।"

"বেশি হবে।" বলিয়া সূতা লইয়া সুরেশ্বর প্রস্থানোদ্যত হইল; তাহার পর পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "এ সূতো কাটতে তোর যেমন কষ্ট হয়েছে মাধবী, পুণ্যও তেমনি হবে। বাংলা দেশের একটি কঠিন পরিবারের সঙ্গে প্রথম এই সূতো দিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করব।"

সহাস্য মুখে মাধবী কহিল, "বেশ তো।"

সূতা লইয়া সুরেশ্বর মাণিকতলা স্ট্রীটে একটি জীর্ণ পুরাতন গৃহে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া অবনত মস্তকে যুক্তকরে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

সুরেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কখানা তাঁত চলছে অতুল?"

নম্রস্বরে অতুল কহিল, "আজ্ঞে, পাঁচখানা।"

"দুখানা বন্ধ রয়েছে কেন?"

সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া অতুল কহিল, "টানা দেওয়ার লোকের অভাবে। আর দুজন লোক না হ'লে কিছুতেই চলছে না বাবু।"

"লোকের জন্যে তোমায় বাড়িতে লিখতে বলেছিলাম তো, লেখ নি?"

অতুল কহিল, "সেই দিনই লিখে দিয়েছি, কিন্তু এ পূজো মুখে ক'রে কেউ বাড়ি ছেড়ে আসবে ব'লে বোধ হয় না। আর কিছু দিন পরে এসে পড়বে।"

"কিন্তু পূজোর মুখেই যে কাজের চাপ অতুল!"

"আজ্ঞে তাও বটে তো!" বলিয়া অতুল নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

একটু চিন্তা করিয়া সুরেশ্বর সূতার বাণ্ডিলটা অতুলের হস্তে দিয়া বলিল, "দেখ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার মধ্যে এই সূতোয় তিনখানা রুমাল বুনে দিতে হবে। পাড়ের চারদিকে একটু ঘোর তসরের সূতোর অক্ষরে নাম আর তারিখ এই রকমে লেখা হবে।" বলিয়া একখানা কাগজ অতুলের হস্তে দিল।

নিবিষ্টমনে অতুল সেই লেখা ও সূতা পর্যবেক্ষণ করিয়া কহিল, "তা হবে।" তাহার পর প্রসন্নদীপ্ত মুখ সুরেশ্বরের দিকে ফিরাইয়া স্মিতমুখে কহিল, "আমি জানি ব'লে তাই বুঝতে পারলাম এ সূতো দিদিমণির কাটা, আর কেউ দেখলে বলত বিলিতী সূতো।"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর কহিল, "হ্যাঁ, সুতোটা ভারি চমৎকার কাটা হয়েছে।"

কয়েক প্রকারের তসরের সূতা আনিয়া অতুল নির্বাচনের জন্য সুরেশ্বরের হস্তে দিল। তন্মধ্যে যেটা সর্বাপেক্ষা ঘোর রঙের সেইটা বাছিয়া দিয়া সুরেশ্বর কহিল, "এইটে হ'লেই বেশ চলবে।"

নির্বাচিত সূতার গোছাটা সুরেশ্বর কর্তৃক আনীত সাদা সূতার উপর রাখিয়া অতুল মৃদুস্বরে কহিল, "মন্দ হবে না। তবে বাজার থেকে খানিকটা বাদামী রঙের জাপানী সিল্ক কিনে এনে পাড় করলে খাসা দেখতে হ'ত।"

অতুলের কথা শুনিয়া, সুরেশ্বর সবিস্ময়ে কহিল, "জাপানী সিল্ক কি বলছ অতুল? বিলিতী সিল্ক চলবে না, আর জাপানী সিল্ক চলবে—এ কথা তোমাকে কে বললে? আশ্চর্য! এ কথাটা তোমাদের কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারলাম না যে, জাপানী জিনিস ব্যবহার করা আরও অন্যায় আমাদের পক্ষে। বিলিতী জিনিস ব্যবহার করব না—এ তো আমাদের পণ নয়; আমাদের পণ হচ্ছে বিদেশী জিনিস ব্যবহার করব না।"

রাজীব নামে আর-একজন তাঁতী দূর হইতে এই আলোচনা শুনিতেছিল। নিকটে আসিয়া প্রণাম করিয়া নম্রস্বরে সে বলিল, "কিন্তু বাবু, জাপানের সঙ্গে তো আমাদের কোনও ঝগড়া নেই।"

রাজীবের দিকে ফিরিয়া সুরেশ্বর কহিল, তা হ'লেই বুঝতে পারছ এ ব্যাপারটা আমাদের ঝগড়ার নয়, এ একেবারে পুরোপুরি ভালবাসার ব্যাপার। দেশকে ভালবাসি, তাই দেশের জিনিস ব্যবহার করব। দেশ দরিদ্র, তাই বিদেশের জিনিস ব্যবহার ক'রে দেশকে আরও দরিদ্র করব না। এই তো সহজ কথা।"

এ সহজ কথা অতুল ও রাজীব কতদূর বুঝিল তাহা ভগবানই জানেন, কিন্তু মুখে তাহারা "তা বটে" বলিয়া পরস্পরের দিকে নিরাপত্তিভরে চাহিয়া রহিল।

শুক্রবার প্রাতে চা পানের পর প্রমদাচরণের ড্রয়িং-রুমে সকলে সমবেত হইয়াছিল। যথারীতি বিমানবিহারী তো ছিলই, অধিকন্তু দলের মধ্যে আজ একজন নূতন ব্যক্তি উপস্থিত। ইঁহার নাম সজনীকান্ত মিত্র, বয়স আনুমানিক চল্লিশ বৎসর। ইনি গৃহকর্ত্রী জয়ন্তী দেবীর কনিষ্ঠ সহোদর, সেই হেতু প্রমদাচরণের শ্যালক এবং আভৃত্য-বিমান সকলেরই মামাবাবু।

যশোহরের সব্‌জজের অফিসে ইনি বিশেষ এক দায়িত্বপূর্ণ কর্মে অধিষ্ঠিত; গৃহমধ্যে প্রকাশ, সমগ্র জেলার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, যাহা আদালতের অধিকারভুক্ত হয় বা হইতে পারে, ইঁহারই হস্তে ন্যস্ত; ইনি অভিলাষ করিলে যথেচ্ছ বিক্রয় বা বিক্রয় হইতে রক্ষা করিতে পারেন। মাসিক বেতন ইনি কত পান তাহা কেহ ঠিক অবগত নহে, তবে এমন একটা কথা সকলেরই শুনা আছে যে, মাহিনা নামে যে টাকাটা ইনি মাসে মাসে সরকার-বাহাদুরের নিকট হইতে সেলামি পান, গৃহে আসিবার পথে তাহার সবটা দান করিয়া আসিলেও সংসার-চালনা ইঁহার পক্ষে বিশেষ অসুবিধার হয় না।

পূজার ছুটির দীর্ঘ অবকাশ ভগ্নীর গৃহে অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে ইনি দুই দিন হইল কলিকাতায় আসিয়াছেন। আসিবার সময়ে যশোহর হইতে দুই টাকার ছানাবড়া লইয়া আসিয়াছিলেন যাহা একদিনেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার আলোচনা কিছুতেই শেষ হইতেছিল না। কথা হইতেছিল, কলিকাতার রসগোল্লা ও যশোহরের ছানাবড়ার মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর সুস্বাদু। আলোচকবর্গের মধ্যে কলিকাতার রসগোল্লার আস্বাদ সকলেরই পরিচিত; যশোহরের ছানাবড়ার আস্বাদ তাঁহারা যেরূপ পাইয়াছিলেন, মান্য অতিথিকে আঘাত দিবার আশঙ্কায় তাহা ব্যক্ত করিতেছিলেন না। তথাপি অব্যাহতি ছিল না।

সজনীকান্ত তাহার স্বল্পপক্ক গুম্ফের মধ্যে অবহেলার লঘুহাস্য টানিয়া কহিল, "তোমরা যাই বল বাপু, তোমাদের শহরের স্পঞ্জি রসগোল্লা, যার এত সুখ্যাতি তোমরা কর, কোনও কাজেরই নয়; দাঁতে কচকচ করে।"

দাঁতে কচকচ করে বটে, কিন্তু মুখে দিলেই অন্তর্হিত হয়, তাও একটা নয়, দুইটা নয়, দুই তিন গণ্ডা, এই দুই দিবসের মধ্যে অন্তত তিন-চার বার তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

প্রমদাচরণ তাঁহার চেয়ারে উঁচু হইয়া উঠিয়া বসিয়া মৃদুহাস্যের সহিত কহিলেন, "অত সহজ নয় হে সজনী। কলকাতার রসগোল্লার সঙ্গে প্রতিযোগিতা, ভাল ক'রে প্রমাণ করতে হবে। আমি বলি, তুমি যশোর থেকে ফরমাশ দিয়ে পাঁচ সের ছানাবড়া আনাও; আমরাও পাঁচ সের রসগোল্লা ফরমাশ দিই। তারপর সবাই মিলে সুবিধামত একটা বিচারপদ্ধতি স্থির করলেই হবে।" বলিয়া প্রমদাচরণ একটা বিশেষ কৌতুকপ্রদ পরিহাস করিয়াছেন মনে করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিতে লাগিলেন।

এ কথায় সজনীকান্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া বিজয়দৃপ্ত-নেত্রে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তোমরা বোধ হয় বুঝতে পারছ, ঘোষ মশায় ছানাবড়া কি রকম পছন্দ করেন? এ শুধু ফন্দী ক'রে আরও কিছু ছানাবড়া আনাবার মতলব।"

সজনীর কথা শুনিয়া একটা মিলিত হাস্যধ্বনিতে কক্ষ চকিত হইয়া উঠিল। এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, সুরেশ্বর আসিয়াছে।

সুরেশ্বরকে তথায় লইয়া আসিবার জন্য প্রমদাচরণ আদেশ দিলেন।

বুঝিতে না পারিয়া সজনী অনুসন্ধিৎসু নেত্রে জয়ন্তীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "কে দিদি?"

মৃদু হাসিয়া জয়ন্তী কহিল, "সেই ছেলেটি, বোট্যানিকাল গার্ডেনে যে—"

জয়ন্তীর কথা শেষ হইবার পূর্বেই সজনী বলিয়া উঠিল, "ওঃ! বুঝেছি। তোমাদের সেই বীরেশ্বর সুরেশ্বর তো?"

সজনীকান্তের এই অহেতুক লঘু মন্তব্যে জয়ন্তী কোন উত্তর না দিয়া শুধু একটু হাসিলেন; প্রমদাচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কিন্তু সত্যিই সে বীরেশ্বর।" এবং সুরমা, সুমিত্রা ও বিমান তিন জনেই মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত হইল।

ক্ষণকাল পরে সুরেশ্বর কক্ষে প্রবেশ করিল এবং সকলকে অভিবাদন

করিয়া একটা চেয়ারে উপবেশন করিল। তাহার হস্তে লাল-ফিতা-বাঁধা একটা কাগজের বাক্স।

সজনীকান্তকে নির্দেশ করিয়া সুমিত্রা কহিল, "সুরেশ্বরবাবু, ইনি আমাদের ছোটমামা, পরশু এসেছেন।" তাহার পর সজনীকান্তর দিকে চাহিয়া কহিল, "এঁর পরিচয় তো তুমি আগেই পেয়েছ মামাবাবু।"

পরিচয়লাভের পর সুরেশ্বর পুনরায় যুক্তকরে সজনীকান্তকে অভিবাদন করিল। তদুত্তরে কোনপ্রকার প্রত্যভিবাদনের লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া উপেক্ষাতরল কণ্ঠে সজনীকান্ত কহিল, "তোমার কথা সব শুনেছি। সেদিনকার ব্যাপারটা ছোট ক'রে লিখে দিয়ো তো, আমাদের দেশের কাগজে ছাপিয়ে দেব। সম্পাদক আমাকে খুব খাতির করে, বুঝেচ কি-না, নিশ্চয় ছাপবে।"

এই নিঃসঙ্কোচ নিরধিকার 'তুমি' সম্বোধন সকলকেই, এমন কি জয়ন্তীকে পর্যন্ত, বিস্মিত করিল। দলের মধ্যে জয়ন্তী এবং প্রমদাচরণ ভিন্ন সকলেই এ পর্যন্ত সুরেশ্বরকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিয়া আসিয়াছে। প্রমদাচরণের 'তুমি' সম্বোধনের মধ্যে বয়সের অধিকার এবং স্নেহসম্মানের সবলতা ছিল। সদ্যপরিচিত সজনীকান্তর মধ্যে তাহার কোনও সংস্রব না থাকায় এই অকারণ 'তুমি' সম্বোধনের সহিত অযাচিত অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা-প্রকাশ সকলের কর্ণে অতিশয় অশিষ্ট সুরে বাজিল।

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর শান্তভাবে কহিল, "এ সামান্য ব্যাপার খবরের কাগজে বার ক'রে কি হবে ?"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সুরেশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সজনীকান্ত বলিল, "তোমার নাম হবে হে। এই লাইন যখন নিয়েচ, নামটা বেরুনো চাই তো।"

এবার সুরমা, সুমিত্রা এবং বিমান তিন জনেই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। সুরমা বলিল, "তা হ'লেই সুরেশ্বরবাবু লিখে দিয়েছেন! তুমি সুরেশ্বরবাবুকে জান না মামাবাবু, নামটাকেই তিনি সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেন।"

শান্তনেত্রে সুরমার দিকে চাহিয়া সুরেশ্বর কহিল, "নাম অপছন্দ করি

এত বড় ... করতে পারি নে, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে নাম নেওয়া কেউই তো পছন্দ করে না।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া রজনীকান্ত হাসিতে লাগিল। পাছে পুনরায় কোন অসমীচীন মন্তব্যের দ্বারা সে সুরেশ্বরকে আহত করে এই আশঙ্কায় সুমিত্রা সহসা সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সুরেশ্বরকে প্রশ্ন করিল, "আপনার হাতে ও-বাক্সটা কিসের সুরেশ্বরবাবু ?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া হাত বাড়াইয়া বাক্সটা সুমিত্রার হস্তে দিয়া বলিল, "এটা আজ আপনার জন্মদিনে আপনাকে উপহার,—যদিও নিতান্ত সামান্য জিনিস।"

শুনিয়া সুমিত্রার মুখ বিস্ময়ে চমকিত হইয়া উঠিল ; কিন্তু পরক্ষণেই "ওঃ, তাই নাকি ? ধন্যবাদ !" বলিয়া সে ধীরে ধীরে ফিতাটা খুলিতে লাগিল।

সম্ভবত সুরেশ্বরের দিন ভুল হইয়াছে—এই ভাবিয়া বিমান সহাস্যমুখে ইতস্ততসহকারে কহিল, "সুমিত্রার জন্মদিন কবে বলুন তো সুরেশ্বরবাবু ?"

শান্ত-স্মিতমুখে সুরেশ্বর কহিল, "আজ।"

বিমানের প্রশ্নে সুরেশ্বরের উত্তর শুনিয়া সকলের মুখে মুখে একটা মৃদু হাসির হিল্লোল বহিয়া গেল।

সহাস্যে বিমান কহিল, "আপনার কথা থেকে বুঝেছিলাম যে, আপনি একটু ভুল করেছেন। জন্মদিন আজ নয়, কাল।"

সান্ত্বনার স্বরে জয়ন্তী কহিলেন, "তাতে আর হয়েছে কি ! একটা দিন না-হয় ভুলই হয়েছে।"

জয়ন্তীর কথার উত্তর না দিয়া বিমানের দিকে চাহিয়া সুরেশ্বর তেমনই সহজ ভাবে কহিল, "আমি একটুও ভুল করছি নে বিমানবাবু, আজই ওঁর জন্মদিন। ২১শে আশ্বিন আজ ; কাল নয়।"

সুরেশ্বরের এই শান্ত সপ্রতিভ ভঙ্গিমায় এক মুহূর্তে কৌতুকের ভাবটা অপসৃত হইল। সকলেই বুঝিল যে, জন্মদিনের উপহার লইয়া সুরেশ্বরের আজ আসা—ভুল করিয়া আসা নহে ; একটা কোনও উদ্দেশ্য বা রহস্য ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই আছে।

বিমান বলিল, "আপনি কি বাংলা হিসেব ধ'রে বলছেন ?"

সুরেশ্বর পূর্ববৎ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আপনি কোন্ হিসেবে ধরছেন ?"

যে ভঙ্গিতে সুরেশ্বর প্রশ্ন করিল তদুত্তরে কিছুতেই বলা চলিল না, ইংরেজী হিসাবে। বিমূঢ়ভাবে বিমান কহিল, "আপনি কি ক'রে জানলেন যে, বাংলা হিসেবে জন্মদিন আজ পড়ে ?"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর কহিল, "বাংলা তারিখ মিলিয়ে দেখে।"

সজনীকান্ত এতক্ষণ নীরবে উভয় পক্ষের কথোপকথন শুনিতেছিল। এবার সে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "ওরে বাস্ রে! তুমি দেখছি একটি বিকট নন্-কো-অপারেটার।"

সজনীকান্তর দিকে ফিরিয়া শান্তস্বরে সুরেশ্বর কহিল, "কিন্তু এর সঙ্গে নন্-কো-অপারেশনের কোন সম্পর্ক নেই তো। তা হ'লে ৩১শে চৈত্র চড়ক-পূজা করাও নন্-কো-অপারেশন, আর বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজা করাও তাই।"

বাক্সের ফিতা খুলিতে খুলিতে কথোপকথনের প্রতিই সুমিত্রার মনোযোগ ছিল। বাক্স খুলিয়া সে দেখিল, তন্মধ্যে সযত্নে পাট-করা কয়েকখানা রুমাল। এই কাহিনীযুক্ত অর্থময় উপঢৌকন দেখিয়া সুমিত্রার মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনই আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া একখানি রুমাল বাহির করিয়া খুলিয়া দেখিয়া সে বলিল, "বাঃ, চমৎকার তো! দেখ মা, কি সুন্দর নাম লেখা!" বলিয়া রুমালখানা জয়ন্তীর হস্তে দিল।

জয়ন্তী রুমালখানা হাতে লইয়া একবার দেখিয়া ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, "বেশ। রেখে দাও।"

কিন্তু রুমালের কাহিনী অত সংক্ষেপে শেষ হইল না। রুমালখানা সকলের হাতে হাতে ঘুরিতে লাগিল এবং সকলেরই নিকট প্রভূত প্রশংসা লাভ করিল।

প্রমদাচরণ কহিলেন, "আশ্চর্য ব্যাপার! আমি তো দুদিন হ'ল তোমাকে জানিয়ে এসেছি সুরেশ্বর,—এর মধ্যে কি ক'রে তৈয়ারি করালে? আর এমন সুন্দর ?"

তখন সজনীকান্ত রুমালখানা দুই অঙ্গুলির পেষণে নির্দয়ভাবে পরীক্ষা করিতেছিল। সে বলিল, "তা কঠিন কথা কিছুই নয়, বড়বাজারে বিস্তর দোকান আছে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ছুঁচ দিয়ে ফুল তুলে দেয়, নাম লিখে দেয়।"

এ বিষয়ে দলের মধ্যে অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান যাহাদের ছিল না তাহারা চুপ করিয়া রহিল, যাহার ছিল সে কোনও কথা বলিবার প্রয়োজন বোধ করিল না।

রুমালখানা আরও কিছুক্ষণ মর্দিত করিয়া, মাড় আছে কি-না পরীক্ষা করিবার জন্য একটা কোণ অঙ্গুলির পেষণে মলিন করিয়া দিয়া সর্বজ্ঞের মত সজনীকান্ত কহিল, "জাপানী মাল।"

শুনিয়া সুরেশ্বর কিছু বলিল, না, কিন্তু বিশেষ কৌতুক বোধ করিল।

সুরেশ্বরকে মৌন থাকিতে দেখিয়া বিমান সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "জাপানী, সুরেশ্বরবাবু?" তাহার মনে বিশ্বাস ছিল জাপানী জিনিস সুরেশ্বর সহজে ব্যবহার করিবে না।

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর কহিল, "না, খাঁটি স্বদেশী।"

রুমালখানা সুমিত্রাকে ফিরাইয়া দিয়া সজনী সুরেশ্বরকে কহিল, "স্বদেশী ব'লে তুমি হয়তো কিনেছ? কিন্তু জাপানী তো জাপানী, আজকাল খাস বিলিতী জিনিসও স্বদেশী মার্কায় বিকচ্ছে।"

সুরেশ্বর একবার ভাবিল, কোনও উত্তর দিবে না; কিন্তু মৌনের দ্বারা সত্যকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না; তাই ভবিষ্যতে আর কোনও প্রশ্ন যাহাতে উঠিতে না পারে সেইজন্য বলিল, "তা হয়তো বিকচ্ছে; কিন্তু এ রুমালগুলো খাঁটি স্বদেশী। এর তুলো আমাদের দেশের জমিতে হয়েছে, এর সুতো আমার বোন নিজের হাতে কেটেছে, আর রুমাল বোনা হয়েছে মানিকতলা স্ট্রীটে আমার নিজের তাঁতে।"

সুমিত্রা সবিস্ময়ে কহিল, "এমন মিহি সুতো আপনার বোন কেটেছেন! আশ্চর্য তো!"

তখন রুমালের উপর আবার নূতন করিয়া সকলের মনোযোগ পড়িল।

এবার তিনখানা রুমালই বাহির হইয়া সকলের হাতে হাতে ঘুরিতে লাগিল। প্রমদাচরণ, বিমান, সুরমা, এমন কি জয়ন্তী পর্যন্ত রুমালগুলির ও তৎসহিত মাধবী ও সুরেশ্বরের প্রভূত প্রশংসা করিলেন।

কোনও প্রকারে সুরেশ্বরকে আহত করিতে না পারিয়া এবং কয়েক প্রকারে তাহার নিকট অপদস্থ হইয়া সজনীকান্ত মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় সে কতকটা প্রতিশোধ লইবার পথ পাইল ;—কহিল, "এ উপহারটি কিন্তু খুব ভাল হয় নি বাপু। মেয়েমানুষে রুমাল ব্যবহার করবে, এটা কি তুমি নন্-কো-অপারেটার হয়ে পছন্দ কর ?"

সুরেশ্বরকে কোনও উত্তর দিবার সময় না দিয়া সুমিত্রা তাড়াতাড়ি বলিল, "উনি জানেন যে আমি রুমাল ব্যবহার করি, তাই রুমাল দিয়েছেন।"

"তা জানেন, কিন্তু অন্য জিনিসও তো দিতে পারতেন।" বলিয়া সজনী হাসিতে লাগিল।

সুমিত্রার মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে একবার সুরেশ্বরের মুখের দিকে নিমেষের জন্য চাহিল, তাহার পর শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমি কিন্তু রুমালেই খুব খুশি হয়েছি।"

প্রফুল্লনেত্রে সুরেশ্বর সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

৮

জন্মদিন সম্বন্ধে সুরেশ্বরের এই বিসংবাদ প্রমদাচরণ ভিন্ন অপর সকলকেই ঈষৎ অসন্তুষ্ট করিয়াছিল। জয়ন্তী এই আচরণকে অনধিকার উপদ্রব মনে করিয়া মনে মনে বিরক্ত হইলেন ; বিমান ইহাকে স্বাদেশিকতার সীমাতিরিক্ত আতিশয্য বলিয়া বিবেচনা করিল ; সুরমা মনে করিল এই অসার মতভেদের বিশেষ কোনও প্রয়োজন ছিল না ; সজনীকান্ত বিশেষ কিছু না ভাবিয়াই সুরেশ্বরের পক্ষ গ্রহণ করিলেও সুমিত্রার মনের মধ্যে বিরোধেরই মত একটা বৃত্তি জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

মুখখানা অদ্ভুত ভঙ্গীতে বক্র করিয়া সজনীকান্ত কহিল, "গোস্বামী মতে তা হ'লে আজ জন্মদিন।"

এই সবিদ্রূপ মন্তব্যে একটা মৃদু হাস্যতরঙ্গ বহিয়া গেল। ইহার দংশন ও আঘাতের দিকে কোন প্রকার মনোযোগ না দিয়া প্রমদাচরণ কহিলেন, "আর ভূস্বামী মতে পরাহ।" বলিয়া অপরিমিত হাসিতে লাগিলেন।

প্রমদাচরণের হাসি থামিলে সুরমা স্মিতমুখে সুরেশ্বরকে বলিল, "গোস্বামী মতে আজ তা খানিকটা হ'ল; ভূস্বামী মতে বাকিটুকুর জন্যে কালও আপনার আসা চাই।"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "কিন্তু গোস্বামী মতে কালকের জন্যে তো কিছুই বাকি রইল না।"

যদিচ এই কথার দ্বারা পরদিন আসিবার পক্ষে সুরেশ্বর স্পষ্টভাবে আপত্তি প্রকাশ করিল না, তথাপি তদ্বিষয়ে একটা প্রচ্ছন্ন অনিচ্ছার আভাস উপলব্ধি করিয়া সুমিত্রা মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। স্বদেশী-বিদেশীর এই অন্ধ বিচার-নিষ্ঠা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি বলিয়া তাহার মনে হইল। তাই সে নিজেকে সংযত রাখিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া আরক্ত-মুখে বলিল, "বাকি হয়তো রইল না আপনার পক্ষ থেকে, আমাদের পক্ষ থেকে যে কাল আপনার নিমন্ত্রণ আছে—সে কথাও আপনার মনে রাখা উচিত।"

কথায় কথায় পরিহাসচ্ছলে কথাটা বাড়িয়াই চলিল।

সুরেশ্বর বলিল, "নিমন্ত্রণের কথা মনে আছে ব'লেই এসেছি; তবে কাল না এসে আজ এসেছি।"

এ কথার উত্তর বিমানবিহারী দিল; বলিল, "আমাদের 'কাল' যখন অতীত কাল নয়, ভবিষ্যৎ কাল, তখন এরই মধ্যে 'কাল না এসে' বলেছেন কেন? দয়া ক'রে কালও আসবেন, তা হ'লে আর কোনও গোলযোগ থাকবে না। কালকের জন্যে এঁরা যখন আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন তখন কাল আপনার সঙ্গ লাভ করবার এঁদের অধিকার আছে, সে কথা স্বীকার করছেন না কেন?"

ঈষৎ ব্যগ্রভাবে সুরেশ্বর উত্তর দিল, "না না, সে কথা আমি অস্বীকার করছি নে; আমার শুধু মনে হচ্ছিল যে, আজ যখন এসেছি তখন কাল না এলেও চলে।" তাহার পর সুমিত্রার দিকে চাহিয়া বলিল, "বেশ, তা হ'লে তাই স্থির রইল; ভূস্বামী মতেও আপনার জন্মদিনের উৎসবে যোগ দোব।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

এতটা বাদ-বিবাদের পর এই অর্ধোন্মুক্ত সম্মতি প্রকাশ সুমিত্রার মনঃপূত হইল না। তাই সে ঈষৎ রুষ্টভাবে বলিল, "কিন্তু আপনার যদি কাল আসতে বিশেষ কিছু অসুবিধা হয়, বিশেষ কোনও আপত্তি থাকে তা হ'লে না হয় আজই—"

তাহার বাক্যে ও ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া সুমিত্রা এ কথা বলিতেছে বুঝিতে পারিয়া সুমিত্রাকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া সুরেশ্বর সহাস্যে কহিল, "তা হ'লে আজই শাক-চচ্চড়ি দিয়ে আমাকে সেরে দেন তো? না, আমি তাতে রাজী নই।"

অভিমান-পীড়িত সুমিত্রাকে একটু সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই সুরেশ্বর এ কথা বলিল; নহিলে আহার্যের বিশেষ কোন শ্রেণীর প্রতি তাহার যে পক্ষপাত ছিল তাহা নহে।

নানা কারণে সুরেশ্বরের প্রতি সজনীকান্তর মন প্রসন্ন ছিল না। এতক্ষণ সে সবিশেষ মনোযোগের সহিত তাহার কথোপকথন শুনিতেছিল, এবার সুযোগ পাইয়া ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "এ তোমার কি রকম আচরণ বাপু? স্বদেশী তারিখ জারি করতে এসেছ, কিন্তু স্বদেশী শাক-চচ্চড়ি খাবে না? কাল তো বিলিতী খাবার চপ-কাটলেট হবে। বোশেখ-জষ্টি পছন্দ কর, আর শাক-চচ্চড়ি পছন্দ কর না—এ কী রকম?"

একজন অভ্যাগতের প্রতি এরূপ সম্ভাষণ সুনীতি-বিরুদ্ধ বোধ করিলেও কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, কথাটার মধ্যে কৌতুকের এমনই একটা বস্তু ছিল।

সুরেশ্বর নিজেও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না; স্মিতমুখে সে কহিল, "তা হ'লে বুঝতে হবে যে, আমার মনে আর মুখে যথেষ্ট বিরোধ রয়েছে।"

গম্ভীর মুখে সজনীকান্ত কহিল, "তাই তো মনে হচ্ছে।"

যেটুকু আঘাত সজনীকান্তর নিকট হইতে সুরেশ্বর পাইল, তাহাতেই সুমিত্রার মন হইতে বিরোধটুকু কাটিয়া গেল। উপরন্তু মনে মনে একটু অনুতপ্ত হইয়া কতকটা সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রসন্নমুখে বলিল, "তা হ'লে সুরেশ্বরবাবু, স্থির রইল কালও আপনি আসছেন। দেখবেন, আর যেন কোনও ওজর-আপত্তি করবেন না।" তাহার পর সজনীকান্তর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যমুখে বলিল, "সুরেশ্বরবাবুর চপ-কাটলেট খাওয়ায় তোমার যদি আপত্তি থাকে মামাবাবু, তা হ'লে চপ-কাটলেটের বদলে কোপ্তা-কাবাব রাঁধলেই হবে। বিলিতী খাবারে হয়তো আপত্তি আছে, কিন্তু মোগলাই খাবারে তো কোনও আপত্তি থাকতে পারে না?"

বিমান কহিল, "মোগলাই কোপ্তা-কাবাবে সে আপত্তি না থাকলেও অন্য আপত্তি আছে। অতিশয় ঘি লাগে, আর সেই জন্যে জিনিসটা অত্যন্ত গুরুপাক হয়।"

এই মন্তব্যে প্রমদাচরণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "গুরুপাক হয় তা ঘির দোষে নয়, ঘির নামে তোমরা যে পদার্থ খাও তার দোষে। খাঁটি যদি হয়, তা হ'লে এক পো কাঁচা ঘি চুমুক দিয়ে খেলেও অম্বল হয় না।"

প্রমদাচরণের বিশ্বাস বিশুদ্ধ ঘৃত ও দুগ্ধের অভাবেই বর্তমান ভারতের এই দুরবস্থা। ঘৃত ও দুগ্ধ যথেষ্ট সুলভ হইলে কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট, এমন কি প্লেগ ম্যালেরিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া চীনা জাপানী পর্যন্ত কিছুই ভারতবর্ষে থাকে না। এই প্রসঙ্গ হইতে ক্রমশ গো-সমস্যা ও তাহার প্রতিকারের কথা আসিয়া পড়িল। এ বিষয়ে অপর পক্ষের আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য আছে কি নাই, তাহার কোন বিচার-বিবেচনা না করিয়া প্রমদাচরণ উৎসাহ ভরে আলোচনা করিতে লাগিলেন। ফলে অপর পক্ষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না, এবং অবিলম্বেই দেখা গেল কোন-না-কোন ছলে একে একে সকলেই উঠিয়া গিয়াছে, শুধু নিরুপায় সুরেশ্বর বসিয়া আছে। সে বেচারীর প্রতি প্রথম হইতেই প্রমদাচরণ এমন নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ

প্রয়োগ করিয়া চলিয়াছিলেন যে, উঠিয়া পলাইবার কোনও ফাঁকই সে খুঁজিয়া পায় নাই।

ঘণ্টা খানেক পরে যখন সুমিত্রা দয়াপরবশ হইয়া সুরেশ্বরের উদ্ধারের জন্য উপস্থিত হইল, গো-প্রসঙ্গ তখনও সবেগে চলিতেছিল। শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা হ্রাসে প্রমদাচরণের কিছুমাত্র উৎসাহ হ্রাস হয় নাই। তখন বিপন্ন সুরেশ্বর অনন্যোপায় হইয়া প্রতিশ্রুত হইতেছিল যে, নন-কো-অপারেশনের বিবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে গো-সমস্যাও অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য সে একবার চেষ্টা করিবে।

সুমিত্রা কহিল, "বাবা, সুরেশ্বরবাবুকে আর ছেড়ে না দিলে এইখানেই ওঁর স্নানাহারের ব্যবস্থা করতে হয়।"

কৃতজ্ঞনেত্রে সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুরেশ্বর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই একেবারে উঠিয়া পড়িল এবং প্রমদাচরণকে নমস্কার করিয়া কহিল, "আমিও অনেকক্ষণ আপনাকে আটকে রেখেছি, এখন তা হ'লে আসি।"

ঘড়ির দিকে চাহিয়া প্রমদাচরণ কহিলেন, "তাই তো! বেলা যে প্রায় বারোটা বাজে! তা হ'লে এখানেই যা-হয় চারটি খেয়ে নিলে হয় না?"

সবিনয়ে সুরেশ্বর জানাইল, তাহার কোন প্রয়োজন নাই, যে-হেতু প্রতিদিনই আহারাদি সারিতে তাহার এমনই বিলম্ব হয়। তাহা ছাড়া, যতক্ষণ সে গৃহে উপস্থিত না হইবে সকলে তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবে।

সুরেশ্বরকে আগাইয়া দিতে সিঁড়ির নিকটে উপস্থিত হইয়া সুমিত্রা সান্ত্বনয়ে বলিল, "মামাবাবু এখন কিছুদিন এখানে থাকবেন, কিন্তু তাঁর কথায় কিছু মনে করবেন না সুরেশ্বরবাবু। ওঁর কথার ধরনই ঐ রকম।"

সুরেশ্বর হাসিয়া বলিল, "কথা তো আমাদের অনেক রকমই শুনতে হয়, আপনার মামাবাবুর কথা সে হিসেবে এমন কিছু গুরুতর নয়। আমি কিছু মনে করি নি, আর আপনি যখন বলছেন, ভবিষ্যতেও কিছু মনে করব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন।"

প্রফুল্লমুখে সুমিত্রা কহিল, "আচ্ছা।" তাহার পর ঈষৎ লজ্জিতভাবে

নতনেত্রে কহিল, "আপনার উপহারের জন্যে আর একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রুমালগুলি আমার খুব ভাল লেগেছে।"

সুরেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওগুলো রেখে দেবেন, এবার আমার হাত কাটলে কাজে লাগবে।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সুমিত্রা হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তা সত্যি।" তাহার পর বিশেষ কিছু না ভাবিয়া-চিন্তিয়া অসতর্ক মনে বলিয়া বসিল, "শুধু আপনার কেন, আমারও হাত কাটলে কাজে লাগবে।" কথাটা বলিয়াই কিন্তু তাহার মুখখানা প্রভাত-আকাশের মত টকটকে হইয়া উঠিল।

শান্ত স্মিতমুখে সুরেশ্বর বলিল, "না না, আমার রুমালের সে সৌভাগ্যে দরকার নেই, আপনার অক্ষত হাতে এমনি স্থান পেলেই সার্থক হবে।" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া করজোড়ে সুমিত্রাকে নমস্কার করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

পথে বাহির হইয়া মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রেও সুরেশ্বরের মনে হইল, আকাশ যেন রক্তিম এবং বায়ু সুশীতল।

সুরেশ্বর চলিয়া গেলে সুমিত্রা ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া চিন্তিত মনে সিঁড়ির প্রান্তেই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া সুরেশ্বরের দেওয়া রুমাল তিনখানা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া তুলিয়া রাখিল।

৯

সন্ধ্যার পর সুরমা, সুমিত্রা ও বিমান ড্রয়িং-রুমে বসিয়া গল্প করিতেছিল, কথায় কথায় সুরেশ্বরের কথা উঠিল।

সুরমা কহিল, "সুরেশ্বরবাবু একেবারে খাঁটি স্বদেশী, অনাচার একটুও সহ্য করতে পারেন না।"

বিমান কহিল, "কিন্তু একেবারে খাঁটি হ'লে অনেক জিনিস আবার অকেজো হয়ে পড়ে। তাই সোনাকে প্রচলিত করবার জন্যে খাদ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অনাচার নিশ্চয়ই মন্দ জিনিস, কিন্তু আচার অতি মাত্রায়

বেড়ে উঠলে অত্যাচারে দাঁড়ায়। মুকুজ্জেদের ছোট গিন্নী দিনে একবার স্নান করেন ব'লে দেবসেবার আয়োজন তাঁর দ্বারাই সম্ভব হয়; বুড় গিন্নী পঞ্চাশবার স্নান করেন ব'লে দেবমন্দিরে ঢোকবারই সময় পান না।"

সুরেশ্বরের বিরুদ্ধে এই প্রতিকূল আলোচনায় সুমিত্রা মনের মধ্যে কোথায় ঈষৎ আঘাত পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। বলিল, "আপনি কি তা হ'লে বলেন যে, অনাচার কতকটা সহ্য করা উচিত?"

বিমান বলিল, "তা বলি নে, তবে অবস্থাবিশেষে সহ্য করা দরকার হতে পারে।"

সুরমার দিকে একবার চাহিয়া সুমিত্রা বলিল, "কি রকম অবস্থায়, একটা উদাহরণ দিতে পারেন কি?"

মৃদু হাসিয়া বিমান বলিল, "পারি। বোট্যানিকাল গার্ডেনে সুরেশ্বর-বাবুর হাত বাঁধবার জন্যে তুমি যখন তোমার রুমাল দিতে উদ্যত হয়েছিলে, তখন অবস্থার অনুরোধে সে-টা যদি তিনি গ্রহণ করতেন তাতে সাধারণ অবস্থায় বিলিতী রুমাল ব্যবহার করায় অনাচার তাঁর হ'ত না।"

স্বদেশী-বিদেশীর ঐকান্তিক নিষ্ঠার জন্যই সুরেশ্বর যে সে-দিন সুমিত্রার বিলাতী রুমাল ব্যবহার করে নাই তাহা সুরমা, সুমিত্রা এবং বিমান—তিন জনেই মনে মনে বিশ্বাস করিত। তাহার পর আজি প্রাতে যখন সুরেশ্বর সুমিত্রাকে বলিয়াছিল, 'রুমালগুলো রেখে দেবেন, এবার আমার হাত কাটলে কাজে লাগবে,' তখন আর সুমিত্রার সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। তাই সে অন্য দিক হইতে সুরেশ্বরের পক্ষ সমর্থন করিল; বলিল, "নিজের কাছে খদ্দর না থাকলে তিনি হয়তো আমার রুমালই নিতেন।"

সুরমা কিন্তু আরও ব্যাপকভাবে সুরেশ্বরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিল, "তা ছাড়া বিলিতী ব'লেই যে তিনি রুমাল ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তা না-ও হতে পারে। সেটা তো আমাদের অনুমান।"

কথাটা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিতে বিমানবিহারী মনের মধ্যে কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল, কিন্তু সুমিত্রা এবং সুরমা উভয়ে এক যোগে সুরেশ্বরের পক্ষ গ্রহণ করিয়া যখন তাহার প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইল, তখন সে আর কোনও

দ্বিধা না করিয়া বলিল, "এতদিন অনুমানই ছিল, কিন্তু আজ সকালে সুমিত্রাকে খদ্দরের রুমাল উপহার দেওয়ার পর থেকে অনুমান বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে।"

সবিস্ময়ে সুরমা বলিল, "কেন?"

মৃদু হাসিয়া বিমান বলিল, "আমার তো মনে হয় উপহারের ছলে আজ সুরেশবাবু উপদেশই দিয়ে গেলেন।"

বিমানের কথা শুনিয়া সুরমা সনির্বন্ধে বলিল, "না না, ও-রকম ক'রে কথাটা ধরছ কেন ঠাকুরপো? সুরেশ্বরবাবু হয়তো তাঁর দিক থেকে যা উপযুক্ত মনে করেছেন তাই দিয়েছেন। উপদেশ কেন দেবেন?"

বিমান হাসিয়া কহিল, "তাঁর দিক থেকে উপযুক্ত খদ্দরের শাড়িও দিতে পারতেন, চরকাও দিতে পারতেন। কিন্তু এত রকম জিনিস থাকতে রুমাল, যা মেয়েরা সাধারণত ব্যবহার করে না, তা দিলেন কেন?"

এ কথা সুমিত্রা নিজেও কয়েকবারই ভাবিয়াছে, কিন্তু ঠিক এমন করিয়া ভাবে নাই। বাক্স খুলিয়া রুমাল দেখিবামাত্র বোট্যানিকাল গার্ডেনে রুমাল প্রত্যাখ্যানের কথা তাহার মনে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু তন্মধ্যে অপমানের এমন দংশন বা গ্লানি ছিল না যেমন বিমানের মুখে ব্যাখ্যা শুনিয়া এখন সে অনুভব করিল। এই রুমাল উপহার দেওয়া অপরের চক্ষে কি প্রকারে প্রকাশ পাইয়াছে জানিবা মাত্র সুরেশ্বরের প্রতি তাহার চিত্ত বিদ্বেষ ও বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। উপহার দিবার ছলনায় তাহার জন্মদিনে এমন করিয়া তাহাকে শিক্ষা ও লজ্জা দিবার কি অধিকার সুরেশ্বরের আছে? তাহা ছাড়া, তাঁহাদের পারিবারিক মত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ জানিয়াও কোন্ বিবেচনায় সুরেশ্বর এমন করিয়া তাহার নিজ মত তাহাদের মধ্যে প্রবর্তিত করিতে চাহে? সমস্ত বাংলা দেশ একটি পাঠশালা এবং সে তাহার গুরুমহাশয় তো নহে! বিমানবিহারীর অনুমান সম্ভবত সত্য, এই সংশয় সুমিত্রার অভিমান-পীড়িত হৃদয়কে নানা দিক হইতে তীক্ষ্ণভাবে দংশন করিতে লাগিল। একবার মনে করিল, পরদিন কোন প্রকারে রুমাল তিনখানা সুরেশ্বরকে ফিরাইয়া দিবে; কিন্তু উপস্থিত সুরেশ্বরের প্রতি রোষ প্রয়োগ

করিবার কোনও সুবিধা ছিল না বলিয়া রোষটা অদ্ভুত প্রণালীতে কতকটা বিমানবিহারীরই উপর আসিয়া পড়িল। অন্য দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আরক্তমুখে সুমিত্রা কহিল, "মেয়েরা সাধারণত রুমাল ব্যবহার না করলেও আমি যে করি, তা তো সুরেশ্বরবাবু জানেন।"

বিমান কহিল, "এমন তো তুমি আরও কত জিনিস ব্যবহার কর যা তিনি জানেন। সে সব ছেড়ে তিনখানা স্বদেশী রুমাল দেবার কারণ কি?"

এবার ঈষৎ কঠিনভাবে সুমিত্রা বলিল, "সে সব ছেড়ে রুমাল দিয়েছেন তা মনে করছেন কেন? যে কারণে শাড়ি দিতে পারতেন সে-ই কারণেই রুমাল দিয়েছেন তাও তো হতে পারে।"

বিমান বলিল, "কিন্তু রুমালের যখন এমন একটা ইতিহাস রয়েছে তখন এ কথা মনে হওয়া বিশেষ অন্যায় কি যে, বিশেষ একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই রুমালগুলো দেওয়া হয়েছে?"

এবার সুমিত্রাকে নীরব হইতে হইল। মনে যে হইতে পারে না তাহা সে কিছুতেই বলিতে পারিল না, কারণ এ কথা বহুবার তাহার নিজেরই মনে হইয়াছে।

তর্কে পরাজিত হইয়া সুমিত্রা নিরুত্তর হইল ভাবিয়া বিমান ব্যথিত হইল। কতকটা সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে সে স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "তা হ'লেও এ কথাটা অনুমান বই আর কিছুই নয়। শুধু অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে কোনও কথাই জোর ক'রে বলা চলে না।"

কিন্তু এ প্রবোধ বাক্যের পরও যখন সুমিত্রা নিরুত্তর রহিল, তখন বিমান মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সুমিত্রাকে ক্ষুব্ধ করিয়া সুস্থ থাকিবার মত শক্তি তাহার প্রকৃতির মধ্যে ছিল না, তাই ক্ষণকাল পরে সুরমা কক্ষ পরিত্যাগ করিবামাত্র সে অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিল, "বিনা প্রমাণে সুরেশ্বরবাবুর প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা আমার হয়তো অন্যায় হয়েছে সুমিত্রা, কিন্তু যখনই আমার মনে হচ্ছে যে, তোমাকে আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে এ কাজ করা হয়েছে, যুক্তি-বিচার তখন আর আমার মনে স্থান পাচ্ছে না। আমি সব সহ্য করতে

পারি, কিন্তু তোমার প্রতি অশিষ্ট আচরণ সহ্য করতে পারি নে। প্রত্যক্ষ তো নয়ই, সন্দেহের উপরও নয়।

নির্জন কক্ষে এই সমুদ্বেল প্রণয়গর্ভ বাণী শুনিয়া সুমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। প্রত্যক্ষ মূর্তিতে যাহা সহজভাবে প্রকাশ পায়, ইঙ্গিতের দ্বারা অনেক সময়ে তাহা বৈশিষ্ট্য লাভ করে। তাই মেঘের মধ্যে বৃষ্টি-কণিকার মত, এই রস-গভীর বাক্যের মধ্যে প্রণয়ের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে সুমিত্রার বিলম্ব হইল না। সে অন্য দিকে চাহিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

"আমার কথা বুঝতে পারছ সুমিত্রা ?"

সুমিত্রা চঞ্চল হইয়া একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া অন্য দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই মৃদু কণ্ঠে কহিল, "পারছি।"

এই কবুল-জবাবের পর আলোচনা বন্ধ হইতে পারিত, কিন্তু ঝটিকা প্রশমিত হইলেই উচ্ছলিত সিন্ধু স্তব্ধ হয় না।

কম্পিত-মৃদুকণ্ঠে বিমান কহিল, "তা হ'লে বুঝতে পারছ তো কি অধীর হৃদয়ে মাঘ মাসের অপেক্ষায় দিন যাপন করছি !"

এ কথার উত্তরে সুমিত্রা একবার মাত্র তাহার সলজ্জ নেত্র বিমানবিহারীর প্রতি উত্থিত করিয়া দৃষ্টি নত করিল।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বিমান বলিল, "কোনও দিনই তো তোমাকে কিছু বলি নি, শুধু আশায় আশায় আছি। কিন্তু আজ যেন কেমন মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠেছি, মনটা কিছুতেই স্থির রাখতে পারছি নে।"

উৎকণ্ঠিতনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া সুমিত্রা বলিল, "কেন ?"

ক্ষীণ হাস্য হাসিয়া বিমান বলিল, "তা কিছুতেই ধরতে পারছি নে, অথচ সব তাতেই মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে। এই দেখ না, সুরেশ্বরবাবুর মত লোকের উপরও মনটা মাঝে মাঝে বিগড়ে যাচ্ছে।"

একটু নীরব থাকিয়া সুমিত্রা বলিল, "চিঠি লিখে রুমালগুলো ফেরত দোব কি ? আমারও মনে হচ্ছে, এমন ক'রে রুমাল উপহার দেওয়া সুরেশ্বর-বাবুর উচিত হয় নি।"

শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া বিমান কহিল, "না না, কখনও তা ক'রো না সুমিত্রা।

অবিবেচনাকে শাস্তি দিতে গিয়ে তুমি যেন আরও বেশি অবিবেচনার কাজ ক'রে ব'সো না। তা ছাড়া সুরেশ্বরবাবু এমনই কি দোষ করেছেন? তিনি যদি তোমাদের নিজের দলে টানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে থাকেন, তা হ'লে তোমাদের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ আছে ব'লেই ধরতে হবে। নিজের দল আর নিজের মতই যে ঠিক দল আর ঠিক মত—এ কথা আমরাও তো প্রত্যেকে মনে মনে বিশ্বাস আর জাহির করি।"

জয়ন্তীকে আর সজনীকান্তকে লইয়া প্রমদাচরণ ভবানীপুরে আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সিঁড়িতে তাঁহাদের কণ্ঠস্বর শুনা গেল।

বিমানবিহারী তাড়াতাড়ি বলিল, "আমি যদি তোমাকে অন্যায় কোন কথা ব'লে থাকি তো আমাকে ক্ষমা ক'রো সুমিত্রা। তবে এইটুকু জেনে রেখো যে, যা বলি নি তার তুলনায় যা বলেছি তা কিছুই নয়।"

রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। কর্মক্লান্ত কলিকাতা শহর সমস্ত দিনের কোলাহল ও উদ্দীপনার পর সুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। রাজপথে ট্রামের ঘড়ঘড়ানি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ঘোড়ার গাড়ি বিরল হইয়াছে, পথচারীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে, শুধু মন্দগতি রিক্‌শগাড়ির টুং-টুং ধ্বনি এবং দ্রুতগামী মোটরকারের উদ্দাম নিনাদ এখনও একেবারে বন্ধ হয় নাই। অন্য দিন এতক্ষণ কালীতলার মন্দির খোলা থাকে না. কিন্তু পূজার সময় বলিয়া এখনও মন্দিরের ঘণ্টা ভক্তকরাহত হইয়া মাঝে মাঝে বাজিয়া উঠিতেছে।

নিদ্রোৎসুকা সুমিত্রা তাহার শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রার আরাধনা করিতেছিল, কিন্তু অভীষ্ট দেবতার পরিবর্তে দেখা দিতেছিল চিন্তা। সুমিত্রা ভাবিতেছিল বিমানবিহারীর কথা। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত বিমানবিহারী তাহার চক্ষে সহজ ও সাধারণ ছিল। বিবাহের বিপণিতে সে একজন বরেণ্য পাত্র, অনেকেরই পক্ষে দুর্লভ, কিন্তু তাহাদের পক্ষে হয়তো সুলভ—বিমানবিহারীর বিষয়ে কতকটা এইরূপ তাহার ধারণা ছিল। আজ সহসা

সেই বিবাহ-বিপণির সৎপাত্র প্রেমমন্দিরের প্রণয়ীরূপে দেখা দিয়াছে। সে আর শুধু অভিভাবকদের চিন্তার বস্তু নহে, তাই সুমিত্রা মনের মধ্যে আজ এই প্রথম তাহার কথা আলোচনা করিয়া দেখিতেছিল।

প্রমদাচরণ প্রভৃতির আকস্মিক আগমনে ব্যস্ত হইয়া বিমান বলিয়াছিল, 'এ কথা মনে রেখো যে, যা বলি নি, তার তুলনায় যা বলেছি তা কিছুই নয়।' সুমিত্রা সেই কথা স্মরণ করিয়া, প্রমদাচরণ প্রভৃতি আরও অর্ধ ঘণ্টা বিলম্ব করিয়া আসিলে বিমানবিহারী যে-সকল কথা বলিবার সময় পাইত, মনে মনে তাহাই কল্পনা করিতেছিল। বলিতে পারে নাই বলিয়া এমন কোন কথাই তাহার মনে হইতেছিল না, যাহা বিমানবিহারী বলিতে পারিত না। সে নিজেকে দয়িতার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কল্পনার কর্ণে নানা প্রকার স্তবস্তুতি শুনিতে লাগিল।

কিন্তু এই কাল্পনিক আরাধনা ও প্রার্থনায় আপত্তি করিবার প্রত্যক্ষ কোন কারণ না পাইলেও মনের কোন্ নিভৃত প্রদেশে কেন একটু বাধিতেছিল তাহা সুমিত্রা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। বিমানবিহারীর আনুগত্য সহজ হিসাবে লাভের কিতায় পড়িলেও মনে হইতেছিল, তাহার সহিত কোন্ দিক হইতে কোথায় যেন একটা কি ক্ষতি হইয়া যাইতেছে। রোগ প্রকাশ পাইবার অব্যবহিত পূর্বে দেহে যেমন একটা অনির্দেশ্য অসুস্থতা উপস্থিত হয়, সুমিত্রা মনের মধ্যে তদনুরূপ একটা অস্থিরতা ভোগ করিতেছিল। একটা সূক্ষ্ম বেদনা অনুভূত হইতেছিল, কিন্তু তাহার যথাস্থানটি ঠিক করা যাইতেছিল না। এমন সময়ে সহসা মনে পড়িল সুরেশ্বরের কথা। কিন্তু স্বপ্নে যেমন অনেক জিনিস অকারণ অসংলগ্ন সূত্রে আবির্ভূত হয়, সুরেশ্বরের আবির্ভাবও ঠিক তেমনই অলীক অর্থহীন বলিয়া তাহার মনে হইল। সিঁড়ির নিকট উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথনটুকু হইয়াছিল, যতদূর সম্ভব স্মরণ করিয়া সে মনে মনে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিল; কিন্তু তাহার মধ্যে অসামান্য এমন কিছুই পাইল না যাহা আশঙ্কাজনক বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। মনে মনে একটু কৌতুক অনুভব করিয়া সুমিত্রা সুরেশ্বরের চিন্তা মন হইতে বিদায় করিল।

কিন্তু পরদিন সন্ধ্যাবেলা সুরেশ্বর যখন নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সর্বপ্রথম

উপস্থিত হইয়া সুমিত্রাকে সম্মুখে পাইয়া সহাস্যে কহিল, "দেখুন, আজও আমার উৎসাহ কারুর চেয়ে কম নয় সকলের আগে আমিই এসেছি," তখন কেমন একটা অজ্ঞাত অকারণ সম্ভাবনার ত্রাসে সুমিত্রার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল।

কিন্তু পর-মুহূর্তেই বিহ্বলতা হইতে সবলে মুক্ত হইয়া সে সহাস্যমুখে কহিল, "শুধু সকলের আগে এলেই হবে না, সকলের পরে গেলে তবে বুঝব আপনার উৎসাহ সকলের চেয়ে বেশি।"

সুরেশ্বর কহিল, "অতখানি উৎসাহের প্রমাণ দেওয়া শক্ত, তবে চেষ্টা করতে কোন বাধা নেই।"

মৃদু হাসিয়া সুমিত্রা বলিল, "না, কোন বাধা নেই।"

হল-ঘরটি আজ একটু বিশেষ যত্নের সহিতই সাজানো হইয়াছিল। প্রবেশ করিয়া সদ্য-আহৃত পুষ্পের শোভা ও গন্ধে সুরেশ্বরের মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিভিন্ন স্থানে সজ্জিত পুষ্পগুলি দেখিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সুরেশ্বরের অনুবর্তিনী হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সুমিত্রা বিস্ময়ের সুরে কহিল, "সুরেশ্বরবাবু, আপনি এত ফুল ভালবাসেন?"

সুমিত্রার প্রশ্নে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সুরেশ্বর সকৌতুকে কহিল, "বাসি বই-কি! আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন?"

ঈষৎ হাসিয়া সুমিত্রা কহিল, "হ্যাঁ, হচ্ছি।"

"কেন বলুন তো?"

"আপনার মত কাজের লোকদের ছবি দেখা, ফুল শোঁকা, গান শোনা—এই সব অদরকারী কাজ করতে দেখলে আমার আশ্চর্য বোধ হয়।"

সুমিত্রার মন্তব্যে যথেষ্ট পুলকিত হইয়া সুরেশ্বর কহিল, "আমার আরও আশ্চর্য বোধ হয়, যখন আমার মত একজন বাজে লোককে কাজের লোক ব'লে ভুল ক'রে মানুষ ভয় পায়। আমাকে একজন কঠোর কাজের লোক ব'লে কেন ঠাউরেছেন বলুন দেখি?"

হাসিমুখে সুমিত্রা কহিল, "কঠোর ব'লে ঠাওরাই নি, কিন্তু আপনি যে কাজের লোক. তা সহজেই বোঝা যায়।"

সুরেশ্বর কহিল, "পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে, যা দেখে লোকে ঠিক বিপরীত কথা বোঝে। তার প্রমাণ দেখুন পাশের ঘরে আলমারিতে কৃষ্ণনগরের ফলগুলি; দেখতে আসলের চেয়েও সরস, কিন্তু হাতুড়ি দিয়ে পিটলেও এক ফোঁটা রস বেরোবে না, ধুলো হয়ে উড়ে যাবে। মানুষের মধ্যেও এমন অনেক কৃষ্ণনগরের মানুষ আছে।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিতে শুনিতে সুমিত্রার চক্ষু দুইটি পুলকে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল, "আপনি কিন্তু কৃষ্ণনগরের মানুষ নন। আপনি ঢাকার মানুষ।"

সোৎসুকে সুরেশ্বর কহিল, "কেন বলুন তো?"

সুমিত্রা কহিল, "আপনি নিজেকে সব সময়ে ঢেকে রাখতেই চান।"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া সুরেশ্বর উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। তাহার পর কহিল, "তাই যদি হয় তো কাজের মানুষ ব'লে কি ক'রে আমাকে বুঝলেন?"

সুমিত্রা কহিল, "কাজের মানুষরাই নিজেদের ঢাকা দিয়ে রাখে। আপনি নিজেকে ঢাকবার জন্যে চেষ্টা করেন ব'লেই বুঝতে পারি যে, আপনি কাজের মানুষ।"

সুরেশ্বর কহিল, "কিন্তু আমি যে কাজের মানুষ নই, আপনাদের মতে তার একটা প্রমাণ তো দিয়েছি ফুলের প্রতি মনোযোগী হয়ে। আবার দ্বিতীয় প্রমাণও আজ এমনভাবে দেব যে, আপনি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে আমি একজন নিতান্ত অকেজো লোক।"

দ্বিতীয় প্রমাণের দ্বারা সুরেশ্বর কি ব্যক্ত করিতে চাহে, তাহা ক্ষণকাল বুঝিতে চেষ্টা করিয়া সুরেশ্বরের প্রতি উৎসুক নেত্র স্থাপিত করিয়া সুমিত্রা সহাস্যমুখে বলিল, "দ্বিতীয় প্রমাণ কি বলুন তো?"

সুরেশ্বর কহিল, "দ্বিতীয় প্রমাণ গান শোনা। আজ সমস্ত কাজ ভুলে আপনার গান শুনব।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সুমিত্রার মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। দুই মাসের

পরিচয়ের মধ্যে সুরেশ্বর কোন দিনই তাহাকে গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করে নাই, অথবা তাহার গান শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। আজ সহসা তাহাকে সে বিষয়ে এতটা আগ্রহের সহিত ইচ্ছা প্রকাশ করিতে দেখিয়া সুমিত্রার মনে বিস্ময়ের অপেক্ষা সঙ্কোচই বেশি দেখা দিল। কিন্তু পরক্ষণেই সহাস্যমুখে কহিল, "আমি যে গান গাইতে পারি, তা আপনাকে কে বললে ?"

কিন্তু এ কথার উত্তর দিবার সময় হইল না; কক্ষে জয়ন্তী প্রবেশ করিলেন এবং সুরেশ্বরকে দেখিয়া একটু বিস্ময়ের সুরে কহিলেন, "এই যে সুরেশ্বর! বেশ সকাল-সকাল এসেছ দেখছি!"

সুমিত্রার সহিত সুরেশ্বরকে কক্ষমধ্যে একা দেখিয়া জয়ন্তী মনে মনে প্রসন্ন হন নাই। উপকার-প্রাপ্তি এবং তৎপ্রসূত কৃতজ্ঞতার ভিতর দিয়া সুরেশ্বরের সহিত পরিচয় হইলেও প্রথম দিন হইতেই জয়ন্তী সুরেশ্বরের প্রতি একটু বিমুখ ছিলেন। সুরেশ্বর একজন নন্‌-কো-অপারেটার বলিয়া এই বিরূপতা প্রথম উপস্থিত হয়। তাহার পর উত্তরোত্তর সুরেশ্বরের দৃঢ়তা ও শক্তি উপলব্ধি করিয়া ইহা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জয়ন্তী সুরেশ্বরকে মনে মনে একটু ভয় করিতেন, এবং অগ্নির সহিত ধূমের মত এই ভীতির সহিত বিদ্বেষও আসিয়া জুটিয়াছিল। যুক্তি-প্রমাণের মধ্যে এ পর্যন্ত যাহার কোন অস্তিত্ব ছিল না, বুদ্ধির অতীত কোনও শক্তির সাহায্যে তাহারই আশঙ্কায় জয়ন্তী সময়ে সময়ে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। তাঁহার ভয় হইত বিমান ও সুমিত্রার মধ্যে মিলনের যে পথটি তিনি গড়িয়া তুলিতেছিলেন তাহার মধ্যে বিঘ্নস্বরূপ সুরেশ্বর হঠাৎ না আসিয়া দাঁড়ায়! তাই বিমানের অনুপস্থিতিতে সুরেশ্বর ও সুমিত্রা একত্র থাকে, তাহা তিনি পছন্দ করিতেন না।

জয়ন্তীর কথা শুনিয়া সুরেশ্বর হাসিমুখে কহিল, "সময় ঠিক আন্দাজ করতে পারি নি। ভেবেছিলাম আমারই সকলের চেয়ে দেরি হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এসে দেখি আমিই সকলের আগে এসে পড়েছি।"

এ কৈফিয়তে সন্তুষ্ট না হইয়া অতি সংক্ষেপে জয়ন্তী কহিলেন, "তা ভালই তো।" তাহার পর সুমিত্রার প্রতি শুষ্কভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "যাও না সুমিত্রা, সুরেশ্বর এসেছেন, তোমার মামাবাবুকে ডেকে দাও।"

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর সজনীকান্ত বিবিধ কার্য লইয়া বহির্গত হইয়াছিল; বলিয়া গিয়াছিল সন্ধ্যার পূর্বে আসিতে পারিবে না। তাহাকে ডাকিবার কথা শুনিয়া সুমিত্রা কহিল, "মামাবাবু ফিরেছেন?"

"হ্যাঁ, এইমাত্র এসেছে।"

জয়ন্তীর কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া সুরেশ্বর কহিল, "না না, তাঁর তাড়াতাড়ি আসবার কোন দরকার নেই; তিনি এখন একটু বিশ্রাম করুন।" তাহার পর হঠাৎ মনে হওয়ায় যে, বিশেষ কোন প্রয়োজনের জন্য হয়তো জয়ন্তী সুমিত্রাকে অন্তঃপুরে পাঠাইতে চাহেন, সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "আপনার যদি কোনও দরকার থাকে তো অনায়াসে যেতে পারেন। আমি না হয় ততক্ষণ বিমানবাবুকে ধ'রে নিয়ে আসি।"

ব্যস্ত হইয়া সুমিত্রা কহিল, "না না, আপনার কোথাও যেতে হবে না। তিনি কখন্ আসবেন, কোন্ দিক দিয়ে আসবেন, তার ঠিক কি? আমার কোনো দরকার নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

সুরেশ্বরের দিকে পিছন ফিরিয়া জয়ন্তী চক্ষের এক দুর্বোধ্য কটাক্ষে কন্যাকে কিছু ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "কিন্তু বাড়ির ভিতর তোমার একটু দরকার আছে সুমিত্রা।"

সুমিত্রা সে ইঙ্গিতের মর্মভেদ করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া সহজভাবে বলিল, "কি দরকার মা?"

কন্যা যে সহসা এ প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিবে তাহা জয়ন্তী একেবারেই আশঙ্কা করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, গোপন ইঙ্গিতের অনুরোধে নির্বিবাদে সুমিত্রা গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া যাইবে। তাই কোন্ প্রয়োজন্ নির্দেশ করিবেন সত্বর স্থির করিতে না পারিয়া বিমূঢ়ভাবে কহিলেন, "কাপড়টা বদলে আসবে।"

সবিস্ময়ে সুমিত্রা কহিল, "কেন?"

"আষাঢ় মাসে নর্মানের বাড়ি থেকে তোমার ইংলিশ ক্রেপের যে শাড়ি আর ব্লাউস্ তোয়ের হয়ে এসেছিল তাই প'রে এস। এ কাপড়টায় তোমাকে তেমন মানাচ্ছে না।"

জয়ন্তীর কথা শুনিয়া সুমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। একজন বাহিরের লোকের সম্মুখে পরিধেয় বস্ত্র ও তাহার শোভনশীলতা সম্বন্ধে এরূপ আলোচনা সুরুচিবিরুদ্ধ বলিয়া তো ঠেকিলই, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক বেশি অন্যায় মনে হইল সুরেশ্বরের সমস্ত পরিচয় এবং প্রবৃত্তি বিশেষরূপে অবগত হইয়া এবং তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ি লইয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে অকারণ উচ্ছ্বাসের সহিত নর্মানের বাড়ির ইংলিশ ক্রেপের পোশাকের উল্লেখ করা। ইহার দ্বারা যে শুধু সুরেশ্বরকেই আহত করা হইয়াছে তাহা নহে, সে নিজেও বিশেষরূপ অপমানিত ও লাঞ্ছিত মনে করিল। কিন্তু কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিলে পাছে আলোচনাটা আরও আপত্তিকর অবস্থায় উপনীত হয়--এই আশঙ্কায় সে জোর করিয়া সহজ ভাব ধারণ করিয়া কহিল, "তা হ'লে তুমি সুরেশ্বরবাবুর কাছে থাক মা, আমি কাপড়টা বদলে আসি। আমার কিন্তু একটু দেরি হবে।"

প্রসন্ন-কণ্ঠে জয়ন্তী কহিলেন, "তা হোক, আমি সুরেশ্বরের কাছে আছি।"

নর্মানের বাড়ির পোশাকের উল্লেখে সুরেশ্বর আহত বা অপমানিত বোধ করে নাই, কারণ জয়ন্তীর প্রকৃতির ধারা তাহার অজ্ঞাত ছিল না। তাই সে কৌতুকপ্রদ আত্মপ্রচার দেখিয়া একটু পুলকিতই হইয়াছিল। কিন্তু জয়ন্তীর নির্দেশ অনুসরণ করিয়া সুমিত্রা যখন নির্বিবাদে বস্ত্র পরিবর্তন করিতে প্রস্থান করিল, তখন সে বাস্তবিকই মনের মধ্যে একটা আঘাত অনুভব করিল। মনে হইল, মন-শূন্য দেহকে এত সহজে, এত অবলীলাক্রমে বিদেশী আবরণে আচ্ছাদিত করিতে যাহার কিছুমাত্র বাধিল না, মাধবীর নিষ্ঠাপূত সূতার রুমাল তৈয়ারি করিয়া তাহাকে উপহার দেওয়া পণ্ডশ্রম হইয়াছে। পূর্বদিন হইতে মনের মধ্যে একটা কোন্ দিকে যে রশ্মিরেখা দেখা দিয়াছিল তাহা নিমেষের মধ্যে সরিয়া গেল, এবং কিছু পূর্বে শরীর ও মন ব্যাপিয়া যে উদ্যম এবং উদ্দীপনা সমস্ত বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িতে চাহিতেছিল তাহা অপহৃত হইল। একবার মনে হইল সুমিত্রা ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু যে আঘাত পাইয়াছে তাহার গুরুতর অবস্থা ভোগ করিয়া যাইবার দুর্বার আকর্ষণে সুরেশ্বর অপেক্ষা করিয়া রহিল।

জয়ন্তী কহিলেন, "মেয়েটা এমন নিসেধো যে, কখনো কোন ভাল জিনিস যদি পরতে চায়! দেখো না, সুটটা কেমন সুন্দর ইংলিশ মভ্ ক্রেপের। কিন্তু দু'বার পর্যন্ত বোধ হয় দু দিনও পরে নি। অথচ খরচ কত পড়েছিল জান সুরেশ্বর?"

এরূপ সানিবন্ধ আহ্বানেও বিমনা সুরেশ্বরের ঔৎসুক্য জাগ্রত হইল না। সে কোন কথা না বলিয়া স্পৃহাহীন নেত্রে চাহিয়া রহিল।

ক্ষণকাল সুরেশ্বরের প্রশ্নের জন্য বৃথা অপেক্ষা করিয়া বিস্ময়-উদ্রেককর ভঙ্গীতে জয়ন্তী কহিলেন, "একশো কুড়ি টাকা।"

১১

কিছুক্ষণের মধ্যে একে একে সজনীকান্ত, সুরমা, বিমলা, বিমানবিহারী ও তাহার দুইটি ভাগিনেয় আসিয়া উপস্থিত হইল।

কথায় কথায় সাময়িক প্রসঙ্গ নন্-কো-অপারেশনের কথা উঠিল। কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবক গ্রহণের বিষয় আলোচনা হইতেছিল।

বিমানবিহারী কহিল, "কিন্তু যাই বলুন সুরেশ্বরবাবু, নির্বিচারে এত লোক ভর্তি ক'রে নেওয়া হচ্ছে যে, আর কিছুর জন্যে না হ'লেও শুধু এই দোষেই আপনাদের আন্দোলনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে ব'লে মনে হয়। অশিক্ষিত সৈন্য শুধু আক্রমণের পক্ষেই বাজে নয়, আত্মরক্ষার পক্ষেও বিপজ্জনক। জার্মান যুদ্ধটা এরই মধ্যে আমরা ভুলি নি তো—অসংখ্য জার্মান-সৈন্য যখন প্রবল বন্যার মত বেল্‌জিয়মের উপর এসে পড়ল তখন ইংল্যাণ্ড থেকে কেরানী আর ছাত্রের দল, আর ভারতবর্ষ থেকে ভোজপুরী দ্বারবানদের নিয়ে গিয়ে ফেললে কোন সুবিধা হ'ত কি? অত বড় প্রয়োজন আর তাড়াতাড়ির মধ্যেও অশিক্ষিতকে শিক্ষিত ক'রে নেবার জন্যে যতটুকু সময়ের দরকার, তা অপেক্ষা করতেই হয়েছিল। তা না করলে অযথা লোকক্ষয় হ'ত, ফল কিছুই হ'ত না।"

বিমানের কথা শুনিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া অল্প হাসিয়া সুরেশ্বর

কহিল, "দেখুন, কোন কথাই সকল সময় আর সকল অবস্থার উপযোগী ক'রে বলা যায় না। যে কথাটা আপনি বললেন, জার্মান যুদ্ধের পক্ষে তা বেশ খাটল, কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার পক্ষেও যে তা ঠিক তেমনি খাটবে তার কি মানে আছে? দুই-একটা উদাহরণ নিয়ে দেখুন। ঘরে আগুন লেগেছে, মট্‌কা জ্ব'লে উঠেছে, সে সময়ে যদি গৃহবাসী সদলে কোন নদীতীরে উপস্থিত হয়ে জল তোলা আর জল ঢালা অভ্যাস করতে আরম্ভ করে, তা হ'লে গৃহ রক্ষা হয় কি? ধরুন, বাড়িতে ডাকাত পড়েছে, লুট আরম্ভ হয়েছে। সে সময়ে গৃহস্বামী যদি তার পুত্র-পৌত্রগণকে নিয়ে একটা স্বতন্ত্র ঘরে ঢুকে খিল লাগিয়ে শক্তি-সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ওঠ-বোস্ অথবা পাঞ্জা-লড়ালড়ি আরম্ভ করে তা হ'লে ব্যাপারটা কি রকমের হয়?"

সুরেশ্বরের উদাহরণ দুইটি শুনিয়া কেহ কেহ হাসিয়া উঠিল। বিমান কহিল, 'এঁদের হাসি থেকেই বুঝতে পারছেন হাস্যকর হয়। কিন্তু তাই ব'লে ডাকাত পড়লে চেঁচিয়ে পাড়া মাত ক'রে নির্বিচারে লোক সংগ্রহ করলেই সুবিধা হয় না। তাতে গোলযোগটা আরও বেড়ে ওঠে, আর সেই সুযোগে ডাকাতিটি বেশ ভাল রকমে হয়ে যায়। বাড়িতে আগুন লাগলে প্রতিবেশীরা এসে কি করে জানেন?—সযত্নে জিনিসগুলো আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিজ নিজ বাড়ি নিয়ে গিয়ে হেফাজতের সঙ্গে রেখে দেয়। পুড়ে গেলে ছাইটুকুও প'ড়ে থাকত, এদের সহায়তায় তাও থাকে না।"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া সজনীকান্ত উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বলিহারি বাবা! বেশ বলেছ! এ ক্ষেত্রে আবার আগুন লাগেও নি; আগুন লাগার ভয় দেখিয়েই এঁরা গৃহস্থের গৃহ শূন্য ক'রে নিচ্ছেন! দেশের লোককে ছলে কৌশলে ভুলিয়ে চাঁদা তুলে, দশ লাখ বিশ লাখ জমিয়ে—বাস্, তারপর মৌনী-বাবা! হিসেব চাও, মুখে আর কথাটি নেই।"

সুরেশ্বরের মনটা তিক্ত হইয়াই ছিল, তাহার উপর সজনীকান্তর এই কদর্য অভিযোগ শুনিয়া তাহার স্বভাবশান্ত প্রকৃতির মধ্যে সহসা তাহা রুদ্র তেজে জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। কিন্তু সজনীকান্তর কথা উপেক্ষা করিবার বিষয়ে তাহার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া, বসুন্ধরা যেরূপে অম্বরের

যেমন স্ফুটনোন্মুখ আগ্নেয়গিরি চাপিয়া রাখে, ঠিক সেইরূপ সহনশীলতার সহিত মনের মধ্যে প্রজ্বলিত কোপানল অবরুদ্ধ রাখিয়া আরক্তস্মিতমুখে সে কহিল, "আপনি কখনও হিসেব চেয়েছিলেন না-কি ?"

প্রশ্ন শুনিয়া ক্ষণকাল সজনীকান্তর মুখে বাক্য সরিল না। তাহার পর গম্ভীর বিস্ময় ও বিরক্তির সহিত নেত্রদ্বয় কপালে তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "আমি হিসেব চাইব ? কি বলছ হে তুমি ? আমি কি কখনও এক পয়সা দিয়েছি নাকি যে, হিসেব চাইব ? তুমি মনে কর কি ? আমি গবর্মেণ্টের একজন অফিসার, আমার দায়িত্বজ্ঞান নেই ?"

দৃঢ়কণ্ঠে সুরেশ্বর কহিল, "ধরলাম আছে। কিন্তু এক পয়সা চাঁদা না দিয়ে আপনি হিসেবের কথা তোলেন কি ক'রে ?"

হঠাৎ চতুর্গুণ রাগিয়া উঠিয়া কলহ-কঠোর কণ্ঠে সজনীকান্ত কহিল, "কেন তুলব না ? আলবৎ তুলব, পাঁচশো বার তুলব, আমি দিই নি ব'লে কি দেশের টাকার হিসেব তলব করবার অধিকার আমার নেই ?"

তেমনি দৃঢ়ভাবে সুরেশ্বর কহিল, "আমি তো বলি সে অধিকার আপনার আছে। কিন্তু হিসেব তলব মানে তো এই যে, যে উদ্দেশ্যে টাকা তোলা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে খরচ হচ্ছে কি না, আর বাকিটা চুরি না হয়ে মজুত আছে কি না, দেখা ? গবর্মেণ্টের একজন অফিসার হয়ে আপনি কি এখনও বলতে চান যে, টাকাটা চুরি না হয়ে যে উদ্দেশ্যে তোলা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যেই খরচ হচ্ছে জানলে আপনি খুশি হন ?"

সুরেশ্বরের এই প্রশ্নে বিমূঢ়ভাবে একবার বিমানের দিকে ও আর একবার জয়ন্তীর দিকে চাহিয়া দুই চক্ষু গোলাকার করিয়া সজনীকান্ত বলিয়া উঠিল, "তা 'আমি কখ্খনো বলব না। তোমার সওয়ালের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই, তা তুমি জেনো।" বলিয়া পুনরায় একবার জয়ন্তীর দিকে ও একবার বিমানের দিকে ঘন ঘন চাহিতে লাগিল।

এবার সুরেশ্বরের হাসি পাইল। সে নরম হইয়া স্মিতমুখে কহিল, "না না, আপনি বাধ্য কেন হবেন, ইচ্ছা হ'লে আপনি উত্তর দেবেন, না হ'লে দেবেন না।" তাহার পর বিমানের দিকে ফিরিয়া বলিল, "বিচার ক'রে

লোক নিতে হ'লে বিচারকদের মধ্যেই অনেককে বেরিয়ে আসতে হয়—দেশের এমনই দুর্দশা! আর, সকলের চেয়ে আশাহীন দেখলে জানেন? দেশের শিক্ষিত লোকদের। অনেক দুঃখে মহাত্মা গান্ধী তাদের আশা ত্যাগ করেছেন।"

বিমান কহিল, "কিন্তু আমার মনে হয় সুরেশ্বরবাবু, দেশের শিক্ষিত লোক যদি আপনাদের এ আন্দোলনটা তাদের জীবনের মধ্যে না নিয়ে থাকে, তা হ'লে সেটা এ আন্দোলনের উপযোগিতা সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ প্রমাণ ব'লেই ধরতে হবে। মাথার সঙ্গে একমত না হয়ে পা দুটো ইচ্ছামত এক দিকে ছুটে চলতে পারে; তাতে দেহটা নিশ্চয়ই খানিকটা এগিয়ে যাবে, কিন্তু তা সর্বনাশের পথেও তো হতে পারে। আর-একটা কথা আমার মনে হয় যে, আপনাদের এই অসহযোগ-প্রণালীটা ভারতবর্ষের, বিশেষত আমাদের বাংলা দেশের, প্রাণধারার বিরুদ্ধ জিনিস। ভারতবর্ষের মাটিতে এ বীজ ফলপ্রদ হবে না। আমাদের অনুরাগের দেশে বিরাগ নিশ্চয়ই ফেল্ করবে। আমরা মানুষের সঙ্গে ঝগড়া ক'রেও থাকতে পারি, কিন্তু মানুষকে ছেড়ে থাকতে পারি নে। সেটা আমাদের ধর্মের বাইরে।"

এবার সুরমা কথা কহিল। বলিল, "দোহাই ঠাকুরপো, তোমাদের এ কূট তর্কও আমাদের সহ্যের বাইরে যাচ্ছে। আর যদি বেশিক্ষণ চালাও তো আমরা কিন্তু তোমাদের ছেড়ে পালাব।"

জয়ন্তী এতক্ষণ কোনও কথা কহেন নাই। অতিশয় অসন্তোষের সহিত তিনি এই বাদ-প্রতিবাদ শুনিতেছিলেন। একজন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, যিনি মাসে মাসে মোটা টাকা পেন্‌শন পাইতেছেন, তাঁহার গৃহে অপর একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, যিনি অচিরে এই গৃহের জামাতা হইবেন, তাঁহার সহিত একজন নাম-লেখানো নন্‌-কো-অপারেটার নন্‌-কো-অপারেশনের স্বপক্ষে আলোচনা করিতেছে—ইহা তাঁহার অতিশয় অসমীচীন বলিয়া মনে হইতেছিল, এবং তজ্জন্য সুরেশ্বরের প্রতি উত্তরোত্তর ক্রোধ বর্ধিত হইলেও সে আজ অভ্যাগত বলিয়া প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারিতেছিলেন না। সুরমার কথায় কথা বলার সুযোগ পাইয়া জয়ন্তী

কাইল্ন, "আর তা ছাড়া, আজকের দিনে এ-সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কথা-কাটাকাটি ক'রে লাভই বা কি আছে!"

বিমান হাসিয়া বলিল, "তুচ্ছ বিষয় ঠিক বলা যায় না, এই নিয়ে দেশের মধ্যে এখন মস্তটা আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে। তবে আজকের মত এ কথা বন্ধ থাক্। গাও বিমলা, তোমার সেই গানটা গাও—'আলসে বাড়িল অলস দিবা'।" তাহার পর সুরেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "সুরেশ্বর-বাবু, আপনি বোধ হয় একদিনও বিমলার গান শোনেন নি?"

গান শুনিবার বিষয়ে আগ্রহ লইয়াই সুরেশ্বর আজ আসিয়াছিল, কিন্তু এখন আর তাহার উৎসাহহীন চিত্তে আগ্রহের চিহ্নমাত্রও ছিল না। তাই সে অনুৎসুকভাবে শুধু কহিল, "না।"

"তা হ'লে শুনুন। বিমলা ভারি চমৎকার গান গায়।"

লজ্জিত হইয়া বিমলা কহিল, "আপনি বিমানদাদার কথা শুনবেন না সুরেশ্বরবাবু। আমি একটুও ভাল গাইতে পারি নে।"

তেমনি উদাসভাবে সুরেশ্বর কহিল, "ভাল কি মন্দ তা শুনলেই বুঝতে পারব।"

সজনীকান্ত মনে মনে স্থির করিয়াছিল, সুরেশ্বরের সহিত সহজে কথা কহিবে না; কিন্তু সহসা সে-কথা বিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার আবার বোঝা-বুঝিটা কি হে? রাগরাগিণীর ধার দিয়ে তো যাবে না, বন্দেমাতরম্ গাইলেই ভাল লাগবে।"

পুলকিত হইয়া সুরেশ্বর সহাস্যমুখে কহিল, "বন্দেমাতরম্ গাইলে আপনারই কি ভাল লাগবে না?"

সুরেশ্বরের প্রশ্ন শুনিয়া সজনীকান্ত ক্ষণকাল তীক্ষ্ণ নেত্রে নির্বাক হইয়া সুরেশ্বরের প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহার পর দন্তে-দন্তে চাপিয়া নিরুদ্ধকণ্ঠে উত্তেজিতভাবে কহিল, "না, ভাল লাগবে না। খালি জেরা, খালি জেরা! সাক্ষীর কাটরায় আমি দাঁড়িয়েছি না-কি? তোমার সঙ্গে কথা কওয়াই দেখছি বিপদ!"

সজনীকান্তর কথা শুনিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

শান্তভাবে সুরেশ্বর কহিল, "সে বিপদে আপনি যদি ইচ্ছে ক'রে বারংবার পড়েন তো আমার কি অপরাধ বলুন ?"

তীব্রকণ্ঠে সজনীকান্ত কহিল, "তুমি যে কথা দিয়ে কথা টেনে ? ক'রে উল্টো কথা বলিয়ে নিতে চাও ! ল পড় বুঝি ?"

আবার একটা হাসির কল্লোল উঠিল।

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "আমাকে তো আপনি নন্-কো-অপারেটার বলেন, তা হ'লে ল পড়া কি ক'রে আর চলে ?"

সুরেশ্বরের কানের নিকটে মুখ লইয়া গিয়া বিমান মৃদুকণ্ঠে কহিল, "যে প্রহসনটা উপভোগ করালেন তার জন্যে ধন্যবাদ। এবার-কিন্তু গান আরম্ভ হোক।"

মৃদুকণ্ঠে সুরেশ্বর কহিল, "হোক।"

তখন বিমান বিমলার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "আর সময় নষ্ট করা নয়; গান আরম্ভ কর বিমলা।"

একটু সঙ্কুচিত হইয়া বিমলা কহিল, "মেজদি আসুন, তিনি গাইবেন অথন।"

সুমিত্রার কথা উঠায়, সে যে অনেকক্ষণ অনুপস্থিত রহিয়াছে তাহা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। একটু বিস্ময়ের সুরে জয়ন্তী কহিলেন, "কি করছে সে এতক্ষণ ধ'রে ? গেছে তো এক ঘণ্টা! যা তো বিমলা, একবার দেখে আয় তো কেন এত দেবি করছে!"

গান গাওয়া হইতে অব্যাহতি পাইলেই বিমলা বাঁচে। সে মাতৃ-আদেশ পালনের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু তাহার যাইবার প্রয়োজন হইল না, তখনই কক্ষের মধ্যে সুমিত্রা আসিয়া উপস্থিত হইল।

উজ্জ্বল তড়িতালোকের নিম্নে সুসজ্জিতা সুমিত্রার প্রসন্নমধুর মূর্তি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেল, শুধু দুইটি প্রাণীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

বিস্ফারিতনেত্রে জয়ন্তী কহিলেন, "এ কি সুমিত্রা!"

ততোধিক বিস্ময়ের সহিত সুরেশ্বর কহিল, "সত্যি, এ কি ব্যাপার!"

একটু তরল মিষ্ট হাসি হাসিয়া সুমিত্রা কহিল, "কেন ?—কি আর এমন অদ্ভুত ব্যাপার ?"

১২

বস্ত্র পরিবর্তন করিবার নামে জয়ন্তী ও সুরেশ্বরের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া সুমিত্রা একেবারে প্রমদাচরণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। প্রমদাচরণ তখন নিজ কক্ষে একটা আরাম-কেদারায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া ছিলেন। পদশব্দে চাহিয়া সুমিত্রাকে দেখিয়া কহিলেন, "কি মা ? কিছু বলবার আছে ?"

সুমিত্রা পিতার শিরোদেশে উপস্থিত হইয়া চেয়ারে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বাবা, আজ আমাকে একটা খদ্দরের সুট উপহার দেবে ? দাম বেশি নয় বাবা ; শাড়ি আর ব্লাউস—দুইয়ে টাকা সাত-আটের মধ্যে হবে।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া প্রমদাচরণ কহিলেন, "টাকার জন্যে কিছু তো নয়, কিন্তু তোমার মা খদ্দরের সুট পছন্দ করবেন কি ?"

সুমিত্রা কহিল, "মা নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন না ; কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছে হয়েছে বাবা। খদ্দরের শাড়ি পরা কি এমনই অপরাধ যে, তোমাকে এ অনুরোধ করা আমার অন্যায় হচ্ছে ? তা যদি হয়, তা হ'লে অবশ্য আমি অনুরোধ করব না।"

মৃদু হাসিয়া প্রমদাচরণ স্নেহভরে কহিলেন, "এ তোমার একটুও অন্যায় অনুরোধ নয় সুমিত্রা। নিজের দেশের তৈরি কাপড় পরলে যদি অন্যায় হয়, তা হ'লে, পরের দেশের কাপড় পরার মত পাপ আর কি হতে পারে ? কিন্তু তোমার মা ও-সব বিষয়ে বিচার ক'রে তো কিছু দেখতে চান না—এই হয়েছে বিপদ !" বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সুমিত্রা কহিল, "তা হ'লে না হয় থাক্ বাবা। খদ্দরের কাপড় এনে বাড়িতে যদি একটা অশান্তি হয় তা হ'লে কাজ নেই ; থাক্।"

প্রমদাচরণ মনে মনে জয়ন্তীর সহিত কাল্পনিক বিতর্ক করিতেছিলেন; খদ্দর ব্যবহারের স্বপক্ষে প্রমদাচরণের প্রযুক্ত সমস্ত যুক্তি ও তর্ক জয়ন্তী যতই অবহেলার সহিত অগ্রাহ্য করিতেছিলেন, প্রমদাচরণ ততই অবুঝা [illegible] প্রতি মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন। এমন সময়ে সুমিত্রার কথা কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "না না, থাকবে কেন? এ যে জয়ন্তীর অন্যায় কথা!"

জয়ন্তীর প্রতি এই অকারণ ক্রোধ প্রকাশ দেখিয়া সুমিত্রা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "মা তো এখনও কোনও কথা বলেন নি বাবা।"

ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া প্রমদাচরণ কহিলেন, "বলেন নি, কিন্তু আমি তো তাঁকে জানি, নিশ্চয়ই বলবেন। যা হোক, সে পরের কথা পরে হবে। কিন্তু, রাত হয়ে গেল, এখন কি খদ্দরের স্যুট পাওয়া যাবে?"

সুমিত্রা কহিল, "তা পাওয়া যাবে। এখন পূজোর সময়ে অনেক রাত পর্যন্ত দোকান খোলা থাকে। আমাদের বাড়িব কাছেই কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে অনেক দোকানে খদ্দরের ভাল ভাল কাপড় পাওয়া যায়। দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই আসতে পারে।"

তখন প্রমদাচরণ তাঁহার বাজার-সরকার বিপিনকে ডাকাইয়া খদ্দরের শাড়ি ব্লাউস কিনিয়া আনিতে আদেশ করিলেন।

সুমিত্রা কহিল, "খুব শিগ্‌গিব বিপিনবাবু, পনের মিনিটের মধ্যে আপনার আসা চাই। আর দেখুন, জমি সাদা হবে; নক্‌শা-করা বা রঙ-করা হ'লে চলবে না। দেখে যেন জিনিসটা খদ্দর ব'লেই মনে হয়, বেনারসী বা অন্য কোনও রকম কাপড় ব'লে ভুল হ'লে চলবে না।"

বিপিন প্রস্থান করিলে প্রমদাচরণ একবার সুমিত্রার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার পর অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিলেন, "সুরেশ্বর কি এসেছেন সুমিত্রা?"

খদ্দরের প্রসঙ্গের অব্যবহিত পরেই সুরেশ্বরের বিষয়ে এই অনুসন্ধানে সুমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। খদ্দরের প্রসঙ্গ হইতেই প্রমদাচরণের সুরেশ্বরকে মনে পড়িয়াছে এবং তাহার খদ্দর পরিবার আগ্রহের সহিত

প্রমদাচরণ সুরেশ্বরকে কোনও প্রকারে যুক্ত করিতেছেন, এই চেতনা সুমিত্রার মনে অপরিহার্য সঙ্কোচ লইয়া আসিল। মৃদুকণ্ঠে সে কহিল, "হ্যাঁ, এসেছেন।" তাহার পর আর উত্তর-প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরটি শুনিয়া প্রমদাচরণ চিন্তান্বিত হইলেন। সুরেশ্বরের আসিবারই কথা ছিল, তন্মধ্যে অপ্রত্যাশিত বা বিস্ময়কর কিছুই ছিল না। কিন্তু মনের মধ্যে একটা কার্য-কারণের যোগ কল্পনা করিয়া পরীক্ষার্থে প্রশ্ন করিবার পর সংশয়াত্মক উত্তর লাভ করিয়া তাঁহার কল্পিত আশঙ্কা যেন ভিত্তি গাড়িয়া বসিল। মনে হইল ঈশান-কোণে এক খণ্ড মেঘের মত সংসারে এই খদ্দর এবং সুরেশ্বরের আবির্ভাব শুভচিহ্ন নহে, হয়তো একটা অদূরবর্তী ঝটিকারই সূচনা।

বিপিনের অপেক্ষায় সুমিত্রা নিজ কক্ষে গিয়া বসিল। প্রমদাচরণের প্রশ্নে তাহার মনের মধ্যে সঙ্কোচের রূপে যাহা উপস্থিত হইয়াছিল ক্রমশ তাহা রূপান্তরিত হইয়া বিরক্তি ও অনুতাপের আকার ধারণ করিতে লাগিল। জননীর অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া খদ্দর কিনিয়া পরা, সুরেশ্বরের প্রভাবের নিকট এক প্রকার বশ্যতা স্বীকার মনে হইবামাত্র তাহার অধীর ভাবপ্রবণ চিত্ত সুরেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল। মনে হইল, এত অল্প কারণে উত্তেজিত হইয়া খদ্দরের ব্যবস্থা করায় দুর্বলতা প্রকাশ করা হইয়াছে; এবং সে যখন সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া খদ্দরে আচ্ছাদিত হইয়া ড্রয়িং-রুমে দাঁড়াইবে তখন সুরেশ্বরের বিজয়দীপ্ত মুখে সন্তোষের নিঃশব্দ-সদয় মৃদু হাস্য কিরূপে ফুটিয়া উঠিবে মনে হইবামাত্র কল্পিত দুর্বলতাকে অতিক্রম করিবার সঙ্কল্পে সে আলমারি খুলিয়া তাহার মভ্ ক্রেপের স্যুটটি বাহির করিল, এবং কিছুমাত্র দ্বিধা চিন্তা বা বিলম্ব না করিয়া তাহা পরিধান করিয়া ফেলিল। কিন্তু নিজের সজ্জিত আকৃতি একবার দেখিয়া লইবার জন্য যখন সে দেওয়ালে বিলম্বিত বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার পরিচ্ছদের অহেতুক আড়ম্বর দেখিয়া বিরক্তি ও লজ্জায় তাহার উদ্ধত চিত্ত একেবারে শ্লথ হইয়া পড়িল। মনে হইল, নিজগৃহে পারিবারিক সম্মেলনে বেশভূষার এতটা

আতিশয্য ও পারিপাট্য নিতান্তই সুরুচি-বিরুদ্ধ হইতেছে। তখন সে ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, এবং গভীর চিন্তিত মনে ব্যাপারটাকে চতুর্দিক হইতে ভাবিয়া দেখিতে লাগিল।

সুরেশ্বরের দিক হইতে কথাটা ভাবিয়া দেখিয়া এবার তাহার মনে হইল যে, এই খদ্দর কিনিয়া পরিবার মূলে নিমন্ত্রিত সুরেশ্বরের প্রতি শিষ্টাচার ভিন্ন অন্য কোন কথাই নাই। সুরেশ্বর একজন গোঁড়া স্বদেশী, বহু যত্নে প্রস্তুত করাইয়া স্বদেশী রুমাল তাহাকে উপহার দিয়াছে, সে আজ তাহাদের গৃহে নিমন্ত্রিত অতিথি; অতএব বিলাতী বস্ত্র পরিধান করিয়া তাহার চিত্তে আঘাত না দিয়া স্বদেশী বস্ত্র পরিয়া তাহাকে একটু সন্তুষ্ট করা সহজ ভদ্রতা প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কোথায়ই বা তাহার মধ্যে সুরেশ্বরের প্রভাব বিস্তার, আর কোথায়ই বা তাহার মধ্যে তাহার বশ্যতা স্বীকার ?

তাহার পর মনে পড়িল পূর্বদিনে সিঁড়ির প্রান্তে সুরেশ্বরের সহিত-তাহার কথোপকথন, এবং তৎকালে সুরেশ্বরের প্রসন্ন-তৃপ্ত মূর্তি। সুমিত্রা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিল, তন্মধ্যে সুরেশ্বরের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ ভিন্ন দর্প ও দম্ভের লেশমাত্র ছিল না। সেই স্বপ্ন কারণে হর্ষোদ্দীপ্ত নেত্র আজ তাহার সমগ্র দেহ খদ্দর-পরিবৃত দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে, এমন কথাও অস্পষ্ট আকারে তাহার মনের কোণে ধীরে ধীরে দেখা দিতেছিল, এমন সময়ে একজন পরিচারিকা প্রবেশ করিয়া কহিল, "মেজদিদিমণি, সরকার মহাশয় এই বাণ্ডিলটা দিলেন।"

বাণ্ডিলটা লইয়া খুলিয়া দেখিয়া সুমিত্রা এক মুহূর্ত নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিল, তাহার পর তাড়াতাড়ি নবসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দর্পণের সম্মুখে আসিয়া তাহার সহজ ও সুন্দর বেশ দেখিয়া প্রীত হইল। তৎপরে মৃভ্রেক্রেপের সুট আলমারির মধ্যে তুলিয়া রাখিয়া ক্ষিপ্রপদে প্রমদাচরণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। দুই হস্তের মধ্যে সুমিত্রার মস্তক ধারণ করিয়া প্রমদাচরণ সর্বান্তঃকরণে তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন।

সুমিত্রা কহিল, "বাবা, আমি ড্রয়িং-রুমে চললাম, তুমিও এস; দেরি ক'রো না। সকলেই বোধ হয় এসেছেন।" বলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

সুমিত্রা প্রস্থান করিলে প্রমদাচরণ কিছুকাল অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা মনে পড়িল, জয়ন্তী এবং অন্যান্য অনেকের আক্রমণ হইতে সুমিত্রাকে হয়তো রক্ষা করিতে হইবে। এ কথা স্মরণ হওয়া মাত্র তিনি ড্রয়িং-রুমের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন।

১৩

নব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সুমিত্রা ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিলে তাহাকে দেখিয়া জয়ন্তী ও সুরেশ্বরের বিস্ময়ের কারণ সজনীকান্ত প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সজ্জার প্রতি লক্ষ্য পড়ায় উঠিয়া আসিয়া সুমিত্রার বস্ত্রাংশ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, "তাই তো, এ যে দেখছি খদ্দর!"

হাসিমুখে সুমিত্রা বলিল, "হ্যাঁ, দেশী কাপড়।"

সুরেশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সজনীকান্ত কহিল, "এও তোমার তাঁতে বোনা নাকি হে?"

সুরেশ্বর কোনও উত্তর দিবার পূর্বে সুমিত্রা তাড়াতাড়ি কহিল, "না না, এ ওঁর তাঁতে বোনা হবে কেন? এ বাবা আজ আমাকে উপহার দিয়েছেন।"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া জয়ন্তী বিস্ময় ও বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "তিনি তোমাকে উপহার দিয়েছেন? কখন্ তিনি আনালেন? আর কখনই বা তোমাকে উপহার দিলেন?"

স্মিতমুখে সুমিত্রা কহিল, "এখনই এখান থেকে গিয়ে একটা খদ্দরের সুট উপহারের জন্য আমি বাবাকে অনুরোধ করি। তাইতে বাবা এই সুট আনিয়ে দিয়েছেন।"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া জয়ন্তীর চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। একবার ইচ্ছা হইল, অবাধ্য দুর্বিনীত কন্যাকে তখনই বিশেষভাবে তিরস্কার করেন; কিন্তু অতগুলি ব্যক্তির সম্মুখে, বিশেষত বিমানবিহারীর সন্নিধানে, একটা কলহের দৃশ্য করা সমীচীন হইবে না মনে করিয়া উদ্যত ক্রোধকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া

কহিলেন, "আমার কথাটা এর চেয়ে ভাল ক'রে অমান্য করবার আর কোনও উপায় খুঁজে পেলে না বুঝি ?"

জয়ন্তীর নিকট হইতে তিরস্কার সহ্য করিবার জন্য সুমিত্রা প্রস্তুত ছিল; কিন্তু এই অভিমান-পীড়িত গভীর বাণীর জন্য সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তাই জননীর এই আর্ত বাক্যের উত্তরে সে আর্দ্র হইয়া কহিল, "তা যদি বল মা, তা হ'লে এখনই তোমার আদেশ পালন ক'রে আসছি ; কিন্তু আজকের দিনে এ নতুন কাপড়ই বা মন্দ কি ?"

ফিকা হাসি হাসিয়া জয়ন্তী কহিলেন, "তাই ভাল : আর গরু মেরে জুতো দান ক'রে কাজ নেই।"

সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া সজনীকান্ত কহিল, "তোমার তিল যে তাল হয়ে দাঁড়াল সুরেশ্বর !"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর কহিল, "তা হ'লে পরমাশ্চর্য ব্যাপার বলতে হবে। তিল তাল হওয়া অনৈসর্গিক ঘটনা।"

সুরেশ্বরের মন্তব্যের প্রতি কোন মনোযোগ না দিয়া সজনীকান্ত কহিল, "একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়েছ, তা থেকে ক্রমশ লঙ্কাকাণ্ড হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

জয়ন্তীর মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করিয়া সুরেশ্বর প্রথমে মনে করিল, এ বিষয়ে আর কোনও কথা বলিবে না ; কিন্তু যথাস্থানে যথোচিত কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অবশেষে বলিল, "শুধু দেশলাইয়ের কাঠি থেকে তো লঙ্কাকাণ্ড হয় না, কাঠিটা এমন জায়গায় পড়া চাই যেখানে জ্ব'লে ওঠবার উপযোগী মসলা আছে।"

ক্ষণকাল সুরেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সজনীকান্ত কহিল, "মসলার আর দরকার কি ? তুমি তো জলন্ত কাঠি ফেলেছ হে !"

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "তা হ'লেও জলে তো ফেলি নি ?"

বিমানবিহারীর চিত্ত সুরেশ্বরের প্রতি এমনই একটু বিরূপ হইয়াছিল ; তাহার উপর সুমিত্রার খদ্দর পরিধান ও তৎসংক্রান্ত সুরেশ্বরের এই সোল্লাস কথোপকথন তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে ঈষৎ বিরক্তিকটু কণ্ঠে কহিল,

কিন্তু দেশলাইয়ের কাঠি জলে না প'ড়ে বারুদের স্তূপে পড়লে কি পদার্থ লাভ হয় তা তো বুঝতে পারছি নে সুরেশ্বরবাবু!"

বিপিনবিহারীর দিকে ফিরিয়া সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "নিবে যায় না। দেশলাইয়ের কাঠির পক্ষে জলে পড়ার মত দুর্গতি আর নেই, তা মানেন তো?"

উত্তেজনাসহিত বিমান কহিল, "কিন্তু তাই ব'লে কি বারুদের স্তূপে পড়াই তার চরম সার্থকতা?"

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "নয়? যার কর্ম জ্বালানো আর যার ধর্ম জ্বলা, তাদের সংযোগেই তো পরস্পরের সার্থকতা। আগুন না থাকলে বারুদের সার্থকতাই থাকত না। ধরুন, আপনি একজন গুরু, আপনার জ্ঞানের শিখাটি তো হ'লেই সার্থক হয়, যদি আপনার শিষ্যের মধ্যে সেই শিখাটি থেকে ধরিয়ে নেবার মত কোনো দাহ্য পদার্থ থাকে।"

বিমান এ কথার কোনও উত্তর দিবার পূর্বেই জয়ন্তী কহিলেন, "না না, বিমান, তুমি একজন গবর্মেণ্ট-অফিসার, এ রকম ক'রে আগুন আর বারুদের কথা নিয়ে তোমার থাকা উচিত নয়। তোমার যতটা সাবধান হয়ে চলা দরকার তার চেয়ে তুমি অনেক অসাবধানী।"

কন্যাকে প্রহার করিয়া বধূকে যেটুকু শিক্ষা দেওয়া হইল তাহা বুঝিতে সুরেশ্বরের বিলম্ব হইল না। কিন্তু তাহার চিত্তের মধ্যে আনন্দ ও উল্লাসের যে বিপুল প্রবাহ বহিতেছিল তন্মধ্যে এইটুকু মালিন্য কিছুমাত্র রেখাপাত করিল না। তাহার মনে হইতেছিল, সে আজ সফলকাম, সে আজ বিজয়ী। তাই পরাজিতের কটূক্তিকে জয়লাভের অপরিহার্য অংশ বিবেচনা করিয়া সে অতি সহজেই তাহা উপেক্ষা করিল। বিমান কোনও কথা কহিবার পূর্বেই সুরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, "সত্যি। আপনি আমার বন্ধু, তা ছাড়াও যে আপনার অন্যরকম সত্তা আছে তা প্রায়ই ভুলে যাই।"

বিমান হাসিয়া কহিল, "সে সত্তায় আমি কি আপনার শত্রু?"

সুরেশ্বর কোন উত্তর দিবার পূর্বেই প্রমদাচরণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

প্রমদাচরণ আসিবার পরে প্রসঙ্গক্রমে খদ্দরের কথাটা পুনরায় উঠিল। প্রমদাচরণ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, আসিয়া জয়ন্তীর বিদ্রোহমূর্তি দেখিবেন,

তাই অবশ্যম্ভাবী সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য মনে মনে কতকগুলি যুক্তি এবং তর্ক স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু আন্দোলনকালে জয়ন্তীর শঙ্কাস্তব্ধ ভাব নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মানসিক ভাব জয়ন্তীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিবর্তিত হইয়া গেল। জয়ন্তীর সৌজন্যের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্যই তিনি খদ্দরের প্রতিকূল পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

তখন বিমানের তর্কের উত্তরে সুরেশ্বর বলিতেছিল, "কিন্তু যাই বলুন, খদ্দরের প্রতি গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।"

বিমান কহিল, "যায়। গঙ্গা আর গঙ্গাজল হিন্দু মাত্রেরই পবিত্র জিনিস। কিন্তু তাই ব'লে কোনো হিন্দুই ঘরের মধ্যে গঙ্গাজলের বন্যা কিছুতেই পছন্দ করে না। খদ্দর আসলে মন্দ জিনিস কোন মতেই নয়; গবর্মেণ্টও তা মনে করেন না। কিন্তু খদ্দরকে যদি গবর্মেণ্টকে বিপন্ন করবার একটা উপায় ক'রে তোলা হয়, তা হ'লে গবর্মেণ্ট খদ্দরকে ঠিক তেমনি ক'রে রোধ করতে পারেন যেমন ক'রে হিন্দু গঙ্গাজলের বন্যাকে রোধ করে।"

বিমানের যুক্তি পছন্দ করিয়া প্রমদাচরণ খুশি হইয়া দুলিয়া উঠিলেন; তাহার পর কহিলেন, "ঠিক কথা। ভাল জিনিসের ক্রিয়া যদি মন্দ হয়ে ওঠে তা হ'লে সে জিনিসটাকে আর ভাল বলা চলে না। সে হিসেবে গবর্মেণ্টের খদ্দরবিদ্বেষ অন্যায় বলা যায় না।"

কিন্তু এই কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শনে অভীষ্ট ফল ফলিল না। এতক্ষণ জয়ন্তী বিরক্ত হইয়া নির্বাক ছিলেন, কিন্তু অপরাধী স্বামীর মুখে এই সাধু উক্তি শুনিয়া তাঁহার অসহ্য বোধ হইল। ঈষৎ ব্যঙ্গভরে কহিলেন, "কিন্তু তা হ'লেও একজন গবর্মেণ্ট-অফিসারের পক্ষে খদ্দর ব্যবহার করা কোন্ হিসেবে অন্যায় নয় তা তো বুঝতে পারছি নে!"

উৎসাহের মুখে এমন নিষ্ঠুর বাধা পাইয়া প্রমদাচরণ একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন। কি বলিবেন প্রথমে ভাবিয়া পাইলেন না, তাহার পর মৃদু সঙ্কোচবিজড়িতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "না না, কথাটার এক দিক দেখলেই চলবে না তো, এর মধ্যে যে অনেক দিক আছে।"

কিন্তু এ কথা জয়ন্তীর মনে কিছুমাত্র শ্রদ্ধার সঞ্চার করিল না। এ সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনা না করিয়া সুমিত্রার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "বিমান তোমার জন্যে উপহার এনেছেন। তেপায়ার ওপর রয়েছে, খুলে দেখ।"

জয়ন্তীর নির্দেশে সুমিত্রা চাহিয়া দেখিল টেবিল হার্মোনিয়ামের পার্শ্বে আবলুস-কাঠের ত্রিপদের উপর রঙিন কার্ডবোর্ডের একটি সুদৃশ্য বাক্স রহিয়াছে। বাক্সটি লইয়া উন্মোচিত করিয়া সুমিত্রা দেখিল, তন্মধ্যে একটি উজ্জ্বল পালিশ-করা রৌপ্য-নির্মিত বাক্স। তাহার পর সে বাক্সটি উন্মোচিত করিয়া দেখিল, তিন প্রকার এসেন্সপূর্ণ রূপার তারের বন্ধনীতে আবদ্ধ পল-কাটা কাচের তিনটি বড় বড শিশি।

আসিবার সময় এই সামগ্রীটি সঙ্গে আনিয়া বিমান সকলের অগোচরে ত্রিপদের উপর রাখিয়াছিল। কিন্তু কিছু পরে তাহা সজনীকান্তের দৃষ্টিগোচর হওয়ায় সকলে তাহার কথা জানিতে পারে। সুমিত্রার উপহার সুমিত্রা আসিয়া প্রথমে খুলিবে, তাই বাক্সের মধ্যে কি আছে তাহা এ পর্যন্ত কেহ জানিত না।

একটি শিশি খুলিয়া ঘ্রাণ করিয়া সুমিত্রা মৃদুস্বরে বলিল, "চমৎকার গন্ধ!" তাহার পর বিমানের দিকে একবার চাহিয়া মৃদুস্মিতমুখে তাহাকে নিঃশব্দে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বাক্সটি বন্ধ করিতে লাগিল।

সজনীকান্ত ব্যস্ত হইয়া হাত বাড়াইয়া কহিল, "দাও, দাও, আমরা দেখি। তুমি খুলবে ব'লে আমরা তো এ পর্যন্ত জানিও নে যে, কি পদার্থ ওর মধ্যে আছে।"

বাক্সটি হস্তে লইয়া সজনীকান্ত একে একে তিনটি শিশিরই আঘ্রাণ লইয়া দেখিল। তাহার পর বাক্সের ঢাকার উপর লেবেল পড়িয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "তাই তো বলি, এ কি ক'রে হ'ল! স্প্রিং টিপলে আটকে যায় না, বাক্সের পালিশ চারিদিকে চার রকমের নয়, তিনটি শিশিই সমান এক ছাঁচের, সমস্ত জিনিসটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—এ কি ক'রে হয়! এ যে দেখছি সমুদ্র পারের জিনিস, একেবারে খাস মেড ইন্ ইংল্যাণ্ড!" তাহার পর কাগজের

বাক্সের এক দিকে দেখিয়া গভীর বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, "ইস্! এ যে দামী জিনিস দেখছি, পঁয়ষট্টি টাকা পনের আনা!" বলিয়া বিস্ময়োদ্ভাসিত মুখে ক্ষণকাল নিঃশব্দে বিমানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

গম্ভীর ভঙ্গীর সহিত জয়ন্তী কহিলেন, "উনি যখন যা দেন, দামী জিনিসই দেন।" তাহার পর বিমানের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এতটা হাত-খোলা হওয়া কিন্তু ভাল নয় বিমান।"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া বিমান শুধু একটু হাসিল। সুরেশ্বর তিনখানি রুমাল উপহার দিয়াছে, মূল্য হিসাবে তাহা বিমানের উপহারের নিকট নিশ্চয়ই নগণ্য, অতএব সুরেশ্বরের সম্মুখে এ কথাটা এমন করিয়া বলা উচিত হয় নাই। অন্য দিন হইলে বিমান কোন-না-কোন প্রকারে নিশ্চয়ই ইহার প্রতিবাদ করিত। কিন্তু আজ তাহার মনটা এমন বিমুখ হইয়া ছিল যে জয়ন্তীর আঘাত হইতে সুরেশ্বরকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ হইল না।

কিন্তু সুরেশ্বরকে রক্ষা করিবার আজ কোনও প্রয়োজনও ছিল না। তাহার মনের মধ্যে সঞ্জাত নিবিড় আনন্দ আঘাতের সকল পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। লটারির টিকিটে দশ টাকা ব্যয় করিয়া লক্ষ টাকা পাওয়ার উল্লাসের মত একটা বিপুল উল্লাস তাহার চিত্তকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল। সজনীকান্তর কথাটা তাহার বারম্বার মনে পড়িতেছিল—বাস্তবিকই তিল তাল হইয়াছে।

সমগ্র ভারতবর্ষের বিপুল জনসঙ্ঘের মধ্যে একটি মাত্র নারীর বিমুখ চিত্তকে প্রকৃতপথে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে মনে করিয়া তাহার মনে হইতেছিল, তাহার সব সাধনা সফল হইয়াছে ; তাহার কার্পাস, চরকা, সূতা, তাঁত—কিছুই বিফল হয় নাই।

কিন্তু সে কিছুমাত্র জানিত না যে, বৈদ্যুতিক বিপ্লবাহত কম্পাসের কাঁটার মত সুমিত্রার চকিতচেতন চিত্ত ইহারই মধ্যে অন্য দিকে ফিরিয়া গিয়াছিল। সজনীকান্ত এবং বিমানের সহিত সুরেশ্বরের কথোপকথনের সময় সুরেশ্বরের উৎসাহ ও উল্লাস উপলব্ধি করিয়া সুমিত্রার মন ধীরে ধীরে বিরূপ হইয়া

উঠিয়াছিল। সুরেশ্বরের কর্ম জ্বালানো এবং সুমিত্রার ধর্ম জ্বলা—এইরূপ একটা কথা যখন সুরেশ্বর প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, তখন তাহার মন সুরেশ্বরের দম্ভ দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিবারই উপক্রম করিয়াছিল, শুধু স্থান এবং পাত্রের কথা স্মরণ করিয়া সে নিজেকে দমন করিতে পারিয়াছিল।

কয়েনাজন দেখার পর বিমানবিহারীর উপহার যখন সুমিত্রার হস্তে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার বিক্ষুব্ধ চিত্ত কম্পাসের উত্যক্ত কাঁটারই মত ইতস্তত আন্দোলিত হইতেছিল। সে কটিদেশ হইতে রুমাল বাহির করিয়া একটা শিশি হইতে খানিকটা এসেন্স ঢালিয়া লইয়া ঘন ঘন আঘ্রাণ লইতে লাগিল।

সজনীকান্ত কহিল, "ও-রুমালটা সুরেশ্বরের দেওয়া রুমাল না কি?"

সজনীকান্তর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই সুমিত্রা কহিল, "হ্যাঁ।"

সুরমা হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে বেশ হয়েছে। দেশী রুমালে বিলাতী এসেন্স।"

ঈষৎ ঢুলিয়া উঠিয়া প্রমদাচরণ বলিলেন, "এটা কিন্তু একটা শুভলক্ষণের মত মনে করা যেতে পারে। আমাদের ভারতবর্ষের বিশেষত্বের সঙ্গে যেদিন বিলাতের সারপদার্থ মিলিত হবে, সেদিনকে বাস্তবিকই শুভদিন বলতে হবে।" বলিয়া তিনি পুনরায় ঢুলিতে লাগিলেন।

ঈষৎ ব্যঙ্গভরে জয়ন্তী বলিলেন, "সে শুভদিনের কিন্তু এখনও অনেক দেরি আছে।"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর কহিল, "আমারও মনে হয় অনেক দেরি আছে। তার আগে ভারতবর্ষের বিশেষত্বকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তা না হ'লে যা হবে, তা মিলনও হবে না, শুভও হবে না।"

বিমান কহিল, "তা হ'লে কি আপনার দেশী রুমাল আর আমার বিলাতী এসেন্সের এই যোগটাকে আপনি অশুভ বলতে চাচ্ছেন?"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, "অশুভ বলি আর নাই বলি, কিন্তু এ যোগটাকে মিলন বলতে পারি নে, যখন দুটোর মধ্যে একটা ভাবগত বিরোধ রয়েছে। কিন্তু এ-সব তর্ক আজকের মত থাক্, এখন একটু গান হোক।" বলিয়া

সুমিত্রার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমরা সকলে আপনার গানের জন্য অপেক্ষা ক'রে ছিলাম। আপনি দয়া ক'রে একটা গান করুন।"

গান হইল, কিন্তু জমিল না। বেসুরের আবহাওয়ার মধ্যে সুর কোনপ্রকারেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল না।

আহারে বসিয়া সজনীকান্ত কহিল, "ওহে সুরেশ্বর, কুমড়োর ছোকাটা তোমার তো চলবে না।"

সকৌতূহলে সুরেশ্বর বলিল, "কেন?"

সজনীকান্ত হাসিয়া কহিল, "বিলেতী কুমড়ো যে! তোমরা তো বিলেতী জিনিস সব বয়কট করেছ।"

সজনীকান্তর কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল।

বিমলা মৃদুস্বরে কহিল, "তা হ'লে চাটনিটাও চলবে না। সেটাও বিলিতী আমড়া দিয়ে হয়েছে।"

পুনরায় হাসির হিল্লোল বহিয়া গেল।

সুরেশ্বর হাসিয়া বলিল, "কতকগুলি বিলিতী জিনিস নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব'লে আমরা বর্জন করি নি। এ দুটিকেও সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেওয়া গেল।"

আহারান্তে বিদায়কালে সুমিত্রাকে একান্তে পাইয়া সুরেশ্বর কহিল, "বড় খুশি হয়ে আজ যাচ্ছি।"

আরক্তমুখে সুমিত্রা কহিল, "কেন? আমার এই খদ্দরের কাপড় পরা দেখে নাকি?"

পরিতৃপ্তমুখে সুরেশ্বর কহিল, "হ্যাঁ, ঠিক সেই কারণে।"

কঠিনস্বরে সুমিত্রা কহিল, "কিন্তু এর মধ্যে খুশি হবার কিছু নেই তো! এ আমার একেবারেই খামখেয়ালী ব্যাপার। আর হয়তো কোন দিনই আমাকে খদ্দর পরতে দেখতে পাবেন না।"

তেমনি প্রফুল্লমুখে হাসিতে হাসিতে সুরেশ্বর বলিল, "তা বলতে পারি নে। কিন্তু আজ যে আপনি খদ্দর পরেছেন, আর ভবিষ্যতের বিষয়ে যে 'হয়তো' কথাটা ব্যবহার করলেন, এই দুটো জিনিসই আমাকে খুশি ক'রে রাখবে।

তা ছাড়া দেখুন, খামখেয়ালীর মধ্যেও একটা খেয়াল আছে। সেই সদয় খেয়ালটুকুর জন্যে আপনাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চললাম।” বলিয়া করজোড়ে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল।

গতিহারা হইয়া সুমিত্রা ক্ষণকাল চিন্তাবিষ্ট মনে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিল।

বিদায়ের পূর্বে বিমানবিহারীরও সুমিত্রাকে একান্তে পাইবার সুযোগ ঘটিল। রুষ্ট-স্মিতমুখে বিমানবিহারী কহিল, “বিলিতী কাপড়গুলো পুড়িয়ে ফেলবে ব’লেও স্থির করছ নাকি ?”

আরক্তমুখে সুমিত্রা কহিল, “এখনও তো স্থির করি নি, তবে ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না।”

মুখখানা কালো করিয়া বিমান কহিল, “সুরেশ্বরবাবু সে বিষয়ে কোনো উপদেশ দিয়ে যান নি ?”

কঠিনস্বরে সুমিত্রা কহিল, “এ পর্যন্ত তো দেন নি ; পরে হয়তো দিতে পারেন।”

সে রাত্রে বহুক্ষণ পর্যন্ত বিনিদ্র হইয়া সুমিত্রা অসংলগ্নভাবে বহু বিষয়ে চিন্তা করিল। তাহার পর ব্লাউসটা খুলিয়া রাখিয়া খদ্দরের শাড়ি পরিয়াই শুইয়া পড়িল।

১৪

সুমিত্রার জন্মদিনোৎসবের পর মাস দুই অতিবাহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে সুরেশ্বর বিমান ও সুমিত্রা কয়েকবার মিলিত হইয়াছে ; এবং তদবসরে নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘর্ষের ফলে পরস্পরের সম্পর্কে প্রত্যেকের মানসিক অবস্থা ক্রমশ জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। একত্র হইলেই একটা কোনও প্রসঙ্গ লইয়া তিনজনের মধ্যে তর্ক আরম্ভ হয়, এবং মনের গভীরতলনিহিত বিরোধ ভাষার মধ্যে আলোড়িত হইয়া ভাসিয়া উঠে।

এই বিরোধ দেখা দিত বিমান এবং সুরেশ্বরের মধ্যে সর্বদা, সুরেশ্বর ও

সুমিত্রার মধ্যে সময়ে সময়ে, এবং বিমান ও সুমিত্রার মধ্যে কদাচিৎ। বিমানবিহারী সর্ববিষয়ে এবং সর্বতোভাবে সুমিত্রার সহিত ঐক্য রাখিয়া চলিত। সুরেশ্বর ও সুমিত্রার মধ্যে তর্ক এবং দ্বন্দ্ব ঘটিত বলিয়া সে মনে করিত, সুমিত্রার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সে তাহার চিত্ত অধিকার করিয়া রাখিবে। কিন্তু মানুষের মন যে অত সহজ যন্ত্র নহে, তাহা সে জানিত না। বিরুদ্ধাচরণে সৌহৃদ্য না বাড়িলেও আকর্ষণ বাড়ে; ঐক্য অপেক্ষা বিরোধ অধিকতর মর্মস্পর্শী।

স্রোতস্বতী যখন সমতল ভূমিব উপর দিয়া বহিয়া চলে তখন প্রশান্ত থাকে, কিন্তু যখন বন্ধুর ভূমির উপর দিয়া যায় তখন হইয়া উঠে দুর্দান্ত। সেই প্রাকৃতিক বিধির অনুরূপ নিয়মে বিমানেব সহিত কথাবার্তায় সুমিত্রাকে বেশ শান্ত মনে হইত, কিন্তু সুরেশ্বরের সহিত কথাবার্তার সময়ে সে অধীর হইয়া উঠিত। সুরেশ্বর কিন্তু সে সময়ে তাহার ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা হইতে কিছুমাত্র বিচ্যুত হইত না। জলে আর পাথরে সংঘর্ষ বাধিলে জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কিন্তু সেই সফেন উচ্ছ্বাসেব মধ্যে পাথর স্তব্ধ হইয়াই থাকে।

কিন্তু এ বিরোধ এবং সংঘর্ষেব ভিতর দিয়াই অল্পে অল্পে অলক্ষিতে সুরেশ্বরের প্রতি সুমিত্রার একটা গভীর আকর্ষণ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অধিকাংশ দিনই বিমানবিহারী একা আসিয়া তাহার সহিত সন্ধ্যা অতিবাহিত করিয়া যাইত, কিন্তু সে সকল দিনে বিমানবিহারীর সহিত এক-টানা এক-সুরা নির্বিরোধ কথাবার্তায় অল্পক্ষণেব মধ্যেই সুমিত্রার বিরক্তি বোধ হইত। না থাকিত তাহার মধ্যে উদ্দীপনা, না থাকিত বিতর্ক, না থাকিত বিচার। কেবল মিল, কেবল ঐক্য। দুই ঘণ্টার প্রসঙ্গ দুই মিনিটে শেষ হইত।

সময়ে সময়ে সুমিত্রা তর্ক উঠাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু সে তর্ককে নিরোধ করিতে বিমানবিহারীর দ্বিধাও হইত না, বিলম্বও হইত না। শুধু অপ্রতিবাদের দ্বারাই নহে, প্রয়োজন হইলে স্বীয় মত বর্জন করিয়াও সে সুমিত্রার সহিত একমত হইত। কিন্তু সুমিত্রার উচ্ছল প্রকৃতি তাহাতে তৃপ্তি পাইত না। সুরেশ্বরের সবল বিরোধের তুলনায় বিমানবিহারীর নির্জীব ঐক্যবোধ তাহার নিতান্ত ফিকা মনে হইত।

কোন এক মাসিকপত্রে 'নারী-নিগ্রহ' শীর্ষক সুমিত্রার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধের বক্তব্য, পুরুষজাতি বহুকাল হইতে কৌশলে নারীজাতিকে তাহাদের স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে; তাহার ফলে ক্রমশ নারীজাতি দুর্বল ও আশ্রয়পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে; নচেৎ নারীজাতি কখনই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার দিন সন্ধ্যাকালে সুরেশ্বর এবং বিমান উভয়েই সুমিত্রাদের বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছিল। বিমান সে প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিল। বলিল, যুক্তি ও বিচার-গৌরবে প্রবন্ধটি অপূর্ব হইয়াছে। ইহার পূর্বে আর কেহ এমন অখণ্ডনীয়রূপে নারীজাতির সপক্ষে ওকালতি করিতে পারে নাই।

কৌতূহলী সুরেশ্বর সুমিত্রার দিকে চাহিয়া আগ্রহভরে বলিল, "কই, দেখি দেখি! নারীর অধিকারের বিষয়ে কি রকম ওকালতি করেছেন দেখি!"

আরক্তমুখে সুমিত্রা বলিল, "না না, সে কিছুই হয় নি; সে আপনার ভাল লাগবে না।"

সহাস্যমুখে সুরেশ্বর বলিল, "বিমানবাবুর যখন এত ভাল লেগেছে তখন আমার ভাল লাগবে না কেন বলছেন? আপনি কি বলতে চান যে, বিমানবাবুর মতের কোনও মূল্য নেই, না, আমার রসবোধের কোনও শক্তি নেই?"

অপ্রতিভ মুখে সুমিত্রা কহিল, "না না, তা নিশ্চয়ই বলছি নে।"

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "তবে বিমানবাবুর আর আমার মধ্যে ব্যবহারের এ পার্থক্য করছেন কেন? তাঁকে যখন প্রবন্ধটা দেখিয়েছেন, তখন আমাকে দেখাতে আপত্তি কি আছে?"

ব্যস্ত হইয়া সুমিত্রা বলিল, "আমি দেখাই নি, তিনি নিজেই দেখেছেন।"

সুরেশ্বর তেমনি সহাস্যে কহিল, "আমাকে না হয় আপনি নিজেই দেখান। কোনও বিষয়েই যে বিমানবাবুর আর আমার মধ্যে ব্যবহারের পার্থক্য করবেন না তারই বা কি মানে আছে?"

এই দ্রুত পরিবর্তিত যুক্তির ধারায় কৌতুকান্বিত হইয়া সুমিত্রা হাসিয়া

ফেলিয়া বলিল, "না, তার কোন মানে নেই।" তাহার পর আর বাদানুবাদ না করিয়া মাসিকপত্রখানা লইয়া আসিয়া সুরেশ্বরের হস্তে দিল।

প্রবন্ধটি বাহির করিয়া সুরেশ্বর পড়িতে আরম্ভ করিল এবং অবিলম্বে তন্মধ্যে গভীরভাবে নিবিষ্ট হইয়া পড়িল। যতক্ষণ সুরেশ্বর পাঠ করিল, অধীর কম্পিত হৃদয়ে সুমিত্রা একাগ্রচিত্তে অপেক্ষা করিয়া রহিল। তৎকালে বিমানবিহারী তাহার সহিত নানা বিষয়ে কথা কহিয়া যাইতেছিল, কিন্তু চেষ্টা এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও সে তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছিল না। পাঠান্তে সুরেশ্বর কিরূপ সমালোচনা করিবে,—নিন্দা করিবে অথবা প্রশংসা করিবে, সেই চিন্তা তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ক্ষণকাল পূর্বে বিমানবিহারী যে অমিত এবং অমিশ্র প্রশংসা করিয়াছিল, তাহা তাহাকে কিছুমাত্র আশ্বাস দিতেছিল না।

পাঠ শেষ হইলে সুরেশ্বর সুমিত্রার দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "এটা কিন্তু আপনার ঠিক ওকালতি হয় নি, এটা পুরুষজাতির সঙ্গে কলহ হয়েছে। কলহটা আবার কি রকম জানেন? দেহের বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে অধিকার-ভোগ আর অধিকার-ভেদ নিয়ে কলহের মত। মুখ ব'সে ব'সে খায় ব'লে হাত একবার বিদ্রোহী হয়ে উঠে বলেছিল, 'যত রসাস্বাদন মুখ করবে আর আমি পরিশ্রম ক'রে তাকে আহার জোগাব? তা হবে না। রইলাম আমি ঝুলে, আর উপর দিকে উঠছি নে!' পরে দেখা গিয়েছিল যে, বিদ্রোহের ফলে মুখের চেয়ে হাতের লাঞ্ছনা কম হয় নি; মুখ পর্যন্ত না ওঠার ফলে মুখ পর্যন্ত ওঠবার শক্তিই তার লোপ পেয়েছিল। তেমনি অন্নপূর্ণার বৃত্তিকে দাস্যবৃত্তি ব'লে ভুল ক'রে পুরুষজাতিকে আপনারা যদি শুকিয়ে মারতে চেষ্টা করেন, ঠিক জানবেন তাতে আপনারাও পুষ্ট হবেন না।" বলিয়া সুরেশ্বর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

সুরেশ্বরের এই বিরুদ্ধ সমালোচনায় সুমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। প্রথমটা তাহার মুখ দিয়া প্রতিবাদের কোনও বাক্য বহির্গত হইল না, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে দৃঢ় করিয়া লইয়া সে বলিল, "আপনাদের এই দম্ভ, এই অহঙ্কারই আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম অভিযোগ। আপনারা যে মনে

করেন আপনারা উপার্জন ক'রে এনে না দিলে আমাদের শুকিয়ে মরতে হবে, এই ধারণাই আমাদের প্রতি আপনাদের সবচেয়ে বড় অত্যাচার।"

শান্ত ভাবে সুরেশ্বর কহিল, "ঠিক বিপরীত। আমরা যে সে-রকম মনে করি আপনাদের এই ধারণাটাই আমাদের প্রতি আপনাদের সবচেয়ে বড় অবিচার। শক্তি আর প্রকৃতির বিভিন্নতার অনুরোধে এতদিন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যে অধিকার ভাগ হয়ে এসেছে তা নিয়ে আপনারা যদি মামলা করতে চান তো সৃষ্টিকর্তাকে প্রতিবাদী করবেন, পুরুষদের করবেন না।"

সুমিত্রা উত্তেজিত হইয়া বলিল, "কিন্তু আমাদের শক্তির আর প্রকৃতির জন্যে আপনারাই দায়ী নন কি? চিরকাল আমাদের দুর্বল ক'রে রেখেছেন ব'লেই কি আমরা দুর্বল নই?"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া সুরেশ্বরের মুখে কৌতুকের মৃদু-হাস্য ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "এই কথাই তো আপনি আপনার প্রবন্ধের মধ্যে নানা প্রকারে কয়েকবার বলেছেন। কিন্তু এ তো বহু পুরাতন অসার যুক্তি। এ আর আপনারা কত বার বলবেন? এ তর্কের উত্তরে আমি যদি বলি, কোন এক জাতি যদি অপর কোনো জাতিকে চিরকাল বলহীন ক'রে রাখতে পেরে থাকে তা হ'লে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে, প্রথমোক্ত জাতি শেষোক্ত জাতির চেয়ে সবল, তার উত্তরে আপনারা কি বলবেন বলুন?"

সুরেশ্বরের প্রশ্ন শুনিয়া সুমিত্রা ক্ষণকাল নিঃশব্দে বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "বলব, এ থেকে এ কথাও প্রমাণ হতে পারে যে, চিরকালই পুরুষজাতি স্ত্রীজাতিকে নানা ছলে আর কৌশলে দাবিয়ে রেখেছে।"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া সুরেশ্বর হাসিয়া উঠিল। বলিল, "অর্থাৎ আপনি স্বীকার করছেন পুরুষ নারীর চেয়ে, শক্তিতে না হোক, বুদ্ধিতে নিশ্চয় বড়?"

এ পর্যন্ত বিমান তর্কের মধ্যে কোনও কথা কহে নাই, কোন্ দিক হইতে সুমিত্রার পক্ষ গ্রহণ করিয়া সে সুরেশ্বরকে আক্রমণ করিবে তাহাই সে মনে মনে ভাবিতেছিল। এবার সুমিত্রাকে কোনও উত্তর দিবার অবসর না দিয়া সে বলিল, "ছল আর কৌশলকে বুদ্ধি বলা চলে না; দুষ্ট-বুদ্ধি বলতে পারেন।"

সুরেশ্বর হাসিয়া বলিল, "দুষ্ট-বুদ্ধিও বুদ্ধিরই অন্তর্গত। তা ছাড়া বুদ্ধি দুষ্ট হ'লেও যে একটা প্রবল শক্তি, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

উত্তেজিত হইয়া বিমান বলিল, "তা হ'লে অত্যাচার, উৎপীড়ন, জুলুম-জবরদস্তি সবই যে একটা প্রবল শক্তি তাতেও কোনও সন্দেহ নেই?"

শান্তভাবে সুরেশ্বর বলিল, "নিশ্চয়ই নেই। কারণ ওগুলোকে শুধু শক্তির দ্বারাই প্রতিহত করা যায়। তর্ক অথবা প্রবন্ধের দ্বারা করা যায় না। বিশেষত আজকাল মাসিকপত্রে নারী-জাগরণ সম্বন্ধে সচরাচর যে-সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে, তার দ্বারা তো যায়ই না।" তাহার পর সুমিত্রার দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে ঈষৎ কুণ্ঠার সহিত বলিল, "আমার অবিনয় ক্ষমা করবেন। কিন্তু এ কথা আমাকে বলতেই হবে যে, নারী-জাগরণ বিষয়ে আপনাদের লেখা প্রবন্ধগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহিত্য-সৃষ্টি করা। জাগরণটা আপনাদের কি ভাবে হওয়া আবশ্যক সে ধারণা আপনাদের ঠিক নেই, তাই আপনাদের প্রবন্ধগুলিতে পুরুষজাতির প্রতি কটূক্তি ছাড়া আর বেশি কিছু পাওয়া যায় না।"

এই স্পষ্ট এবং কঠোর উক্তির বিরুদ্ধে সহসা কোনও উত্তর না পাইয়া সুমিত্রা বিহ্বলভাবে চাহিয়া রহিল। কিন্তু বিমানবিহারী উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, মেয়েরা পুরুষদের প্রতি কটূক্তি করছে ব'লে আপনি অনুযোগ করছেন, কিন্তু আপনি এই দু-চারটে কথায় তাদের প্রতি যে রকম কটূক্তি করলেন তারা সকলে মিলে কি ততটা করতে পেরেছে? মাপ করবেন সুরেশ্বরবাবু, স্ত্রীজাতির সম্পর্কে আর একটু সংযত আর শিষ্ট হ'লে বোধ হয় কোনও ক্ষতি হয় না।"

বিমানবিহারীর এই তিরস্কারে বিস্মিত হইয়া সুরেশ্বর বলিল, "না, নিশ্চয়ই হয় না। কিন্তু এই যে মেয়েরা পুরুষজাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাধিয়েছেন তাতে কি তাঁরা পুরুষদের পক্ষ থেকে শুধু সংযম আর শিষ্টতাই আশা করেন, সামান্য প্রতিবাদও আশঙ্কা করেন না?" তাহার পর সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "দেখুন অন্তঃপুরের পাঁচিল ভেঙে আপনারা যখনই রাজপথে বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছেন তখন আর রাজপথের ধূলি-কাঁকর-দুঃখ-তাপকে ভয়

করলে চলবে না। এ নিশ্চয় জানবেন যে, গোলাপের চাষ করতে হ'লে সঙ্গে সঙ্গে কাঁটার চাষও করতে হবে।"

আরক্তমুখে সুমিত্রা কহিল, "তা আমরা জানি।"

সুরেশ্বর কহিল, "তা যদি জানেন তা হ'লে এ-কথাও জানবেন যে, একই পক্ষ থেকে ভয় আর ভক্তি দুই-ই প্রত্যাশা করা চলে না। মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে দেবতা যদি ভক্তের প্রতি সংহার-মূর্তি ধারণ করেন, তা হ'লে ভক্ত ভয় নিশ্চয়ই পায়, কিন্তু ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া বোধ হয় স্থগিত রাখে।"

এবার সুমিত্রা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "স্থগিত রাখতে হবে না; আপনারা একেবারে বন্ধ করুন। দেবী ব'লে আমাদের ভুলিয়ে না রেখে মানবীর পদে আমাদের দাঁড়াতে দিন।"

বিমানবিহারীর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে সুরেশ্বর কহিল, "দেখলেন তো বিমানবাবু, এঁদের মানসিক অবস্থাটা! নারীজাতি হিসাবে এঁরা আমাদের কাছ থেকে কিছুমাত্র শিষ্টতা বা সংযম পেতে চান না। অথচ আমি এঁর প্রবন্ধের অকপট সমালোচনা করছিলাম ব'লে আপনি আমাকে অশিষ্টতার অপরাধে অপরাধী করছিলেন!" তাহার পর সুমিত্রাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কিন্তু আপনার ভাষাটি ভারি চমৎকার হয়েছে—একেবারে তর্‌তরে ঝর্‌ঝরে। আমাদের প্রতি যে অকারণ গালিবর্ষণ করেছেন তার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, যা বলেছেন তা সুন্দর ক'রেই বলেছেন।" বলিয়া সুরেশ্বর হাসিতে লাগিল।

সেদিন সুরেশ্বর প্রস্থান করার পরও বিমানবিহারী কিছুক্ষণ থাকিয়া গেল। সুমিত্রাকে ঈষৎ উন্মনা লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, "সুরেশ্বরের আসল মূর্তিটি ক্রমশই প্রকাশ পাচ্ছে। তার সঙ্গে আরও একটু ঘনিষ্ঠতা হ'লে হয়তো দেখা যাবে সে আজ যতটুকু রূঢ়তা প্রকাশ ক'রে গেল, সেটাও তার ভাণ করা মহত্ত্বের অভিনয়।"

সবিস্ময়ে সুমিত্রা কহিল, "রূঢ়তা প্রকাশ ক'রে গেলেন কখন?"

রুষ্টমুখে বিমানবিহারী বলিল, "তুমি যদি সেটা বুঝতে না পেরে থাক তা

হ'লে এখন তা বোঝাতে যাওয়া যেমন কঠিন তেমনি অনাবশ্যক। তুমি কি মনে কর, রূঢ়তা শুধু রূঢ় কথা দিয়েই প্রকাশ করা যায়?"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া সুমিত্রা ক্ষণকাল নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল; তাহার পর কহিল, "সুরেশ্বরবাবু যদি হেঁয়ালী ক'রে গিয়ে থাকেন তো কি ক'রে বুঝব বলুন?"

সুমিত্রার এই সপরিহাস-লঘু উত্তরে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বিমান কহিল, "হেঁয়ালী? কেন, তোমাকে আর তোমাদের সমস্ত দলটিকে সে প্রকারান্তরে কপট ব'লে গেল না? বললে না যে, তোমাদের প্রবন্ধ লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহিত্য-সৃষ্টি করা?"

সুমিত্রা মৃদু হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ, সাহিত্য-সৃষ্টি করবার কথা বলেছিলেন বটে, কিন্তু সমালোচনা করতে গিয়ে এটুকু বলাকে রূঢ়তা বলা যায় কি?"

অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বিমানবিহারী বলিল, "সমালোচনা বলচ তুমি কাকে? অনর্থক অকারণ নিন্দাকে যদি সমালোচনা বলতে হয়, তা হ'লে গালাগালিকেও উপদেশ বলা চলে। একটা জিনিসকে অপর জিনিসের সঙ্গে গোল ক'রো না সুমিত্রা। তোমার প্রবন্ধে যুক্তি-তর্কের সংস্রব নেই বললে সমালোচনা করা হয়, কি নিন্দা করা হয়, এটুকু বোঝবার ক্ষমতা আমার কাছে;—এবং সেটুকু বুঝে চুপ ক'রে থাকার ধৈর্য আমার নেই।"

বিমানবিহারীর কথার শেষাংশের তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়া আরক্তমুখে সুমিত্রা কহিল, "কিন্তু অকারণ আমার প্রবন্ধের নিন্দা ক'রে সুরেশ্বরবাবুর কি লাভ?"

বিমানবিহারী বলিল, "লাভ কিছুই নেই। ঐটুকু হচ্ছে ওর প্রকৃতি। একদল লোক আছে তারা মনে করে অপরের সঙ্গে একমত হ'লেই খাটো হতে হয়। তাই তারা কারণে অকারণে সব কথার প্রতিবাদ ক'রে নিজেদের বিশেষত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। আমি বললাম, তোমার প্রবন্ধে যথেষ্ট যুক্তি আছে, অতএব সে ব'লে গেল, আর কিছু থাক্ আর নাই থাক্ যুক্তিটাই তাতে নেই।"

কিন্তু বিমানবিহারীর এত কথা এবং পরে আরও বহু প্রশংসা সত্ত্বেও সুমিত্রা যখন একাকী হইয়া প্রবন্ধটা খুলিয়া পড়িতে বসিল, তখন তাহার নিকট সুরেশ্বরের নিন্দা-প্রশংসাই একমাত্র প্রামাণিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল তাহার প্রবন্ধ যেন সুচারু পরিচ্ছদে আবৃত কুগঠিত দেহ।

১৫

একটা বিশেষ কোনও কার্য উপলক্ষে সুরেশ্বরকে কয়েক দিনের জন্য পূর্ববঙ্গে যাইতে হইয়াছিল। তথা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে সে তাহার তাঁতঘরের জন্য একজন সুদক্ষ তাঁতী লইয়া আসে। কয়েক দিন ধরিয়া সে তিন জোড়া সূক্ষ্ম খদ্দরের শাড়িতে বিচিত্র পাড় তৈয়ার করিতেছিল। শাড়িগুলি তাঁত হইতে নামার পর সুরেশ্বর তিন জোড়াই গৃহে লইয়া আসিল।

মাধবী গৃহকার্যে রত ছিল। সুরেশ্বর অন্বেষণ করিয়া তাহাকে বাহির করিয়া বলিল, "মাধবী, দেখ্ দেখি, বিশ্বাস হয় এ আমাদের তাঁতে বোনা কাপড় ?"

বস্ত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া মাধবী সবিস্ময়ে কহিল, "সত্যি দাদা, চমৎকার হয়েছে। ঢাকাই শাড়ির পাড়ের চেয়ে কোন অংশে হীন হয় নি।"

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "ঢাকার কারিগর দিয়ে কাজ করালে ঢাকাই শাড়ির চেয়ে খারাপ কেন হবে রে ?"

সপ্রশংস নেত্রে কাপড়গুলি নাড়িতে নাড়িতে মাধবী বলিল, "কত ক'রে পড়্‌তা পড়ল দাদা ?"

সুরেশ্বর বলিল, "দশ টাকা সাত আনা জোড়া।"

মনে মনে হিসাব করিয়া মাধবী কহিল, "তা হ'লে এগারো টাকা বারো আনা বিক্রি। তা মন্দ কি ? সস্তাই তো হ'ল দাদা। তিন জোড়াই দোকানে পাঠিয়ে দাও, আজই বিক্রি হয়ে যাবে।"

সুরেশ্বর সহাস্যমুখে কহিল, "এক জোড়া তোর জন্যে রাখব মাধবী।"

মাধবী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না, দাদা, এত ভাল কাপড় বাড়িতে রেখে কি হবে? একে তো মেয়েরা খদ্দর পরতে চায় না—এ রকম ভাল কাপড় পেলে তবু একটু পরতে চাইবে।"

সুরেশ্বর কহিল, "তা হোক মাধবী, খদ্দর ভিন্ন তুই যখন আর কিছু পরিস নে, এক জোড়া ভাল কাপড় তোর দরকার। কোথাও যাওয়া-আসা আছে।" তাহার পর হাসিতে হাসিতে কহিল, "তা ছাড়া বিপিন বোসের বাড়ি থেকে যদি কেউ তোর তল্লাসে আসে, তখন তো একটা ভাল কাপড় চাই।"

বিপিন বোসের বাড়ির উল্লেখে মাধবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে রহস্য এইটুকু ছিল যে, বিপিন বোস নামে কোনও প্রৌঢ় ধনী এবং খ্যাতনামা কৃপণ ব্যক্তি দ্বিতীয় বার পত্নী হারাইয়া তৃতীয় বারের জন্য বিহ্বল হইয়া মাধবীর পাণিগ্রহণের প্রয়াসী হইয়াছিল। যে ব্যক্তি উক্ত প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিল সুরেশ্বর তাহাকে আসন গ্রহণেরও অবসর দেয় নাই, কিন্তু তদবধি সুবিধা পাইলেই সে বিপিন বোসের উল্লেখ করিয়া মাধবীকে ক্ষেপাইতে ছাড়িত না।

আরক্ত-স্মিতমুখে মাধবী মাথা নাড়িয়া কপট ক্রোধের সহিত কহিল, "ফের যদি ও-কথা বলবে দাদা, তা হ'লে ভাল হবে না বলছি!" তাহার পর সহসা কোথাকার কোন্ সূত্র কেমন করিয়া অবলম্বন করিয়া বলিল, "আচ্ছা দাদা, এক জোড়া কাপড় সুমিত্রাকে দাও না কেন?"

এবার সুরেশ্বরের মুখ আরক্ত হইল। বিপিন বোসের কথার উত্তরে সুমিত্রার কথায় এমন একটি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত নিহিত ছিল যে, সুরেশ্বর কোন-রূপেই তাহা হইতে রক্ষা পাইল না। সে লজ্জিত মুখে কহিল, "সুমিত্রাকে দিয়ে কি হবে?" তাহার পর তাড়াতাড়ি কহিল, "তা দিলেও হয়। তবে বিনামূল্যে নয়, বিক্রি করতে হবে। এখন তার এমন একটু রঙ ধরেছে যে, পয়সা দিয়েও বোধ হয় এক জোড়া খদ্দর কিনতে পারে।"

মাধবী উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "তবে তাই ভাল, পরখ ক'রে দেখ কেনে কি-না।"

কিছুদিন পূর্বে সুমিত্রাকে খদ্দরের পরিচ্ছদ পরিতে দেখিয়া সুরেশ্বর আশঙ্কা প্রকাশ করিলে সুমিত্রা সদর্পে যে কথা বলিয়াছিল, তাহা সুরেশ্বরের মনে পড়িল। একবার মনে হইল, এত শীঘ্র পরীক্ষা করিতে যাওয়া হয়তো নিরাপদ হইবে না। কিন্তু পর-মুহূর্তেই লোভ আশঙ্কাকে পরাজিত করিল।

অপরাহ্নে সুরেশ্বর এক জোড়া শাড়ি লইয়া সুমিত্রাদের গৃহে উপস্থিত হইল। সুরমা কয়েক দিন হইল শ্বশুরালয়ে গিয়াছে; জয়ন্তী দ্বিপ্রহরে কোনও আত্মীয়ের গৃহে বেড়াইতে গিয়াছেন, তখনও প্রত্যাবর্তন করেন নাই, এবং প্রমদাচরণও তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে শঙ্করাচার্যের বেদান্তভাষ্য পর্যালোচনা করিতেছিলেন।

সুরেশ্বরের আগমন-সংবাদ পাইয়া সুমিত্রা বাহিরে আসিল।

সুমিত্রাকে দেখিয়া সুরেশ্বর করজোড়ে নমস্কার করিয়া সহাস্যে বলিল, "আজ আর অভ্যাগত নই; আজ আমি ব্যবসাদার, বিক্রি করতে এসেছি।"

সহাস্যমুখে সুমিত্রা ঔৎসুক্যসহকারে কহিল, "তাই নাকি? কই দেখি, কি বিক্রি করতে এসেছেন?" তাহার পর সুরেশ্বরের পার্শ্বে রক্ষিত বস্ত্রের বাণ্ডিলটা দেখিতে পাইয়া উঠাইয়া লইয়া বলিল, "এই বুঝি? খুলে দেখব?"

"দেখুন।"

বাণ্ডিল খুলিয়া খদ্দরের শাড়ি দেখিয়া প্রথমটা সুমিত্রার মুখ ঈষৎ মলিন হইয়া গেল; কিন্তু পরক্ষণেই সে হাস্যপ্রফুল্লমুখে কহিল, "চমৎকার শাড়ি তো! এ কি আপনার নিজের তাঁতে বোনা?"

হৃষ্টমুখে সুরেশ্বর কহিল, "হ্যাঁ, আমাদের তাঁতে বোনা। কাপড়টা বাস্তবিকই ভাল হওয়াতে এক জোড়া আমার বোন মাধবীর জন্যে কিনেছি, আর এক জোড়া আপনার জন্যে এনেছি। যদি ইচ্ছা হয় বা দরকার থাকে তো রাখতে পারেন।" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। বলিল, "ঠিক ব্যবসাদারের মত কথাগুলো বলছি নে?"

হাসিমুখে সুমিত্রা কহিল, "দরদস্তুর যখন করবেন তখন বুঝতে পারব ব্যবসাদারের মত কথা বলেন কি না; এখন তো বিশেষ কিছু বুঝতে

পারছি নে।" তাহার পর বস্ত্রাংশে বিদ্ধ একখণ্ড কাগজের উপর দৃষ্টি পড়ায় বলিল, "এই কি দাম?"

সুরেশ্বর কহিল, "হ্যাঁ।"

"একখানা কাপড়ের, না, জোড়ার?"

"জোড়ার।"

সবিস্ময়ে সুমিত্রা কহিল, "জোড়ার? খুব সস্তা তো! একখানা কাপড়ের এই দাম হ'লেও আমি সস্তা মনে করতাম।" তাহার পর আরক্ত মুখে ইতস্তত ভাবে কহিল, "কিন্তু এত সস্তা হ'লেও আমার নেওয়ার পক্ষে অসুবিধে আছে।"

মৃদু স্মিতমুখে সুরেশ্বর কহিল, "তা হ'লে বিনামূল্যে নিলে যদি অসুবিধে না হয়, তাই নিন।"

একটা কথা সুমিত্রার জিহ্বাগ্রে আসিয়া ফিরিয়া গেল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অন্য দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সে বলিল, "তাতে আপনার কি লাভ হবে?"

তেমনি সহজ ভাবে সুরেশ্বর বলিল, "লাভ কি সংসারে একই রকম আছে? টাকা আনা পয়সার লাভ লাভ বটে, সেইটেই বোধ হয় সবচেয়ে মোটামুটি লাভ। মানুষের হিসাবের খাতা শুধু যে কাগজেই তৈরি হয় তা নয়।"

সুমিত্রার আনত-আরক্ত মুখে সিঁদুরিয়া মেঘে বিদ্যুৎস্ফুরণের মতো মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে সে কহিল, "কিন্তু সে রকম হিসাবের খাতা তো আমারও থাকতে পারে।"

উৎফুল্ল হইয়া সুরেশ্বর বলিল, "তা যদি থাকে তা হ'লে তো কোনো গোলই নেই। অনুগ্রহ ক'রে কাপড়-জোড়া গ্রহণ ক'রে দয়ার হিসাবে কিছু খরচ লিখে দিন।"

এবার সুমিত্রা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "কথায় আপনার সঙ্গে তো পারবার জো নেই!"

সহাস্য মুখে সুরেশ্বর কহিল, "তা যদি না থাকে তো কাপড়-জোড়া রেখে যাই?"

মাথা নাড়িয়া সুমিত্রা বলিল, "না।"

"কেন, আত্মমর্যাদায় বাধবে?"

"বাধতে পারে। বাধা কি অন্যায়?"

"না, অন্যায় নয়, যদি না আত্মমর্যাদার চেয়েও বড় কোনো জিনিস মনের মধ্যে প্রবল থাকে।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সুমিত্রার মুখ পাংশু হইয়া গেল। আত্মমর্যাদার চেয়ে বড় জিনিসের দ্বারা সুরেশ্বর কোন্ জিনিস বুঝাইতে চাহে তাহা মনে মনে অনুমান করিতে চেষ্টা করিয়া তাহার বিস্ময়চকিত চিত্ত প্রবল উত্তেজনায় কাঁপিতে লাগিল। কথা না কহিয়া নীরব থাকিলে অবস্থাটাকে আরও সঙ্গীন করিয়া তোলা হইবে বুঝিতে পারিয়াও সে বাক্যহারা হইয়া রহিল।

সুমিত্রার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "দেখছি আপনাকে ভারি বিব্রত ক'রে তুলেছি; কিন্তু দেশ কি রকম বিব্রত সেটা মনে ক'রে আশা করি আমার আজকের এ উৎপীড়নটুকু ক্ষমা করবেন।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সুমিত্রার নেত্রদ্বয় সজল হইয়া উঠিল। সে আর্ত-কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা আমাকেই আপনি করবেন, কারণ আপনার এ সামান্য উপরোধটুকু রাখতে পারলাম না। কিন্তু কেন পারলাম না শুনবেন?"

অনুৎসুকভাবে সুরেশ্বর বলিল, "যদি আপত্তি না থাকে তো বলুন।"

সুমিত্রা বলিল, "আপনার এ কাপড়খানা কিনতে হ'লে দামটা আমাকেই দিতে হয়, কারণ মার কাছে চাইলে মা বিরক্ত হবেন, আর বাবার কাছে চাইলে বাবা বিপন্ন হবেন, এ তো আপনি জানেন। আমার নিজের তো আলাদা পয়সা নেই।"

সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুরেশ্বর কহিল, "চেষ্টা করলে আপনি নিজের পয়সায় দাম দিতে পারেন।"

সকৌতূহলে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করিল, "কি ক'রে?"

সুরেশ্বর কহিল, "নিজে উপার্জন ক'রে। আমরা চরকা বিক্রি করি, ভাড়া দিই, এমন কি ধার দিই, দান করি। আপনি একটা চরকা নিয়ে সুতো কেটে অনায়াসে তাই থেকে কাপড়ের দামটা শোধ করতে পারেন। আমার

বোন মাধবী বোধ হয় পনেরো দিন চরকা কেটে এ রকম একখানা কাপড়ের দাম তুলে দিতে পারে।"

অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া সুমিত্রা কহিল, "আপনার বোন হয়তো পারেন, কিন্তু আমি পারি নে।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া সুরেশ্বর কহিল, "তা যেন পারেন না, কিন্তু আলাদা পয়সা আপনার থাকলে কি করতেন? কিনতেন?"

সুরেশ্বরের এই সুদূরপ্রসারী অনুসন্ধিৎসা সুমিত্রার ভাল লাগিল না। ক্ষণকাল সে চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বিরক্তিবিরূপ মুখে বলিল, "তা জেনে কি হবে আপনার?"

হাসিমুখে সুরেশ্বর কহিল, "আর কিছু না হোক, একটা কৌতূহল নিবৃত্ত হবে।"

আরক্তমুখে সুমিত্রা কহিল, "আমাকে আপনাদের দলে টানতে পেরেছেন. কি-না এই কৌতূহল তো? আচ্ছা, আমাকে দলে টানতে পারলেই কি আপনাদের স্বরাজ লাভ হবে?"

নিঃশব্দে হাসিতে হাসিতে সুরেশ্বর বলিল, "সবটা হবে না, আপনি যতটুকু আটকে রেখেছেন ততটুকু হবে।"

এই তিরস্কারের আঘাতে ও অপমানে সুমিত্রার কর্ণমূল পর্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া রুষ্ট-স্মিতমুখে সে কহিল, "তা হ'লে ততটুকু বাদ দিয়েই আপনি চেষ্টা করুন। স্বদেশী প্রচার করাই যদি আপনার ব্রত হয়, তা হ'লে এ বাড়ির আশা আপনার ত্যাগ করাই ভাল। এ বাড়িতে আপনি কিছু করতে পারবেন না।

শুনিয়া সুরেশ্বর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, "বাইরের আকার যদি সব সময়েই ভিতরের অবস্থার পরিচয় হ'ত, তা হ'লে বারুদের ভিতর থেকে কখনও অগ্নিবর্ষণ হ'ত না। অতএব আপনাকে অথবা আপনাদের বাড়ি দেখে আশাহীন হবার কোনো কারণ নেই। স্বদেশী প্রচার যদি আমার ব্রত হয়, তা হ'লে জানবেন আপনাদের বাড়িতে আমার সে ব্রত ভঙ্গ হবে না একদিন হয়তো উদ্‌যাপনই হবে। আচ্ছা, আজ তা হ'লে আসি।" বলিয়া সুরেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঠিক সেই সময়ে জয়ন্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং চতুর্দিক একবার দেখিয়া লইয়া সুরেশ্বরের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "স্বদেশী প্রচার যে তোমার ব্রত নয়, তা আমি জানতে পেরেছি সুরেশ্বর; কিন্তু কেন তুমি আমাদের পিছনে এমন ক'রে লেগেছ বল দেখি? আমাদের তো কোনো অপরাধ নেই। চোর আমরা নই, কিন্তু তুমি যদি আমাদের চোর বানিয়ে বিপদে ফেলতে চেষ্টা কর তাতে কি তোমার ভাল হবে?"

বিকটবিস্ময়ে সুরেশ্বর নির্বাক হইয়া ক্ষণকাল জয়ন্তীর দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর কহিল, "আমি তো এসব কথার মানে কিছুই বুঝতে পারছি নে।"

তেমনি উদ্ধতভাবে জয়ন্তী কহিলেন, "আচ্ছা, মানে আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এইটেই কি তোমায় উচিত হচ্ছে? এই সময় নেই, অসময় নেই, যখন-তখন এসে আমার মেয়েকে এমন ক'রে ক্ষেপিয়ে তোলবার চেষ্টা করা? সে তো আর ছেলেমানুষ নয়, আজ বাদে কাল তার বিয়ে হবে!"

এই দূষিত অভিযোগ শুনিয়া ক্রোধে ও অপমানে সুরেশ্বরের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে কোনও প্রকারে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে কহিল, "যখন-তখন আসি তা বলা যায় না, কারণ অধিকাংশ স্থলেই আপনারা যখন ডেকেছেন তখন এসেছি। কিন্তু তার পরে আপনার যা অভিযোগ, তার কোন উত্তর আমি দিতে চাই নে।"

"আচ্ছা, তা না চাও নাই চাইলে, কিন্তু এরও কি কোনো উত্তর দেওয়া দরকার মনে কর না?" বলিয়া জয়ন্তী একখানা রেজিস্ট্রি-করা খাম সুরেশ্বরের হস্তে দিয়া কহিলেন, "চিঠিখানা প'ড়ে দেখ।"

খাম হইতে পত্রখানা বাহির করিয়া সুরেশ্বর আদ্যন্ত পাঠ করিল, এবং পাঠান্তে পুনরায় খামের মধ্যে পুরিয়া জয়ন্তীকে প্রত্যর্পণ করিয়া অবিচলিত স্বরে বলিল, "আপনি তো এসব বিশ্বাসই করেছেন। কিন্তু আপনিও কি এ কথা বিশ্বাস করেন?" বলিয়া সে সুমিত্রার দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

সুমিত্রা তাহার বেদনাহত ব্যথিত মুখ কোনও প্রকারে উত্থিত করিয়া ক্লিষ্ট কণ্ঠে কহিল, "আমি তো এখনো কিছু জানি নে! কি কথা বলুন?"

"এই চিঠির কথা? অর্থাৎ, আমি একজন গোয়েন্দা স্পাই; আমার এই

খদ্দরের পোশাক ছদ্মবেশ, আর আমার স্বদেশপ্রেম লোককে ফাঁদে ফেলবার জন্যে কপট অভিনয় ?”

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সুমিত্রার সমগ্র মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল। ক্রুদ্ধ কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল, “না, আমি এর এক বর্ণও বিশ্বাস করি নে। কিন্তু আপনি গোয়েন্দা হয়ে কপট অভিনয় করলেও আমার প্রাণে যেটুকু স্বদেশভক্তি জাগিয়েছেন তা খাঁটি জিনিস; তার জন্যে আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।”

সুমিত্রার প্রতি অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া জয়ন্তী তীব্র কণ্ঠে কহিলেন, “মিছামিছি বাচালতা ক’রো না সুমিত্রা।”

সে কথায় কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া সুমিত্রা সুরেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, “আপনি আমাকে একদিন অপমান থেকে রক্ষা করেছিলেন সুরেশ্বরবাবু, সে কথা আমি একটুও ভুলি নি। কিন্তু আমি আজ আপনাকে তার চেয়ে অনেক বেশি অপমানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারলেম না, সে জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। এর পর এ বাড়িতে আর আপনি আসবেন না তা বুঝতে পারছি, কিন্তু দয়া ক’রে একটা ভাল চরকা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন, আমি আপনার উপদেশমত কাপড়ের দাম শোধ করব। কাপড়টা আমাকে দিয়ে যান।” বলিয়া সুরেশ্বরের হস্ত হইতে সুমিত্রা বস্ত্রের বাণ্ডিলটা টানিয়া লইল।

সুমিত্রার এই অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত বাক্য শুনিয়া সুরেশ্বরের মুখ হর্ষে এবং বিস্ময়ে প্রদীপ্ত উঠিল। সে শান্তস্বরে বলিল, “ভগবান তোমার মঙ্গল করুন সুমিত্রা। তুমি যেমন ক’রে আজ আমার মান রাখলে এর বেশি আর কি ক’রে রাখা যায় তা আমি জানি নে। সেদিন তোমার খদ্দর-পরা অদ্ভুত মূর্তি দেখে যে আশা জেগেছিল তা যে এত শীঘ্র এমন ক’রে সফল হবে তা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ভুলো না সুমিত্রা, আমাদের দেশের বড় দুরবস্থা। তুমি শুধু তোমার জননীরই কন্যা নও, দেশমাতারও তুমি কন্যা।”

তাহার পর জয়ন্তীর দিকে ফিরিয়া সুরেশ্বর বলিল, “দেখুন, আমি বাস্তবিকই গোয়েন্দা নই। গোয়েন্দার চেয়েও আমি ভীষণ প্রাণী—আমি

একজন দীন দরিদ্র দেশসেবক। আপনি আমার উপর যে কারণেই হোক বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু তবুও দয়া ক'রে আমার একটা প্রণাম নিন, কারণ আপনি সুমিত্রার মা।"

তাহার পর নত হইয়া জয়ন্তীকে প্রণাম করিয়া সুরেশ্বর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

১৬

দাহ এবং দীপ্তি একসঙ্গে লইয়া তুবড়ি যেমন করিয়া জ্বলিতে থাকে, ঠিক তেমনি করিয়া সুরেশ্বরের মন বেদনা ও আনন্দ একসঙ্গে বহন করিয়া জ্বলিতে লাগিল। অপমানের গ্লানিতে যাহা এক দিকে নিদারুণভাবে পুড়িতে থাকিল, আনন্দের প্রভায় তাহাই অপর দিকে ভাস্বর হইয়া উঠিল। পথে বাহির হইয়া সুরেশ্বর মুক্তারামবাবুর স্ট্রীট অতিক্রম করিয়া কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীট পার হইয়া বেচু চাটার্জীর স্ট্রীটে বিমানবিহারীর গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কিন্তু ক্ষণমাত্র তথায় দাঁড়াইয়া ভিতরে প্রবেশ না করিয়াই পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিল, এবং কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীটে উপস্থিত হইবা মাত্র একটা দক্ষিণগামী ট্রাম-গাড়ি দেখিতে পাইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল।

কার্জন-পার্কে সুরেশ্বর যখন প্রবেশ করিল তখন শীতকালের সন্ধ্যার ধূসর আবরণে চারিদিক অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল, এবং সেই অস্পষ্টতার মধ্যে চতুর্দিকে ক্রমবর্ধনশীল দীপাবলি নীলাম্বরীর গাত্রে চুমকির মত একে একে ফুটিয়া উঠিতেছিল। বাগান তখন জনবিরল হইয়া আসিয়াছে, কাজেই সুরেশ্বর সহজেই একটা শূন্য বেঞ্চ অধিকার করিয়া উপবেশন করিল।

উত্যক্ত কর্ণ এবং উত্তপ্ত চক্ষুকে রাজপথের কোলাহল এবং দৃশ্যবৈচিত্র্যের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য নিমজ্জিত করিয়া দিয়া সুরেশ্বর তাহার অধীরোদ্যত হৃদয়কে শান্ত করিয়া লইল। প্রজ্বলিত অঙ্গার যেমন ধীরে ধীরে তাহার কৃষ্ণবর্ণ হইতে মুক্ত হইয়া প্রভাময় হইয়া উঠে, তাহার চিত্ত ঠিক সেইরূপে জয়ন্তী-প্রদত্ত মালিন্য হইতে মুক্ত হইয়া সুমিত্রার কল্পনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে

লাগিল। আজ সে সুমিত্রার নিকট হইতে যে অমূল্য সম্পদ লাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহা যে শুধু লাভ করিয়াছে তাহাই নয়, প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হইয়া লাভ করিয়াছে। প্রহরী স্কন্ধে হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইলে রাজনন্দিনী তাহার কণ্ঠে মাল্য পরাইয়া দিয়াছে। নিমজ্জিত চিত্তে সুরেশ্বর সুমিত্রার সেই রোষদীপ্ত আরক্ত মূর্তি এবং অকুণ্ঠিত সতেজ বাক্য স্মরণ করিতে লাগিল, এবং যতই স্মরণ করিতে লাগিল ততই, সুমিত্রার সেই প্রদীপ্তসুন্দর মূর্তি তাহার সংগ্রাম-সাধনার বিজয়বধূর মূর্তিতে রূপান্তরিত হইতে লাগিল। মনে হইল, আজ তাহার তপস্যার শুষ্ক কঠোর প্রাঙ্গণে সিদ্ধি মূর্তি ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার তৃণ-মৃত্তিকার দেবী-প্রতিমায় প্রাণসঞ্চার হইয়াছে।

সুরেশ্বরের এই অপরিমিত আনন্দ অকারণ নহে, এবং সুমিত্রার নিকট হইতে সে যতটুকু লাভ করিয়াছে তাহাতেই পরিনিবদ্ধ নহে। যে অখণ্ডের বোধ অতীন্দ্রিয় হইয়া হৃদয়ের মধ্যে নিত্য বর্তমান আছে, মানুষ খণ্ডের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহার সন্ধান পায়। রূপের মধ্যে অরূপের উপলব্ধির মত সুরেশ্বর সুমিত্রার মধ্যে বিশ্ববিজয়িনী অচিন্তনীয় মূর্তি দেখিতে লাগিল। বাংলা দেশের পাঁচ কোটি নরনারীর মধ্যে একটি মাত্র ডেপুটি-দুহিতার চিত্তজয়ের মতই আজিকার ঘটনা সামান্য বলিয়া মনে হইল না।

সমস্ত গ্লানি হইতে বিমুক্ত হইয়া লঘুচিত্তে সুরেশ্বর যখন গৃহে উপস্থিত হইল তখন মাধবী একরাশ তুলা লইয়া পাঁজ প্রস্তুত করিতে করিতে আপন মনে গুন্‌গুন্ করিয়া গান করিতেছিল। সুরেশ্বর তাহার কঠিন নাগরা জুতা নিম্নতলেই পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, দূর হইতে মাধবীকে অভিনিবিষ্ট দেখিতে পাইয়া সন্তর্পণে নিকট আসিয়া তাহার বেণী ধরিয়া সজোরে নাড়িয়া দিল।

এই আকস্মিক ঘটনায় চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিয়া মাধবী কহিল, "তা বুঝতেই পেরেছি যে, দাদা ভিন্ন আর-কেউ নয়।"

হাসিতে হাসিতে সুরেশ্বর বলিল, "তাই তো! দাদা বুঝতে পারলে লোকে অতখানি চমকে ওঠে কিনা!"

মাধবী হাসিয়া কহিল, "দাদা বুঝতে পারলেও লোকে চমকে ওঠে। বোঝা আর চমকানোর মধ্যে বিবেচনার সময় থাকে না।" তাহার পর সুরেশ্বরের সানন্দ মূর্তি দেখিয়া স্মিতমুখে কহিল, "তোমাকে যে এত খুশি দেখছি দাদা? সুমিত্রা কাপড়-জোড়া কিনেছে বুঝি?"

সহাস্যমুখে সুরেশ্বর কহিল, "তা কিনেছে, কিন্তু শুধু কেনেই নি মাধবী, খুব ভাল রকম দাম দিতে রাজী হয়েছে।"

আগ্রহসহকারে মাধবী বলিল, "কি রকম শুনি?"

সুরেশ্বর কহিল, "বলেছে, চরকায় নিজে সুতো কেটে, সুতো বিক্রি ক'রে দাম শোধ করবে।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া মাধবীর মন বিস্ময়ে ভরিয়া গেল।—"একেবারে এতটা উন্নতি। এ তো হঠাৎ বিশ্বাস হয় না দাদা, অতিভক্তি নয় তো?"

হাসিমুখে সুরেশ্বর কহিল, "না রে, না, তা নয়। কয়লার খনির মধ্যে সুমিত্রাকে পাওয়া গিয়েছে ব'লেই মনে করিস নে যে, সে আসল হীরে নয়। ভগবান তাকে ছিলতে আরম্ভ করেছেন; এরই মধ্যে সে রঙ ছাড়তে লেগেছে।"

মাধবী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "আচ্ছা দাদা, সুমিত্রার মা কোনরকম আপত্তি করলেন না? তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন?"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "ছিলেন বইকি। তিনি ছিলেন ব'লেই তো হ'ল রে; নইলে কাপড়-জোড়া তো ফিরিয়েই নিয়ে আসছিলাম।"

সবিস্ময়ে মাধবী কহিল, "কেন?"

সুরেশ্বর কহিল, "শুনলে মনে হয়তো দুঃখ পাবি তাই ভেবেছিলাম সব কথাটা তোকে বলব না। কিন্তু এতটা যখন শুনলি তখন সবটাই শোন্।" বলিয়া সুরেশ্বর অনুপূর্ব কাহিনী মাধবীকে খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া মাধবী ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "দেবতাকে দানব বললে যে পাপ হয় তোমাকে স্পাই বললে সেই পাপ হয়। তোমার এ অপমানের কথা শুনে দুঃখ খুবই পেলাম। কিন্তু একদিন এ দুঃখ নিশ্চয়ই যাবে। কবে, জান দাদা?"

কৌতূহলী হইয়া সুরেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "কবে রে ?"

ক্রুদ্ধমুখে মাধবী বলিল, "যে দিন তুমি সুমিত্রাকে এ বাড়িতে নিয়ে আসবে সেই দিন।"

গভীর বিস্ময়ে সুরেশ্বর কহিল, "আমি সুমিত্রাকে এ বাড়িতে নিয়ে আসব ? কেমন ক'রে মাধবী ?"

আরক্ত মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া মাধবী কহিল, "বিয়ে ক'রে।"

"বিয়ে ক'রে !"—অপরিমেয় বিস্ময়ে সুরেশ্বর ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া মাধবীর দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর পুনরায় মাধবীর বেণী নাড়িয়া দিয়া বলিল, "তোর মত আর একটি পাগল যদি ভূভারতে থাকে মাধবী ! বিয়ে করায় যে প্রথা আজকাল চলিত আছে সে প্রথায় তো সুমিত্রার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। তবে যদি আগেকার রাক্ষসে প্রথায় গভীর রাত্রে প্রমদাবাবুর বাড়ি গিয়ে যুদ্ধ ক'রে সুমিত্রাহরণ করি তো স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তা তো হবে না। জানিস তো আমাদের মন্ত্র হচ্ছে অনুৎপীড়ক অসহযোগ।" বলিয়া সুরেশ্বর হাসিতে লাগিল।

মাধবী কহিল, "তা আমি জানি নে ; কিন্তু এ তুমি দেখে নিও দাদা, সুমিত্রার মাকে একদিন তোমাকেই বরণ ক'রে ঘরে তুলতে হবে। আমার কথা সেদিন তুমি মনে ক'রো।"

আরও কয়েকবার মাধবীকে পাগল বলিয়া এবং আরও কয়েকবার তাহার বেণী আকর্ষণ করিয়া সুরেশ্বর প্রস্থান করিল। কিন্তু লৌহ যেমন চুম্বকের দেহ-সংসক্ত হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপে মাধবীর বাক্যে সেদিন সুরেশ্বরের চিত্ত আটকাইয়া রহিল ; শুধু জাগ্রতাবস্থায় নহে, নিদ্রার মধ্যেও।

১৭

সুরেশ্বর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাওয়ার পর সুমিত্রা ক্ষণকাল নির্বাক হইয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রোধে, দুঃখে, ঘৃণায়, লজ্জায় তাহার চক্ষু

ফাটিয়া অশ্রু নির্গত হইবার উপক্রম করিতেছিল। সে ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাহা রোধ করিতে লাগিল।

কন্যার আচরণে জয়ন্তী মনে মনে অতিশয় বিরক্ত ও চিন্তিত হইলেও উপস্থিত অবস্থায় সে-ভাব মুখে প্রকাশ করা তিনি সমীচীন বোধ করিলেন না। কণ্ঠস্বর যথাশক্তি কোমল করিয়া বলিলেন, "সুরেশ্বরকে নিয়ে ক্রমশ একটু অসুবিধে হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, সে যখন সহজেই গেল তখন এ ব্যাপারটাকে আর বাড়িয়ে তুলো না সুমিত্রা।"

সুমিত্রা তাহার আনত-আর্দ্র নেত্র উত্থিত করিয়া কহিল, "একে তুমি সহজে যাওয়া বলছ মা? তোমার দারোয়ান দিয়ে সুরেশ্বরবাবুকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ির বার ক'রে দিলে এর চেয়ে কি বেশি হ'ত ব'লে তোমার মনে হয়?"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া জয়ন্তীর মুখ অসন্তোষের ছায়াপাতে অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, "নিজের মান যে নিজে নষ্ট করে তার মান কেউ রাখতে পারে না।"

ক্ষণকাল নির্বাক হইয়া থাকিয়া সুমিত্রা বলিল, "নিজের প্রাণ বিপন্ন ক'রে যিনি তোমার মেয়ের মান রেখেছিলেন, তিনি নিজের মান রাখতে পারেন না—এ কথা কি সত্যি-সত্যিই বিশ্বাস কর?"

এই উপকার প্রাপ্তির উল্লেখে মনে মনে জ্বলিয়া উঠিয়া জয়ন্তী বিদ্রূপ-বিকৃত স্বরে কহিলেন, "কবে কোন্ যুগে কি করেছিল না-করেছিল ব'লে চিরদিন সে হাতে মাথা কাটবে না-কি? তুমি জান, সুরেশ্বরের সঙ্গে তোমার এই মেলামেশার জন্যে বিমান এ বাড়িতে আসা কমিয়ে দিয়েছে?"

জয়ন্তীর কথা শুনিয়া সুমিত্রা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ক্ষণকাল জয়ন্তীর প্রতি চাহিয়া রহিল; তাহার পর কঠিন স্বরে বলিল, "তাই বুঝি তোমরা সুরেশ্বরবাবুর এ বাড়িতে আসা বন্ধ করবার জন্যে এই মিথ্যা অপবাদের ষড়যন্ত্র করেছ?"

সুমিত্রার এ কথায় মনে-মনে বিশেষরূপে ভীত হইয়া জয়ন্তী তাড়াতাড়ি

বলিয়া উঠিলেন, "খবরদার সুমিত্রা, এ বিষয়ে বিমানকে তুমি কোনো কথা ব'লো না। এ চিঠির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।"

"কেমন ক'রে তুমি জানলে তাঁর সম্পর্ক নেই?"

"এ একজন কোন্ হরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছে—একেবারে অন্য হাতের লেখা। চিঠি নিয়ে তুমি নিজেই দেখ না।" বলিয়া জয়ন্তী পত্রখানা সুমিত্রার দিকে বাড়াইয়া ধরিলেন।

হাত সরাইয়া লইয়া সুমিত্রা কহিল, "চিঠি আমি দেখতে চাই নে, কিন্তু এ চিঠি যে বিমানবাবু লেখান নি তা তুমি কি ক'রে জানলে?"

ব্যস্ত হইয়া জয়ন্তী কহিলেন, "যে রকম ক'রেই হোক, আমি তা জানি।"

"তা হ'লে, কে এ-চিঠি লিখেছে তাও বোধ হয় তুমি জান?"

এই কঠিন প্রশ্নে উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া জয়ন্তী বিব্রত হইয়া উঠিলেন। ক্ষণকাল বিমূঢ়ভাবে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া সহসা সুমিত্রার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বিহ্বলভাবে বলিলেন, "লক্ষীটি সুমিত্রা, এ কথা নিয়ে মিছিমিছি গোল করিস নে। আমি তোর মা, আমার কথা বিশ্বাস কর্, যা হয়েছে ভালই হয়েছে। তুই ছেলেমানুষ, তাই সব কথা বুঝতে পারছিস নে।"

"সত্যিই বুঝতে পারছি নে।" বলিয়া উচ্ছলিত অশ্রু রোধ করিতে করিতে সুমিত্রা ড্রয়িং-রুম হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু নিজ কক্ষে পদার্পণ করিবামাত্র তাহার এতক্ষণের যত্ননিরুদ্ধ দৃঢ়তা তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিল। তাহার আসন্ন ক্লিষ্ট দেহ একটা ঈজিচেয়ারে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, এবং নেত্র হইতে অসংরুদ্ধ তপ্ত অশ্রু নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে ঝরিতে লাগিল। তাহার পর বহুক্ষণ পরে সে যখন বর্ষাবিধৌত আকাশের মত তাহার দুঃখ-নিষিক্ত হৃদয়ের মধ্যে অবলোকন করিবার অবকাশ পাইল, দেখিল নিভৃত-নিহিত কোন বস্তুর উজ্জ্বল প্রভায় তাহার ঘনকৃষ্ণ মেঘের মত দুঃখ ও গ্লানি কখন্ অলক্ষিতে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। সুরেশ্বরকে সে যে-সকল কথা বলিয়াছিল এবং তদুত্তরে সুরেশ্বর তাহাকে যাহা বলিয়াছিল তাহা সে মনে মনে বারংবার আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিল, এবং যতই দেখিতে

লাগিল ততই বুঝিতে পারিল যে বাক্যের সাহায্যে পরস্পরে যতখানি ব্যক্ত করিয়াছে, বাক্যের ফাঁকে ফাঁকে তদপেক্ষা অনেক অধিক ব্যক্ত হইয়া গিয়াছে, এবং ঘটনাস্থলে জয়ন্তী প্রবেশ করায় যতটুকু পরিতাপের কারণ ঘটিয়াছিল, জয়ন্তী প্রবেশ না করিয়া সেদিনকার ঘটনা পরিসমাপ্ত হইলেই মোটের উপর হয়তো তদপেক্ষা অধিকতর পরিতাপের কারণ ঘটিত।

সন্ধ্যার পর বিমানবিহারী নিয়মিত বেড়াইতে আসিয়াছিল। ড্রয়িং-রুমে আর সকলেই সমবেত হইয়াছিল, শুধু সুমিত্রা আসে নাই। দ্বিপ্রহরে প্রমদাচরণ বেদান্তভাষ্যের যে অংশটুকু পাঠ করিয়াছিলেন দ্বিতীয়বার আলোচনা করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে বিমানবিহারীকে তাহা বুঝাইতে বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু বিমানবিহারী সে কূট প্রসঙ্গের মধ্যে মনঃসংযোগ করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া অনাগ্রহভরে শুধু তাহা শুনিয়া যাইতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে দুই-একটা অসংলগ্ন বাক্যের প্রয়োগে কোন প্রকারে আলোচনায় যোগ রাখিয়া চলিয়াছিল।

সমস্ত দিনের পরিশ্রম ও ক্লান্তির পর প্রমদাচরণের নিকট বেদান্তভাষ্যের লোভে যে বিমানবিহারী উপস্থিত হয় নাই, এবং প্রমদাচরণ যে তাহার লক্ষ্য নহেন—উপলক্ষ, এ কথা বুঝিবার মত বুদ্ধি প্রমদাচরণের না থাকিলেও জয়ন্তীর যথেষ্ট ছিল। তাই অদূরভবিষ্যতের এই ডেপুটি জামাতার মনোরঞ্জনার্থে জয়ন্তী বিমলাকে বলিলেন, "বিমলা, সুমিত্রা এখনও এল না কেন? তাকে ডেকে নিয়ে আয় তো, বিমানকে দু-চারখানা গান শোনাবে।"

এই প্রস্তাবে বিমানবিহারী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তাহার ক্রমবর্ধনশীল অসহিষ্ণুতা হইতে মুক্ত হইয়া বেদান্তভাষ্যের আলোচনার প্রতি সহসা এমন মনোযোগী হইয়া উঠিল যে, শাস্ত্রানুশীলনে জয়ন্তীর এই বিঘ্নসম্পাদনের জন্য প্রমদাচরণ মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং ক্ষীণ প্রতিবাদার্থে মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, "আজ না হয় গান থাক্, আমরা এই আলোচনাটাই শেষ করি।"

মাথা নাড়িয়া জয়ন্তী কহিলেন, "রক্ষে কর। তোমার ও নীরস শাস্ত্রচর্চা আজ বন্ধ থাক্। সমস্ত দিন খেটেখুটে এসে বিমানেরই বা এ-সব ভাল লাগবে কেন?"

বিমানবিহারী নিঃসংশয়ে জানিত যে, প্রতিযোগিতায় জয়ন্তীর সহিত প্রমদাচরণ পারিয়া উঠিবেন না ; যে মুহূর্তে সুমিত্রা উপস্থিত হইবে সেই মুহূর্তেই বেদান্তভাষ্য বন্ধ করিতে হইবে ; তাই সে জয়ন্তীর কথার উত্তরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এমন দুই-চারিটা কথা বলিল, যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, বেদান্তভাষ্য পাইলে সে অপর কিছুই চাহে না এবং সে সন্ধ্যায় তাহার একমাত্র অভিলাষ ছিল বেদান্তভাষ্যের চর্চা করা।

কিন্তু ক্ষণপরে বিমলা ফিরিয়া আসিয়া যখন বলিল যে, সুমিত্রার মাথা ধরিয়াছে বলিয়া শুইয়া আছে, আসিতে পারিবে না, এবং সেই সংবাদে প্রমদাচরণ যেন কিছুটা উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, তখন বিমানবিহারী সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিরস-কণ্ঠে কহিল, "আজ আমার একটু বিশেষ কাজ আছে ; আজ তা হ'লে এখন আসি।"

ব্যগ্র হইয়া প্রমদাচরণ বলিলেন, "কিন্তু আমাদের আলোচনা তো শেষ হ'ল না, মাঝখানেই র'য়ে গেল।"

বিমান কহিল, "বাকিটা আর একদিন শেষ করা যাবে, আজ একটু দরকার আছে।"

ক্ষুণ্ণমনে প্রমদাচরণ কহিলেন, "আচ্ছা, তা হ'লে থাক্।"

বিমান প্রস্থান করিলে জয়ন্তী আজিকার ঘটনাটা কতকটা পরিবর্তন এবং কতকটা পরিবর্ধন করিয়া প্রমদাচরণকে জানাইলেন।

সমস্ত শুনিয়া প্রমদাচরণ মনের মধ্যে গভীরভাবে ব্যথিত হইলেন। মস্তকের কেশের মধ্যে বারংবার দ্রুতবেগে হস্ত সঞ্চালন করিয়া অবশেষে জয়ন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি ভুল করেছ জয়ন্তী। আমরা তো মানুষ নিয়েই চিরটাকাল কাটিয়েছি, মানুষ আমরা চিনি। সুরেশ্বর কখনই তা নয়।"

জয়ন্তী ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, শেষ দশ বৎসর তুমি তো সেক্রেটারিয়েটে কেরানীগিরি করেছ। তুমি আবার মানুষ চেন কি ?"

এই অভিযোগের পর প্রমদাচরণের আর কোনও কথা বলিতে সাহস হইল না, তিনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। জয়ন্তী ক্ষণকাল চুপ করিয়া

থাকিয়া বলিলেন, "তুমি মানুষ চিনতে পার ; কিন্তু আমি মেয়েমানুষ চিনি। সুমিত্রার এ বাড়িতে আসা বন্ধ না করলে তোমার মেয়ের পক্ষে ভাল হ'ত না। যা হয়েছে ভালই হয়েছে।"

"ভাল হ'লেই ভাল।" বলিয়া প্রমদাচরণ আসন ত্যাগ করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

১৮

জয়ন্তীর সহিত সুরেশ্বরের সংঘর্ষের পর তিন-চার দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। বিজয়ী যোদ্ধা যেমন সমর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পরম সন্তোষ ও পুলকের সহিত নিজের অস্ত্রসমূহ নাড়িয়া-চাড়িয়া পর্যবেক্ষণ করে, সুরেশ্বর ঠিক সেইরূপে এ কয়েকদিন তাহার তাঁত ও চরকা লইয়া প্রায় সমস্ত সময় কাটাইয়াছে। স্বদেশপ্রেমকে অবলম্বন করিয়া এতদিন যাহা শ্রদ্ধাই আকর্ষণ করিত, সুমিষ্ট তরল অনুরাগে সিক্ত হইয়া এখন তাহা সরস হইয়া উঠিয়াছে। চরকা ধরিয়া বসিলে সুরেশ্বরের হাত হইতে আর মোটা সূতা বাহির হয় না ; কেমন করিয়া প্রাণের আবেগটুকু অঙ্গুলির টিপে আসিয়া উপস্থিত হয়, টিপ দিলেই তাহা হইতে রাশি রাশি মিহি সূতা অবলীলাক্রমে বাহির হইতে থাকে, আর মনে হয় কোনো এক বিশেষ ব্যক্তির বস্ত্রবয়নার্থে তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিলে মন্দ হয় না। যতগুলি তাঁত নামিতেছে সুরেশ্বর প্রত্যেকটিতেই মিহি সূতা চড়াইতেছে এবং সেই শাড়িগুলির পাড়ের রঙ ও প্যাটার্নের জন্য ঢাকার কারিগরের সহিত পরামর্শ ও আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইতেছে।

দ্বিপ্রহরে তারাসুন্দরী নিজ কক্ষে বসিয়া মহাভারত পড়িতেছিলেন, এবং সুরেশ্বর ও মাধবী তাহাদের চরকা-ঘরে বসিয়া চরকা কাটিতেছিল।

কথায় কথায় মাধবী বলিল, "দাদা, সুমিত্রা একটা চরকা পাঠিয়ে দিতে বলেছিল, কই দিলে না তো ?"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "চরকা দেওয়া তো শক্ত নয়, পাঠিয়ে দেওয়াই

শক্ত। কয়েক দিনই তো সেই কথা ভাবছি, কিন্তু কোনো উপায় ঠাওরাতে পারছি নে।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মাধবী কহিল, "এক কাজ করলে হয় না? একখানা চিঠি লিখে কানাইকে দিয়ে একটা চরকা যদি পাঠিয়ে দাও?"

মাধবীর কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিয়া সুরেশ্বর কহিল, "তা হ'লেই হয়েছে! গিন্নীর চোখে যদি পড়ে, তা হ'লেই কানাই যাবে পুলিসে আর চরকা যাবে উনোনে। গিন্নীকে টপকে একেবারে সুমিত্রার হাতে পৌঁছে দিতে হবে। একবার সুমিত্রার হাতে পৌঁছলে তখন নিশ্চিন্ত। সুমিত্রাকে গিন্নী সহজে পেরে উঠবেন না; সে গিন্নীর চেয়ে অনেক শক্ত।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া চিন্তিত মনে মাধবী পুনরায় চরকা কাটিতে আরম্ভ করিল; তাহার পর অকস্মাৎ একটা কথা খেয়াল হওয়ায় চরকা বন্ধ করিয়া আগ্রহসহকারে বলিল, "একটা উপায় আছে দাদা।"

"কি উপায়?"

সহাস্যমুখে মাধবী বলিল, "তুমি যদি অনুমতি দাও, আমি নিজে গিয়ে সুমিত্রাকে চরকা দিয়ে আসতে পারি। আমি যেন চরকা বিক্রি ক'রে বেড়াই, সেই পরিচয়ে গিয়ে সুমিত্রাকে একটা চরকা দিয়ে আসব। তারা বড়লোক, যদি দাম দেয় দাম নেব; আর যদি দাম দিতে না পারে তখন অগত্যা তোমার পরিচয় দিয়ে বিনামূল্যেই চরকা দিয়ে আসব।"

বিস্মিত-স্মিত মুখে সুরেশ্বর কহিল, "বলিস কি রে মাধবী? তুই নিজে সেই অপরিচিত বাড়িতে গিয়ে চরকা দিয়ে আসতে পারবি?"

সহাস্যমুখে মাধবী বলিল, "নিশ্চয়ই পারব। তোমাদের স্বরাজ লাভের চেষ্টায় এটুকু আর পারব না?" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

"আমার বোন ব'লে তোকেও যদি অপমান করে? যদি স্পাই বলে?"

হাসিতে হাসিতে মাধবী বলিল, "সুমিত্রার মার কাছে তোমার বোন ব'লে পরিচয় দেবো না। একখানা বন্ধ-গাড়িতে দু-তিনটে চরকা নিয়ে কানাইয়ের সঙ্গে সুমিত্রাদের বাড়িতে উপস্থিত হব। প্রথমে এমনি গিয়ে সুমিত্রার সঙ্গে

দেখা করব, তার পর চরকার কথা ব'লে তাকে রাজী ক'রে গাড়ি থেকে একটা চরকা আনিয়ে নেব।"

"যেমন অবলীলাক্রমে ব'লে গেলি, ব্যাপারটা ঠিক তেমন সহজ নয় মাধবী।"

গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া মাধবী কহিল, "কিন্তু খুব শক্ত ব'লেও তো আমার মনে হচ্ছে না। একজন ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে একটি মেয়েকে একটা চরকা দিয়ে আসা। সে মেয়েটি আবার নিজেই চরকা পাবার জন্যে উৎসুক হয়ে রয়েছে।"

কথাটা প্রথমে কৌতুক-পরিহাসের আকারেই উঠিয়াছিল, কিন্তু ক্রমশ কথায় কথায় বাস্তব হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। মাধবীর কথাটা একেবারে উপেক্ষণীয় বলিয়া সুরেশ্বরের মনে হইল না। এমন কি, ইহা ভিন্ন উপায়ান্তরও নাই বলিয়াই তাহার মনে হইতে লাগিল। অপর পক্ষে মাধবী তাহার এই কৌতুকপ্রদ কার্যে উৎসাহ ও উদ্বেগ ভোগ করিবার জন্য ক্রমশ প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল। ব্যাপারটায় এমন একটু রঙ্গ ও সাহসিকতার কথা ছিল যে, তাহার উত্তেজনা মাধবীকে প্রবলভাবে পাইয়া বসিল। তাহা ছাড়া, যে বিচিত্র পদার্থটি তাহার দাদাকে এমন গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছে তাহাকে দেখিয়া আসিবার কৌতূহলও কম ছিল না।

একটু চিন্তা করিয়া সুরেশ্বর বলিল, "সহজভাবে যদি কাজটা ক'রে আসতে পারিস তা হ'লে না-হয় তাই কর্। যাস তো কবে যাবি? আজই?"

মাধবী উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "এখনই। তুমি রামদীন কোচ্‌ম্যানের একখানা গাড়ি আনিয়ে দাও, আর আমার সঙ্গে কানাই চলুক। আমি ততক্ষণ মার মতটা নিয়ে আসি।"

"মা যদি সুমিত্রাদের বাড়ি তোর একলা যাওয়ায় আপত্তি করেন?"

"সে আমি যতটুকু বলা দরকার তা ব'লে মার মত করিয়ে নেব।" বলিয়া মাধবী তারাসুন্দরীর উদ্দেশে প্রস্থান করিল; এবং ক্ষণপরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মার মত করিয়েছি। তুমি গাড়ি আনাবার ব্যবস্থা কর।"

গাড়ি আসিলে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ চরকাটা সুমিত্রাকে দেবে দাদা ?"

গৃহে যতগুলা চরকা উপস্থিত ছিল তন্মধ্যে সুরেশ্বরের হাতের চরকাটাই সর্বোৎকৃষ্ট। সুরেশ্বরের মনে মনে ইচ্ছা হইতেছিল, সেই চরকাটাই সুমিত্রার পাঠাইয়া দেয়, কিন্তু কোন দিক হইতে কেমন একটা সঙ্কোচ আসিতেছিল বলিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছিল না; তাই মাধবীর প্রশ্নের উত্তরে সে-ই মাধবীকে প্রশ্ন করিল, "তুই কি বলিস ? কোন্‌টা দেওয়া যায় ?"

স্মিতমুখে মাধবী বলিল, "আমি বলি, তোমার নিজের হাতের চরকাটা দাও। তুমি নিজে নতুন একটা চরকা ঠিক ক'রে নিতে পারবে; সুমিত্রা এই প্রথম চরকা অভ্যাস করবে, তার পক্ষে একটা ভাল চরকা দরকার।"

মাধবীর কথায় সুরেশ্বরের মুখ ঈষৎ রঞ্জিত হইয়া উঠিল; মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "তোর চরকাটাও তো মন্দ নয়, সেইটেই দে না কেন ?"

মাধবী বলিল, "আমার চরকার চেয়ে তোমার চরকাটা অনেক ভাল। তা ছাড়া, তোমার চরকা সুমিত্রার হাতে একটু ভাল চলবে।" বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

মাধবীর পরিহাসে কপটক্রোধ-ভরে সুরেশ্বর বলিল, "তোমার মাথা চলবে! এ তো আর বিপিন বোসের মোটরকার নয় যে, তুই চড়লেই বোঁ-বোঁ ক'রে চলতে থাকবে।"

রুষ্ট-স্মিত মুখে মাধবী বলিল, "না দাদা। একটা ভাল কাজে যাচ্ছি, এখন যা-তা কথা ব'লে যাত্রা নষ্ট ক'রো না।"

"বিপিন বোসের সে গুণও আছে না কি রে ?

"তা নেই ?"

"এত খবর তুই নিলি কবে মাধবী ?"

"যাও। বেশি ফাজ্‌লামি ক'রো না বলছি। আমার এখন নষ্ট করবার মত সময় নেই।" বলিয়া মাধবী কানাইকে ডাকিয়া সুরেশ্বরের চরকা ও অপর একখানি চরকা গাড়ির ভিতরে চড়াইয়া দিতে বলিল।

সুরেশ্বর আর কোন আপত্তি করিল না, চরকা দুটি লইয়া কানাই প্রস্থান করিলে শুধু বলিল, "আমার ভারি যত্নের চরকাটি বিলিয়ে দিচ্ছিস মাধবী ?"

"তার জন্যে তুমি একটু দুঃখিত নও।"

"শুনতেও জানিস না কি রে ?"

"জানি।" বলিয়া মাধবী একটি ছোট ডালায় তুলার পাঁজ ভরিয়া লইতে বসিল। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, "এগুলি বউদিদিকে বিনামূল্যে উপহার দিয়ে আসব।"

এ কথায় সুরেশ্বরের মুখমণ্ডল হইতে হাস্য-পরিহাসের চিহ্ন বিলুপ্ত হইল। অপ্রসন্ন স্বরে বলিল, "না না মাধবী। ঠাট্টাটাও সীমার মধ্যেই রাখিস। সুমিত্রা একজন ভদ্রলোকের মেয়ে; তার ওপর আমাদের যখন কোন সম্পর্কের দাবি নেই, তখন তাকে নিয়ে যথেচ্ছ ঠাট্টা করবার কোন অধিকারও আমাদের নেই।"

এ তিরস্কারে মাধবীর প্রসন্ন মুখে কিছুমাত্র ভাবান্তর ঘটিল না। সে তেমনি হাসিতে হাসিতে বলিল, "জানি আমি সুমিত্রা ভদ্রলোকের মেয়ে, আর এ কথাও জানি যে আমি তাকে বউদিদি ক'রে নিতে পারব, তাই তাকে বউদিদি বলছি।"

গভীর বিস্ময়ে সুরেশ্বর বলিল, "তুই ক'রে নিতে পারবি ?"

সহাস্যমুখে লঘুভাবে মাধবী কহিল, "হ্যাঁ, আমিই ক'রে নিতে পারব।"

"কি ক'রে শুনি ?"

"যেমন ক'রে পারি। সে যখন করব তখন দেখো। এখন বাড়িটা কানাইকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেবে চল।"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া চিন্তিত-মুখে সুরেশ্বর কহিল, "দেখিস মাধবী, সেখানে গিয়ে যা-তা কথা ব'লে যেন হালকা হয়ে আসিস নে।"

মাধবী হাসিয়া বলিল, "না গো না, সে ভাবনা তোমার নেই। খুব ভাল ভাল কথা ব'লে ভারী হয়েই আসব। এখন চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

সর্ববিষয়ে কানাইকে উপদেশ দেওয়ার পর মাধবীকে গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া সুরেশ্বর আর দ্বিতলে না গিয়া বৈঠকখানা-ঘরে একটা ইংরেজী

সংবাদপত্রের জন্য লিখিত কোন প্রবন্ধের প্রূফ দেখিতে বসিল। মনটা একটু বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু দুই চারি ছত্র প্রূফ দেখিতে দেখিতে মনোযোগ বসিয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে বাহিরের দ্বারের সম্মুখে কে ডাকিল, "সুরেশ্বর আছ?

কণ্ঠস্বর বিমানবিহারীর মত মনে হইল। কিন্তু সে তো সুরেশ্বর বলিয়া ডাকিবে না, সুরেশ্বরবাবু বলিয়া ডাকিবে; তাই "আছি" বলিয়া সাড়া দিয়া সুরেশ্বর সকৌতূহলে দ্বার খুলিয়া দেখিল, বিমানবিহারীই দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

বিমানবিহারীর বন্ধুত্বের সম্বোধনকে স্বীকার করিয়া লইয়া সুরেশ্বর প্রফুল্লমুখে আগ্রহসহকারে বলিল, "এস, এস, ভিতরে এস।"

ভিতরে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়া বিমানবিহারী বলিল, "সুমিত্রার হুকুম তামিল করতে এসেছি।"

হাসিতে হাসিতে সুরেশ্বর বলিল, "হাকিমেও হুকুম তামিল করে না-কি?"

বিমানবিহারী বলিল, "হাকিমে সব রকম কুকার্যই করে।"

"উপস্থিত কি কুকার্য করতে এসেছ শুনি?"

বিমান বলিল, "তুমি সুমিত্রাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে এসেছ; এখন তার জন্যে তোমার কাছ থেকে একটি চরকা কাঁধে ক'রে নিয়ে যেতে হবে।"

মনে মনে সুরেশ্বর একটু চমকিয়া উঠিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুহাস্যের সহিত বলিল, "কাঁধে ক'রে রাজপথ দিয়ে ডেপুটি চরকা নিয়ে গেল ডেপুটিগিরি টিঁকবে তো?"

বিমানবিহারী হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি আর সুমিত্রা দুজনে যে রকম পিছনে লেগেছ, ডেপুটিগিরি টেঁকে কি-না সন্দেহ।"

সুরেশ্বর বলিল, "তা হ'লে আমাদের দুজনকেই বর্জন কর না, ডেপুটিগিরিই থাক্।"

"তোমাদের দুজনের একজনকেও বর্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সেই কথাটা আজকে খোলাখুলিভাবে সাদা কথায় তোমাকে বুঝিয়ে যাব। তার আগে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও।"

সুরেশ্বর বলিল, "এই শীতে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল ?"

মাথা চুলকাইয়া বিমানবিহারী বলিল, "বিপদে পড়লে মানুষে এর চেয়েও গুরুতর কাজ করে। তোমার পাল্লায় যখন পড়েছি তখন জল ছেড়ে না গেল খেতে হয় !"

হাসিতে হাসিতে সুরেশ্বর জল আনিতে ভিতরে প্রবেশ করিল।

১৯

পাঁচ মিনিট পরে সুরেশ্বর ফিরিয়া আসিল, এক হস্তে একটি রেকাবে কয়েকটি মিষ্টান্ন এবং অপর হস্তে এক গ্লাস জল।

মিষ্টান্নের রেকাব দেখিয়া বিমানবিহারী বলিল, "তৃষ্ণার্ত হইয়া আমি চাহিলাম জল, তাড়াতাড়ি এনে দিল আধখানা বেল !—এ যে তাই হ'ল ! এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল চাইলে তার সঙ্গে এক রেকাব মিষ্টান্ন কোনো হিসাবেই আসতে পারে না।"

মিষ্টান্নের রেকাব ও জলের গ্লাস বিমানবিহারীর সম্মুখে স্থাপিত করিয়া সুরেশ্বর বলিল, "তা পারে। 'জল' শব্দটা আমাদের বাংলা দেশে তত সরল নয়, একটু জটিল। তাই জল খাচ্ছি মুখে বললেও অনেক সময় আমরা সন্দেশ-রসগোল্লা খেয়ে থাকি। এমন কি কোনো কোনো জলখাবারের দোকানে জল একেবারেই পাওয়া যায় না, শুধু খাবারই পাওয়া যায়। জলযোগ কথাটার মধ্যে খাবার কথাটার কোনও যোগ না থাকলেও খাবারটাই তার প্রধান উপকরণ।"

বিমানবিহারী বলিল, "কিন্তু তৃষ্ণার্ত হয়ে জল চাইলে তাড়াতাড়ি আধখানা বেল নিয়ে আসবার কোনও কারণ থাকে না। আমি গ্লাসটাই চেয়েছিলাম, রেকাবটা চাই নি। রেকাবটা ক্ষুধার আর গ্লাসটা তৃষ্ণার পরিচায়ক। ক্ষুধা আর তৃষ্ণা দুটো পৃথক জিনিস, তা মান কিনা ?"

দক্ষিণ দিকের খোলা জানালা দিয়া বাঁকাভাবে সূর্যের কিরণ আসিয়া বিমানবিহারীর গাত্রে পড়িতেছিল ; জানালাটা একটু ভেজাইয়া দিয়া সুরেশ্বর

বলিল, "ক্ষুধা তৃষ্ণা পৃথক জিনিস তা মানি, কিন্তু দুটো এমন নিবিড়ভাবে পাশাপাশি বাস করে যে, অনেক সময়ে উভয়কে পৃথক করা কঠিন হয়। কি আমি তো পৃথকভাবেই দুটো জিনিসের ব্যবস্থা করেছি, তোমার যেমন প্রয়োজন হয় ব্যবহার করতে পার।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল। বলিল, "তুমি তো বললে যেমন প্রয়োজন; কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণার চেয়েও প্রবল আর একটা জিনিস দেহের মধ্যে রয়েছে, যে প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বিবেচনা করে না, তার হিসেব করেছ কি?"

সুরেশ্বর হাসিয়া বলিল, "লোভের কথা বলছ তো? কিন্তু লোভ তো দেহে থাকে না, মনে থাকে।"

"যেখানেই থাক্, উপস্থিত আমি তার কাছে হার মানলাম।" বলিয়া বিমানবিহারী মিষ্টান্নের থালাটা টানিয়া লইয়া আহার আরম্ভ করিয়া দিল, এবং সেই অবসরে সুরেশ্বর তাহার ইংরেজী প্রবন্ধের প্রুফ ইত্যাদি বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিল।

"তোমরা তো আজকাল নানারকম শক্তির সাধনা করছ সুরেশ্বর, এই মনোনিবাসী লোভের হাত থেকে কি ক'রে রক্ষা পাওয়া যায় তার উপায় বলতে পার?" বলিয়া বিমানবিহারী আহার বন্ধ করিয়া জলের গ্লাস লইতে হাত বাড়াইল।

বিমানবিহারীর উদ্যত হস্ত ধরিয়া ফেলিয়া সুরেশ্বর বলিল, "একটা উপায় হচ্ছে লোভের বস্তুকে দৃষ্টির অন্তরালে নির্বাসন দেওয়া। ও দুটো সন্দেশ খেয়ে ফেলো, ফেলে রেখো না। প'ড়ে থাকলেই লোভটাকে জাগিয়ে রাখবে।"

নিরুপায় হইয়া একটা সন্দেশ তুলিয়া লইয়া বিমানবিহারী বলিল, "কিন্তু শাস্ত্র বলছে—লোভে পাপ।'

সুরেশ্বর বলিল, "কিন্তু পরিপাক করবার শক্তি থাকলে পাপে মৃত্যু হবে না। দেখছ না আজকাল পরিপাক করবার দিন পড়েছে। পাহাড়-পর্বত নদ-নদী দেশ-প্রদেশ পরিপাক হয়ে যাচ্ছে, আর তুমি চিনি আর ছানার নরম দুটো সন্দেশ পরিপাক করতে পারবে না? লোভ বর্জন করবার তুমি উপায়

জছ, কিন্তু লোভটা এখনকার সভ্য সমাজে আর হেয় বস্তু নয়। আজকালকার মতে লোভ হচ্ছে লাভের প্রবর্তক হেতু।"

"তবে লোভের দ্বারা লাভই করা যাক। কিন্তু অজীর্ণ হ'লে তুমি দায়ী।" বলিয়া বিমানবিহারী অবশিষ্ট সন্দেশটাও তুলিয়া লইল।

সুরেশ্বর বলিল, "অজীর্ণের অবস্থা উপস্থিত হ'লে অপাচ্য অংশটা উদ্গিরণ ক'রে দিও, তা হ'লে স্বাস্থ্যও নষ্ট হবে না, যশও অর্জন করবে। ত্যাগের মহিমায় গ্রহণের কালিমা ঢাকা প'ড়ে যাবে।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া বিমানবিহারী উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল, "সভ্যসমাজকে তুমি একটু বিশেষ রকম চিনেছ সুরেশ্বর।"

"আমি চিনেছি ব'লে যদি তোমার বিশ্বাস হয়ে থাকে, তা হ'লে তোমারও চিনতে বাকি নেই।" বলিয়া সুরেশ্বর হাসিতে লাগিল।

আহার সমাপন করিয়া হাত-মুখ ধুইয়া বিমানবিহারী সুরেশ্বরের সম্মুখে আসিয়া বসিল। জানালা দিয়া পথের একটা অংশ দেখা যাইতেছিল। দুই বন্ধু ক্ষণকাল পথের লোক-চলাচলের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

মৌন ভঙ্গ করিল বিমানবিহারী। বলিল, "একটা ভাল চরকা মায় সমস্ত সরঞ্জাম সুমিত্রা তোমার কাছে চেয়েছে; বললে, তোমার কাছে এসে শুধু চাইলেই হবে। চরকা জিনসটা এত সুলভ যে, চাইলেই পাওয়া যায় তা আমি জানতাম না।" বলিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল।

সহাস্যমুখে সুরেশ্বর বলিল, "কিন্তু চাওয়া জিনিসটাই যে সুলভ নয়, অর্থাৎ সহজ নয়। যথার্থ যে চাওয়া, তার মধ্যে এমন শক্তি আছে যে, পাওয়ারই সেটা নামান্তর। ইংরেজী demand শব্দটার মধ্যে যে কল্পনাটুকু আছে তা আমার বেশ ভাল লাগে। চাইতে জানলে অভীষ্ট বস্তু দ্বারের কাছে এসে হাজির হয়।"

বিমানবিহারী হাসিয়া বলিল, "অভীষ্ট বস্তু দ্বারের কাছে হাজির হ'লে ভালই হ'ত, তা হ'লে আর বহন করবার জন্যে আমাকে তোমার দ্বারে হাজির হতে হ'ত না।"

সুরেশ্বর বলিল, "অভীষ্ট বস্তু সম্ভবত এতক্ষণ সুমিত্রার দ্বারে হাজির

হয়েছে ; কিন্তু তুমি যে আমার দ্বারে এসে হাজির হয়েছ, তা হয়তো তুমি আমার অভীষ্ট বস্তু ব'লে।" বলিয়া সুরেশ্বর হাসিতে লাগিল।

ঔৎসুক্যের সহিত বিমানবিহারী বলিল, "আমি তোমার অভীষ্ট বস্তু কি-না সে বিচার পরে করব ; কিন্তু তুমি সুমিত্রাকে চরকা পাঠিয়ে দিয়েছ নাকি ?"

স্মিতমুখে সুরেশ্বর বলিল, "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান ব'ন, অর্থাৎ বহন করান। তুমি ভাগ্যবান, তোমার বোঝা অপরে বহন ক'রে নিয়ে গেছে। অতএব তোমার আর কোনও ভয় নেই, তোমার ডেপুটিগিরি অক্ষুণ্ণ থাকবে।"

সুরেশ্বরের পরিহাসের প্রতি কোনপ্রকার মনোযোগ না দিয়া বিমানবিহারী সবিস্ময়ে কহিল, "কাকে দিয়ে চরকা পাঠিয়েছ ?"

সুরেশ্বর কহিল, "কাকে দিয়ে পাঠিয়েছি তা অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু পাঠিয়েছি তা ঠিক।"

এ সংবাদে বিমানবিহারী আনন্দিত হইল না ; সুমিত্রার মনস্তুষ্টির জন্য যে-কার্যের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিল, তাহা সম্পাদন করিতে না পারায় মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণই হইল। সুরেশ্বরের আবির্ভাবের পর হইতে সুমিত্রার চিত্তের প্রকৃতি যে ক্রমে ক্রমে একটু বিশেষভাবে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে তাহা বিমানবিহারীর অজ্ঞাত ছিল না ; এমন কি পূর্বে প্রধানত যে জিনিসটা, অর্থাৎ তাহার ডেপুটিত্ব সকলকে, মায় সুমিত্রাকে, মুগ্ধ করিত, এখন তাহাই সুমিত্রার নিকট একটা অপকর্ষের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাও সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল। অপ্রতিহত ক্ষিপ্রগতির জন্য তড়িৎ যেমন স্বল্পতম প্রতিরোধের রেখায় নিজেকে প্রবর্তিত করে, অভীষ্টলাভের অভিপ্রায়ে বিমানবিহারীও তেমনি অবিরোধের পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুমিত্রার মনের গতির বিরুদ্ধে তর্ক করিয়া কলহ করিয়া অগ্রসর হওয়া যে কঠিন, তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল ; তাই চাকরি ও চাকর সম্পর্ক পরস্পরবিসংবাদী হইলেও সে সুমিত্রার অনুরোধে সুরেশ্বরের নিকট হইতে চরকা বহন করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছিল। কিন্তু যখন শুনিল যে, ইতিপূর্বে সুরেশ্বর সুমিত্রাকে চরকা পাঠাইয়া দিয়াছে, তখন সুমিত্রাকে সন্তুষ্ট করিবার এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া সে মনে মনে দুঃখিতই হইল।

বিমানবিহারীর নিরুৎসাহ ভাব লক্ষ্য করিয়া সুরেশ্বর বিস্ময়ের সহিত কহিল, "কিন্তু তুমি এত চিন্তিত হয়ে পড়লে কেন তা তো বুঝতে পারছি নে। সুমিত্রাকে চরকা পাঠানো অন্যায় হয়েছে কি?"

সুরেশ্বরের কথায় তন্দ্রামুক্ত হইয়া বিমানবিহারী তাড়াতাড়ি বলিল, "না না, অন্যায় হবে কেন? পাঠিয়েছ ভাল করেছ। কিন্তু আমি কি ভাবছিলাম জান সুরেশ্বর? তুমি বলছিলে, আমার ডেপুটিগিরি অক্ষুণ্ণ থাকবে; কিন্তু আমি হয়তো শেষ পর্যন্ত ডেপুটিগিরিতে ইস্তাফা দেব।"

সবিস্ময়ে সুরেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "ইস্তফা দেবে? কেন বল তো?"

"কতকটা তোমারই জন্যে।"

"আমারই জন্যে? আমি তো কখনও তোমাকে চাকরি ছাড়তে অনুরোধ করি নি।"

মাথা নাড়িয়া বিমানবিহারী কহিল, "না, তা কর নি; কিন্তু সুমিত্রাকে তুমি যে-রকম তালিম ক'রে তুলছ তাতে আমার চাকরি রাখা আর চলবে না দেখছি।" বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

ঔৎসুক্যের সহিত সুরেশ্বর কহিল, "আর একটু স্পষ্ট ক'রে না বললে বুঝতে পারছি নে।"

বিমানবিহারী কহিল, "প্রায় এক বৎসর থেকে একরকম স্থির হয়ে আছে, সুমিত্রার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। কাল স্থির হয়েছে, ফাল্গুন মাসের কোনো শুভদিনে আমরা দুজনে মিলিত হব। মতের মিল না হ'লে মনের মিল কি ক'রে হবে বল? তোমার প্রভাব সুমিত্রার মনের মধ্যে এমন প্রবলভাবে বসেছে যে, তাকে নাড়াবার ক্ষমতা আমার নেই। আর সত্যি কথা বলতে কি, ইচ্ছেও নেই। তাই মনে করছি, আমার মতটাই তোমাদের মতের সঙ্গে মিলিয়ে নেব, আর তাই আজ এসেই তোমাকে বলেছিলাম যে, তোমাদের দুজনের মধ্যে একজনকেও বর্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

কথাটা শুনিতে শুনিতে সুরেশ্বর নিজের মধ্যে নিজেকে সামলাইয়া লইল। বয়লার যেমন বাষ্পের প্রচণ্ড বেগ নিঃশব্দে সহ্য করিয়া থাকে তেমনি

নিরুপদ্রবে সমস্ত উত্তেজনাটা চাপিয়া রাখিয়া সুরেশ্বর বলিল, "এতদিন এ কথা আমাকে জানাও নি কেন? জানালে বোধ হয় ভাল করতে।"

বিমান বলিল, "কেন, তা হ'লে কি হ'ত?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া সুরেশ্বর কহিল, "তা হ'লে আমার আচরণটা তোমাদের দুজনের মধ্যে হয়তো একটু ভিন্ন রকমের হ'ত।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সহাস্যমুখে বিমানবিহারী বলিল, "ভিন্ন রকমের না হয়েও কোনো ক্ষতি হয় নি; তোমার আক্ষেপ করবার কোনো কারণ নেই! কিন্তু সত্যি কথা বলব সুরেশ্বর?"

সুরেশ্বর বলিল, "বল, যদি কোনো আপত্তি না থাকে।"

"না, কোনো আপত্তি নেই। এক সময়ে তোমার আচরণে আমি বাস্তবিকই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলাম। তুমি সুমিত্রার উপর এমন আধিপত্য বিস্তার করতে আরম্ভ করেছিলে যে, ভয় হ'ত দস্যুর হাত থেকে সুমিত্রাকে উদ্ধার ক'রে অবশেষে তুমি নিজেই না তাকে অপহরণ কর।" বলিয়া বিমান হাসিতে লাগিল।

অন্য দিকে মুখ একটু ফিরাইয়া লইয়া সুরেশ্বর কহিল, "এখন সে সন্ত্রাস গেছে?"

"গেছে। এখন বুঝেছি যে, সন্ত্রাসের কোন কারণই ছিল না।" বলিয়া বিমান পূর্বের মত হাসিতে লাগিল।

গভীর-স্মিতমুখে সুরেশ্বর বলিল, "নিজের বুদ্ধির উপর অতটা বিশ্বাস ক'রো না ভাই। একটু সতর্ক থেকো।"

বিমানবিহারী কহিল, "না, এবার আমি বিশ্বাস ক'রেই নিশ্চিন্ত থাকব স্থির করেছি, সতর্ক হ'লেই দেখেছি ভয় ভাবনা অনেকরকম উপদ্রব এসে উপস্থিত হয়। বিশ্বাসে মিলে সুমিত্রা, তর্কে বহু দূর; তর্ক করলেই সুমিত্রা দূরে স'রে যায়। অতএব সতর্ক আর হব না।"

আর কিছুক্ষণ গল্প করার পর প্রস্থানোদ্যত হইয়া বিমানবিহারী বলিল, "চল সুরেশ্বর, সুমিত্রাদের বাড়ি বেড়িয়ে আসবে চল। তুমি তো কয়েক দিনই সেখানে যাও নি।"

মাথা নাড়িয়া সুরেশ্বর কহিল, "বিয়ের রাত্রির আগে আর সেখানে পদার্পণ করাই হবে না।"

সবিস্ময়ে বিমান বলিল, "কেন ?"

সহাস্যমুখে সুরেশ্বর কহিল, "কি জানি, লোকে যদি লোভী ব'লে সন্দেহ করে !"

"তা কখনো করবে না। তুমি যে নির্লোভ তা সকলেই জানে।"

কিন্তু কিছুতেই সুরেশ্বর স্বীকৃত হইল না; তখন বিমান অগত্যা একাকীই প্রস্থান করিল।

বিমলাকে লইয়া জয়ন্তী ভবানীপুরে কোনও আত্মীয়-গৃহে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন; কথা ছিল, সন্ধ্যার পর তথা হইতে ফিরিবেন। সুমিত্রাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন; কিন্তু সুমিত্রা যায় নাই, ওজর আপত্তি দিয়া কাটাইয়া দিয়াছিল।

বেলা তখন দুইটা। সুমিত্রা নিজ কক্ষে অলসভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া একখানা বই পড়িতেছিল, এমন সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "মেজদিদিমণি, একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া সুমিত্রা ঔৎসুক্যসহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় রে ?"

"এই যে বাইরেই।" বলিয়া দাসী হস্তের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া বারান্দা দেখাইয়া দিল।

তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া সুমিত্রা মাধবীকে দেখিতে পাইল। দেখিল, একটি সতের-আঠার বৎসর বয়সের সুন্দরী মেয়ে রেলিঙে ভর দিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেখা হইতেই উভয়ের প্রতি উভয়ের দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য নিবদ্ধ হইয়া গেল। সুমিত্রা এই সুদর্শনা অপরিচিতা তরুণীর দিকে বিস্মিত নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল, এবং মাধবী তাহার পরম কৌতূহলের

বস্তুটির অপরূপ রূপে মুগ্ধ হইয়া বাক্যহারা হইয়া গেল। তৎপরে একই সময়ে এই পরস্পরবিমুগ্ধ দুইটি তরুণীর মুখে প্রীতি-প্রসন্ন মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

মাধবীর শান্ত কমনীয় মূর্তি এবং খদ্দরের শুভ্র পরিচ্ছন্ন বেশ দেখিয়া সুমিত্রার মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সাগ্রহে সহাস্যমুখে সে বলিল, "এখানে দাঁড়িয়ে কেন? আসুন, আসুন, ভিতরে বসবেন চলুন।" বলিয়া মাধবীকে নিজ কক্ষে লইয়া সযত্নে বসাইল।

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে অসুবিধায় পড়িতে হইবে, তাই সুমিত্রাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার অবসর না দিবা মাধবী বলিল, "আমি এসেছি চরকা বিক্রি করতে। যদি দরকার থাকে তো দেখতে পারেন, আমার সঙ্গেই গাড়িতে চরকা আছে।"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া সুমিত্রা পরিচয়ের জন্যই প্রথমে ব্যগ্র হইল। বলিল, "আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

মাধবী মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিল যে, পারতপক্ষে পরিচয় না দিয়াই চরকা দিয়া যাইবে। তাই মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "খুব বেশি দূরে নয়, নিকটেই থাকি।"

"নিকটেই? আপনার নামটি জানতে পারি কি?"

মাধবী উত্তর দিল, "নাম আমার জানবার মত এমন কিছুই নয়। সাধারণ বাঙালী মেয়ের আর নামের পরিচয় কি বলুন?"

মাধবীর এই আত্মগোপনের প্রয়াস দেখিয়া সুমিত্রা মনে মনে একটু বিরক্তি বোধ করিল। বলিল, "তা হ'লেও সকলেরই একটা পরিচয় আছে তো! অবশ্য পরিচয় দেওয়া না-দেওয়া আপনার ইচ্ছে।"

একটু চিন্তা করিয়া মাধবী বলিল, "শুধু ইচ্ছেই নয়; দরকার ব'লেও তো একটা কথা আছে। আমার পরিচয় দেবার এমন কোনও দরকার আছে কি? আমি তো এসেছি শুধু চরকা বিক্রি করতে।"

আর কোনও আগ্রহ না দেখাইয়া সুমিত্রা বলিল, "না, দরকার কিছুই নেই, এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম। বাড়িতে কেউ এলে পরিচয় না নেওয়াটা অভদ্রতা; আবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিচয় নেওয়াও সেই অভদ্রতাই।" একটু

চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমার একটা চরকার দরকার আছে, কিন্তু—।" বলিয়াই সুমিত্রা থামিয়া গেল।

সুমিষ্ট হাস্য হাসিয়া মাধবী কহিল, "তবে আর 'কিন্তু' কি? আমার কাছ থেকে একটা চরকা নিন। খুব ভাল একখানা চরকা আমার আছে, বাজারে অমন চরকা সহজে পাবেন না।"

সহসা সুমিত্রা মাধবীর বাম স্কন্ধের উপর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল। তাহার 'পর মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "বাজারে পাওয়া যাবে না এমন চরকা আপনার কাছে আছে? আচ্ছা, তবে আনান, দেখি কি-রকম সে চরকা।"

সুমিত্রা উঠিয়া বারান্দায় গিয়া পূর্ব্বোক্ত পরিচারিকাকে আহ্বান করিল, এবং সে উপস্থিত হইলে মাধবীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "একে অনুগ্রহ ক'রে ব'লে দিন, কোন্ চরকাটা নিয়ে আসবে!"

পরিচারিকার দিকে চাহিয়া মাধবী বলিল, "কালো রঙের বার্নিশ-করা একটা চরকা আছে, সেইটে নিয়ে এস। আর ছোট একটা ডালা আছে, সেটাও।"

পরিচারিকা প্রস্থান করিলে সুমিত্রা মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "আপনাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতে ভয় হয়, পাছে বলেন—সে কথার কোনও দরকার নেই। তবুও একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—আপনাদের কি চরকার কারবার আছে?"

মাধবী কহিল, "না, কারবার ঠিক নেই। তবে মাঝে মাঝে ভদ্র পরিবারে আমরা চরকা বিক্রি ক'রে বেড়াই।"

কথাটা অসত্য নহে। সর্বপ্রথম যখন স্বদেশী-আন্দোলনের কালে চরকার প্রবর্তন হয়, তখন কোনও মহিলা-সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া মাধবী কখন-কখন অন্য মহিলাদের সহিত বাড়ি বাড়ি চরকা বিক্রয় করিয়া ফিরিয়াছে। সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া সে সুমিত্রার প্রশ্নের এই উত্তর দিল।

পুনরায় মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া সুমিত্রা কহিল, "দেখুন, আমি এই

প্রথম চরকা কিনছি। চরকা চালাতে আমি জানি নে। আপনি আমাকে চরকা চালানো শিখিয়ে দেবেন তো ?”

আগ্রহভরে মাধবী কহিল, “দেব বইকি। চরকা চালানো শিখিয়ে দিয়ে তবে আমি যাব।”

সুমিত্রা কহিল, “কিন্তু একদিনেই শিখে নিতে পারব? মাঝে মাঝে যদি দয়া ক'রে আপনি আসেন তা হ'লে বড ভাল হয়। তা নইলে বৃথা কিনে কি হবে বলুন ?”

মাথা নাড়িয়া মাধবী কহিল, ”না না, বৃথা হবে কেন? একদিন দেখিয়ে দিলেই আপনি বুঝে নিতে পারবেন। তারপর অভ্যাস করলে আপনিই আয়ত্ত হয়ে আসবে।”

দাসী চরকা ও ডালা লইয়া উপস্থিত হইল।

চরকাটা হাতে লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে সুমিত্রা বলিল, “বাঃ! বেশ চমৎকার দেখতে তো! আচ্ছা, কালো রঙ কেন দিয়েছেন?”

মাধবী উত্তর দিল, “কালো রঙ পেছনে থাকলে সাদা সুতো ভাল দেখা যায় ব'লে।”

চরকাটা দেখিতে দেখিতে দক্ষিণ দিকেব কোণে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ায় সুমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনই নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, “আচ্ছা, আমার নাম সুমিত্রা, তা আপনি জানেন ?”

সুমিত্রার কথা শুনিয়া মাধবী প্রথমটা বিমূঢ় হইয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল ; তাহার পর মৃদু হাসিয়া কহিল, “হ্যাঁ, তা জানি।”

“জানেন? তাই বুঝি চরকার কোণে আমার নামের প্রথম অক্ষরটা একেবারে খোদাই করিয়ে এনেছেন?” বলিয়া সুমিত্রা হাসিতে লাগিল।

চরকার দক্ষিণ কোণে সুরেশ্বর তাহার নামের আদ্যক্ষর ‘সু’ পরিচ্ছন্নভাবে ছুরি দিয়া খুদিয়া রাখিয়াছিল। সে কথা মাধবীর একেবারেই মনে ছিল না। সুমিত্রার প্রশ্নে মনে মনে বিশেষরূপে পুলকিত হইয়া সে বলিল, “ওটা আমি খোদাই করিয়ে আনি নি; ভগবানই খোদাই করিয়ে রেখেছেন। মিল যখন হবার হয় তখন এমনি ক'রেই হয়।’

"কি ক'রে হয় ?"

সহাস্যে মাধবী বলিল, "এমনি অক্ষরে অক্ষরে মিল হয়।"

মাধবীর কথা শুনিয়া সুমিত্রার মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহার পর তাহার হাস্যোদ্ভাসিত মুখ মাধবীর প্রতি তুলিয়া সে কহিল, "আবার, মানুষ যখন ধরা পড়ে তখন অজানতে এমনি ক'রেই ধরা পড়ে।"

সশঙ্কচিত্তে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "কে ধরা পড়ে ?"

সুমিষ্ট হাস্যে মুখখানা রঞ্জিত করিয়া সুমিত্রা বলিল, "মাধবী ধরা পড়ে। নিজের পরিচয় নিজের কাঁধে ব'য়ে এনে যে পরিচয় লুকোতে চেষ্টা করে, সে ধরা পড়ে।"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে মাধবী ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল; তারপর সহসা রহস্যের মর্মোদ্ঘাটন করিয়া নিজের দক্ষিণ স্কন্ধের উপর শাড়িতে বিদ্ধ সুবর্ণ ব্রোচের উপর হাত দিয়াই হাসিয়া ফেলিল। এই ব্রোচটিতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল—'মাধবী'। সজ্জা করিবার সময়ে অভ্যাসানুযায়ী সে যখন এই বহুব্যবহৃত অলঙ্কারটি পরিধান করিয়াছিল তখন একেবারেই খেয়াল হয় নাই যে, ইহার মধ্যে তাহার নাম লিখিত আছে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই দুইটি পরস্পর-প্রত্যাশী হৃদয় সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গেল। একই মাধ্যাকর্ষণ যেমন দুইটি বিভিন্ন স্রোতস্বতীকে টানিয়া টানিয়া সংযুক্ত করিয়া দেয়, তেমনই সুরেশ্বরের আকর্ষণ-শক্তি মধ্যবর্তী হইয়া এই দুইটি তরল প্রাণকে ক্রমশ নিকট হইতে নিকটতর করিয়া অবশেষে একেবারে এক করিয়া দিল। দুইটি ডালের দুইটি ছিন্ন-স্থল একত্র মিলিত হইলে যেমন কলমের জোড় লাগিয়া যায়, তেমনি সুরেশ্বরের সদ্য-অপমানজনিত যে ক্ষত এই দুইটি তরুণীর মর্মস্থলে ছিল তাহা একত্র হইবামাত্র দুইটি চিত্তকে সংযুক্ত করিয়া রস-প্রবহণ আরম্ভ হইয়া গেল। তাই মাত্র অর্ধঘণ্টাকাল পরেই এই দুইটি নবানুরাগিণীর মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হওয়া সম্ভবপর হইল।

সন্তোষপ্রফুল্ল মুখে সুমিত্রা বলিল, "তোমাকে দেখেই ভাই মাধবী, এমন একটা ভালবাসা প'ড়ে গিয়েছিল যে, কি বলব! তাই তুমি যখন নিজের

পরিচয় লুকোবার চেষ্টা করছিলে তখন ভারি রাগ হচ্ছিল। তার পর তোমার ব্রোচের উপর দৃষ্টি পড়তেই সব কথা পরিষ্কার হয়ে গেল। কেমন! এখন জব্দ তো?"

সুমিত্রাকে বাহুর মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া স্মিতমুখে মাধবী বলিল, "খুব জব্দ। কিন্তু এর চেয়েও অনেক বেশি জব্দ হব, যে-দিন তুমি আমাদের বাড়ি গিয়ে দাদার পাশে চেলী প'রে দাঁড়াবে।"

আরক্তমুখে মাধবীকে একটু ঠেলিয়া দিয়া সুমিত্রা বলিল, "যাও ভাই, তুমি বড় ফাজিল।"

মাধবী হাসিয়া বলিল, "জমার চেয়ে খরচ বেশি করলে ফাজিল হয়। আমি ভাই, কথা জমিয়ে রাখিতে পারি নে, খরচই বেশি ক'রে ফেলি। তা, তুমি যদি পছন্দ না কর তো মুখ বন্ধ ক'রে গম্ভীর হয়েই না-হয় থাকব।" বলিয়া কপট গাম্ভীর্যের ভান করিল।

ব্যস্ত হইয়া সুমিত্রা কহিল, "না না, তোমাকে মুখ বন্ধ ক'রে গম্ভীর হতে হবে না, কিন্তু তাই ব'লে যা-তা কথাও ব'লো না।"

মাধবী তেমনি গম্ভীরভাবে বলিল, "এসব কথাকে তুমি যা-তা কথা বল? দাদা তোমাকে ভালবাসেন, এ যা-তা কথা?"

"আঃ, আবার ঐ সব কথা!" বলিয়া সুমিত্রা মাধবীকে পুনরায় একটু ঠেলিয়া দিল।

"আচ্ছা, তবে থাক্, আর বলব না, মুখ বন্ধ করলাম। চল, তোমাকে চরকা চালানো শিখিয়ে দিই।" বলিয়া মাধবী উঠিয়া চরকা ও ডালা লইয়া ঘরের মেঝেতে একখানা গালিচার উপর উপবেশন করিল। সুমিত্রাও আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিল।

চরকার বিভিন্ন অঙ্গগুলির ক্রিয়া ও কার্য মাধবী একে একে সুমিত্রাকে বুঝাইতে লাগিল। তাহার পর চরকার লৌহশল্যে একটা তুলার পাঁজ যুক্ত করিয়া লইয়া সে দ্রুতগতিভরে রাশি রাশি সুতা কাটিয়া চলিল।

এত সহজে এরূপ সূতা প্রস্তুত হইতে দেখিয়া সুমিত্রা বিস্ময়ে ও উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিল।

"কি চমৎকার মাধবী! আমাকে শিখিয়ে দাও না ভাই। আমি পারব?"

স্মিতমুখে মাধবী বলিল, "দেশকে আর দাদাকে যে ভালবাসে তার হাতে চরকা ঠেকলেই স্থতো বেরুবে। তুমি দাদাকে ভালবাস স্থমিত্রা?"

মৃদু হাসিয়া স্থমিত্রা বলিল, "আবার আরম্ভ হ'ল? খুব মুখ বন্ধ করলে তো মাধবী!"

চরকার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া মাধবী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "তোমাদের বাড়ির জলের কলের প্যাঁচ ক্ষ'য়ে যেতে কখনও দেখ নি স্থমিত্রা? যতই টিপে দাও না কেন জল বেরোতেই থাকে, অবশেষে দড়ি দিয়ে না বাঁধলে আর জল বন্ধ হয় না। আমার মুখও যদি বন্ধ করতে চাও, তা হ'লে দড়ি দিয়েই বেঁধে দাও। কিন্তু চরকায় হাত দিয়ে আমি কখনও মিথ্যে কথাও বলি নে, ফাজিল কথাও বলি নে। এই চরকা সম্বন্ধে আমি যে কথাটা বলব সেটা মন দিয়ে শোন।"

অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মাধবী আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "এই চরকাটি দাদার অতিশয় যত্নের জিনিস স্থমিত্রা। অনেক চরকা অনেক দিন ধ'রে বেছে বুছে এটি তিনি মনের মত ক'রে নিয়েছেন। এ চরকায় তিনি কাউকে হাত দিতে দেন না; কিন্তু তোমার হাতে এটি চিরদিনের জন্যে তিনি দান করেছেন। এ চরকাটি তুমি যত্নে রেখো, আর কাজে লাগিয়ো।"

তাহার পর পুনরায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চরকা চালাইতে চালাইতে মাধবী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "তোমার ব্যবহারের শাড়ি করবার জন্যে এই চরকায় দাদা এই কয়েক দিনে কত স্থতো কেটে রেখেছেন, তা আর কি বলব! দাদা ভারি চাপা মানুষ, আমার ঠিক উল্টো, কোন কথাই বলতে চান না। কিন্তু তোমাকে তাঁর এই অতি যত্নের চরকাটি দেওয়াতে আমি নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছি, কত গভীরভাবে তিনি তোমাকে ভালবাসেন!"

তাহার পর সহসা চরকা বন্ধ করিয়া স্থমিত্রাকে জড়াইয়া ধরিয়া মাধবী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "এ কি স্থমিত্রা! তুমি কাঁদছ কেন ভাই? তোমার মনে এমন দুঃখ হবে জানলে আমি কখনই এ-সব কথা তোমাকে বলতাম না!"

এ অনুতাপ-প্রকাশে অশ্রু কিন্তু কিছুমাত্র বাধা না মানিয়া বাড়িয়াই গেল। তখন ব্যস্ত হইয়া মাধবী সুমিত্রাকে শান্ত করিতে লাগিল।

সুমিত্রা প্রকৃতিস্থ হইলে মাধবী আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "তোমার দুঃখ আমাকে জানাবে না ভাই সুমিত্রা?"

অশ্রু মার্জিত করিয়া সুমিত্রা মৃদু হাসিয়া কহিল, "আজ তুমি প্রথম এসেছ, আজ তোমার সঙ্গে দুঃখ ভাগ করা ঠিক হবে না, ভাই। তুমি আমাকে চরকা চালানো শিখিয়ে দাও।"

মাধবী কিন্তু তেমন পাত্রীই নহে। ধীরে ধীরে সমস্ত কথাই সুমিত্রার নিকট হইতে জানিয়া লইল।

সমস্ত শুনিয়া চিন্তিত হইয়া মাধবী ক্ষণকাল ভাবিতে লাগিল। তাহার পর সুমিত্রার দিকে চাহিয়া প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, "নাঃ, এ কিছুতেই হতে দেওয়া হবে না। যদি দরকার হয় বিমানবাবুকে আমি নিজে অনুরোধ করব যাতে তিনি তোমাকে বিয়ে করতে রাজী না হন। বিমানবাবু ভদ্রলোক, কখনই তিনি এ বিষয়ে অবিবেচনার কাজ করবেন না।"

উৎকণ্ঠিত হইয়া সুমিত্রা বলিল, "না না, মাধবী, বিমানবাবুকে তুমি কোনো কথা ব'লো না। তাতে খারাপ হবে।"

মাধবী বলিল, "বেশ, তা হ'লে তুমি নিজে শক্ত হ'য়ো। তুমি যদি শক্ত হয়ে হাল ধরতে পার সুমিত্রা, আমি ঠিক দাঁড় বেয়ে তোমাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে পারি।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া এবং চরকা চালানোর কৌশল সুমিত্রাকে যথাসম্ভব শিখাইয়া দিয়া মাধবী প্রস্থান করিল।

যাইবার সময়ে দুই বাহুতে সুমিত্রার গলবেষ্টন করিয়া ধরিয়া সে বলিয়া গেল, "আমি তোমার আজীবন সুখ-দুঃখের সখী হলাম সুমিত্রা। দরকার হ'লেই মনে ক'রো।"

মাধবী প্রস্থান করিলে সুমিত্রার মনে হইল, তাহার বদ্ধ-জমাট ঘরের জানালা খোলা পাইয়া হঠাৎ যেন বসন্তের এক ঝলক অবাধ উদ্দাম হাওয়া

বহিয়া চলিয়া গেল। শুধু বহিয়াই গেল না, তাহার মন-নিকুঞ্জে সহস্র কোরক ফুটাইয়া দিয়া গেল, তাহার চিত্তবীণায় সুগভীর ঝঙ্কার জাগাইয়া অন্তর্হিত হইল।

অননুভূতপূর্ব আবেশে সুমিত্রার মন আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। সুরেশ্বরের নামের প্রথম অক্ষর যে তাহার নামেরও প্রথম অক্ষর, তাহা এ পর্যন্ত এমন ভাবে একদিনও মনে হয় নাই। চরকার সম্মুখে বসিয়া সেই সযত্নক্ষোদিত অক্ষরটার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সুমিত্রার মন দুলিতে আরম্ভ করিল। মনে হইল, তাহা যেন শুধু বর্ণমালার একটি অক্ষরমাত্রই নহে, যেন প্রবল শক্তিসম্পন্ন কোন বীজমন্ত্র।

ক্ষণকাল তন্দ্রাবিমুগ্ধ থাকার পর সুমিত্রা অঞ্চলে গলদেশ বেষ্টিত করিয়া চরকায় মাথা ঠেকাইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিল। তাহার পর তাহার পড়িবার টেবিলের এক দিক মুক্ত করিয়া সযত্নে চরকাটি তথায় উঠাইয়া রাখিল।

২১

বিমানবিহারী প্রস্থান করিলে সুরেশ্বর ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল; তাহার পর পুনরায় ইংরেজী প্রবন্ধের প্রূফটা বাহির করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ইতস্তত-বিচরণশীল বিক্ষিপ্ত মনকে চেষ্টা করিয়াও কার্যের মধ্যে কোনমতে নিযুক্ত করিতে না পারিয়া বিরক্তিভরে কাগজপত্রগুলাকে ঠেলিয়া রাখিয়া দিল। ভুল সংশোধন করিতে গিয়া অন্যমনস্কতাবশত দুই-চারিটা নূতন ভুলই হইয়া গিয়াছিল। প্রবন্ধের একটা অংশ পাঠ করিতে করিতে রচনাটা এমন নীরস ও নিকৃষ্ট বলিয়া মনে হইল যে, একবার তাহার ইচ্ছা হইল প্রবন্ধটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু দুই দিন পরের সংবাদপত্রের জন্য প্রবন্ধটা নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে বলিয়া ছিঁড়িতে পারিল না।

মাধবী ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই সুরেশ্বর গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল, এবং সংবাদপত্রের কার্যালয়ে উপস্থিত হইয়া সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার প্রবন্ধ ও প্রূফ ফেরত দিল।

সসম্মানে সুরেশ্বরকে সম্পাদক বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সবটা দেখা হয়ে গিয়েছে ?"

মাথা নাড়িয়া সুরেশ্বর বলিল, "না, সবটা দেখতে পারি নি ; খানিকটা বাকি আছে। সেটা আপনি দেখে দেবেন।"

"কিছু বদলাবার আছে কি ?"

"না, তা কিছু নেই।" তাহার পর একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "দেখুন, আমার এ প্রবন্ধটা তেমন ভাল হয় নি। এটা না ছাপলে কি চলবে না ?"

ব্যগ্র হইয়া সম্পাদক কহিলেন, "না, তা কি ক'রে চলবে ? এ প্রবন্ধের জন্যে পরশুর কাগজে দু কলম জায়গা রাখা আছে ; তা ছাড়া প্রবন্ধ খুব ভালই হয়েছে।"

মনে মনে বিরক্ত হইয়া সুরেশ্বর বলিল, "তা যদি হয়ে থাকে তো ছাপুন।"

সংবাদপত্র-কার্যালয় হইতে নির্গত হইয়া সে মানিকতলা স্ট্রীটে তাহার তাঁতঘরে উপস্থিত হইল। একটা ভিন্ন সব তাঁতই তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁতগুলা দেখিতে লাগিল।

অধিকাংশ তাঁতেই শাড়ি প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত হইয়া সে কহিল, "সব তাঁতেই শাড়ি চড়িয়েছ কেন ? বাংলা দেশের পুরুষ-মানুষেরা কি ধুতি পরা ছেড়ে দিয়েছে ?"

সুরেশ্বরের ভৎ'সনা শুনিয়া অতুল অগ্রসর হইয়া আসিয়া নম্রকণ্ঠে কহিল, "এ সব শাড়িই তো আপনার হুকুমে চড়ানো হয়েছে বাবু। মথুরের নক্শা আর উপদেশমত এগুলোতে পাড় তোলা হচ্ছে।"

মথুর ঢাকা হইতে আনীত নূতন তাঁতী।

এই মৃদু প্রতিবাদে প্রকৃত কথা স্মরণ হওয়ায় সুরেশ্বর মনে মনে অপ্রতিভ হইল। কয়েক দিন পূর্বে, আকাশের স্বচ্ছ নীলিমায় নবসূর্য-রক্তিমা-প্রবেশের মত, তাহার স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশসেবার মধ্যে সুমিত্রাজনিত নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার হওয়ার পর কেমন করিয়া তাহার প্রত্যক্ষ অনুভূতির অগোচরে একে একে অধিকাংশ তাঁতে ধুতির স্থান শাড়ি অধিকার করিয়াছে তাহা তাহার মনে পড়িল। মনে পড়িল, বিগত তিন-চার দিবসের মধ্যে যখনই কোন

একটা তাঁত মুক্ত হইয়াছে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের হিসাব না করিয়া নূতন নক্‌শার পাড় করাইবার আগ্রহে সে তাহাতে শাড়ি চড়াইবার আদেশ দিয়াছে।

সে-সকল কথা স্মরণ হওয়ায় এই অকারণ অন্যায় তিরস্কারের জন্য মনে মনে অপ্রতিভ এবং বিরক্ত হইয়া সুরেশ্বর বলিল, "আচ্ছা, যা হয়েছে তা হয়েছে, এখন থেকে আগেকার হিসাবে ধুতি আর শাড়ি করবে।"

এ আদেশে অতুল মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "যে আজ্ঞে।" ধুতি উপেক্ষা করিয়া শাড়ি প্রস্তুত করিবার বিষয়ে এই অপরিমিত উৎসাহ তাহার মনঃপূত ছিল না।

মথুর অগ্রসর হইয়া বলিল, "বাবু, মিহি সুতো অনেকটা জমা হয়ে গিয়েছে। আপনি বলেছিলেন শাড়ির পাড়ের প্যাটার্ন পছন্দ ক'রে দেবেন।"

বিরক্ত হইয়া সুরেশ্বর রুক্ষস্বরে বলিল, "আমিই যদি পছন্দ ক'রে দেব তা হ'লে তোমাকে এত মাইনে দিয়ে ঢাকা থেকে আনলাম কেন?"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া মথুর সবিনয়ে কহিল, "কিন্তু বাবু, আপনিই তো আদেশ ক'রেছিলেন যে, আপনি প্যাটার্ন পছন্দ ক'রে দিলে তবে মিহি সুতো তাঁতে চড়বে।"

সুরেশ্বর নরম হইয়া বলিল, "সে আমার আর সময় হবে না মথুর। তুমি নিজেই বাজার-পছন্দ কয়েক রকম প্যাটার্ন পাড় ক'রে নিও।"

মথুর বলিল, "যে আজ্ঞে, তাই ক'রে নেব।" তাহার পর একটু ইতস্তত করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আর এক জোড়া যে ফরমাইস ছিল সুমিত্রা দেবীর নাম লেখা, সেটা হবে কি?"

সুরেশ্বর প্রস্থানোদ্যত হইয়াছিল, মথুরের প্রশ্নে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "এক জোড়ার দরকার নেই, তবে একখানা দরকার হতে পারে। একখানা বেশ ভাল ক'রে ক'রে রেখো।"

"যে আজ্ঞে।"

আরও কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া ও কয়েকটা প্রয়োজনীয় ব্যাপারে উপদেশ দিয়া সুরেশ্বর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

মাধবী ফিরিয়া আসিয়া পর্যন্ত সুরেশ্বরের সহিত সাক্ষাতের জন্য ব্যগ্র হইয়া ছিল। সুমিত্রাকে চরকা দিয়া আসিতে পারিয়াছে সে-সংবাদ দিবার অধীরতা তো ছিলই, তাহা ছাড়া সুমিত্রার সহিত তাহার যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা জানাইবার আগ্রহও কম ছিল না।

কিন্তু সুরেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে যখন তাহার সে দিনের অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ দিতে উদ্যত হইল, তখন সুরেশ্বর তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "আজ নয় মাধবী, কাল বলিস, সব শুনব। আজ একটু ব্যস্ত আছি।"

এ বিষয়ে সুরেশ্বরের এরূপ অনাগ্রহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "কিসে ব্যস্ত দাদা?"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "কোনো কাজ নিয়ে ব্যস্ত নই,—এমনি মনে মনে একটু ব্যস্ত আছি। কাল সব শুনব। চরকাটা দিয়ে এসেছিস তো?"

সমস্ত কাহিনাটা বাদ দিয়া শুধু সংবাদটুকু দিতে মাধবী ব্যথিত হইল। ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "তা তো দিয়ে এসেছি, কিন্তু কথা যে অনেক ছিল!"

"সে সব কাল শুনব মাধবী।" বলিয়া সুরেশ্বর প্রস্থান করিল।

রাত্রে বহুক্ষণ জাগিয়া সুরেশ্বর নানাপ্রকার কার্যে ব্যাপৃত রহিল। কয়েকখানা প্রয়োজনীয় চিঠি লিখিবার ছিল, সেগুলা লিখিয়া শেষ করিল; তাঁতশালা এবং অপর দুই-একটা বিষয়ের হিসাব দেখিবার ছিল, সেগুলি একে একে মিলাইয়া দেখিয়া রাখিল; এবং একটা প্রবন্ধের শেষাংশ লিখিতে বাকি ছিল, তাহাও লিখিয়া ফেলিল।

সন্ধ্যার পূর্বে সুরেশ্বর কোন কার্যেই মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছিল না, কিন্তু রাত্রে এ কার্যগুলি সে নিরুপদ্রবে সম্পন্ন করিল। অতর্কিতে দমকা-ঝড়-খাওয়া নৌকার মত নিরুপায়ভাবে তাহার যে মন ভাসিয়াই চলিয়াছিল, ক্ষণকালের জন্য তাহা হালের ও পালের অধীনতায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু দীপ নিবাইয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিবামাত্র পুনরায় তাহা আবর্তের মধ্যে পাক খাইতে আরম্ভ করিল।

মনে হইতেছিল, যেন মস্ত একটা ক্ষতি হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কোন্ দিক

দিয়া, কেমন করিয়া যে তাহা হইয়া গেল, তাহা কিছুতেই নির্ণীত হইতেছিল না। যে বস্তু কখনও অধিকারের অন্তর্গত হয় নাই তাহা হইতে অধিকার-চ্যুতির কোন কথা উঠিতে পারে না; কিন্তু তথাপি অধিকারচ্যুতির এ বেদনা কেমন করিয়া হৃদয় জুড়িয়া জাগিল, তাহা সুরেশ্বরের নিকট অভেদ্য রহস্যের মত মনে হইতেছিল। যুক্তি, কারণ, বিচার ও বিতর্ক বর্জিত ক্ষতিবোধের এই অর্থবিহীন পীড়া তাহার ন্যায়নিষ্ঠ সবল চিত্তকে একই মাত্রায় বিক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত করিতে লাগিল। সে তাহার হৃদয়ের সমস্ত শক্তি এবং বুদ্ধি সঞ্চিত করিয়া এই অসঙ্গত লোভের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন ভাসিয়া উঠিবার জন্য যতই চেষ্টা করে ততই ডুবতে থাকে, তেমনি সুরেশ্বর তাহার দুরপনেয় মানসিক সঙ্কট হইতে মুক্ত হইবার জন্য যতই নিজেকে সবল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগল ততই ক্রমশ বল হারাইতে লাগিল।

২২

প্রত্যূষে সুরেশ্বরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঘরের একটা জানালা উন্মুক্ত ছিল। দেখিল, সেখান দিয়া উষার স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকধারা প্রবেশ করিয়া সমস্ত ঘরখানি ভরিয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া বাকি জানালাগুলা খুলিয়া দিয়া বসিল।

নিদ্রাভঙ্গের পর সে অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছিল। প্রভাতের সুনির্মল শীতলতায় কিছুক্ষণ ধরিয়া স্নিগ্ধ হাওয়ার পর সে তাহার হৃদয়ের অপসৃত শক্তিগুলি একে একে ফিরিয়া পাইতে লাগিল। কাল যাহা জ্বলিয়া পুড়িয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল, আজ তাহারই ভস্ম লেপন করিয়া তাহার বৈরাগ্যবিকল মন এই হিমস্নাত প্রভাত-আলোকের উপর ভর দিয়া সারা বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিল। যে বিফলতা ধূমের আকার ধারণ করিয়া কাল সমস্ত চিত্তে নিবিড় কালিমা লেপন করিয়াছিল, আজ তাহা সফলতার মেঘরূপে বৃষ্টিধারায় নামিবার উপক্রম করিল।

ক্ষণপরে নিত্যকর্ম অনুসারে সূতা কাটিবার জন্য সুরেশ্বর চরকা-ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মাধবী তাহার পূর্বেই তথায় উপস্থিত হইয়াছে।

সুরেশ্বরকে দেখিয়া মাধবী বলিল, "আজ শুনবে তো দাদা?"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "কাল রাত্রে তোর ঘুম হয়েছিল মাধবী?"

সুরেশ্বরের কথায় হাসিয়া ফেলিয়া মাধবী কহিল, "ভাল হয় নি।" তাহার পর তাহার হাস্যোদ্ভাসিত মুখ সুরেশ্বরের প্রতি উত্থাপিত করিয়া কহিল, "তোমারই কি হয়েছিল?"

সুরেশ্বরের যে ঘুম হয় নাই, তাহা অবিসংবাদী সত্য; কিন্তু কি কারণে হয় নাই তাহা প্রকাশ না করিয়া সে বলিল, "সুমিত্রাদের বাড়ি তুই কি কাণ্ড ক'রে এসেছিস, সে ভাবনায় আমার কাল রাত্রে ঘুম না হবারই কথা।"

স্মিতমুখে মাধবী কহিল, "কিন্তু যে কাণ্ড ক'রে এসেছি তা শুনলে আজ রাত্রেও তোমার ঘুম হবে না;—তবে ভাবনায় নয়, নির্ভাবনায়।"

মাধবীর এ আশ্বাসে সুরেশ্বর কিছুমাত্র আশ্বস্ত হইল না। শঙ্কিত হইয়া শুষ্কমুখে সে কহিল, "কি ক'রে এসেছিস মাধবী?"

মাধবী হাসিয়া বলিল, "ভয় পেয়ো না, ভয় পাবার মত কিছু করি নি। যা করেছি ভালই করেছি।"

তাহার পর, সুমিত্রাদের বাড়ি যেমন যেমন ঘটিয়াছিল, আনুপূর্বিক সকল কথা সে সুরেশ্বরকে শুনাইল।

সব কথা শুনিয়া সুরেশ্বর ক্ষণকাল বিমূঢ়ভাবে মাধবীর প্রতি চাহিয়া রহিল; তাহার পর ব্যথিত-গভীর কণ্ঠে কহিল, "যা হবার, তা দেখছি কেউ আটকাতে পারে না। কাল যদি তোকে পাঠাতে আধ ঘণ্টা দেরি করি মাধবী, তা হ'লে আর কোনো অনিষ্ট হয় না।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া মাধবী বিস্মিত হইয়া কহিল, "অনিষ্ট আবার কার কি হ'ল দাদা?"

বিরক্তিবিরূপ কণ্ঠে সুরেশ্বর কহিল, "কতকগুলো অন্যায় কথা ব'লে সুমিত্রার অনিষ্ট ক'রে এসেছিস তো?"

নিশ্চিন্ত হইয়া মাধবী বলিল, "ও, এই কথা! আচ্ছা, কখনো যদি

সুমিত্রার সঙ্গে দেখা হয় তা হ'লে তাকেই জিজ্ঞাসা ক'রো যে, তার অনিষ্ট করেছি, কি ইষ্ট করেছি! কিন্তু এখনও সত্যি সত্যিই তার কোনো ইষ্টই করতে পারি নি। যে'দিন তোমার সঙ্গে—"

মাধবীকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া সুরেশ্বর অপ্রসন্ন কণ্ঠে ব'লয়া উঠিল, "অন্যায়! ভারি অন্যায় মাধবী! তুই একেবারে ছেলেমানুষ! কোন্ কথা কখন্ বলা যায় আর কখন্ বলা যায় না, তাও কি বুঝিস নে?"

মাধবী বলিল, "তা বুঝি, কি বুঝি নে, বলিতে পারি নে। কিন্তু অন্যায় যদি হয় তো তা কার অন্যায় দাদা? আমার, না, সুমিত্রার? সে যদি নিজ মনে তোমাকে—।" বাকি কথা মাধবীর মুখ হইতে নির্গত হইল না; কতকটা লজ্জায় এবং কতকটা কৌতুকে সে হাসিয়া ফেলিল।

উৎকণ্ঠা-গভীর স্বরে সুরেশ্বর কহিল, "কাল এইরকম যা-তা কথা ব'লে সুমিত্রার অনিষ্ট ক'রে এসেছিস; আজ আবার সেই রকম ক'রে আমার অনিষ্ট করবার ফন্দিতে আছিস? এ বাস্তবিকই ভাল নয় মাধবী।"

এবার মাধবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "'অনিষ্ট' 'অনিষ্ট' তুমি যে কি বলছ, আমি তা কিছুই বুঝতে পারছি নে দাদা। সুমিত্রার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিমানবাবুর সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ে হ'লে সুমিত্রারই ইষ্ট হবে, না, তোমারই হবে?

মাধবীর এই কঠিন প্রশ্নে সুরেশ্বর প্রথমে বিমূঢ় হইয়া গেল, তাহার পর দ্বিধাশিথিল কণ্ঠে কহিল, "ইষ্ট যে হবে না, তা কি ক'রে বলছিস মাধবী? কিসে ইষ্ট হবে আর কিসে অনিষ্ট হবে, তা চট ক'রে ঠিক ক'রে ফেলা কি সহজ কথা রে?"

সুরেশ্বরের এই অতর্কিত শিথিল তর্কে সুবিধা পাইয়া মাধবী দৃঢ়ভাবে বলিল, "তাই যদি, তবে তুমি এতক্ষণ ইষ্ট আর অনিষ্টের কথা তুলেছিলে কেন? কি ক'রে তুমি বলছিলে যে, কাল আমি সুমিত্রার অনিষ্ঠ ক'রে এসেছি আর আজ তোমার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করছি?"

মাধবীকে সুরেশ্বর নিরস্ত ক'রতেই চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তর্কের সুযোগে মাধবী এমন একটা সুবিধাজনক ঘাঁটি অধিকার করিল দেখিয়া সে তর্কের পথ

পরিত্যাগ করিয়া অনুরোধের দ্বারা মাধবীকে শান্ত করিতে উদ্যত হইল। বলিল, "মানুষের সুখদুঃখ এমন জটিল বিধি-নিয়মে চলে যে, তার ওপর কোন-রকম জোর-জবরদস্তি করতে নেই মাধবী। সহজে আপনা-আপনি যা গ'ড়ে ওঠে সেইটেই আদত জিনিস, আর তাই থেকেই তাই শুভ ফল পাওয়া যায়।"

এ কথায় মাধবী কিছুমাত্র নিরুৎসাহিত না হইয়া বলিল, "তাই যদি, তা হ'লে সুমিত্রার মার জবরদস্তিতে কি শুভ ফল পাওয়া যাবে, বল দেখি?"

সুরেশ্বর বলিল, "শুধু সুমিত্রার মার জবরদস্তির কথাই ভাবছিস কেন মাধবী? এর মধ্যে বিমান তার সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জড়িয়ে আছে। বিমানকে একেবারে ভুলিস নে।"

সজোরে মাধবী বলিল, 'বিমানবাবুকে ভুলব না, কিন্তু সুমিত্রাকে ভুলে যাব? তার বুঝি কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ নেই? তারপর, তোমার কথাও ভুলে যাব? মনে রাখব শুধু বিমানবাবুর সুখ-দুঃখের আর সুমিত্রার মার সাধ-আহ্লাদের কথা?"

সুমিত্রার কথায় চকিত হইয়া উঠিয়া সুরেশ্বর বলিল, "তোর বড় স্পর্ধা বেড়েছে মাধবী! তুই আমাকেও এর মধ্যে এমন ক'রে জড়াচ্ছিস কেন, বল্ দেখি?"

সুরেশ্বরের তিরস্কারে সামান্য অপ্রতিভ হইয়া মাধবী কহিল, "রাগ ক'রো না দাদা, কিন্তু এ ব্যাপার থেকে তুমি দূরে স'রে দাঁড়ালে চলবে না। সুমিত্রা আমার কাছ থেকে কাল যে আশ্বাস পেয়েছে তা যেন একেবারেই মিথ্যা না হয়। আমার কথা বিশ্বাস কর, বিমানবাবুর সঙ্গে তার বিয়ে হ'লে তুমি যে শুভ ফল বলছিলে তা ফলবে না। জুলুম-জবরদস্তি যদি বাস্তবিকই অন্যায় হয়, তা হ'লে জবরদস্তি থেকে সুমিত্রাকে রক্ষা কর। একবার তাকে গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে, এবার তাকে তার মার হাত থেকে বাঁচাও।"

মাধবীর এই সনির্বন্ধ সকাতর প্রার্থনায় সুরেশ্বর মনে মনে বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু তখনই নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, "না মাধবী, আমি এর মধ্যে নিজেকে জড়াব না। তুইও একেবারে এ ব্যাপার থেকে তফাত হয়ে থাকিস। সাপ নিয়ে খেলানোর চেয়ে মানুষ

দিয়ে খেলা করা অনেক বিপজ্জনক। জয়ন্তী, সুমিত্রা আর বিমান—এ তিনজন মানুষকে খেলানো আমার কাজ নয়। এ অকাজের চর্চায় আর সময় নষ্ট না ক'রে আয় আমাদের যা কাজ তা একটু করি।"

তাহার পর উপস্থিতের মত এ প্রসঙ্গ বন্ধ রাখিয়া ভ্রাতাভাগিনী দুইজনে দুইখানি চরকা লইয়া সূতা কাটিতে আরম্ভ করিল।

২৩

একদিন প্রত্যুষে সুরেশ্বর ও মাধবী তাহাদের চরকা-ঘরে বসিয়া চরকা কাটিতেছিল, এমন সময়ে পথে কে ডাকিল, "সুরেশ্বর, বাড়ি আছ ?"

সুরেশ্বর উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বিস্মিত হইল। দেখিল, সজনীকান্ত পথে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

তাড়াতাড়ি নামিয়া গিয়া বৈঠকখানার দ্বার খুলিয়া সজনীকান্তকে সযত্নে ভিতরে আনিয়া বসাইল।

"কবে এলেন ?"

একমুখ হাসি হাসিয়া সজনীকান্ত কহিল, "এলাম ছুটি হতেই। কাল বিকেলে এসেছি। তারপর, তুমি আর আমাদের ওখানে যাও না কেন, বল দেখি ? আছ কেমন ? শরীর কিছু খারাপ নেই তো ?"

সজনীকান্তর প্রশ্নের প্রথমাংশের কোনও উত্তর না দিয়া সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "না, শরীর ভালই আছে।"

"শরীর ভাল আছে, তা হ'লে যাও না কেন ?"

সোজাসুজি কোনও উত্তর না দিয়া সুরেশ্বর বলিল, "আপনি তো সবেমাত্র কাল এসেছেন, তা হ'লে কি ক'রে জানলেন যে, আমি যাই নে ?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সজনীকান্ত বলিল, "একটা সমুচা জেলার লোক নিয়ে কারবার করি, আর এটুকু বুঝতে পারব না ? তুমি কি মনে কর আমরা সব কথা শুনেই বুঝি ?—না, দেখেই বুঝি ?" বলিয়া সজনীকান্ত সপুলক অহঙ্কারের সহিত সুরেশ্বরের দিকে স্মিতমুখে চাহিয়া রহিল।

সজনীকান্তর এই আত্মাভিমানে পুলকিত হইয়া সুরেশ্বর বলিল, "তা হ'লে কেন যাই নে তাই বা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন? তাও তো আপনি না শুনেই বুঝে নিতে পারেন?"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সজনীকান্তর ওষ্ঠাধরে গর্বের কঠোর হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "তাই বুঝতে পারি নি, মনে করছ নাকি? কেন যাও না, বলব, শুনবে?"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "আমি তো জানিই, আমাকে আর ব'লে কি হবে?"

সজনীকান্ত কিন্তু সুরেশ্বরের এ অনাগ্রহ প্রকাশে নিবৃত্ত না হইয়া সদর্পে কহিল, "দিদির দুর্ব্যবহারের জন্যে যাও না। বল, ঠিক বলেছি কি না?"

সুরেশ্বরের মুখ নিমেষের জন্য রঞ্জিত হইয়া উঠিল। মুহূর্তকাল নীরব থাকিয়া সে শান্ত সুদৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন সজনীবাবু, আমি এসব আলোচনায় যোগ দিতে অক্ষম।"

হাসিয়া উঠিয়া সজনীকান্ত বলিল, "তুমি ভদ্রলোক, তুমি এ কথা মুখের কথায় স্বীকার করবে না তা আমি জানি। কিন্তু মনে মনেই বুঝতে পারছ, ঠিক বলেছি কি-না আমি। তা ব'লে যেন মনে ক'রো না যে কেউ আমাকে এ কথা বলেছে তবে আমি জেনেছি। আমরা হাকিম চরিয়ে খাই সুরেশ্বর। বুঝলে? ডান হাত পাতি ডিক্রীদারের কাছে, বাঁ হাত পাতি দেনদারের কাছে, আর চোখ রাখি হাকিমের ওপর।"

সজনীকান্তর এই যুক্তি ও যোজনাবিহীন আস্ফালনের কোনও প্রতিবাদ না করিয়া সুরেশ্বর নীরবে হাসিতে লাগিল।

সজনীকান্ত বলিতে লাগিল, "পূজোর ছুটিতেই যাবার সময়ে দিদির একটু ভাবান্তর দেখে গিয়েছিলাম। এবার এসে তোমাকে দেখতে না পেয়ে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করায় আসল কথাটা কেউ বললে না। দিদি বললেন, 'কেন আসে না তা বলতে পারি নে'; সুমিত্রা বললে, 'কেন আসেন না সে কথা বলবার মত নয়'; আর ঘোষ মশায় বললেন, 'কেন আসে না সে কথা না বলাই ভাল'। কিন্তু শাক দিয়ে কি আর মাছ ঢাকা যায় সুরেশ্বর? আসল

কথাটা আমি ধরতে পেরেছি কি-না তুমিই তার সাক্ষী।” বলিয়া সজনীকান্ত হাসিতে লাগিল।

এবারও সুরেশ্বর কোনও কথা না বলিয়া নীরবে রহিল।

সজনীকান্ত বলিয়া চলিল, “কিন্তু যাই বল সুরেশ্বর, তোমার ওপর দিদির রাগ হতেই পারে। আহা, বেচারী কত কষ্ট ক'রে একটি হাকিম পাত্র জুটিয়েছে, আর তুমি মেয়েটির কানে কি-এক ফুস্-মন্তর ঝেড়ে দিয়ে বিষম গোলযোগ বাধিয়াছ! যে ছিল ছেলেবেলা থেকে পুরোদস্তুর মেম-সাহেব, সে হয়ে গেল একেবারে যোগিনী! পিয়ানো আর হার্মোনিয়ম বাজিয়ে বাজিয়ে যে লোকের কান ঝালাপালা ক'রে দিত, সে এখন দিনরাত একটা চরকা নিয়ে ব'সে চরোর্-চরোর্ করছে। দিদি তো ক্ষেপে ওঠবার মত হয়েছেন। আমার মনে হয় রোজ সকালে অন্তত একবার ক'রে তোমাকে অভিশাপ না দিয়ে দিদি বোধ হয় জলস্পর্শ করেন না।” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল।

সজনীকান্তর মুখে সুমিত্রার বর্ণনা শুনিয়া সুরেশ্বরের যত্নাবরুদ্ধ হৃদয় নিমেষের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনই সে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া মৃদু হাস্যের সহিত কহিল, “তার জন্যে আর আপনার দিদির বিশেষ দোষ কি বলুন? দেশের আর বিদেশের সমস্ত লোকই তো প্রত্যহ অপরিমিত পরিমাণে ও-জিনিসটা আমাদের দিচ্ছে।”

সজনীকান্ত বলিল, “দেবে না কেন সুরেশ্বর? তোমরা যে দেশের সমস্ত লোককেই পাকে জড়িয়েছ! চাকরের চাকরি, উকিলের ওকালতি, ব্যবসাদারের বাণিজ্য, মাতালের মদ, ছেলেদের লেখাপড়া, কোন্ বিষয়ে তোমরা হস্তারক হও নি, বল? এমন কি বিয়ের পাত্রীটি পর্যন্ত তোমাদের জুলুম থেকে রক্ষা পেলে না।” বলিয়া পুনরায় সে হাসিতে লাগিল।

সজনীকান্তর শেষ কথায় সুরেশ্বরের মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্যটুকু, দিনান্তকালীন সূর্যাস্তপ্রভার মত, দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল। কথাটার সত্য মিথ্যা পরীক্ষা না করিয়াই এই কথা ভাবিয়া তাহার মন একটা অপরিসীম ক্ষোভে ভরিয়া উঠিল যে, যেমন করিয়াই হউক বিমান ও সুমিত্রার মধ্যে

আবির্ভূত হইয়া সে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার জন্য সে কতটা দায়ী, কার্য-কারণের মধ্যে তাহার কতখানি যোগ আছে, সমগ্র ব্যাপারটার লাভ-লোকসান ন্যায়-অন্যায়ের কি হিসাব—এ সকল বিচারের মধ্যে প্রবেশ করিতে তাহার একেবারেই প্রবৃত্তি হইল না; শুধু যাহা একান্ত সত্য, ঘটনারূপে যাহা অনুপেক্ষণীয়, তাহারই কথা মনে করিয়া সুরেশ্বর অন্তরের মধ্যে একটা দুঃসহ গ্লানি ভোগ করিতে লাগিল।

সুরেশ্বরের মুখে ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সজনীকান্ত সহাস্যমুখে বলিল, "রাগ করলে নাকি হে সুরেশ্বর? তুমি কিছু মনে ক'রো না, আমি পরিহাস করছিলাম।"

ফিকা হাসি হাসিয়া সুরেশ্বর কহিল, "না না, রাগ করব কেন? দুঃখিত হবার কথায় রাগ করলে চলবে কেন?"

সুরেশ্বরকে প্রবোধ দিবার অভিপ্রায়ে সজনীকান্ত বলিল, "দুঃখিত হবার কথাই বা কি ক'রে? মা যদি নিজের মেয়েকে সামলাতে না পারে তা হ'লে তুমিই বা কি করবে আর আমিই বা কি করব, বল?"

এ আলোচনা আর অগ্রসর হইতে না দিবার অভিপ্রায়ে সুরেশ্বর বলিল, "তা বটে।"

"সুরেশ্বর, আমার একটা অনুরোধ রাখবে?"

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সুরেশ্বর বলিল, "কি বলুন?"

"আজ সন্ধ্যাবেলা একবার আমাদের বাড়ি বেড়াতে যাবে?"

"আপনি তো জানেন আমি আজকাল আপনাদের বাড়ি যাই নে।"

"প্রতিজ্ঞা ক'রে নাকি?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "প্রকাশ্যভাবে এমন কিছু প্রতিজ্ঞা করি নি; কিন্তু প্রতিজ্ঞা না ক'রেও তো অনেক কাজই করি আর করি নে।"

এ উত্তরে অকারণ আশান্বিত হইয়া সজনীকান্ত নিবন্ধসহকারে বলিল, "তা, হ'লে যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে তো আজ একবার যেয়ো না।"

তেমনই স্মিতমুখে সুরেশ্বর বলিল, "আপত্তি শুধু তো আমারই নয়; অন্য লোকেরও আপত্তি থাকতে পারে তো?"

ব্যগ্রভাবে সজনীকান্ত কহিল, "তা যদি বল তো আমার খুব বিশ্বাস তুমি গেলে কেউ আপত্তি করবে না। সুমিত্রা তো বরং খুশিই হবে।"

সজনীকান্তর কথা শুনিয়া সুরেশ্বর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন সজনীবাবু, আপনি তা হ'লে সুমিত্রাকে ঠিক বোঝেন না। আমি গেলে তিনি কখনই খুশি হবেন না; আর তা যদি হন তা হ'লে আমি তাতে দুঃখিতই হব।"

বিমূঢ়ভাবে ক্ষণকাল সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সজনীকান্ত বলিল, "আমাকেও তুমি ক্ষমা ক'রো সুরেশ্বর, শুধু সুমিত্রাকে কেন, তোমাকেও আমি ঠিক বুঝি নে। তুমি গেলে, সুমিত্রা খুশি হ'লে তুমি দুঃখিত হবে আর সুমিত্রা দুঃখিত হ'লে তুমি খুশি হবে, এসব গোলমেলে কথার মানে আমি কিছুমাত্র যদি বুঝতে পারি। তোমার শিষ্যাটিও ঠিক তোমারই মত হেঁয়ালিতে কথা কইতে শিখেছে। তার কথা যেন আরও গোলমেলে। তুমি আর যাও না শুনে কাল যখন বললাম যে, তোমাকে আজ ধ'রে নিয়ে যাব, তখন সুমিত্রা কি বললে, শুনবে?"

সুরেশ্বরের মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে অন্য দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই ধীরে ধীরে বলিল, "আন্দাজি কথা না বলাই ভাল। যা আপনি নিজে ঠিক বুঝতে পারেন নি তা বলতে গিয়ে ভুল করতে পারেন।"

সজনীকান্ত হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তা বড় মিছে বল নি। তোমাদের কথার অর্থ বোঝাই ভার। আচ্ছা, সে কথা না হয় থাক্। তোমাকে যেতে বলছিলাম কেন, তা জান সুরেশ্বর?"

সুরেশ্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, তা তো জানি নে।"

সজনীকান্তর মুখে সকৌতুক হাস্য ফুটিয়া উঠিল। "যশোর থেকে সের পাঁচেক ছানাবড়া এনেছি,—খেয়ে দেখতে কেমন জিনিস!"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "যখন যত্ন ক'রে সেখান থেকে নিয়ে এসেছেন তখন বুঝতেই পারছি খুব ভাল জিনিস।"

প্রসন্নগম্ভীর কণ্ঠে সজনীকান্ত বলিল, "কত দাম পড়েছে জান?

একটু ভাবিয়া সুরেশ্বর বলিল, "দশ-বারো টাকা হবে।"

"একটি পয়সাও নয়, অথচ জিনিস একেবারে পয়লা কোয়ালিটির।" বলিয়া সজনীকান্ত মুগ্ধ অপলক নেত্রে সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার কথা হেঁয়ালি ব'লে অনুযোগ করছিলেন, কিন্তু আপনার কথা যে দুর্ভেদ্য হেঁয়ালি! পাঁচ সের ছানাবড়ার এক পয়সাও দাম নয়, অথচ পয়লা কোয়ালিটির—এ কি ক'রে হয়?"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া উচ্ছ্বসিত রবে হাসিয়া উঠিয়া সজনীকান্ত বলিল, "এই বোঝ! কিন্তু হয় খুব সহজেই। একজন ময়রার একটা ডিক্রীজারি করাবার আছে। তাকে বললাম যে, বড়দিনের ছুটিতে বোনের বাড়ি যাব কিছু ছানাবড়া চাই। বাস্, একেবারে নগদ পয়সা দিয়ে হাঁড়ি কিনে পাঁচ সের ছানাবড়া বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল। কি বলব সুরেশ্বর, ডিক্রী-ডিস্‌মিসের ক্ষমতাটাও যদি হাতে থাকত তা হ'লে আর ছানাবড়া নয়, একেবারে সোনার বড়া আদায় করতাম।" বলিয়া সজনী হাসিতে লাগিল।

সুরেশ্বর বলিল, "বড় ক্ষমতার একটা আবার অসুবিধা আছে যে, যথেচ্ছা তার ব্যবহার চলে না। যেমনভাবে যখন ইচ্ছে ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়িয়ে বেড়ানো চলে, কিন্তু তরোয়ালকে অধিকাংশ সময় সাবধানে খাপে পুরে রাখতে হয়।"

সজনীকান্ত হাসিয়া বলিল, "তা বটে; কিন্তু ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারলে তরোয়াল একবার খাপ থেকে বার করলেই দিন কিনে নেওয়া যায়।"

উপমায় পরাজিত হইয়া সুরেশ্বর নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

"ছানাবড়া দু-চারটে খেলে খুশি হতে সুরেশ্বর।"

সুরেশ্বর বলিল, "কি করব বলুন, কপালে না থাকলে খুশি কেমন ক'রে হয়?"

ছানাবড়া খাইবার জন্য সুমিত্রাদের বাটী যাইতে সুরেশ্বরকে কোনও প্রকারে সম্মত করাইতে না পারিয়া সজনীকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তা হ'লে আর কি হবে, আমি চললাম।"

সজনীকান্তর গতি রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া সুরেশ্বর বলিল, "তা হবে না

সজনীবাবু। দয়া ক'রে যখন পায়ের ধুলো দিয়েছেন তখন একটু মিষ্টিমুখ করতেই হবে।"

মাথা নাড়িয়া সজনীকান্ত সবেগে বলিল, "বেশ লোক তো তুমি! তুমি নিজে যখন খাবে না আমাদের ওখানে গিয়ে, তখন আমিই বা তোমাদের বাড়ি কেন খাব?"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "সেই জন্যই তো আপনার আমাদের বাড়ি আরও খাওয়া উচিত। নইলে মনে হবে যে, আপনি রাগ ক'রে খেলেন না।"

এবারও অবশেষে সুরেশ্বরেরই জয় হইল। কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর সজনীকান্ত জলযোগ করিতে সম্মত হইল।

আহার করিতে গিয়া সজনীকান্ত বলিল, "এবার আর এখানে ভাল লাগছে না সুরেশ্বর। বাড়িতে আমোদ-আহ্লাদের নাম-গন্ধ নেই। ঘোষ মশায় তো গীতা আর উপনিষদের মধ্যে এমন ক'রে ঢুকেছেন যে, তাঁকে টেনে বার করাই কঠিন ব্যাপার! সুমিত্রা চরকা নিয়ে দিবারাত্র ঘড়োর্-ঘড়োর্ করছে, আর দিদি সুমিত্রাকে নিয়ে ঘ্যানোর্-ঘ্যানোর্ করছেন। কাল সন্ধ্যার সময়ে বিমান এসেছিল, গল্পগুজবও করছিল; কিন্তু যাই বল, ও হাকিম-টাকিমের সঙ্গে আমাদের তেমন সুবিধে হয় না।"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সজনীকান্তর খেয়াল হইল যে, হাকিমদের সম্পর্কে সহসা এমন একটা অবস্থা স্বীকার করিয়া ফেলিয়া সে নিজেকে কতকটা খর্ব করিয়াছে। মনে মনে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া ভুলটা যথাসম্ভব শুধরাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে সে তাড়াতাড়ি বলিল, "কি জান সুরেশ্বর? দিবারাত্র হাকিম ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয় ব'লে হাকিমের গন্ধ পর্যন্ত আর ভাল লাগে না। সেবার তুমি যখন যেতে তখন কি রকম জমত বল দেখি? তোমার সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া ক'রেও সুখ পাওয়া যেত।"

ঈষৎ হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "লড়াই-ঝগড়ার ধর্মই হচ্ছে জমা। তা ছাড়া মিষ্টি জিনিসের সঙ্গে নোন্‌তা জিনিস একটু মুখরোচক লেগেই থাকে।"

সজনীকান্ত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তা নয় সুরেশ্বর। মিষ্টি হ'লেই

যদি মিষ্টি লাগত তা হ'লে গুড় আর চিনি ছেড়ে লোকে অন্য কোনো ... খেত না।"

আর কোনও উত্তর না দিয়া সুরেশ্বর নীরবে হাসিতে লাগিল

পথে বাহির হইয়া সজনীকান্তকে আগাইয়া দিতে দিতে সুরেশ্বর মুক্তারাম বাবুর স্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

সজনীকান্ত বলিল, "এই তোমার সীমানা নাকি? আর এগবে না?"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর কহিল, "না। মুক্তারাম বাবুর স্ট্রীট আমার এলাকার বাইরে।"

সবেগে মাথা নাড়িয়া সজনীকান্ত বলিল, "এ কিন্তু তোমার একেবারে ভুল ধারণা সুরেশ্বর। আমি স্বচক্ষে দেখছি, সেখানে তোমার হুকুমৎ জারি রয়েছে। চরকা চলছে, খদ্দর চলছে, তবু তুমি বলবে যে ষোল আনা তোমার এলাকার বাইরে?"

আরক্ত মুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সুরেশ্বর বলিল, "সেটা আমার হুকুমৎ নয় সজনীবাবু, আমি যাঁর হুকুমে চলি তাঁর হুকুমৎ। অনাদিকাল থেকে যিনি ধ্বংসের মধ্য দিয়ে গড়ছেন, সেই মহাকালের এলাকা সর্বত্র।"

নিঃশব্দে ক্ষণকাল সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সজনীকান্ত বলিল, "আমি তোমার ওসব সাজানো কথা বুঝতে পারিনে সুরেশ্বর। আমি সহজে যা বুঝছি তা হচ্ছে এই যে, দিদির বাড়ি আর তুমি কখনও না গেলেও সেখানে যা মূল গেড়ে এসেছ তা উচ্ছেদ করা দিদির সাধ্য নয়। এমন কি এখন আর তোমারও সাধ্য নয়।" বলিয়া সজনীকান্ত হাসিতে লাগিল।

এবার সুরেশ্বরের মুখ সীসার মত নিষ্প্রভ হইয়া গেল। এ প্রসঙ্গে আর কোনও কথা না বলিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, তা হ'লে এখন আসি। আর আপনাকে আটকে রাখব না।" বলিয়া করজোড়ে সজনীকান্তকে নমস্কার করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

গৃহে পৌঁছিয়া উপরে উঠিতেই সুমিত্রার সহিত সজনীকান্তর সাক্ষাৎ হইল। প্রাতঃকাল হইতে সজনীকান্তর অনুপস্থিতির জন্য ইহার মধ্যে কয়েকবার তাহার অনুসন্ধান হইয়াছিল সে-কথা সুমিত্রা জানিত।

সজনীকে দেখিয়া সে বলিল, "সকালবেলা থেকে চা-জলখাবার না খেয়ে কোথায় গিয়েছিলে মামাবাবু? মা তোমার খোঁজ করছিলেন।"

একটু শঙ্কিত হইয়া সজনী জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কোথায়?"

সুমিত্রা বলিল, "কাল রাত থেকে মাথাটা ধ'রে রয়েছে, মা এখন একটু শুয়েছেন। চল আমি তোমায় চা আর খাবার দিই।"

কথাটা শুনিয়া মনে মনে একটু আশ্বস্ত হইয়া সজনীকান্ত বলিল, "খাবারের দরকার নেই, শুধু এক কাপ চা দাও, তা হ'লেই হবে। খাবারটা তোমার গুরুবাড়িতেই সেরে এসেছি।"

সজনীকান্তর কথার মর্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া সুমিত্রা বিস্মিত হইয়া কহিল, "আমার গুরুবাড়ি? বিনোদবাবুর বাড়ি গিয়েছিলে বুঝি?"

বিনোদবাবু বহু দিন সুমিত্রাকে ইংরেজী সাহিত্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার গৃহও নিকটে।

সহাস্যমুখে সজনীকান্ত কহিল, "না গো, বিনোদবাবু নয়। তোমার নতুন গুরু, যার মন্ত্র অথবা মন্ত্রণায় বিগড়ে তুমি আমার দিদিটিকে পাগল ক'রে তুলেছ। সুরেশ্বরের বাড়ি গিয়েছিলাম।" তাহার পর কণ্ঠস্বর অনুচ্চ করিয়া কহিল, "দিদিকে যেন ব'লো না আমি সুরেশ্বরের বাড়ি গিয়েছিলাম। তা হ'লে হয়তো আমার ওপরও রেগে যাবেন।"

আরক্ত হইয়া সুমিত্রা বলিল, "তা আমি বলব না; কিন্তু সুরেশ্বরবাবুকে এখন অব্যাহতি দিলেই ভাল হয় মামাবাবু।"

সুমিত্রার কথার তাৎপর্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সজনীকান্ত বলিল, "অব্যাহতি না দিয়ে আর উপায় কি? আমি তো গিয়েছিলাম তাকে ধ'রে আনবার জন্যে; কত সাধ্য-সাধনা করলাম, কিন্তু কিছুতেই আসতে রাজী হ'ল না। আমি যখন বললাম 'তুমি গেলে আর কেউ না হোক সুমিত্রা তো বিশেষ খুশি হবে', তখন কি বললে শুনবে?"

শুনিবার কোনও আগ্রহ সুমিত্রা মুখে প্রকাশ করিল না, কিন্তু শুনিবার জন্য সে নিরুদ্ধনিশ্বাসে উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল।

সুমিত্রার উত্তরের জন্য এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া সজনী বলিল, "বললে,

'আপনি তা হ'লে সুমিত্রাকে জানেন না। আমি গেলে সুমিত্রা খুশি না হয়ে দুঃখিতই হবে। আর সে যদি খুশি হয়, তা হ'লে আমি দুঃখিত হব'। আমি দেখলাম, এ সব হেঁয়ালি কাটিয়ে তাকে নিয়ে আসা অসম্ভব। তখন অগত্যা সন্দেশ-রসগোল্লায় পেট ভরিয়ে চ'লে এলাম।—ভাল করি নি?" বলিয়া, সজনীকান্ত হাসিতে লাগিল।

স্মিতমুখে সুমিত্রা বলিল, "বেশ করেছ।" কিন্তু মুখের হাসি যে কোন কোন সময়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে চোখের জলে পর্যবসিত হইয়া যায়, তাহা সে জানিত না। তাই, "দাঁড়াও মামাবাবু, আমি তোমার জন্যে চা নিয়ে আসি" বলিয়া উদ্বেল অশ্রু কোন প্রকারে ক্ষণকালের জন্য চাপিয়া রাখিয়া সে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

২৪

সমস্ত দিনটা সুরেশ্বর নানা কৌশলে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিল। সজনী-কান্তর সহিত কথোপকথন এবং তদুদ্ভূত চিন্তা যাহাতে তাহার চিত্ত অধিকার করিতে না পারে তজ্জন্য সে সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও নিজেকে অবসর দিল না। গৃহে যতক্ষণ রহিল তারাসুন্দরী ও মাধবীর সহিত গল্প করিয়া কাটাইল। দ্বিপ্রহরে মানিকতলা স্ট্রীটে তাঁতশালায় নিজেকে নিরবসর ব্যাপৃত রাখিল, এবং তৎপরে প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে গৃহ হইতে গৃহান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাত্রি নয়টার সময়ে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু আহার সমাপন করিয়া সে যখন শয্যায় গিয়া আশ্রয় লইল তখন সারাদিন ধরিয়া যাহাকে নানা উপায়ে রোধ করিয়াছিল, তাহাকে আটকাইয়া রাখিবার আর কোনও উপায় খুঁজিয়া পাইল না। ক্ষুধার্ত কীটের মত দুর্নিবার চিন্তারাশি তাহার চিত্ত জুড়িয়া বসিয়া দংশন করিতে লাগিল। কিন্তু দংশনের যন্ত্রণা হইতেও তাহার বেশি যন্ত্রণা হইল এই কথা ভাবিয়া যে, দংশন হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার মত কোনও শক্তি বস্তুত তাহার নাই।

সমস্ত দিন সর্বপ্রকার চিন্তা হইতে কেমন করিয়া সে নিজেকে মুক্ত

রাখিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া এখন সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, সেরূপে ভুলিয়া থাকার মধ্যে শক্তির কোনও পরিচয় তো ছিলই না, পক্ষান্তরে তদ্দ্বারা শক্তির অভাবই বুঝা গিয়াছে। নিজেকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া যতক্ষণ সে মনে করিতেছিল ততক্ষণ যে প্রকৃতপক্ষে সে অপরকেই ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, এ কথা বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না; এবং বুঝিতে পারিয়াই নিজের দুর্বলতা উপলব্ধি করিয়া তাহার ন্যায়প্রবণ হৃদয় অপরিমেয় লজ্জায় ও নৈরাশ্যে ভরিয়া গেল।

নিদ্রার জন্য দীর্ঘকাল বৃথা সাধনা করিয়া বিরক্ত হইয়া সুরেশ্বর ছাদের উপর মুক্ত আকাশতলে আসিয়া দাঁড়াইল। গভীর নিশীথে পৌষ মাসের শীতসংক্ষুব্ধ কলিকাতার স্তব্ধ রাজপথে দীপাবলী তখন পাংশু হইয়া জ্বলিতেছে, এবং উপরে কৃষ্ণাষ্টমীর নিষ্প্রভ চন্দ্রালোকে তারকাশ্রেণী মার্জিত মণির মত চকচক্ করিতেছিল। একটা উজ্জ্বল তারকার প্রতি সুরেশ্বর বহুক্ষণ ধরিয়া অন্যমনস্ক হইয়া চাহিয়া রহিল; তাহার পর সহসা যখন খেয়াল হইল যে, আকাশের তারকা অলক্ষিতে ধীরে ধীরে কোনও চকিত নেত্রের কৃষ্ণতারকায় পরিণত হইবার উপক্রম করিয়াছে, তখন সে নিরতিশয় বিরক্তিভরে শয্যাতেই ফিরিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে সুরেশ্বরকে দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "অসুখ করেছে নাকি সুরেশ? এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন?"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "না, অসুখ করে নি মা, কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি, তাই বোধ হয় শুকনো দেখাচ্ছে।"

"ঘুম ভাল হয় নি কেন? কাল বুঝি সারা রাত জেগে প্রবন্ধ লিখেছিস?"

মাথা নাড়িয়া সুরেশ্বর বলিল, "তা হ'লে শুকনো দেখাত না মা। কোনও কাজ নিয়ে রাত জাগলে আমার কষ্ট হয় না।"

সুমিত্রাদের লইয়া সুরেশ্বরের কাহিনী তারাসুন্দরীর, সবটা জানা না থাকিলেও, সবটা অবিদিতও ছিল না। মাধবীর নিকট যতটুকু শুনিয়াছিলেন তাহার সহিত সুরেশ্বরের ঘুম না হওয়ার কোনও কার্য-কারণের যোগ কল্পনা না করিয়া তিনি এমনিই জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে সুরেশ, আজকাল

তো আর সুমিত্রাদের কোনও কথা বলিস নে? তাদের বাড়ি আর যাস নে বুঝি?"

তারাসুন্দরীর এ প্রশ্নে সুরেশ্বর মনে মনে ঈষৎ চিন্তিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনই সহাস্যমুখে বলিল, "না মা, কয়েক দিন থেকে আর তাদের বাড়ি যাই নি।"

"রণে ভঙ্গ দিলি নাকি?—পেরে উঠলে নে তাদের সঙ্গে?" বলিয়া তারাসুন্দরী হাসিতে লাগিলেন।

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "যতদিন সত্যি-সত্যি রণ চলেছিল ততদিন ভঙ্গ দিই নি; কিন্তু অবশেষে অবস্থাটা এমন হয়ে দাঁড়াল যে, ভঙ্গ না দিয়ে আর পারা গেল না।"

পুত্রের কথায় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে সে দিন আবার মাধবীকে দিয়ে সুমিত্রাকে চরকা পাঠিয়ে দিলি যে?"

"সুমিত্রা একটা চরকা চেয়েছিল, তাই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।"

বিস্মিত হইয়া তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুমিত্রা নিজে থেকে চেয়েছিল?"

একটু ইতস্তত করিয়া সুরেশ্বর বলিল, "হ্যাঁ, নিজেই চেয়েছিল।"

ইহাতে তারাসুন্দরীর কৌতূহল বৃদ্ধি পাইল; বলিলেন, "তারপর চরকার গতি কি দাঁড়াল? কোন কাজে আসছে? না, অকেজো আসবাবের দলে প'ড়ে শুধু সাজানোই আছে?"

হাসিমুখে সুরেশ্বর বলিল, "তা তো ঠিক বলতে পারি নে মা। তবে আমার বিশ্বাস একেবারে অকেজো হয়ে প'ড়ে নেই।"

সুরেশ্বরের এ বিশ্বাস বস্তুত যে ভুল ছিল না, দিন পনেরো পরে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। সে-দিন সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া সুরেশ্বর দেখিল, তাহাদের বৈঠকখানায় বিমানবিহারী একাকী বসিয়া অপেক্ষা করিতেছে।

ইহাতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু ছিল না, কিন্তু দুই-চারিটা মামুলী কথাবার্তার পর বিমানবিহারী যখন একটা কাগজে-মোড়া বাণ্ডিল ও একখানা খামে-মোড়া চিঠি সুরেশ্বরের হস্তে দিয়া বলিল 'সুমিত্রা তোমাকে পাঠিয়েছে,' তখন

সুরেশ্বর সত্যই বিস্মিত হইল। বাণ্ডিলটা একটু টিপিয়া বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "কি আছে এতে?"

হাসিমুখে বিমানবিহারী বলিল, "আমার কর্মফল। কবে কোথায় কি কুকর্ম করেছিলাম তা জানি নে, কিন্তু কাঁধে ক'রে সজ্ঞানে তার ফল ব'য়ে বেড়াচ্ছি।"

বিমানবিহারীর সহিত আর কোনও কথা না কহিয়া সুরেশ্বর খাম ছিঁড়িয়া চিঠিখানা খুলিল এবং সেই দুই ছত্রের চিঠি পড়িতে পড়িতে অপরিসীম সন্তোষে এবং আনন্দে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তৎপরে বাণ্ডিলটা খুলিয়া তন্মধ্যস্থ সামগ্রী অবলোকন করিয়া তাহার আনন্দ দ্বিগুণ বিস্ময়ে রূপান্তরিত হইয়া গেল! সুমিত্রা তাহার স্বহস্তপ্রস্তুত সূতা, যাহা কয়েকদিনের পরিশ্রমে সে কাটিতে পারিয়াছে, চরকার মূল্য-পরিশোধের হিসাবে সুরেশ্বরকে পাঠাইয়াছে।

সুরেশ্বরের মুখে সুপ্রকট ভাবের ক্রীড়া লক্ষ্য করিয়া বিমানবিহারী কহিল, "খুব খুশি হচ্ছ সুরেশ্বর?"

প্রফুল্লমুখে সুরেশ্বর বলিল, "তা একটু হচ্ছি বইকি।"

"মনে হচ্ছে স্বরাজ খানিকটা এগিয়ে এল?"

তেমনি হাসিমুখে সুরেশ্বর বলিল, "হ্যাঁ, তাও মনে হচ্ছে!"

ক্ষণকাল নিঃশব্দে সুরেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিমানবিহারী বলিল, "আচ্ছা, আর এ-রকম খদ্দরের সূতোর বাণ্ডিল কটা তৈরি হ'লে একেবারে স্বরাজ লাভ হয় তার হিসেব দিতে পার?"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া সুরেশ্বর বলিল, "পারি। আর-একটা বাণ্ডিল হ'লেই হয়, যদি সেটা যথেষ্ট বড় হয়।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

সুরেশ্বরের বিদ্রূপে ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বিমান কহিল, "তা যেন হ'ল, কিন্তু সেই যথেষ্ট বড় বাণ্ডিলটা অবলীলাক্রমে ভস্মে পরিণত করতে অপর পক্ষের কতটুকু বারুদ খরচ করবার দরকার হয় তার হিসেব জান কি?"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "না, সে হিসেব আমি জানি নে, তোমার

হয়তো জানা আছে। না জানা থাকে তো এই ছোট বাণ্ডিলটাই নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখতে পার, এটুকু ভস্ম করতে কতটুকু বারুদের দরকার। তারপর সেই যথেষ্ট বড় বাণ্ডিলের অনুপাত অঙ্ক ক'ষে বার ক'রো।"

পকেট হইতে দেশলাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া একটা কাঠি হস্তে লইয়া বিমানবিহারী স্মিতমুখে বলিল, "এই কাঠিটার মুখে যতটুকু বারুদ আছে ততটুকুই যথেষ্ট।"

এ পর্যন্ত কথাটা হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়াই চলিতেছিল, কিন্তু বিমানবিহারী একেবারে দিয়াশলাইয়ের কাঠি বাহির করিয়া ধ্বংস শক্তি-পরীক্ষার এই প্রত্যক্ষ আহ্বানে সুরেশ্বর সহসা মনে মনে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। খোলা বাণ্ডিলটা বিমানবিহারীর সম্মুখে স্থাপিত করিয়া সে বলিল, "বেশ, তা হ'লে পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক। কিন্তু তার আগে সুতোটা কতখানি ওজনে আছে তা জানা দরকার।" বলিয়া বিমানবিহারীকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া ত্বরিতপদে ভিতরে প্রবেশ করিল।

তুলা ও বাটখারা হস্তে সুরেশ্বরকে সিঁড়ি দিয়া নামিতে দেখিয়া মাধবী বলিল, "দাঁড়ি-পাল্লা কি হবে দাদা?"

"কাজ আছে, পরে বলব।" বলিয়া সুরেশ্বর প্রস্থান করিল। কৌতূহলী হইয়া সুরেশ্বরের পিছনে পিছনে মাধবী বৈঠকখানার দ্বারপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

দাঁড়িপাল্লা-হস্তে সুরেশ্বরকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিমানবিহারী হাসিয়া বলিল, "তুমি যে সত্যি-সত্যিই দাড়ি-পাল্লা নিয়ে এসে হাজির করলে সুরেশ্বর!"

ঈষৎ বিরক্তিভরে বিমানবিহারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুরেশ্বর কহিল, "তা তো করলাম। কিন্তু তুমি কি এতক্ষণ শুধু মিথ্যা অভিনয় করছিলে?"

সুরেশ্বরের তিরস্কারে মনে-মনে অসন্তুষ্ট হইয়া বিমানবিহারী বলিল, "আমি না হয় মিথ্যা অভিনয় করছিলাম, কিন্তু তুমি যে সত্যি অভিনয়ই আরম্ভ করলে হে!"

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া সুরেশ্বর বলিয়া উঠিল, "না না, অভিনয় নয় বিমান। কথাটাকে বাজে কথা দিয়ে চাপা দিতে গেলে চলবে না। আজ

বাস্তবিকই আমার পক্ষে একটা কথা বোঝাবার, আর তোমার পক্ষে সেই কথাটা বোঝবার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। শক্তি যে কত রকমে অবস্থা-বিশেষে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত তুমি আজ নিজেই উপস্থিত করেছ।" বলিয়া সুরেশ্বর প্রথমে সুমিত্রার প্রস্তুত করা সুতা ওজন করিয়া দেখিল, তৎপরে তাহা হইতে কয়েক গুচ্ছ বিমানবিহারীর সম্মুখে স্থাপিত করিয়া বলিল, "এই রইল সুমিত্রার হাতে-কাটা কয়েক গোছা সুতো, আর তোমার হাতে রয়েছে দেশলাইয়ের বাক্স। তুমি বলছ, তার একটি কাঠিই এই সুতোটুকু ভস্ম ক'রে দিতে পারে। আর আমি বলছি, তোমার কাঠি-ভরা সমস্ত বাক্সটাই সে বিষয়ে একেবারে অক্ষম। পরীক্ষা ক'রে দেখ, কার কথা ঠিক, আর কার কথা ভুল!"

হাসিয়া উঠিয়া বিমানবিহারী বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "হ্যাঁ, এ একটা দুরূহ সমস্যা বটে। পরীক্ষা ক'রে না দেখলে কিছুতেই বলা যায় না। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ধরিয়ে দিলে এ সুতোটা পুড়ে যাবে, তুমি কি তাও অস্বীকার কর না কি?"

সবেগে সুরেশ্বর বলিল, "আমি কিছুই স্বীকার বা অস্বীকার করছি নে। আমি শুধু দেখতে চাই যে, তোমার দেশলাইয়ের কাঠিতে সুমিত্রার কাটা সুতো বাস্তবিকই পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে কি না! সব জিনিসের হিসেবই অত সহজ ধারায় চলে না বিমান। পৃথিবীতে যত মানুষ আছে ততগুলো তলোয়ার তৈরি হ'লেই সকলের গলা কাটা পড়ে না।"

এবার আরও অধিক জোরে হাসিয়া উঠিয়া বিমান বলিল, "অতএব আগুন ধরিয়ে দিলে এটুকু সুতো পুড়বে না? বাঃ! বেশ চমৎকার যুক্তি তো! এ ন্যায়-সূত্রও তোমাদের চরকা কেটে বার করেছ নাকি? অমাবস্যার দিন চাঁদ ওঠে না, অতএব রসগোল্লা খেতে মিষ্টি লাগে—এই রকম তোমার যুক্তি।"

এ বিদ্রূপে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া সুরেশ্বর শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে বলিল, "তা আমি জানি নে। আমি শুধু এই জানি যে, তোমার দেশলাইয়ের কাঠিতে সুমিত্রার সুতো পুড়ে ছাই হতে পারে, এ তুমি এখনও প্রমাণ করতে পার নি।"

এবার আর না হাসিয়া বিমান বলিল, "এ কথা বার বার ব'লে তুমিই বা কি প্রমাণ করছ তা তো জানি নে! কাপাস তুলো আর দেশলাইয়ের কাঠির মধ্যে দাহ্য-দাহক সম্পর্ক আছে, তাও তোমাকে প্রমাণ ক'রে দেখাতে হবে না কি?"

পূর্বভঙ্গীতে সুরেশ্বর বলিল, "সে তোমার ইচ্ছে। কিন্তু না দেখালে কিছুতেই প্রমাণ হবে না যে, তোমার দেশলাইয়ের কাঠিতে সুমিত্রার সুতো পুড়ে ছাই হতে পারে। আর আমি দু মিনিট অপেক্ষা করব, তারপর সুতো তুলে রেখে দোব।"

পুনঃ পুনঃ উত্যক্ত হইয়া বিমানবিহারী ক্রমশ ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। এবার সে সহসা সমস্ত সহিষ্ণুতা হারাইয়া হস্তস্থিত দেশলাইয়ের কাঠিটা জ্বালিয়া সুতার গুচ্ছে আগুন ধরাইয়া দিয়া বলিল, "তবে দেখ পোড়ে কি না।"

মুহূর্তের মধ্যে সুতাটা জ্বলিয়া উঠিল, এবং পর-মুহূর্তেই কক্ষ-মধ্যে মাধবী দ্রুতপদে প্রবেশ করিয়া আর্তস্বরে বলিতে লাগিল, "ছি ছি, কি করলেন? কেন এমন কাজ করলেন? এত কষ্ট ক'রে কাটা সুমিত্রার প্রথম সুতোটা কিছুতেই না পুড়িয়ে ছাড়লেন না?"

কাজটা করিয়া ফেলিয়াই বিমানবিহারী বিস্ময়ে ও ক্ষোভে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর মাধবীর দ্বারা এরূপে তিরস্কৃত হইয়া সে কি করিবে বা বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ব্যস্ত হইয়া ফুঁ দিয়া আগুনটা নিবাইয়া দিল। আগুন নিবিল বটে, কিন্তু সেই অর্ধদগ্ধ পদার্থ হইতে উত্থিত ধূমে এবং দুর্গন্ধে কক্ষটা দেখিতে দেখিতে ভরিয়া গেল।

কেমন করিয়া কোথা দিয়া সহসা কি একটা কুৎসিত ঘটনা ঘটিয়া গেল! ক্ষুব্ধ সন্ত্রস্ত নেত্রে বিমানবিহারী সেই কুণ্ডলীভূত ধূমের প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, যেন এক-একটা সুতার পাক হইতে শত শত ধূমপাক নির্গত হইয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিবার উপক্রম করিতেছিল। আতঙ্কে তাহার মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরিত হইতেছিল না, দুঃখে ও ঘৃণায় তাহার শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল।

"এ আরও খারাপ করলে বিমান। একেবারে ছাই হয়ে যেত, সে ছিল ভাল; ধোঁয়া ক'রে তুমি ঘরের হাওয়াটা পর্যন্ত বিগড়ে দিলে! তোমার বারুদেরই আজ জয় হোক।" বলিয়া বিমানবিহারীর শিথিল মুষ্টি হইতে দেশলাইয়ের বাক্সটা লইয়া সুরেশ্বর কাঠি জ্বালিয়া পুনরায় সেই অর্ধদগ্ধ সূতার গুচ্ছ ভাল করিয়া ধরাইয়া দিল।

এবার চতুর্দিক হইতে আগুনটা বেশ ভাল করিয়া জ্বলিতে লাগিল। বিমান ও মাধবী কোনও কথা না বলিয়া সেই লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

"তুমি যাকে পুড়িয়ে মেরেছিলে, আমি তার সৎকার করলাম বিমান।" বলিয়া সুরেশ্বর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

তদুত্তরে বিমানবিহারী সুরেশ্বরকে কোনও কথা না বলিয়া নিমেষের জন্য মাধবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু দৃষ্টিপাত করিয়াই মাধবীর মুখের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া সে চমকিত হইয়া গেল। শ্মশানক্ষেত্রে প্রিয় আত্মীয়ের দেহ পুড়িতে দেখিয়া লোকে যেমন করিয়া তাকাইয়া থাকে, মাধবী ঠিক তেমনি করিয়া সেই প্রজ্বলিত সূতার দিকে চাহিয়া ছিল। গভীর বেদনার আঘাতে তাহার মুখখানা স্তব্ধ অসাড়; দুঃখার্ত নেত্রতলে সঞ্চিয়মান অশ্রু।

সমস্ত সূতাটা পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল। সুরেশ্বর বলিল, "বাকি সুতোটারও এই ব্যবস্থা করবে নাকি বিমান? তোমার দেশলাইয়ে কাঠি এখনও আছে, না, ফুরিয়েছে?"

অপ্রসন্নদৃষ্টিতে সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া বিমান কহিল, "সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে সুরেশ্বর। তোমার নিষ্ঠুরতারও একটা সীমা থাকা উচিত।"

সুরেশ্বর বলিল, "তাই যদি, তা হ'লে অপর পক্ষের বারুদেরও একটা সীমা থাকা সম্ভব।"

এ কথার আর কোনও উত্তর না দিয়া মাধবীর দিকে চাহিয়া বিমান বলিল, "দেখুন, আপনার পক্ষে এতখানি ব্যথার কারণ হয়ে আমি বাস্তবিকই দুঃখিত হয়েছি; আপনি দয়া ক'রে আমাকে ক্ষমা করুন।"

অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ বেগের সহিত মাধবী বলিল, "না না, আমার

জন্যে দুঃখিত হবার আপনার কোনও কারণ নেই। এতটা কষ্ট ক'রে কাটা এতখানি দেশের সুতো আপনি যে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিলেন, একমাত্র এই জন্যেই আপনার দুঃখিত হওয়া উচিত ছিল।"

এ কথায় অপ্রতিভ হইয়া বিমান বলিল, "আমি হয়তো কথাটা ভাল ক'রে প্রকাশ করতে পারি নি। আপনার জন্যে দুঃখিত হওয়ার অর্থই তাই।" তাহার পর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, "এর ক্ষতিপূরণস্বরূপ যেটুকু সুতো আমি পুড়িয়েছি তার দামের চতুর্গুণ কি আটগুণ আমি দিতে প্রস্তুত আছি।"

উত্তেজিত হইয়া আরক্তমুখে মাধবী বলিল, "কিন্তু সে-রকম দাম নিতে তো কেউ প্রস্তুত নেই। এর ক্ষতিপূরণ অমন ক'রে হয় না। আপনাকে কিছু করতে হবে না। যা করবার, আমরাই করব।" তারপর সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া বলিল, "দাদা, এর জন্যে একটা প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। কাল তোমাতে আমাতে একটা প্রায়শ্চিত্ত করব।"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "এ ব্যাপারটাকে তুই অমন ক'রে দেখছিস কেন মাধবী? দেখিস, এর ফল অবশেষে ভালই হবে। এতখানি ছাই আর ধোঁয়া কখনই বৃথা যাবে না।"

প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া মাধবী বলিল, "সে ভাল ফল যখন ফলবে, তখন ফলবে। উপস্থিত আমাদের বাড়িতে যে এতখানি চরকার সুতো পুড়ল তার একটা প্রায়শ্চিত্ত হওয়া চাই।"

"কি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাস বল্?"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মাধবী বলিল, "কাল তোমাতে আমাতে নিরম্বু উপোস ক'রে সমস্ত দিন চরকা কাটব।"

"বেশ, তাই হবে।"

সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া বিমানবিহারী বলিল, "অপরাধ করলাম আমি, আর তোমরা করবে প্রায়শ্চিত্ত?"

স্মিতমুখে সুরেশ্বর বলিল, "অপরাধ করেছ ব'লে যদি সত্যি-সত্যিই ধারণা হয়ে থাকে তা হ'লে তুমিও যা-হয় একটা কিছু প্রায়শ্চিত্ত ক'রো।

আর, তা যদি না হয়ে থাকে তো এই যে মৌখিক ভদ্রতাটুকু প্রকাশ করলে ওর দ্বারাই তোমার নিষ্কৃতি হোক।"

কতকটা মাধবীর উপস্থিতির জন্য এবং কতকটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কার আতঙ্কে বিমানবিহারী তাহার যত্নাবরুদ্ধ আক্রোশকে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। রাত্রে বহু বিলম্বের পর যে নিদ্রা অবশেষে আসিল দুঃস্বপ্নের দ্বারা তাহা অবিরত খণ্ডিত হইতে লাগিল, এবং যে অগ্নি বহু পূর্বে সুরেশ্বরের বাটিতেই নিবিয়া গিয়াছিল স্বপ্নের মধ্যে তাহা বারম্বার প্রজ্বলিত হইয়া শতগুণ ধূম উদ্গিরণ করিতে লাগিল। বিমানবিহারী সভয়ে দেখিল, সেই ঘূর্ণায়মান ধূম-কুণ্ডলীর মধ্যে পড়িয়া সুমিত্রা অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছে এবং তাহার সুবর্ণসদৃশ মুখমণ্ডল ধূম-প্রভাবে তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া বিমানবিহারী জাগ্রত হইয়া দেখিল, কক্ষমধ্যে দিবালোক প্রবেশ করিয়াছে। উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া প্রথমটা সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কিন্তু পর-মুহূর্তেই সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া একটা গভীর অপ্রসন্নতায় তাহার চিত্ত মলিন হইয়া উঠিল।

আহার করিতে বসিয়া দুই-চারি গ্রাস খাওয়ার পর সহসা বিমানবিহারীর মনে পড়িল যে, তাহারই জন্য মাধবী ও সুরেশ্বর উভয়ে আজ অনাহারে দিন যাপন করিতেছে। মনে পড়িবামাত্র তাহার কণ্ঠদেশ যেন ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ হইয়া আসিল; মুখের মধ্যে যে খাদ্যদ্রব্য ছিল তাহা আর কিছুতেই কণ্ঠ দিয়া নামিতে চাহে না। দুই-চারিবার অন্ন ও ব্যঞ্জন নাড়িয়া-চাড়িয়া বিমান আহার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

দূর হইতে সুরমা দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরপো, না খেয়ে উঠে পড়লে যে?"

মৃদু হাসিয়া বিমান বলিল, "গলায় বড় লাগছে বউদি।"

"তবে একটু দুধ গরম ক'রে এনে দিই, খাও।"

"জল পর্যন্ত খাবার উপায় নেই।"

চিন্তিত হইয়া সুরমা বলিল, "কি হয়েছে গলায়? ঘা-টা হয় নি তো? ডাক্তার দেখালে না কেন?"

তেমনই অল্প হাসিয়া বিমান বলিল, "দরকার নেই, কাল-তাকাতাকি ভাল হয়ে যাবে।"

কাছারিতে বিমানবিহারীর ধমকে আরদালী-চাপরাসীর দল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, আমলারা হাকিমের মূর্তি দেখিয়া পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং কথায় কথায় উকিল-মোক্তারদের সহিত বিমানের অকারণে কলহের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

যে ক্রোধের প্রায় সমস্তটাই চাপা থাকিয়া মাঝে মাঝে অতি সামান্য অংশ এইরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, সহসা তাহা আগুনের মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল যখন সন্ধ্যার পর সুরেশ্বর তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"আবার কি মতলবে এসেছ?"

হাসিমুখে সুরেশ্বর বলিল, "সদুদ্দেশ্যে। চরকার দাম পরিশোধ হয়ে সুমিত্রার পাঁচ আনা পয়সা উদ্বৃত্ত হয়েছে, সেইটে তোমাকে দিতে এসেছি।"

সহসা আগ্নেয়গিরির ন্যায় বিমানবিহারী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। "আমি কি সুমিত্রার খাজাঞ্চী, না, তোমার পিওন যে, আমাকে পাঁচ আনা পয়সা দিতে এসেছ?"

বিমানবিহারীর ঔদ্ধত্যে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সুরেশ্বর শান্তভাবে কহিল, "সুমিত্রার তুমি খাজাঞ্চী কি-না সে বিচার তুমি সুমিত্রার সঙ্গে ক'রো, কিন্তু আমার যে তুমি পিওন নও সে-কথা আমি অকপটে স্বীকার করছি। কিন্তু তুমি যখন আমার বাড়ি ব'য়ে কাল সুমিত্রার চিঠি আর সুতো দিয়ে এসেছিলে, তখন তোমার বাড়ি ব'য়ে পাঁচ আনা পয়সা তোমাকে দিয়ে যাবার অধিকার আমার আছে ব'লে আমি বিশ্বাস করি।"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া তপ্ত হইয়া বিমানবিহারী বলিতে লাগিল, "কিন্তু কাল নিজের বাড়ি ব'সে ভাই-বোনে দুজনে কোমর বেঁধে অমন ক'রে আমাকে অপমানিত আর উৎপীড়িত করবার কি অধিকার তোমাদের ছিল, শুনি?"

সুরেশ্বরের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল ; কোনপ্রকারে সে নিজেকে সংবৃত করিয়া বলিল, "না, তুমি যেমন ঘরে ব'সে গৃহাগতকে অপমান করবার অধিকার রাখ তেমন অধিকার আমাদের কারও ছিল না। তোমার কাছে আমি আজও হারলাম।"

মুখ বিকৃত করিয়া বিদ্রূপের স্বরে বিমানবিহারী বলিল, "চুপ কর, চুপ কর সুরেশ্বর। তোমার ওপর আর তোমার ওই ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলার ওপর আর আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। তোমার ধার-করা মহত্ত্ব একেবারে ধরা প'ড়ে গেছে। দস্যুবৃত্তির উদ্দেশ্যেই যে সুমিত্রাকে তুমি দস্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছিলে তা বুঝতে আর কারও বাকি নেই। চরকা তোমার চক্রান্ত, আর খদ্দর তোমার ছলনা। শুনলে ?"

আরক্তস্মিতমুখে সুরেশ্বর বলিল, "শুনলাম। কিন্তু আর বেশি শুনিয়ো না, কি জানি সে-সব শুনে আর একজন গুণ্ডার হাত থেকে সুমিত্রাকে উদ্ধার করা যদি দরকার ব'লে মনে হয় !"

"উদ্ধার করা ?" বিমান হাসিয়া উঠিল। "মহত্ত্বের আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখবার বিষয়ে তোমার চমৎকার শিক্ষা আছে দেখ্‌ছি ! বাঘের হাত থেকে ছাগলছানাকে সিংহ যে-রকম উদ্ধার করে, তোমার উদ্ধার সেই রকম তো ? ঠিক পরহিতার্থে নয় বোধ হয় ?"

ক্ষণকাল সুরেশ্বর গভীর বিস্ময়ে বিমানবিহারীর দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "প্রেমের দ্বন্দ্বে বিজয়ী হবার এ ঠিক পথ নয় বিমান। সুমিত্রাকে লাভ করতে হ'লে তুমি তারই চিত্ত অধিকার করবার চেষ্টা ক'রো। আমার সঙ্গে কলহ-বিবাদ ক'রে কোনও ফল হবে না। আমি তোমাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি ভাই, তোমার পথ থেকে আমি একেবারে স'রে দাঁড়ালাম। আজ থেকে তোমার পথ নিষ্কণ্টক হোক।"

বিমানবিহারীর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া সুরেশ্বর দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

২৫

ইহার পর, নদী যেমন করিয়া সাগর-বক্ষে নিজেকে সমর্পণ করে, ঠিক তেমনি করিয়া সুরেশ্বর দেশের কার্যে নিজেকে সমর্পিত করিল। সে সুগভীর নিমজ্জন লক্ষ্য করিয়া মাধবী পর্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিল। বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না যে, ইহা স্বাভাবিক অবগাহন নয়; নিজেকে লুপ্ত করিবার জন্য ইহা অতলে অন্তর্নিবেশ।

কিছুদিন পরেই সুরেশ্বরের এই অধীর তৎপরতা এক বৎসরের জন্য ইংরাজের কারাগৃহে অবরুদ্ধ হইল।

২৬

শীতটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু কয়েক দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও বায়ুর ফলে একটা তীব্র কন্‌কনানিতে, শুধু মানুষের দেহ নয়, মন পর্যন্ত আর্ত হইয়া উঠিয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বায়ু আর্দ্র এবং বেগবান, রাজপথ কর্দমাক্ত। ঠাণ্ডা হইতে রক্ষা পাইবার অতিরিক্ত আগ্রহে প্রমদাচরণ তাঁহার বসিবার ঘরের দ্বার ও জানালাগুলা বিবিধ কৌশলে মুক্ত অর্ধবিমুক্ত ও অবরুদ্ধ রাখিয়া, এবং দেহ বহুবিধ উপায়ে আবৃত ও আচ্ছাদিত করিয়া সদ্যোলব্ধ সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন।

দেখিতে দেখিতে সহসা একটা সংবাদের উপর দৃষ্টি পড়ায় প্রমদাচরণ বিশেষরূপে উৎসুক হইয়া উঠিলেন। আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত গভীর আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া পেন্সিল দিয়া সংবাদটি তিনি চিহ্নিত করিলেন, তৎপরে হঠাৎ কি মনে করিয়া পাশের দেরাজ হইতে লাল-নীল পেন্সিল বাহির করিয়া লাল পেন্সিল দিয়া সমগ্র সংবাদটি রেখাবৃত করিয়া দিলেন।

দ্বার ঠেলিয়া সুমিত্রা ঘরে প্রবেশ করিল এবং প্রমদাচরণের চেয়ারের বাম পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাবা, আজ বড় বেশি ঠাণ্ডা পড়েছে, আজ তোমার জন্যে এক পেয়ালা চা তৈরি ক'রে নিয়ে আসি।"

বহুকাল হইতে প্রমদাচরণের নিয়মিত চা-পানের অভ্যাস ছিল, এবং ক্রমশ সেই অভ্যাস সুদৃঢ় আসক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু সুমিত্রা চা ছাড়িবার পর হইতে তিনিও ক্রমশ চা-পান বন্ধ করিয়াছিলেন। সম্ভবত এই আসক্তিবর্জনের সহিত অপত্যস্নেহেরই একমাত্র যোগ ছিল।

মুখে কিন্তু প্রমদাচরণ সে-কথা স্বীকার করেন না; বলেন, বয়স বেশি হইলে চা-পান অনিষ্ট করে, স্নায়বিক দৌর্বল্য বাড়ায়।

ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে জয়ন্তী বলেন, "স্নায়বিক দৌর্বল্যের কথা জানি নে, তবে মানসিক দুর্বলতা তোমার খুব বাড়ছে, তা দেখতেই পাচ্ছি।"

তদুত্তরে প্রমদাচরণ বলেন, "স্নায়ুর সঙ্গে মনের এমন ঘনিষ্ঠ যোগ আছে যে, একটার দুর্বলতা বাড়লেই অপরটার দুর্বলতাও বাড়ে।"

কথা শুনিয়া জয়ন্তীর পিত্ত জ্বলিয়া উঠে। বলেন, "কিন্তু তোমার ধিঙ্গী মেয়ে যত প্রবল হয়ে উঠছে, তুমি কেন তত দুর্বল হয়ে পড়ছ তা আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার? এটা তোমাদের কি রকম যোগ?"

এ কথার উত্তরে প্রমদাচরণের মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হয় না, মনে মনে বলেন, দুর্যোগ! তবে মেয়ের সঙ্গে নয়, উপস্থিত মেয়ের গর্ভধারিণীর সঙ্গে।

সুমিত্রার সহিতও প্রমদাচরণের মাঝে মাঝে এ প্রসঙ্গ হয়, কিন্তু তাহা একেবারে ভিন্ন ধারায়। বৃদ্ধ বয়সে পিতা এতদিনের চায়ের নেশা পরিত্যাগ করায় সুমিত্রা মনে মনে ক্ষুব্ধই হইয়াছিল। তাই সে প্রমদাচরণকে চা-পানে প্রবৃত্ত করিতে মাঝে মাঝে চেষ্টা করে।

ঠাণ্ডা বেশি পড়িলে প্রমদাচরণের দুই-তিন পেয়ালা চা বাড়িয়া যাইত, সে-কথা সুমিত্রার জানা ছিল। তাই প্রত্যুষে উঠিয়া বৃষ্টি বায়ু ও শীতের প্রকোপ দেখিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল যে, আজ এক পেয়ালা তপ্ত চা তাহার পিতাকে পান করাইতেই হইবে।

প্রমদাচরণ কিন্তু মাথা নাড়িয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "না মা, যে নেশাটা কাটিয়ে উঠেছি আর ইচ্ছে ক'রে তার অধীন হচ্ছি নে।"

প্রমদাচরণের স্কন্ধে ধীরে-ধীরে হস্তার্পণ করিয়া সুমিত্রা বলিল, "চায়ের

আবার নেশা কি বাবা! তা ছাড়া, আজ বড্ড ঠাণ্ডা। আজ এক পেয়ালা চা খেলে তোমার শরীর ভাল থাকবে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া প্রমদাচরণ বলিলেন, "তোমার ঠাকুরদাদা থেকে আরম্ভ ক'রে ঊর্ধ্বতন আর কেউ কখনও চা স্পর্শ পর্যন্ত করেন নি, অথচ, ঠাণ্ডাও যে আমার চেয়ে তাঁদের কম ভোগ করতে হয়েছিল তা নয়। দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ—এ সব আমরা নিজেই তৈরি করেছি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে জিনিসের নাম পর্যন্ত জানতেন না, আমাদের নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই জিনিসের। তোমার ব্রজকাকা বলেন, সকালে উঠে কাক আর চা-খোরদের একই বুলি। কাকেরা কা-কা ক'রে ডাকে, আর চা-খোরেরা চা-চা ক'রে চেঁচায়। কাকাও যা, চাচাও তা—সে-কথা বুঝতেই পারছ।" বলিয়া প্রমদাচরণ হাসিতে লাগিলেন।

সম্মুখের একটা চেয়ারে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া সুমিত্রা বলিল, "কিন্তু বাবা, পূর্বপুরুষদের সময়ে জীবনধারা অনেক সহজ ছিল, তাই বহু জিনিসেরই দরকার তাঁদের হ'ত না। এখন পৃথিবীর সমস্ত দেশের সভ্যতার সঙ্গে আমাদের কারবার চলেছে, তাই আমাদের নতুন জীবনধারার পক্ষে এখনকার অনেক জিনিস উপযোগী হয়ে পড়েছে।"

গলা হইতে পশমী গলাবন্ধটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলিয়া চেয়ারের উপর সোজা হইয়া বসিয়া প্রমদাচরণ বলিলেন, "তা হয়তো হয়েছে. কিন্তু বস্তুত যতটা না হয়েছে, তার শত গুণ হয়েছে কল্পনা ক'রে আমরা আমাদের উৎপীড়িত ক'রে তুলেছি। যে দেশে ঘরে ঘরে নেবুর গাছ আর দই-চিনি মজুত, সে দেশে বিলিতি লাইমজুস্-কর্ডিয়ালেরই বা কি দরকার, আর যে দেশে গাছে গাছে ভগবান শরবতের ভাঁড় ফলিয়ে রেখেছেন সে দেশে সোডা-লেমনেডেই বা কি হবে? অন্য দেশের সভ্যতার কথা তুমি বলছিলে, কিন্তু আমার মনে হয় সুমিত্রা, বিদেশী সভ্যতাকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়াও বরং ভাল, কিন্তু তার মধ্যে একেবারে তলিয়ে যাওয়া ভাল নয়। আধুনিক সভ্যতার আদর্শক্ষেত্র হচ্ছে আমেরিকা, কিন্তু সেখানকার লোকের অবস্থা জান? তারা অতি-সভ্যতার চাপে এমন অস্থির হয়ে উঠেছে যে, প্রতি বৎসরই তাঁদের

মধ্যে খুন আর আত্মহত্যার সংখ্যা ভয়ানক রকম বেড়ে উঠছে। সে সভ্যতা যদি আজ ষোল-আনা আমাদের দেশে এসে হাজির হয়, তা হ'লে আজ যারা মোটর-গাড়ি চ'ড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের অধিকাংশকেই মোটর-গাড়ি তৈরি করবার জন্যে কারখানায় ঢুকতে হবে। কলকারখানা বাড়ার সঙ্গে যে-জিনিসটা বাড়ে, সেইটেই সব সময়ে সভ্যতা নয়। যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রণাও বাড়তে থাকে।"

বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সুমিত্রা প্রমদাচরণের কথা শুনিতেছিল। প্রমদাচরণের মধ্যে প্রকৃতিগত বিদেশপ্রিয়তা কখনও ছিল না; কিন্তু স্টীমলঞ্চ যেমন নিজের পথে গাধা-বোটকে টানিয়া লইয়া যায়, ঠিক সেইরূপে শক্তিশালিনী জয়ন্তী নির্বিরোধী প্রমদাচরণকে সারা-জীবন নিজের মতের রেখায় টানিয়া আসিয়াছেন। তাই বাধ্য হইয়া প্রমদাচরণকে খানাও খাইতে হইয়াছে, ড্রেসিং গাউনও পরিতে হইয়াছে এবং গ্রীষ্মকালের রাত্রেও স্লীপিং সুটের মধ্যে নিদ্রা যাইতে হইয়াছে। জয়ন্তীর অজ্ঞতা এবং অক্ষমতাই যদি না রক্ষা করিত, তাহা হইলে সম্ভবত তাঁহাকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সহিত ইংরেজীতে কথাবার্তা কহিতেও হইত।

প্রমদাচরণের এই বিদেশী আবরণ-আচরণের সহিত অন্তরের বিশেষ যোগ ছিল না, সে কথা জানা থাকিলেও ঠিক এমন ভাবে প্রমদাচরণকে আত্মপ্রকাশ করিতে সুমিত্রা কখনও দেখে নাই। তাই সে তাহার পিতার কথার উত্তরে কি বলিবে মনে মনে ভাবিতেছিল এমন সময়ে প্রমদাচরণের সম্মুখস্থ সংবাদপত্রে লাল রেখাবৃত অংশে সহসা তাহার দৃষ্টি পড়িয়া গেল।

ঈষৎ ঝুঁকিয়া, উপরের বড় অক্ষরের ছত্রটি পড়িবার চেষ্টা করিয়া সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করিল, "লাল পেন্সিল দিয়ে ঘেরা ওটা কি বাবা?"

আলোচনার উত্তেজনায় প্রমদাচরণ এ কথাটা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সুমিত্রার আকস্মিক প্রশ্নের উত্তরে কি ভাবে কথাটা বলিবেন সহসা ভাবিয়া না পাইয়া দুই হস্তে সংবাদপত্রখানা তুলিয়া লইলেন, তাহার পর সংবাদটার উপর বার দুই তাড়াতাড়ি দৃষ্টি বুলাইয়া সংবাদপত্রখানা পুনরায়

টেবিলের উপর রাখিয়া সুমিত্রার প্রতি মুখ তুলিয়া বলিলেন, "এটা সুরেশ্বরের খবর, স্বদেশী আন্দোলনের সম্পর্কে তার এক বৎসর জেল হয়েছে।"

খবরটা শুনিবার পর সুমিত্রা আর-কিছু আগ্রহ প্রকাশ করিল না; শুধু একটা ক্ষুদ্র 'ও' বলিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

সুমিত্রার এই অনাগ্রহে মনে মনে ঈষৎ চিন্তিত হইয়া প্রমদাচরণ বলিলেন, "কিন্তু এ খবরটা আমি আমাদের পক্ষে সুসংবাদ ব'লেই মনে করি সুমিত্রা; তাই লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়েছি। তোমার মা যে-চিঠিখানা পেয়েছিলেন সেটা যে সর্বৈব মিথ্যা, সে বিষয়ে আমরা একেবারে নিঃসন্দেহ হলাম।"

এই 'আমরা'র মধ্যে প্রমদাচরণের যে কোনদিনই স্থান ছিল না তাহা সুমিত্রা ভালরূপেই জানিত, এবং কাহাকে উদ্‌ঘাটিত না করিবার ভদ্রতায় এই 'আমরা' কথার ব্যবহার, তাহা বুঝিতেও তাহার বাকি ছিল না। তথাপি সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু তোমার তো কোনদিনই সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না বাবা।"

প্রমদাচরণ বলিলেন, "না থাকুক, তবুও এতে ভালই হ'ল। বিশ্বাস সন্দেহের এত কাছাকাছি বাস করে যে, প্রমাণের উপর তাকে দাঁড় করাতে পারলেই তা দৃঢ় হয়। প্রমাণের অভাবে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কত অবিচার যে করতে হয়েছে তা আর কি বলব!"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে সুমিত্রা বলিল, "আমার কিন্তু মনে হয় বাবা, বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অবিচার তুমি কখনও কর নি।"

উত্তেজিত হইয়া প্রমদাচরণ বলিতে লাগিলেন, "করি নি কেন মা? এই তো সেদিনও করেছি। একটা জঘন্য অপবাদ দিয়ে সুরেশ্বরকে অপমান ক'রে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অপবাদটা সম্পূর্ণ মিথ্যা জেনেও তো আমি তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসতে পারি নি।"

সুরেশ্বরের ঘটনা লইয়া প্রমদাচরণের মনে যে ব্যথাটুকু ছিল তাহার পরিমাণ সুমিত্রার অবিদিত ছিল না। তাই সে পিতার এই মনস্তাপ

ব্যথিত হইয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, "তা পার নি, কিন্তু কেন পার নি তাও তো আমরা জানি বাবা।"

জয়ন্তীর রোষ উদ্রিক্ত করিয়া গৃহে অনর্থক অশান্তি বৃদ্ধি করিবার আশঙ্কায় প্রমদাচরণ সুরেশ্বরের ব্যাপারের কোন প্রতিকার করেন নাই, তাহাই সুমিত্রা ইঙ্গিত করিতেছিল। কিন্তু প্রমদাচরণ সুমিত্রার কথায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। সুরেশ্বরের জেলের কথা অবগত হইয়াই হউক বা অন্য যে-কোনও কারণেই হউক, প্রমদাচরণের নির্বিরোধ শান্ত চিত্তে আজ কোথা দিয়া পূর্বেকার উত্তেজনা প্রবেশ করিয়াছিল।

উদ্দীপ্তকণ্ঠে প্রমদাচরণ বলিলেন, "কেন পারি নি তা তুমি ঠিক জান না সুমিত্রা। আমি অতিশয় দুর্বল, তাই পারি নি। একটা অপরাধ অন্য অপরাধের সাফাই হতে পারে না। যে অপরাধ তোমার মা করেছিলেন তার প্রতিকার না ক'রে আমি সে অপরাধকে প্রশ্রয় দিয়েছিলাম।"

এমন সময়ে বাহিরের বারান্দায় জয়ন্তীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। সুমিত্রা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "মা আসছেন, বাবা।"

তেমনই উদ্দীপ্তকণ্ঠে প্রমদাচরণ বলিলেন, "তা আসুন। এমনি ক'রে চিরকাল ওঁকে অনর্থক ভয় ক'রে ক'রেই—"

ভয় করিয়া করিয়া কি অনিষ্ট হইয়াছে তাহা বলিবার পূর্বেই জয়ন্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন; এবং প্রজ্বলিত ল্যাম্পের বাতির চাকা সহসা ঘুরাইয়া দিলে রশ্মি যেরূপ একেবারে স্তিমিত হইয়া যায়, জয়ন্তীর মূর্তি সম্মুখে দেখিয়া প্রমদাচরণ ঠিক সেইরূপে নিঃশব্দ হইয়া গেলেন।

প্রমদাচরণের একটা কোনও কথা শুনিতে না পাইয়াও জয়ন্তী বুঝিতে পারিলেন যে, এই যত্নকৃত মৌনের অব্যবহিত পূর্বেই একটা কোনও আলোচনায় কক্ষটি মুখর ছিল। একবার স্বামীর মুখের প্রতি এবং একবার কন্যার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বলিলেন, "কি হয়েছে?"

চেয়ারের উপর আরও খানিকটা উঁচু হইয়া উঠিয়া বসিয়া প্রমদাচরণ বলিলেন, "না, কিছু হয় নি। স্বদেশী ব্যাপারে সুরেশ্বরের এক বছর জেল হয়েছে, সেই কথা হচ্ছিল।"

"জেল হয়েছে? কেমন ক'রে জানলে?" সমস্ত মুখের উপর হর্ষের একটা আরক্ত দীপ্তি জয়ন্তী কিছুতেই নিবারিত করিতে পারিলেন না।

খবরের কাগজখানা সম্মুখে উন্মুক্ত অবস্থাতেই পড়িয়া ছিল, প্রমদাচরণ নিমেষের জন্য একবার লাল রেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "খবরের কাগজে বেরিয়েছে।"

প্রমদাচরণের দৃষ্টিপথ অনুসরণ করিয়া দেখিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "তা অমন ক'রে লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়েছ কেন? খবরটা খুব সুসংবাদ নাকি?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রমদাচরণ ক্ষণকাল নিঃশব্দে সংবাদপত্রের রেখান্বিত অংশে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "এক দিক থেকে সুসংবাদই বটে।"

মাথা নাড়িয়া জয়ন্তী বলিলেন, "তোমার পক্ষে কোনো দিক থেকেই সুসংবাদও নয়, দুঃসংবাদও নয়।"

জয়ন্তীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ দ্বিধাজড়িতভাবে প্রমদাচরণ বলিলেন, "একটা কথা ভুলে যাচ্ছ, জয়ন্তী। তুমি যে সেই রেজেস্ট্রি চিঠিটা পেয়েছিলে, সে কথা ভুলে যাচ্ছ। সুরেশ্বরের জেল হওয়ায় এখন আর কোনও সন্দেহ রইল না যে, সে চিঠির কথাটা মিথ্যা।"

এই পত্রের উল্লেখে ক্রোধে জয়ন্তীর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; আরক্ত-মুখে কহিলেন, "সেই জন্যেই সংবাদটি সুসংবাদ বুঝি? সুরেশ্বর একজন নন্‌-কো-অপারেটার, গবর্মেণ্টের শত্রু, এইটে প্রমাণ হওয়াতেই তুমি খুব খুশি হয়েছ?"

খুশি হইয়াছেন সে কথা বলিতে প্রমদাচরণের সাহস হইল না, কিন্তু নিরুত্তরে বসিয়া থাকিয়া কতকটা সেইরূপ ভাবই প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

নিঃশব্দে ক্ষণকাল প্রমদাচরণের উপর অগ্নি-দৃষ্টি বর্ষণ করিয়া তীব্রকণ্ঠে জয়ন্তী বলিলেন, "দেখ, এখনও গবর্মেণ্টের টাকাতেই এই পরিবারটির অন্ন-বস্ত্র চলছে। এর আগেও চিরদিনই চলেছে সে কথা এখন না হয় ভুলেই গেছ। এতটা নিমকহারামি কিন্তু ভাল নয়। মাসের পয়লা তারিখে পেন্‌শনের টাকাটি আনিয়ে নিয়ে তার পর সমস্ত মাস ধ'রে বাপে-ঝিয়ে মিলে নন্‌-কো-

অপারেশনের চর্চা করায়, আর একজন নন্-কো-অপারেটারের জেল হ'লে তার জেলের খবর লাল পেন্সিল দিয়ে ঘিরে দেওয়ায় একটুও পৌরুষ নেই।"

কথাটা হয়তো ঠিক এতটা কঠিন করিয়াই বলিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সুমিত্রার সম্মুখে রেজেস্ট্রি চিঠির উল্লেখ করিয়া সুরেশ্বরের সমর্থন করায় জয়ন্তী সমস্ত সংযম হারাইয়া নিষ্ঠুরভাবে স্বামীকে আক্রমণ করিলেন।

এবারও প্রমদাচরণ নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন, কিন্তু এতখানি পিতৃলাঞ্ছনা সুমিত্রার সহ্য হইল না।

অপাঙ্গে পিতার দুঃখ-পাণ্ডুর মুখ নিমেষের জন্য একবার দেখিয়া লইয়া সে প্রমদাচরণকেই সম্বোধন করিয়া বলিল, "বাবা, চাকরি করা মানে কি তা হ'লে সেই রকম ক'রে আজীবন গবর্মেণ্টের দাসত্ব করা? গবর্মেণ্টের অপছন্দ কোনো বিষয় নিয়ে কখনও ভাবতেও পারবে না, আলোচনাও করতে পারবে না?"

প্রমদাচরণ শান্তস্বরে বলিলেন, "কি জান মা, তোমার মা তো সেই রকমই বলছেন।" তাহার পর সহসা তাঁহার বেদনাহত নেত্র জয়ন্তীর প্রতি উত্থিত করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা জয়ন্তী, তুমি কি এই বলতে চাও যে, আমি যদি নন্-কো-অপারেশনের চর্চা করি, কিংবা কোনো নন্-কো-অপারেটারের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করি, তা হ'লে আমার গবর্মেণ্টের কাছ থেকে পেন্‌শন নেওয়া বন্ধ করা উচিত?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "আমি তোমার অত-সব গোলমেলে কথা জানি নে। আমি বলছি যে, সারা জীবন গবর্মেণ্টের পয়সা খেয়ে এসে এখন গবর্মেণ্টের বিপক্ষদলের সঙ্গে যোগ দেওয়া তোমার উচিত হচ্ছে না।"

সুরেশ্বরের জেল-সংবাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রমদাচরণ ধীরে ধীরে কহিলেন, "না না, এর মধ্যে গোলমেলে কথা কিছু নেই তো। তুমি যা বলছ তা যদি ঠিক হয়, তা হ'লে তার বিপরীতটাও ঠিক। এ কথাটা আমি এ রকম ক'রে একদিনও ভেবে দেখি নি; এখন মনে হচ্ছে ভেবে দেখা উচিত।" বলিয়া প্রমদাচরণ একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

"বাবা!"

"কি মা ?"

"এক পেয়ালা চা তা হ'লে নিয়ে আসি ?"

সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টি উত্থিত করিয়া প্রমদাচরণ শান্ত-কণ্ঠে কহিলেন, "আজ থাক্ মা। কাল না হয় সকাল-সকাল এক পেয়ালা ক'রে দিও।"

"কিন্তু আজ যে বড় ঠাণ্ডা বাবা !"

"তা হোক, আজকের দিনটা—আজকের দিনটা থাক্।"

প্রমদাচরণের কথা শুনিয়া জয়ন্তীর চক্ষু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জ্বলিয়া উঠিল এবং সুমিত্রার চক্ষু সজল হইয়া আসিল। কিন্তু দুইজনের মধ্যে কেহই আর কোনও কথা কহিল না।

২৭

ক্ষণকাল পরে সুমিত্রাকে একান্তে পাইয়া জয়ন্তী তীব্র স্বরে কহিলেন, "বেশি বাড়াবাড়ি করিস নে সুমিত্রা। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ওসব চরকা-টরকা আমি বাড়ি থেকে ঝেঁটিয়ে বার ক'রে দেব।"

মাতার দিকে চাহিয়া সুমিত্রা ছলছল-নেত্রে বলিল, "তার চেয়ে তোমার এই আপদ-বালাই মেয়েটাকেই ঝেঁটিয়ে বার ক'রে দাও না মা ; তা হ'লে তো সব হাঙ্গামা চুকে যায়।"

অপলকনেত্রে ক্ষণকাল সুমিত্রার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ঈষৎ শান্তস্বরে জয়ন্তী কহিলেন, "আমার কথা শোন্ সুমিত্রা, এই বুড়ো বয়সে তোর বাপকে পাগল ক'রে তুলিস নে। লেখাপড়ার সময় থেকে এতটা বয়স পর্যন্ত যাকে আমি চালিয়ে এসেছি, আজ তাকে আমার হাত থেকে বার ক'রে নিস নে। তাতে মঙ্গল হবে না।"

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া সুমিত্রা কাতরতার সহিত বলিল, "এ-সব তুমি কি কথা বলছ মা ? তোমার হাত থেকে আমি বাবাকে বার ক'রে নেব ?

সহসা জয়ন্তীর চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল ; বাষ্পবিকৃতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কিন্তু আমি যে দেখতে পাচ্ছি, বার ক'রে নিচ্ছিস। ও ক্ষেপাকে আমি চিনি, ও যদি একবার ক্ষেপে ওঠে, তখন আর

শত চেষ্টাতেও ফেরাতে পারবি নে। আমার সব সাধ-আহ্লাদ, সব কাজ-কর্ম বাকি রয়েছে। তোদের দুই বোনের বিয়ে আছে, আর দু-তিন মাস পরে তোর দাদা বিলেত থেকে ফিরে আসছে। এখন অনেক কাজ বাকি সুমিত্রা—আমার এত সাধের সংসারে আগুন ধরিয়ে দিস নে। আমি তোর হাতে ধরছি, আমার কথা রাখ্। আমিও তোর মা।" বলিয়া জয়ন্তী ব্যাকুলভাবে সুমিত্রার দুই হস্ত চাপিয়া ধরিলেন।

জননীর মুষ্টি হইতে নিজের হাত মুক্ত করিয়া লইবার কোনও চেষ্টা না করিয়া সুমিত্রা নীরবে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর রুদ্র বৈশাখের তপ্ত মেঘ হইতে সময়ে সময়ে যেমন বড় বড় ফোঁটা ঝরিয়া পড়ে, তেমনি সুমিত্রার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

"বল্, আমার কথা রাখবি ?"

সুমিত্রা তাহার আনত আর্দ্র নেত্র উত্থিত করিয়া বলিল, "কি কথা রাখতে হবে মা, বল ?"

"তুই আবার আগেকার মতন হ। আমার সংসার যেমন চলছিল তেমনি চলুক।"

ভয়ে সুমিত্রার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। "আগেকার মত আবার কি মা ? সেই সাজ-সজ্জা, লেস্-ফ্রিল, সেই বিলিতী কাপড়, সেই সব আবার ?"

ব্যগ্রভাবে জয়ন্তী কহিলেন, "আমি অত কথা জানি নে, তুই আগে যেমন ছিলি তেমনি হ। তোর এ যোগিনী-সাজ আমার যে কত বড় সাজা হয়েছে তা আমি কি ক'রে তোকে বোঝাব !"

সুমিত্রা তাহার বিহ্বলবিমূঢ় দৃষ্টি জয়ন্তীর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল, "তাতেই কি তোমার সংসারের মঙ্গল হবে মা ?"

আগ্রহভরে জয়ন্তী বলিলেন, "হবে। আমি বলছি হবে। আমি তোর মা, আমার কথা শোন্।"

আবার সুমিত্রার চক্ষু হইতে দুই-চারি বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

"আচ্ছা মা, তাই হবে, এবার থেকে তোমার মতেই চলব ; কিন্তু একটা কথা—"

সুমিত্রাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া জয়ন্তী তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না, আমি আর কোনো কথা শুনতে চাই নে, এর মধ্যে আর কিন্তু-টিন্তু নেই।"

সুমিত্রার দুঃখ-মলিন ওষ্ঠাধরে বর্ষা-প্রভাতের স্তিমিত বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত ক্ষীণ হাস্য-রেখা দেখা দিল।

"আর-কোন কথাই শুনবে না মা?"

ব্যগ্রস্বরে জয়ন্তী বলিলেন, "না না, আর আমি কোনো কথা শুনব না। মার সম্মান যখন এতটা রাখলি সুমিত্রা, তখন আর কোনো গোলযোগ তুলিস নে।"

"আচ্ছা, তবে থাক্। কিন্তু শুনলেই বোধ হয় ভাল করতে।" বলিয়া সুমিত্রা ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

সুরেশ্বরের এক বৎসর জেল-হওয়ার সহিত সুমিত্রার এই অপ্রত্যাশিত মতপরিবর্তন মণি-কাঞ্চনের যোগের মত জয়ন্তীর মনে হইল। মনে মনে তিনি স্থির করিলেন যে, আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া মনের অভিপ্রায়-গুলিকে এমন কায়েমি করিয়া ফেলিবেন যাহাতে তদ্বিষয়ে এক বৎসর পরে কাহারও দ্বারা কোনপ্রকার ক্ষতি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা না থাকে।

কিন্তু সন্ধ্যার পর সজ্জিত হইয়া সুমিত্রা যখন ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিল, তখন তাহার সজ্জা-পরিবর্তন দেখিয়া জয়ন্তী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন, বিমানবিহারী প্রহেলিকা দেখিতে লাগিল এবং প্রমদাচরণ প্রমাদ গণিলেন।

ভয়ার্তকণ্ঠে প্রমদাচরণ বলিলেন, "এ বেশ কেন মা সুমিত্রা?"

কম্পিত-কণ্ঠে সুমিত্রা বলিল, "কেন বাবা? এ তো বেশ ভালই।"

যে সুমিত্রা কিছুকাল হইতে খদ্দর ভিন্ন অপর বস্ত্র স্পর্শও করিত না, সে আজ নর্টনের বাড়ির প্রস্তুত মভ ক্রেপের সুটে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে! মনে হইতেছিল, পুষ্প যেন কীটরাশির দ্বারা পরিবৃত হইয়াছে।

২৮

সকালে জয়ন্তীর সহিত কথোপকথনের পর সুমিত্রা নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া একবার চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিল। কয়েক দিন হইল প্রমদাচরণ

তাহাকে দুই থান উৎকৃষ্ট খদ্দর আনাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা দিয়া সে মনের মত করিয়া ঘরটির সংস্কার করিয়াছিল। যেখানে যাহা কিছু অপরিচ্ছন্নতা ছিল, সে খদ্দর দিয়া সমস্ত ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছিল। দ্বারে মূল্যবান ক্রেটনের পর্দার স্থলে খদ্দরের পর্দা; গবাক্ষে বর্ডার ও কুঁচি দেওয়া সূক্ষ্ম বিলাতী স্ক্রীনের পরিবর্তে খদ্দরের স্ক্রীন; শয্যায় বিলাতী শীটিংএর পরিবর্তে খদ্দরের চাদর; টেবিলে খদ্দরের টেবিল-ক্লথ, আলনায় খদ্দরের শাড়ি, সায়া ও জামা; সংক্ষেপে, কক্ষের এমন কোনও স্থল দৃষ্টিগোচর ছিল না যেখানে বিদেশী বস্ত্র খদ্দরের দ্বারা অপসারিত হয় নাই।

কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া মেঘমেদুর প্রভাতের স্তিমিত-আলোক-স্নিগ্ধ এই শুভ্র-শুচিতার দিকে চাহিয়া সুমিত্রার চক্ষে জল আসিল। বোট্যানিকাল গার্ডেনের ঘটনা হইতে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলী পরম্পরাক্রমে তাহার মনে একটা স্বপ্নের মত ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কয়েক মাস ধরিয়া নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া যে অলৌকিক অবস্থান্তরে সে উপনীত হইয়াছে, তাহার নিষ্ঠা-পূত কক্ষ-তপোবনে আজ সহসা সেই রূপান্তরিত অবস্থার স্বরূপ দর্শন করিয়া এক দিকে যেমন একটা অনির্বচনীয় সুখে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল, তেমনি অপর দিকে মাতৃঋণরূপে যে উৎপীড়ন আজ হইতে এই সদ্য-রচিত তপোবন বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত হইল, তাহার কথা স্মরণ করিয়া তাহার সমস্ত মন বিতন্ত্রিত হইয়া গেল।

কক্ষের এক কোণে আবলুস কাষ্ঠের একটা ত্রিপদের উপর সুরেশ্বরের দেওয়া চরকাটা ছিল। সুমিত্রা ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইল এবং ক্ষণকাল প্রগাঢ় নতনেত্রে তৎপ্রতি চাহিয়া থাকিয়া হাতলটা ধরিয়া একবার ঘুরাইল। তৈল-নিষিক্ত স্নিগ্ধ যন্ত্র ভ্রমর-গুঞ্জনের মত মৃদু গভীর ধ্বনি করিয়া উঠিল, কিন্তু সুমিত্রার কর্ণে তাহা করুণ ক্রন্দন-ধ্বনির মত শুনাইল। মনে হইল, চরকার মধ্যে কাহার কণ্ঠস্বর প্রবেশ করিয়া যেন বিলাপ করিতেছে। বলিতেছে—"বন্ধ কর, বন্ধ কর। যাহা চলিবে না, তাহাকে চালাইয়া লাঞ্ছিত করিয়ো না।" সুমিত্রা তাড়াতাড়ি চরকার হাতলটা ছাড়িয়া দিল। তাহার পর চরকার দক্ষিণ কোণে খোদিত 'সু' অক্ষরের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় নির্নিমেষ

নেত্রে তৎপ্রতি চাহিয়া সে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুদিন পূর্বে এই অক্ষরটি লইয়া মাধবীর সহিত তাহার যে রহস্যালাপ হইয়াছিল তাহা মনে পড়িল, এবং তৎপরে এই অক্ষরটিকে বীজ-মন্ত্রের মত গ্রহণ করিয়া বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে কি প্রকারে সে তাহার জীবন গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া তাহার দুঃখদীর্ণ নেত্র হইতে টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া নত হইয়া চরকায় মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে গিয়া সুমিত্রা মুদিত নেত্রে বারংবার যাহাকে প্রণাম করিল, সে তখন আলিপুরের জেলখানায় একান্ত মনে বন্দী-জীবনের কঠোর কর্তব্য পালন করিতেছিল।

দ্বীপান্তরের আসামী যেমন জাহাজে উঠিয়া সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া শেষবারের মত স্বদেশের আকাশ বাতাস গাছপালাকে আঁকড়িয়া ধরে, তেমনি করিয়া সুমিত্রা নিজের প্রিয় বস্তু ও বিষয়গুলিকে বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় দিয়া অধিকার করিয়া সমস্ত দিন অতিবাহিত করিল। কিন্তু সাগরবক্ষে জাহাজ উপস্থিত হইলে দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশির মধ্যে জন্মভূমির আকর্ষণ ও প্রবাসভূমির বিপ্রকর্ষণ উভয়ই যেমন লুপ্ত হইয়া যায়, তেমনি সন্ধ্যার নিঃশব্দ তিমির-সঞ্চারের মধ্যে চিন্তা করিতে করিতে সমস্ত দিনের ভোগ করা সুখ এবং দুঃখ সুমিত্রার নিকট বস্তুহীন মায়ার মত ঠেকিল। মনে হইল, স্বদেশ এবং বিদেশের পার্থক্য একেবারে অর্থহীন; দেশী খদ্দর এবং বিলাতী বস্ত্র সর্বতোভাবে প্রভেদ-রহিত। এমন কি বিমানবিহারীর ডেপুটিত্ব এবং সুরেশ্বরের স্বদেশপ্রেম একই মাত্রায় অবাস্তব।

অনবচ্ছিন্ন মহাকালের যাত্রাপথে ক্ষণস্থায়ী মানবজীবন অস্তিত্ববিহীন বলিয়া মনে হইল, এবং তদন্তর্গত সুখ-দুঃখ হর্ষ-বেদনা আশা-নৈরাশ্যের কোনও স্বাতন্ত্র্য অথবা মূল্য আছে বলিয়া মনে হইল না।

এইরূপে বৈরাগ্যের মহাশূন্যতার মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে সুমিত্রার নিকট জীবনটা বস্তুহীন বুদ্বুদের মত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে কক্ষে বিমলা প্রবেশ করিয়া বলিল, "মেজদি, তোমাকে মা বৈঠকখানায় ডাকছেন।"

তাহার পর সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া বলিল, "অন্ধকারে শুয়ে রয়েছ যে, মেজদি? মাথা ধরে নি তো?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করিল, "বৈঠকখানায় কে কে আছেন বিমলা?"

"বাবা, মা আর বিমানদাদা।" বলিয়া বিমলা প্রস্থান করিল।

দুশ্ছেদ্য বৈরাগ্যজাল এক মুহূর্তেই ছিন্ন হইয়া ঔদাস্য-শিথিল মন সাধারণ জীবনের আসক্তি-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রবলভাবে প্রত্যাবর্তন করিল। একটা তীব্র আঘাতে আহত হইয়া সুমিত্রা ক্ষণকাল নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

উপর্যুপরি কয়েকদিন না আসার পর যে-দিন সুরেশ্বরের কারাদণ্ডের সংবাদ প্রকাশিত হইল, সে-দিন বিমানবিহারীর আসা এবং তৎপরে পূর্বের মত ড্রইং-রুমে তাহাকে জয়ন্তীর আহ্বান, পরস্পর-সম্পর্কিত ব্যাপার মনে হইয়া অপরিমেয় ঘৃণায় ও বিরক্তিতে সুমিত্রার মন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, সুরেশ্বরের কারাবাসের সুযোগ পাইয়া স্বার্থোদ্ধারের জন্য এই দুইজনের লোভাতুরতা একদিনও অপেক্ষা করিতে পারিতেছে না। সবিদ্বেষ অবজ্ঞার সহিত বিমানবিহারীর কথা সুমিত্রা মন হইতে একেবারে বাহির করিয়া দিল, কিন্তু জয়ন্তীর প্রতি একটা দুর্নিবার ও দুর্জয় অভিমান জাগ্রত হইয়া উঠিল।

সকালে জয়ন্তী যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সুমিত্রার একে একে মনে পড়িতে লাগিল। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমার এত সাধের সংসারে আগুন ধরিয়ে দিস নে। আমি তোর হাতে ধরছি, আমার কথা রাখ্। আমিও তোর মা।' দুঃখে সুমিত্রার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল। মনে মনে সে বলিতে লাগিল, 'সংসারটা কি শুধু তোমার একলারই, মা? আর কারো নয়? তোমার ইচ্ছাতেই আর সকলের ইচ্ছা বিসর্জন দিতে হবে? তুমি আমার মা তা জানি; কিন্তু তাই ব'লে কি আমি তোমার মেয়ে, সে কথা একবারও মনে করতে নেই?' নির্দোষ খদ্দরের সজ্জা জয়ন্তীর পক্ষে সাজা হইল অথচ অস্পৃশ্য বিলাতী বস্ত্র সুমিত্রার পক্ষে শাস্তি হইতে পারিল না! আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সমগ্র দেশ যখন জীবন পণ করিয়াছে, তখন প্রমদাচরণের

সহিত স্বদেশ-চর্চা হইল প্রমদাচরণকে জয়ন্তীর হস্ত হইতে বাহির করিয়া লওয়া! মাতৃত্বের উৎপীড়নে সুমিত্রার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

জননী এবং জন্মভূমি উভয়েই গরীয়সী; কিন্তু আজ জন্মভূমির সহিত জননীর বিরোধ বাধিয়াছে। এই কঠিন অবস্থাসঙ্কটে কর্তব্য নিরূপণ করিতে সুমিত্রা ক্ষণকালের জন্য বুদ্ধিভ্রষ্ট হইল। একবার চরকার প্রতি সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করিল, একবার মনে মনে সুরেশ্বরের মূর্তি স্মরণ করিল, তারপর জননীর ব্যাকুল আবেদনের কথা মনে পড়িল। তখন সে একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল। আত্মহত্যা করিবার কল্পনায় মানুষ যেমন করিয়া চিন্তা করে, ঠিক সেইরূপ উদ্‌ভ্রান্ত নিবিড় চিন্তা। আত্মবিনাশের উৎকট উন্মাদনা তাহার আকৃতিতে প্রকট হইয়া উঠিল।

যে ঘরে তাহার পূর্বের বস্ত্রাদি ছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া সুমিত্রা এক মুহূর্ত চিন্তা করিল, তৎপরে একটা ওয়ার্ডরোব খুলিয়া নটনের বাড়ির মভ্‌ক্রেপের সুট্‌টা বাহির করিয়া পরিল। একদিন এই সজ্জাটি পরিধান করিবার জন্য জয়ন্তী তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সে-দিন সুমিত্রা জয়ন্তীর অনুরোধ রক্ষা করে নাই। সেই কথা স্মরণ করিয়াই আজ সে ইহা পরিধান করিয়া ড্রইং-রুমে উপস্থিত হইল।

প্রবল অভিমানের বশবর্তী হইয়া সুমিত্রা এত বড় আত্মপীড়ন করিয়া বসিল। ক্রুদ্ধা সর্পিণী যেমন কখন কখন আপনার দেহ আপনি দংশন করে, ঠিক সেইরূপে সে নিজেকে দংশন করিল। মনস্তত্ত্বের হিসাবে ইহা পুরাদস্তুর আত্মহত্যা, শুধু দেহের পরিবর্তে মনের। সে যখন দেশী বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিলাতী বস্ত্র পরিধান করিতেছিল, তখন অভিমানের উন্মাদনায় তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা ভাল-মন্দর বিচারশক্তি সমস্তই ঠিক সেইরূপে অপহৃত হইয়াছিল, আত্মহত্যার পূর্বে যেরূপে হয়।

তাই যখন মুখে গভীর দুঃখ ও ঘৃণার ছাপ লইয়া সুমিত্রা ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিল, তখন তাহাকে নবসজ্জায় সজ্জিত দেখিয়াও জয়ন্তী হৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। পুষ্প-চন্দনে ভূষিত হইয়া মৃতব্যক্তির মুখের

নিপ্রভতা যেরূপ অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠে, সুদৃশ্য বিলাতী বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সুমিত্রার আকৃতির অবস্থাও সেই রকম হইয়াছিল।

খদ্দরের সজ্জা পরিত্যাগ করিয়া সহসা সুমিত্রার বিলাতী বস্ত্র পরার মূলে বিশেষ একটা কোনও গোলযোগ আছে অনুমান করিয়া প্রমদাচরণ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ভয়ার্তকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "এ বেশ কেন মা সুমিত্রা ?"

কম্পিত কণ্ঠে সুমিত্রা বলিল, "কেন বাবা এ তো বেশ ভালই।"

প্রমদাচরণ স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল সুমিত্রার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মা সুমিত্রা, আমার কাছে কোনো কথা লুকিয়ো না। এ কাজ তুমি যে সহজে কর নি তা আমি বুঝতে পারছি। আমাকে বল, কি হয়েছে ?"

সহসা কি বলিবে, বিশেষত বাহিরের লোক বিমানবিহারীর সমক্ষে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সুমিত্রা ইতস্তত করিতে লাগিল।

জয়ন্তী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। প্রমদাচরণের প্রশ্নের উত্তরে সুমিত্রা কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবে এই আশঙ্কায় তিনি মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, "হবে আবার কি ? কিছুদিন একটা শখের মত যে কাজ করলে তাই নিয়েই কি চিরকাল কাটাবে ? মাঝে মাঝে সাধ ক'রে খদ্দর পরতে তো মানা নেই ; কিন্তু তাই ব'লে এ-সব কাপড় ত্যাগ করবে কেন ?"

এ কথার কোনও মৌখিক প্রতিবাদ না করিয়া সুমিত্রা যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রমদাচরণ কিন্তু জয়ন্তীকে কোনও উত্তর না দিয়া সুমিত্রাকেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এ যদি তুমি সম্পূর্ণ নিজের বিবেচনায় ক'রে থাক মা, তা হ'লে আমার বলবার কিছুই নেই। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, এ তা নয়, এর মধ্যে কোনো দিক থেকে জুলুম-জবরদস্তি নিশ্চয়ই আছে।"

এবারও সুমিত্রা কথা কহিবার পূর্বে জয়ন্তীই কথা কহিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিকট হইতে কৈফিয়ৎ পাইবার পর প্রমদাচরণ এ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। তাহা না করিয়া কথাটাকে এরূপ মন্তব্যের দ্বারা

গুরুতর অবস্থায় লইয়া যাওয়ায় জয়ন্তী মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বিমানবিহারীর সম্মুখে কথাটা লইয়া বেশি বাড়াবাড়ি করা অনুচিত হইবে, মনে করিয়া, এবং সুমিত্রার পরিবর্তনের তরুণ অবস্থায় কথাটা লইয়া তীব্রভাবে আলোচনা করিলে আসল ব্যাপারে ক্ষতি হইতে পারে এই আশঙ্কায় নিনি স্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "জুলুম-জবরদস্তি কোনো দিক থেকেই নেই, যদি কিছু থাকে তো তার বিপরীতই আছে।"

এবার প্রমদাচরণ প্রত্যক্ষভাবে জয়ন্তীর কথার উত্তর দিলেন বলিলেন, "জুলুম-জবরদস্তির বিপরীতটা আবার সময়ে সময়ে জুলুম-জবরদস্তিকেও ছাড়িয়ে যায়। এমন অনেক ব্যাপার আছে, যা জোর করে করানো যায় না, কিন্তু অন্য রকমে করানো যায়।"

ক্রোধে জয়ন্তীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। এবার আর নিজেকে সংযত রাখিতে না পারিয়া বলিলেন, "কি রকমে করানো যায় বলই না? হাতে পায়ে ধ'রে— তাই বলতে চাচ্ছ তো? কিন্তু তুমি ভুলে যেয়ো না যে, আমি সুমিত্রার মা। আমার আদেশেও সে অনেক কাজ করতে পারে।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া প্রমদাচরণ তাঁহার চেয়ার হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর বিমানবিহারীর দিকে ফিরিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "আজ আমাদের আলোচনাটা আর শেষ হ'ল না বিমান; থাক্, অন্য দিন হবে। বাইরে যেমন দুর্যোগ চলছে, তেমনি আজ সকাল থেকে আমাদের ভেতরেও গোলযোগ চলেছে; তুমি যেয়ো না; ব'স, গল্প-টল্প কর।" তাহার পর সুমিত্রার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার মস্তকের উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "মাতৃ-আদেশ লঙ্ঘন করতে তোমাকে আমি উপদেশ দিচ্ছি নে মা, তবে তোমার মঙ্গলের জন্য যদি একান্তই আবশ্যক হয় তা হ'লে পিতৃ-আদেশেরও তোমার অভাব হবে না— এ কথা তোমাকে আমি শুনিয়ে রাখলাম।" বলিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সে-সময়ে সুমিত্রার চক্ষু হইতে টপ্‌টপ্‌ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল।

তাহা আর কেহই লক্ষ্য করিল না, শুধু প্রমদাচরণই যাইবার সময়ে দেখিয়া গেলেন।

২৯

যে ব্যাপারটা প্রমদাচরণ করিয়া গেলেন, তাহা বিবাদ নহে, কলহ নহে, তর্ক নহে; তাহার মধ্যে কটূক্তি ছিল না, ক্রোধ ছিল না, এমন কি উত্তেজনাও ছিল না; তথাপি তিনি প্রস্থান করিবার পর ক্ষণকালের জন্য জয়ন্তী গভীর বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সুমিত্রার প্রতি উৎপীড়ন হইয়াছে কল্পনা করিয়া তাহার প্রতিবাদ, এবং প্রয়োজন হইলে তাহার প্রতিকার করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন, প্রমদাচরণ যে এমন করিয়া করিবেন তাহা জয়ন্তী আশঙ্কা করেন নাই। যে-জিনিস সহজে বিচলিত হয় না তাহা চলিতে আরম্ভ করিলে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহার কোন আন্দাজ করিতে না পারিয়া তিনি মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে ব্যাপারটাকে হালকা করিয়া দেওয়াই সমীচীন মনে করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "নিজে চিরকাল জোর খাটিয়ে এসে এখন এমন হয়েছে যে, কোনো বিষয়ে জোর-জবরদস্তি করা হচ্ছে ব'লে সন্দেহ হ'লেই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু এটা বোঝেন না যে, তাঁর এ মেয়েটির ওপর আর-সব খাটানো যায়, শুধু জোর খাটানোই যায় না।"

তাহার পর সুমিত্রার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "না বাপু সুমিত্রা, ওঁকে এমন ক'রে ভয় পাইয়ে দিও না; তুমি দিশী বিলিতী মিলিয়ে কাপড় পোরো। আর, আমি নিজেও ভালবাসি তাই। যেখানকার যে-জিনিসটি ভাল, সেখানকার সে জিনিসটির আদর করব। পাঞ্জাব যদি বাঙালীদের পক্ষে আপনার হতে পারে তা হ'লে আফগানিস্থানই বা কেন হবে না, আর পৃথিবীর অন্য যে-কোন স্থানই বা না হবে কেন? পাঞ্জাব আর বাংলাকে এক করেছে একমাত্র ইংরাজের রাজ্যশাসন তো? তুমি কি বল, বিমান?"

ইহার বিরুদ্ধে বিমানবিহারীর কিছুই বলিবার ছিল না, কারণ ইহা তাহারই যুক্তি যাহা তাহারই মুখে জয়ন্তী একদিন শুনিয়াছিলেন। তথাপি সে আজ সম্পূর্ণভাবে সে-কথা সমর্থন না করিয়া বলিল, "তা এক হিসেবে সত্যি বটে মা, তবে এক-সুখের অথবা এক-দুঃখের অধীন হওয়াও একত্র হওয়ার একটা মস্ত কারণ। একই শাসন-প্রণালীর অন্তর্গত হয়ে পাঞ্জাব আর বাংলা যখন একই রকম সুবিধা-অসুবিধা ভোগ করছে তখন সে-দিক দিয়ে তারা যে এক সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তেমনি সকল জাতের মানুষকে যখন একই পৃথিবীতে বাস করতে হচ্ছে, তখন একটা খুব বড দিক দিয়ে তারা সকলে যে এক, তাও মানতেই হবে। সে-হিসেবে আপনি যা বলছেন তা ঠিক। আমার মনে হয়, শিল্প সাহিত্য বাণিজ্য এসব ব্যাপার নিয়ে গণ্ডী তৈরি ক'রে দল বেঁধে ঝগড়া করা, এক হিসেবে ঘরে ঘরে ঝগড়া করার মতই অন্যায়। সুদূরভবিষ্যতে কোন এক সময়ে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একধর্ম একজাত হয়ে যাবে—এই যদি আদর্শ হয়, তা হ'লে দিশী বিলিতী প্রভেদ ক'রে জাতির সঙ্গে জাতির বিবাদ করা সেই মহৎ আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ, তাতে কোনো সন্দেহ নাই।"

বিমানবিহারীর কথায় বিশেষভাবে প্রসন্ন হইয়া জয়ন্তী কহিলেন, "সেই জন্যেই তো আমি বলি যে, বিলিতী জিনিস ঘৃণা করার মধ্যে মহত্ত্ব কিছুই নেই, বরং তাতে নিজের মনকে ছোট করা হয়।"

বিমানবিহারী কহিল, "না, বিলিতী-বর্জন প্রতিজ্ঞার মূলে ঘৃণার কথা ঠিক নেই। এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির একটা উপায়। কিন্তু আমার মনে হয়, সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধি করবার জন্যে অসাধু উপায়ের সাহায্য নেওয়া উচিত নয়। দরিদ্র-ভোজন করাবার জন্যে চুরি করলে, পুণ্য বেশি হয়, কি পাপ বেশি হয় বলা কঠিন।"

একটা চেয়ারে বসিয়া সুমিত্রা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া জয়ন্তী ও বিমানবিহারীর কথাবার্তা শুনিতেছিল; কিন্তু তাহাদের আলোচনায় প্রবেশ করিয়া তর্ক-বিতর্ক করিবার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। ক্ষণকাল পরে বিমানবিহারীর নিকট তাহাকে ও বিমলাকে রাখিয়া জয়ন্তী

যখন স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন, তখন অগত্যা তাহাকে বিমানবিহারীর কথার উত্তরে কথা কহিতেই হইল।

দুই-চারিটি অন্যান্য কথার পর বিমানবিহারী বলিল, "হঠাৎ তোমার এ বেশ-পরিবর্তন দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। আর সত্যি কথা বলতে কি, তেমন আমার ভালও লাগে নি। এখন তো অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে, এখনও কেমন যেন বেমানান লাগছে।"

বিমানবিহারীর এ কথায় বিস্মিত হইয়া সুমিত্রা মুখ তুলিয়া চাহিয়া সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, বেমানান লাগছে কেন? এই বেশেই তো আমাকে চিরকাল আপনারা দেখে এসেছেন!"

মৃদু হাসিয়া বিমানবিহারী বলিল, "কেন বেমানান লাগছে তা বলতে পারি নে, কিন্তু লাগছে। মনে হচ্ছে, এ যেন তোমার বেশ নয়, ছদ্মবেশ।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সুমিত্রা বলিল, "কিন্তু খদ্দরও তো আপনারা পছন্দ করেন না।"

এ কথায় মনের মধ্যে ঈষৎ আহত হইয়া বিমানবিহারী মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি হয়তো আমার বিষয়ে পছন্দ করি নে, কিন্তু তা ব'লে তোমার বিষয়ে অপছন্দ করবার তো কোনো কারণ নেই। ডাকাতের ছেলে ডাকাত হবে—এ হয়তো অনেক ডাকাতই পছন্দ করে না।"

উপমাটা বিমানবিহারী হয়তো সহজভাবেই দিয়াছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা নিগূঢ় অর্থ ও ইঙ্গিত উপলব্ধি করিয়া সুমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে কোনও কথা না বলিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

কিন্তু বিমলা উত্তর দিতে গিয়া কথাটাকে একেবারে অনাবৃত করিয়া দিল। সহসা সে বলিয়া বসিল, "ডাকাতেরা হয়তো পছন্দ করে না, কিন্তু ডেপুটিরা পছন্দ করে।"

সবিস্ময়ে বিমানবিহারী জিজ্ঞাসা করিল, "কি পছন্দ করে?"

"পছন্দ করে যে, তারা যেমন সাহেব তেমনি তাদের স্ত্রীদেরও মেমসাহেব হওয়া উচিত।" বলিয়া সুমিত্রার দিকে চাহিয়া বিমলা মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল।

এরূপ পরিহাস বিমলা কখনও করে না, এ ক্ষেত্রেও সে পরিহাস করিবার জন্যই কথাটা বলে নাই। কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, কথাটায় বিমান লজ্জিত এবং সুমিত্রা বিরক্ত হইয়া উঠিল।

ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বিমানবিহারী বলিল, "যে ডেপুটির স্ত্রী নেই, সে এ কথার উত্তর কেমন ক'রে দেবে? যাদের আছে তাদের জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো, তারা হয়তো বলতে পারবে।" তাহার পর সুমিত্রার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কিন্তু আমার মনে হয় সুমিত্রা, ডেপুটিদের উপর বিমলা একটু বেশি-রকম অবিচার করছে। সব ডেপুটিই যে ডাকাতদের চেয়ে নিকৃষ্ট, তা না হতেও পারে। তোমার কি মনে হয়?"

বিমানবিহারীর কথায় বিমলা হাসিতে লাগিল, এবং সুমিত্রা তেমনি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

সুমিত্রার মতের জন্য অপেক্ষা না করিয়া বিমানবিহারী নিজের মতই ব্যক্ত করিল; বলিল, "আমার মনে হয়, আমরা আমাদের জীবনে এত রকম অসঙ্গতি বহন ক'রে বেড়াই যে, একজন ডেপুটির পক্ষে স্বদেশী স্ত্রী একেবারে অসঙ্গত না হতেও পারে। বাইরে মুরগীর ঝোল আর অন্দরে সত্যনারায়ণের সিন্নির মত অনেক ব্যাপার আমাদের মধ্যে অনেক দিন ধ'রে নির্বিরোধে পাশাপাশি চলছে।"

ইহার পরে আরও কিছুকাল কথাবার্তা চলিল বটে, কিন্তু নিতান্তই কোনও প্রকারে; দুই-চারিটা প্রশ্নোত্তরের পর এক-একটা প্রসঙ্গ থামিয়া যাইতে লাগিল।

অগত্যা বিমানবিহারী উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা, আজ তা হ'লে চললাম।"

সুমিত্রা উঠিয়া বিমানবিহারীর সহিত দ্বার পর্যন্ত গিয়া বলিল, "আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিমানবিহারী বলিল, "কি কথা বল?"

"সুরেশ্বরবাবুর এক বৎসর জেল হয়েছে সে কথা আপনি জানেন?"

অপ্রতিভ হইয়া বিমানবিহারী বলিল, "হ্যাঁ, জানি। আজ সকালে,

কাগজে দেখছিলাম।" তাহার পর যে কথার কোনও উল্লেখ না করিয়াই সে চলিয়া যাইতেছিল তাহার কৈফিয়ৎস্বরূপ বলিল, "কিন্তু কথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।"

কৈফিয়ৎটা মোটেই কৈফিয়তের মত শুনাইল না, সুমিত্রার কর্ণে তো নহেই, বিমানবিহারীর নিজের কর্ণেও নহে। কৈফিয়তে অপরাধের মূর্তি অনেক সময়ে পরিস্ফুট হইয়া উঠে; এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল।

সুমিত্রা কিন্তু তদ্বিষয়ে কোনও অনুযোগ না করিয়া বলিল, "তাঁদের তো আর কেউ পুরুষ অভিভাবক নেই, কে তাঁদের দেখবে? আপনি তাঁদের একটু খোঁজ-খবর নেবেন?"

একটু চিন্তা করিয়া বিমানবিহারী বলিল, "তা নিতে পারি; নেওয়াও হয়তো উচিত। কিন্তু ভাবছি, অনধিকারচর্চা হবে কি না!"

সুমিত্রা শান্তভাবে বলিল, "তা যদি মনে হয় তো থাক্, কাজ নেই। আচ্ছা, আমি আর বাবা যদি তাঁদের খোঁজখবর নিই, তা হ'লেও কি অনধিকারচর্চা হবে আপনার মনে হয়?"

মৃদু হাসিয়া ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বিমানবিহারী কহিল, "অন্তত, এ বিষয়ে কোনো কথা বলা আমার পক্ষে নিশ্চয়ই অনধিকারচর্চা হবে; এ কথা তুমি আর তোমার বাবা দুজনে মিলে স্থির ক'রো। তুমি আমার উপর রাগ করছ সুমিত্রা, কিন্তু সম্প্রতি সুরেশ্বর আর মাধবীর সঙ্গে আমার যে সব ঘটনা হয়ে গেছে তা তুমি যদি জানতে, তা হ'লে আমার কথায় এমন ক'রে কখনই রাগ করতে না। আর-কিছু তোমার বলবার আছে?"

"আর-একটা কথা। সুরেশ্বরবাবু কোন্ জেলে আছেন, তা আপনি জানেন?"

"জানি, আলিপুরে জেলে।"

"সেটা তো এই দিকে?" বলিয়া সুমিত্রা কর-প্রসারিত করিয়া দিক নির্দেশ করিল।

"হ্যাঁ, কিন্তু এ কথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা করছ?"

"এমনি, বিশেষ কোনো কারণে নয়।"

স্তিমিত আলোকেও সুমিত্রার মুখের রক্তোচ্ছ্বাস বিমানবিহারীর দৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

"আর কোনও কথা আছে কি?"

মৃদুকণ্ঠে সুমিত্রা বলিল, "না, আর কিছু নেই।"

তখন বিমানবিহারী প্রস্থান করিল, কিন্তু অতিশয় অপ্রসন্ন চিত্তে।

৩০

পরদিন প্রত্যূষে নিদ্রা ভঙ্গ হইতেই পূর্বদিনের কথা স্মরণ করিয়া বিমানবিহারীর মন তিক্ত হইয়া উঠিল। দূরীভূত হইয়াও সুরেশ্বর দ্রপনেয় শক্তির মত সুমিত্রার উপর এমন প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে দেখিয়া সে তাহার বিরক্তি-বিরূপ চিত্তে আর কোনও সান্ত্বনা অথবা আশা খুঁজিয়া পাইল না। মনে হইল, যে যাদুবিদ্যা সুরেশ্বর সুমিত্রার উপর প্রয়োগ করিয়া গিয়াছে, তাহা হইতে সুমিত্রাকে উদ্ধার করিবার মত কোনও বিদ্যাই তাহার জানা নাই। কিন্তু পরক্ষণেই যখন মনে পড়িল যে, সুরেশ্বরের গৃহের সংবাদ সে না রাখিলে সে-গৃহের সহিত সুমিত্রার ঘনিষ্ঠতা বর্ধিত হইবার আশঙ্কা আছে, তখন কোন্ সম্ভাবিত বিপদ নিবারণের উদ্দেশ্যে সুরেশ্বরের গৃহে যাইবার জন্য সে সহসা প্রস্তুত হইল, তাহা মনস্তত্ত্বের একটি জটিল সমস্যা।

বিমানবিহারী যখন সুরেশ্বরের গৃহে উপস্থিত হইল, তখন তারাসুন্দরী তাঁহার পূজার ঘরে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন, এবং মাধবী তাহার চরকা-ঘরে চরকা কাটিতেছিল। বাহিরের দ্বার উন্মুক্ত ছিল এবং গৃহাঙ্গণে বাসন-মাজা এবং জলপড়ার শব্দ শোনা যাইতেছিল। ভিতরের দ্বারের নিকট ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া 'বেয়ারা' 'বেয়ারা' করিয়া বিমান ডাকিতে লাগিল—ভৃত্যের নাম মনে পড়িল না।

বাহিরে আসিয়া বিমানকে দেখিয়া কানাই তাড়াতাড়ি বাহিরের ঘর খুলিয়া দিল। সে বিমানকে চিনিত। বিমান উপবেশন করিলে সে বিষণ্ণ মুখে বলিল, "দাদাবাবু তো বাড়ি নেই বাবু, তাঁর এক বছরের জন্য—।

আপনি জানেন না বাবু? খবরের কাগজ পড়েন নি?" জেল হয়েছে—সে কথা কানাইয়ের মুখ দিয়া নির্গত হইল না।

বিমানবিহারী বলিল, "হ্যাঁ, সে কথা আমি জানি। মা কি বড় বেশি কাতর হয়েছেন?"

কানাইয়ের চক্ষু সজল হইয়া আসিল; আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "তা আর হবেন না বাবু? কত আদরের ছেলে! তবে মুখ দেখে কিছুই বোঝবার জো নেই, মুখে সদাসর্বদা সেই রকম হাসি লেগে রয়েছে।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বিমান বলিল, "আর তোমার দিদিমণি? তিনি কেমন আছেন?"

"তাঁর কথা আর বলবেন না বাবু! যেমন ভাই, তেমনি বোন! দাদাবাবুর আটক হয়ে পর্যন্ত মাধুদিদি নিজের ভাগ স্থতো কেটে দাদাবাবুর ভাগ পর্যন্ত কাটছেন। আমি একদিন বলতে গেলাম যে, মাধুদিদি, তুমি একলা অত পরিশ্রম ক'রো না, আমিও না হয় দাদাবাবুর ভাগ খানিকটা ক'রে কেটে দোব। তাতে হাসতে হাসতে তিনি বললেন যে, যা যা কানাই, তুই নিজের চরকায় তেল দিগে যা।" বলিয়া কানাই হাসিতে লাগিল।

কৌতূহলী হইয়া বিমানবিহারী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমিও চরকা কাট না কি?"

স্মিতমুখে কানাই বলিল, "কাটি বই কি বাবু, না কাটলে কাপড় পাব কি ক'রে? এ বাড়িতে সকলকেই স্থতো কেটে কাপড় পরতে হয়। মা-ঠাকরুণ পর্যন্ত নিজের স্থতো নিজে কাটেন; খদ্দর ভিন্ন এ বাড়িতে অন্য কাপড় চলে না।" বলিয়া কানাইলাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা বিমানবিহারীর বস্ত্র ঘন ঘন পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু তদ্বিষয়ে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিল না।

না করিলেও তাহার মনের ভাব যথাস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া বিমানবিহারী মনে মনে ঈষৎ অপ্রতিভ হইল এবং তদ্বিষয়ে আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া বলিল, "মাকে গিয়ে বল যে, বিমানবিহারী দেখা করতে এসেছে।"

অবিলম্বে আহূত হইয়া বিমানবিহারী অন্তঃপুরে উপস্থিত হইল।

তারাসুন্দরী তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিলেন, বিমানবিহারী তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া নত হইয়া প্রণাম করিল।

আশীর্বাদ করিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "আমি মনে করছিলাম যে, আমার এ ছেলেটি একেবারে আমার গঙ্গাযাত্রার দিন গামছা কাঁধে ক'রে এ দাঁড়াবে; তার আগে যে তুমি আসবে, সে আশা ক্রমশ ছেড়ে দিয়েছিলা বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

অপ্রতিভ হইয়া বিমানবিহারী বলিল, "আমি কিন্তু মা, তারপর অনেকবার এ বাড়িতে এসেছি; তবে আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "তা আমি জানি। সুরেশ্বর কাছে তোমার খবর সর্বদাই পেতাম।"

তাহার পর বিমানবিহারীকে বসাইয়া তারাসুন্দরী একে একে তাহার গৃহের সংবাদ লইতে লাগিলেন।

সুরেশ্বরের জেলের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিবার জন্য বিমানবিহারী ব্যগ্র হইয়াছিল, কিন্তু কি-ভাবে কথাটা আরম্ভ করিবে, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছিল না। সংক্ষেপে তারাসুন্দরীর প্রশ্নসমূহের উত্তর দিয় সে সে-কথা তুলিল। একটু ইতস্তত সহকারে বলিল, "কাল খবরের কাগজে সুরেশ্বরের খবর পেয়ে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি।" কথাটা একটু বেখাপ্পা-মত শুনাইল, উপস্থিত আর কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া থামিয়া গেল।

একটু চিন্তা করিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "আসলে কিন্তু এতে দুঃখিত হবার বিশেষ কিছু নেই। যে যে-বিষয়ের কারবার করবে তার কষ্ট তাকে ভোগ করতেই হবে। তা ছাড়া, জেলের কষ্টের চেয়ে জেলের বাইরের কষ্ট যে কম মনে করে না, তার তুমি কি করবে, বল আমি বেশ ক'রে ভেবে দেখেছি বিমান, দুঃখিত হবার কারণ কোনো দিক থেকেই কিছু নেই। আমার ছেলে জেলে না গিয়ে শ্বশুরবাড়ি গেলে আমার পক্ষে খুবই ভাল হয়। কিন্তু সেই রকম সকলেরই ছেলে যদি শ্বশুরবাড়ি যায়, তা হ'লে দেশ কোথায় যায় বল? দেশের তো আর শ্বশুরবাড়ি নেই!" বলিয়া তারাসুন্দরী হাসিতে লাগিলেন।

তারাসুন্দরীর কথা শুনিয়া বিস্ময়ে ও পুলকে বিমানবিহারী ক্ষণকাল নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। বঙ্গদেশের একজন বিধবা স্ত্রীলোক, যাহার একমাত্র পুত্র কারাগারে অবরুদ্ধ, এমন করিয়া যে ভাবিতে এবং বলিতে পারে, তাহা এ পর্যন্ত তাহার অভিজ্ঞতার বহির্ভূত ছিল। সে হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে বলিল, "আপনি যা বলছেন তা হাজার বার সত্য, কিন্তু আপনার মত ক'জন মা এ রকম ভাবতে পারেন?"

শিরশ্চালনা করিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "না না, তা ব'লে না বাবা। আমি আর কি এমন ভাবছি? আমি তো ভাবছি যে, এক বৎসর পরে আমার ঘরের ছেলে ঘুরে ফিরে আসবে। কিন্তু কিছুকাল আগে আমাদের দেশে যারা নিজের হাতে স্বামী-পুত্রকে যুদ্ধের সাজে সাজিয়ে দিত, তারা কতখানি ভাবত ভেবে দেখ দেখি। সেই দেশেই আমরা বাস করছি, কিন্তু সে সব যেন মনে হয় কোন্ আরব্য উপন্যাসের কথা!"

বিমুগ্ধ চিত্তে বিমানবিহারী বলিল, "সত্যি।"

অদূরে মাধবীকে দেখা গেল। তারাসুন্দরী ডাক দিয়া বলিলেন, "মাধবী, বিমান এসেছেন।"

মাধবী নিকটে আসিয়া বিমানবিহারীকে নমস্কার করিল।

প্রতি-নমস্কার করিয়া বিমান সহাস্যমুখে বলিল, "যার মুখ থেকে দেশসেবার মন্ত্র শুনছি। দেখুন, আবার দ্বিতীয় রত্নাকর দ্বিতীয় বাল্মীকি না হয়ে ওঠে!"

মাধবী বলিল, "কিন্তু সে যে ষাট হাজার বৎসর লাগবে। তার চেয়ে এমন কোনো উদাহরণ নেই যাতে এক দণ্ডেই সে কাজ হয়?" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

হাসিমুখে বিমানবিহারী বলিল, "সে একমাত্র যাদুদণ্ডের স্পর্শেই হতে পারে। তেমন কোনো যাদুদণ্ড যদি জানা থাকে তো স্পর্শ করিয়ে দিন, আমার কোনো আপত্তি নেই।"

তারাসুন্দরীও রহস্যে যোগ দিয়া বলিলেন, "আমি আশীর্বাদ করছি বিমান, সে যাদুদণ্ডের স্পর্শ তুমি তোমার শ্বশুরবাড়িতেই পাবে। আমি

সুরেশের মুখে যতটুকু শুনেছি তাতে বুঝতে পেরেছি যে, তুমি শ্বশুরবাড়ি গেলে দেশের ক্ষতি হবে না, লাভই হবে।" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

তারাসুন্দরীর কথা শুনিয়া মাধবীও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, কিন্তু মেঘের মধ্যে বজ্রের মত, সে হাস্যের মধ্যে একটা বেদনাও দপ্ দপ্ করিতে লাগিল। পুলিস কর্তৃক ধৃত হওয়ার পর গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্বে সুরেশ্বর মাধবীকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়াছিল যে, এমন কোন কার্য সে করিবে না যাহা বিমানের সহিত সুমিত্রার মিলনের পক্ষে বিঘ্নকর হইতে পারে। সেই প্রতিশ্রুতি হেতু নিজের অক্ষমতা স্মরণ করিয়া মাধবীর মনে বিমানবিহারীর প্রতি একটা সূক্ষ্ম বিদ্বেষ উৎপন্ন হইল।

কথায় কথায় সুরেশ্বরের দণ্ডের কথা উঠিল। বিমান বলিল, "অপরাধের তুলনায় শাস্তিটা অত্যন্ত বেশি হয়েছে।"

একটু নীরব থাকিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "আমি কিন্তু তা মনে করি নে বাবা। যে কাজ সুরেশ করছিল তা যদি অপরাধ ব'লে মনে কর, তা হ'লে শাস্তি একটুও বেশি হয় নি, বরং কম হয়েছে। যে তোমার শাসন আর বিধি-ব্যবস্থা ওলটপালট ক'রে দেবার চেষ্টা করছে, তাকে যদি তুমি এক বৎসর জেলে আটকে রাখবার ব্যবস্থা কর, তা হ'লে আর তোমাকে এমন কি দোষ দেওয়া যায়? আবার, বিনা অপরাধে সুরেশ্বরের শাস্তি হয়েছে ব'লেই যদি মনে কর, তা হ'লেও কিছু বলবার নেই। যারা অবিচার করছে ব'লে তোমাদের ধারণা, তাদের কাছে সুবিচার প্রত্যাশা কর কেমন ক'রে? গালে যে চড় মারছে, পিঠে সে হাত বুলিয়ে দেবে—সে আশা করা বৃথা।"

তারাসুন্দরীর কথার উত্তরে বলিবার মত কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বিমানবিহারী চুপ করিয়া রহিল।

মৃদু হাসিয়া মাধবী বলিল, "মা যে কোন্ পক্ষের হয়ে কথা বলছ তা বোঝা শক্ত! কোন পক্ষই তোমার কথা শুনলে সন্তুষ্টও হবে না, অসন্তুষ্টও হবে না।"

সে কথার উত্তর বিমানবিহারী দিল; বলিল, "উচিত কথার একটা বিশেষত্বই হচ্ছে এই যে, তা দিয়ে কোনো পক্ষকে বেশি রকম সন্তুষ্টও করা

যায় না, অসন্তুষ্টও করা যায় না। মানুষকে বেশি রকম সন্তুষ্ট অথবা অসন্তুষ্ট করবার একটা প্রধান উপায় হচ্ছে তার বিষয়ে অযথা কথা বলা।"

সহাস্যমুখে মাধবী বলিল, "কিন্তু কাণাকে কাণা বললে সে তো চ'টে যায়?"

বিমান কহিল, "তা যায়, কিন্তু তাকে পদ্মপলাশলোচন বললে বোধ হয় আরও বেশি চ'টে যায়।"

হাসিতে হাসিতে মাধবী বলিল, "হ্যাঁ, তা যায় বটে।"

বিমানবিহারী বলিতে লাগিল, "মানুষকে খুশি করতে হ'লে তার ত্রুটিগুলোকে একটু কৌশল ক'রে গুণে পরিবর্তিত করতে হয়; মিথ্যাবাদীকে চতুর বলতে হয়, গুণ্ডাকে বীর বলতে হয়, আর ডেপুটিকে বোধ হয় ধর্মাবতার বলতে হয়।"

বিমানের কথা শুনিয়া মাধবী ও তারাসুন্দরী উভয়েই হাসিতে লাগিলেন।

সুরেশ্বরের এক বৎসর কারাদণ্ডের সংবাদ পাইয়া অবধি মাধবী ও তারাসুন্দরীর অন্তরে যে বিষণ্ণতা মৌন গুরুভারের মত চাপিয়া ছিল, বিমানবিহারীর আগমনে ও তাহার সহিত কথাবার্তায় তাহা অনেকটা লঘু হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বিবিধ বেদনায় বিদ্ধ তিনটি প্রাণীর এই সম্মিলন চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিল।

বিমান বলিল, "গল্প ক'রে ক'রে আপনাদের সকালবেলার কাজকর্মের ব্যাঘাত করছি।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "সকালবেলার কাজকর্ম মানে তো তিনটি প্রাণীর আহারের ব্যবস্থা? তাতে কতই বা সময় লাগে, আর দুই-এক ঘণ্টা দেরি হ'লেই বা কি আসে যায়? তোমারই বরং কাছারির কাজের ক্ষতি হচ্ছে।"

তারাসুন্দরীর কথা শুনিয়া বিমানবিহারী বলিল, "এক দিকে ক্ষতি স্বীকার না করলে অন্য দিকে লাভ করা যায় না।"

মাধবী হাসিতে হাসিতে বলিল, "কিন্তু এতে আপনার বেশি ক্ষতি ক'রে অল্প লাভ হবে।"

"লাভ-লোকসানের হিসেব স্কুলে যে-রকম করেছিলাম জীবনে যদি

সে-রকম করতাম তা হ'লে জীবনটা এ রকম বে-হিসেবী হ'ত না।" বলিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল।

সহাস্যমুখে তারাসুন্দরী বলিলেন, "হিসেবটা জমা-খরচের খাতাতেই ভাল, জীবনে বেশি রকম হিসেবী হ'লে জীবনের পথে এগোনোই যায় না; পদে পদে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। তাই ব'লে যেন মনে ক'রো না যে, আমি তোমাদের বিবেচনাহীন হয়ে চলতে বলছি।"

বিমানবিহারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে মা, বিবেচনাহীন হয়ে আর আপনাদের সময় নষ্ট করব না; এখন আমি চললাম। আজ আমি আপনাকে বলতে এসেছিলাম যে, সুরেশ্বর যত দিন না ফিরে আসছে, তত দিন তার কর্তব্যের কতকটা অংশ আমাকে বহন করতে দেবেন। মাঝে মাঝে আমি এসে খবর নিয়ে তো যাবই; তা ছাড়া যখন দরকার হবে, দিনে হোক, রাতে হোক, যখন যে সময়ে হোক, আমাকে খবর দিলেই এসে হাজির হব।"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া তারাসুন্দরীর চক্ষে অশ্রু ভরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "তুমি যে আমাদের পর নও তা বুঝতে পেরেছি। দরকার হ'লে কোনো কথাই তোমাকে বলতে আমি দ্বিধা করব না। যখনই তোমার সময় আর সুবিধা হবে আমাদের খবর নিয়ে যেয়ো।" তাহার পর মাধবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "মাধবী, কানাইকে দিয়ে বিমানের জন্যে কিছু মিষ্টি আনাও।"

বিমানবিহারী কিন্তু কিছুতেই তাহা করিতে দিল না, বলিল, "মা আর ছেলের মধ্যে আমি কোনো রকম সামাজিকতার স্থান রাখতে দোব না। যে-দিন খিদে পাবে, নিজে চেয়ে খেয়ে যাব।"

তারাসুন্দরীর দিকে চাহিয়া মাধবী মৃদুস্বরে কহিল, "মা, দাদা জেলে কি খাচ্ছেন, বিমানবাবু বোধ হয় সে খবর আনিয়ে দিতে পারেন।"

তারাসুন্দরীর অনুরোধের জন্য অপেক্ষা না করিয়া বিমান কহিল, "আমি নিশ্চয়ই সে খবর আনিয়ে দোব; আর খুব সম্ভবত তার খাওয়ার বিষয়ে একটু সুব্যবস্থা করিয়ে দিতেও পারব।"

তারাসুন্দরী কহিলেন, "আমি জানি, তা তুমি পারবে; কিন্তু তার দরকার নেই বাবা। এ-রকম আবদার-অনুরোধ করলে নিজেকেই একটু খাটো করতে হয়। তা ছাড়া ব্যবস্থা ক'রেই বা তুমি কি করবে? আমি তো সুরেশকে জানি, জেলের যা মামুলী বরাদ্দ তার বেশি একটি কণাও সে স্পর্শ করবে না। স্পর্শ করা উচিতও নয়। নিজের অবস্থার অতিরিক্ত ব্যবস্থায় কখনই কারও মঙ্গল হয় না।"

এরূপ স্বাধীন ও সবল যুক্তির দ্বারা স্বীয় প্রস্তাব খণ্ডিত হওয়ায় মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া বিমানবিহারী বলিল, "তবে সুরেশ্বর জেলে কি খাচ্ছে জেনে কি হবে মা?"

মাধবীর দিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া তারাসুন্দরী কহিলেন, "মাধবীর মতলব, যে-রকম খাওয় সুরেশ জেলে খাচ্ছে, যতটা সম্ভব সেই-রকম খাওয়া আমাদের বাড়িতেও জারি করে। দেশের আর ঘরের সুসন্তান যে খাওয়া খেয়ে জীবন ধারণ করছে, সে মনে করে বাড়ির অন্য লোকের তার চেয়ে ভাল খাওয়া উচিত নয়।" তাহার পর এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তাই কি সে অপেক্ষা ক'রে আছে? আন্দাজি যতটা পারে এরই মধ্যে জেলের খাওয়া জারি ক'রে দিয়েছে।" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

বিস্মিত বিমুগ্ধনেত্রে মাধবীর দিকে চাহিয়া বিমানবিহারী দেখিল, নির্বিকল্পমুখে মাধবী মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে। তাহার মুখে লজ্জা অথবা সঙ্কোচের এমন একটি রেখা পর্যন্ত ছিল না যদ্দারা ব্যক্ত হয় যে, এই আহার-সংক্রান্ত ব্যাপারে সে যাহা ভাবিয়াছে অথবা করিয়াছে, তাহার মধ্যে অসাধারণ কিছু আছে বলিয়া সে একবারও মনে করে।

"জেলখানার কয়েদীদের কি বিছানা দেয় জান বিমান?"

"না, ঠিক জানি নে।"

তারাসুন্দরী কহিলেন, "আমিও জানি নে। কিন্তু একখানা কম্বল আর একটা ইট দিয়ে মাধবী যে নিজের বিছানা করেছে, জেলখানায় তার চেয়ে ভাল বিছানা দেয় ব'লে আমার বিশ্বাস।"

মাধবী বলিল, "আমার তো তবু একটা ইট আছে, তোমার যে তাও নেই মা।"

তারাসুন্দরীর শান্ত শুভ্র মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। বলিলেন, "সে তো, আর আজকের কথা নয়, সে এখন বুঝতেও পারি নে এত অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু ইট মাথায় দিয়ে শোয়ার চেয়ে শুধু-মাথায় শোওয়া ভাল।"

বৈধব্যের পর তারাসুন্দরী বহুবিধ দ্রব্যের সহিত উপাধানও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সে কথা বুঝিতে পারিয়া বিমানের মনে তারাসুন্দরীর প্রতি শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল, কিন্তু মাধবীর কঠিন শয্যার কথা শুনিয়া সে ব্যথিত হইল। দুঃখিতস্বরে বলিল, "এ কষ্টটা না করলেই হ'ত! এ যে কঠোর তপস্যার মত কঠিন।"

বিমানের কথা শুনিয়া মাধবী হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "না, না, এতে তপস্যার কিছু নেই। ইট যত শক্ত, ইট মাথায় দিয়ে শোওয়া তত শক্ত নয়, বিশেষত কম্বল দিয়ে ঢেকে নিলে।"

বিমান বলিল, "কম্বল দিয়ে ঢেকে নিলেন, কি কথা দিয়ে ঢেকে নিলেন তা ঠিক বুঝতে পারছি নে।"

বিমানের পরিহাসে তারাসুন্দরী এবং মাধবী হাসিয়া উঠিলেন।

প্রস্থানোদ্যত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মাধবীর দিকে চাহিয়া বিমান আরক্তমুখে বলিল, "সেদিনকার সেই সূতো পোড়ানোর অপরাধের জন্যে আজ সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা চাচ্ছি। আজ ঠিক বুঝতে পারছি সেদিন দেবালয়ে পশুহত্যা ক'রে গিয়েছিলাম।"

ব্যস্ত হইয়া কুণ্ঠিতস্বরে মাধবী বলিল, "না না, ও-সব কথা আবার কেন বলছেন? ও-সব কথা তো সেই দিনই শেষ হয়ে গিয়েছে।"

কিছু বুঝিতে না পারিয়া তারাসুন্দরী সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা মাধবী?"

মৃদু হাসিয়া বিমান বলিল, "সে একটা অত্যন্ত অন্যায় কথা মা! সে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে।" মাধবীর প্রতি চাহিয়া বলিল, "আপনি সময়মত মাকে কথাটা শুনিয়ে দেবেন।" তাহার পর মুখ তুলিয়া স্মিতমুখে

বলিল, "আপনারা তো প্রায়শ্চিত্ত করেইছিলেন, আমিও করেছিলাম; ইচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়ে। পরদিন যখন মনে পড়ল যে, আমার অপরাধের জন্যে আপনি আর সুরেশ্বর প্রায়শ্চিত্ত করছেন, তখন আমার গলাটা একেবারে যেন চেপে গেল। সমস্ত দিন আর জল পর্যন্ত খাবার শক্তি ছিল না।"

কাতর মুখে মাধবী বলিল, "দেখুন দেখি, কি অন্যায়!"

"কার অন্যায় তা মার দ্বারা বিচার করিয়ে নেবেন।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে বিমান প্রস্থান করিল।

পথে বাহির হইয়া তাহার মনে হইল, যেন কোনও দেবালয় হইতে সে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। লঘু পদক্ষেপে এবং লঘুতর চিত্তে সে গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল। আসিবার সময়ে সে মনে করিয়া আসিয়াছিল, প্রত্যাবর্তনের সময়ে সুমিত্রাকে জানাইয়া যাইবে যে, সুরেশ্বরের গৃহে গিয়া সে মাধবীদের সংবাদ লইয়াছে। কিন্তু এখন আর তাহার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হইল না। মনে হইল, সে কথা সুমিত্রা জানিলেই বা কি, আর না জানিলেই বা কি? মাধবীদের গৃহে আসিয়া সুমিত্রা ঘনিষ্ঠ হইলেই বা কি, আর না হইলেই বা কি?

কর্নওয়ালিস স্ট্রীট দিয়া যাইতে যাইতে বিমান দেখিল, একটা দোকানে বড় বড় অক্ষরে খদ্দরের বিজ্ঞাপন রহিয়াছে। হঠাৎ কি খেয়াল হইল, সে দোকানে ঢুকিয়া পড়িল এবং সর্বোৎকৃষ্ট একটি শাড়ি ও ব্লাউস্ ক্রয় করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

গৃহে পৌঁছিয়া সুরমার নিকট উপস্থিত হইয়া বাণ্ডিলটা তাহার হস্তে দিয়া বিমান বলিল, "বউদি, তোমার জন্যে একটা নতুন জিনিস এনেছি, মাঝে মাঝে ব্যবহার ক'রো।"

ঔৎসুক্যের সহিত বাণ্ডিলটা খুলিয়া দেখিয়া সুরমা সবিস্ময়ে বলিল, "এ যে দেখ্‌ছি খদ্দর!"

"কেন, তোমার পছন্দ হচ্ছে না?"

"পছন্দ হবে না কেন? খুব পছন্দ হচ্ছে। তুমি ডেপুটি মানুষ হয়ে খদ্দর কি ক'রে কিনলে তাই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি!"

"কেন বউদি, ডেপুটি মানুষ কি এতই অমানুষ যে, একখানা খদ্দর কিনতেও পারে না ?"

সুরমা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমাকে তো আর সে কথা বলা চলে না ঠাকুরপো। বিশেষত যে-ডেপুটির ভাবী স্ত্রী শুধু খদ্দরই পরে না, চরকাও কাটে, তার অমানুষ হবার উপায় কোথায় ?"

সুরমার কথার কোনও উত্তর না দিয়া বিমান মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

বৈকালে কোর্ট হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিমান দেখিল, সুরমা খদ্দরের শাড়ি ব্লাউস্ পরিয়া কাজ করিয়া বেড়াইতেছে।

নিকটে আসিয়া হাসিমুখে সে কহিল, "বড় চমৎকার দেখ'চ্ছে বউদি। মনে হচ্ছে, আজ যেন আমাদের বাড়িতে একটা নতুন আলো এসে পড়েছে !"

সুমিষ্ট হাস্য হাসিয়া সুরমা বলিল, "তা মনে হোক। এখন তাড়াতাড়ি জল খেয়ে নিয়ে আমাকে ও-বাড়ি নিয়ে চল। মা ব'লে পাঠিয়েছেন, বড় জরুরি কথা আছে। রাত্রে তুমি ওখানেই থাবে।"

সবিস্ময়ে বিমান বলিল, "এই বেশে সেখানে যাবে ?"

"কেন, তুমি ভয় পাচ্ছ না কি ?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিমান বলিল, "আমি ভয় পাই আর না পাই, তুমি পাচ্ছ না ?"

হাসিতে হাসিতে সুরমা বলিল, "কার জন্যে ভয় পাব ? মার জন্যে ? মা যখন একটি মেয়েকে সহ্য করছেন, তখন আর একটি মেয়েকেও না হয় সহ্য করবেন।"

মৃদু হাস্যের সহিত বিমান বলিল, "সে মেয়েটিকে এখন আবার ভিন্ন মূর্তিতে সহ্য করতে হচ্ছে।"

বিস্মিত হইয়া সুরমা বলিল, "কি রকম ?"

"গেলেই দেখতে পাবে। খদ্দর ছেড়ে সুমিত্রা এখন আবার ষোলআনা বিলিতি কাপড় ধরেছে। অসাধুকে সাধুর বেশে দেখলে লোকে যেমন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, সুমিত্রাকে বিলিতি কাপড়ে দেখে মা তেমনি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন। লক্ষণটা ভাল না মন্দ, সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না।

বোধ হয় সেই বিষয়ে পরামর্শের জন্যেই তোমার তলব পড়েছে।" বলিয়া বিমানবিহারী নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল।

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া সুরমার মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখা দেখা দিল।

৩১

কয়েক দিন পরে একদিন রাত্রে জয়ন্তীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া মনে হইল, পাশের ঘরে কেহ যেন জাগ্রত রহিয়াছে। সুমিত্রা এবং বিমলা তথায় একত্রে শয়ন করে। কিছু পূর্বে ঘড়িতে দুইটা বাজিয়াছে, জয়ন্তী তাহা শুনিয়াছিলেন। শয্যাত্যাগ করিয়া মাঝের খোলা দ্বার দিয়া অপর কক্ষে শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া জয়ন্তী দেখিলেন, সুমিত্রা জাগিয়া আছে।

"এত রাত্রে জেগে রয়েছিস সুমিত্রা ? কোনো অসুখ করে নি তো ?"

সুমিত্রা বলিল, "না, অসুখ করে নি।"

"তবে জেগে রয়েছিস যে ?"

"কেমন যেন গরম হচ্ছে, ঘুম হচ্ছে না।"

"এ পর্যন্ত একবারও ঘুমুস নি ?"

একটু ইতস্তত করিয়া মৃদু হাসিয়া সুমিত্রা বলিল, "না।"

ব্যস্ত হইয়া জয়ন্তী বলিলেন, "সে কি রে! রাত দুটো বেজে গেল, আর এ পর্যন্ত একটুও ঘুমাস নি! এই মাঘ মাসে এত গরম হচ্ছে কেন ?"

তেমনি মৃদু হাসিয়া সুমিত্রা বলিল, "ও কিছু নয় মা। আর একটু পরেই ঘুম হবে অখন। তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না, শোওগে।"

এ প্রবোধ-বাক্যে ক্ষান্ত না হইয়া জয়ন্তী সুমিত্রার ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, বিন্দু বিন্দু ঘর্মে ললাট ভরিয়া গিয়াছে। মাঘ মাসের শেষ, শীত তখনও কিছু ছিল বলিয়া বিজলী পাখাগুলা বস্ত্রাবৃত রহিয়াছে। নিজের ঘর হইতে একটা হাত-পাখা খুঁজিয়া আনিয়া সুমিত্রার নিকটে বসিয়া জয়ন্তী ধীরে ধীরে হাওয়া করিতে লাগিলেন।

ব্যস্ত হইয়া মাথা তুলিয়া সুমিত্রা বলিল, "না মা, ও করলে আরো আমার ঘুম হবে না। তুমি শোওগে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি ঘুমিয়ে পড়ব।"

হাত দিয়া ধীরে ধীরে সুমিত্রার মাথা নামাইয়া দিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে জয়ন্তী বলিলেন, "ঘুমো সুমিত্রা, ঘুমো। পাঁচ মিনিট জেগে ব'সে হাওয়া করলে আমি মারা যাব না। আট বছর বয়সে তোমার যখন টাইফয়েড হয়েছিল তখন যে হাওয়া করতে করতে সমস্ত রাত শেষ হয়ে যেত। তখন তো আর তুমি আমাকে শুতে পাঠাতে না।"

মৃদু হাসিয়া সুমিত্রা বলিল, "আচ্ছা, তবে একটু হাওয়া কর, কিন্তু বেশিক্ষণ ব'সে থেকো না মা, আমি ঘুমিয়ে পড়লেই উঠে যেয়ো।" তাহার পর সে পাশ ফিরিয়া নিবিষ্ট মনে শয়ন করিল।

হাওয়া করিতে করিতে জয়ন্তী সুমিত্রার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন। সমস্ত মুখটা দেখা যাইতেছিল না, যেটুকু দেখা যাইতেছিল, তাহাও স্তিমিত আলোকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু জয়ন্তী তাহারই মধ্যে সুগভীর বেদনার চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। কৃশ-করুণ মুখের নিঃশব্দ আর্ততার দিকে চাহিয়া জয়ন্তীর চক্ষে জল আসিল। মনে হইল, যেন সরস ক্ষেত্রের লতা উৎপাটিত হইয়া শুষ্ক ভূমিতে রোপিত হওয়ার পর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এখন পাত্র নিঃশেষ করিয়া স্নেহরস সিঞ্চন করিলেও যদি আর সঞ্জীবিত না হয়, এই আশঙ্কা সহসা মনে উদয় হইবামাত্র জয়ন্তীর নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সুমিত্রা নিদ্রিত হইবার পরও জয়ন্তী বহুক্ষণ চিন্তাবিষ্ট হইয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। তিনটা বাজিবার পর শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু বাকি রাতটুকু আর ভাল নিদ্রা হইল না, চিন্তায় চিন্তায় কাটিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে জয়ন্তী বিমলার নিকট সুমিত্রার বিষয়ে নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিলেন।

বিমলা বলিল, "ঘুম ভাঙলে আমি প্রায়ই দেখি—মেজদিদি জেগে আছেন। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, গরম হচ্ছে। তা ছাড়া—।" কথাটা বলিতে গিয়া বিমলা থামিয়া গেল। প্রশ্নের বহির্ভূত কোনও কথা না বলাই উচিত বলিয়া তাহার মনে হইল।

জয়ন্তী কিন্তু সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, "তা ছাড়া কি?"

তখন অগত্যা বিমলা বলিল, "তা ছাড়া প্রত্যহ শোবার আগে আর ঘুম ভাঙার পর দক্ষিণমুখো হয়ে হাত জোড় ক'রে মেজদিদি অনেকক্ষণ প্রণাম করেন।"

সবিস্ময়ে জয়ন্তী বলিলেন, "প্রণাম করে? কাকে প্রণাম করে?"

প্রশ্ন করিয়াই কিন্তু জয়ন্তীর মনে সহসা একটা কথা বিদ্যুতের মত স্ফুরিত হইল। তাহার পর সঙ্গে-সঙ্গেই আর-একটা কথা মনে হওয়ায় নিজ অনুমানের সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য প্রশ্ন করিলেন, "তুই তো উত্তর দিকে মাথা ক'রে শুতিস, দক্ষিণ দিকে মাথা ক'রে কবে থেকে শুচ্ছিস?"

বিমলা বলিল, "মেজদিদি এ ঘরে শুতে আরম্ভ ক'রে পর্যন্ত। প্রথম দিনেই মেজদিদি বালিশ উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে ক'রে দিয়েছিলেন।"

জয়ন্তী আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। দক্ষিণ-মুখ হইয়া সুমিত্রা যে আলিপুর জেলে অবস্থিত সুরেশ্বরকে প্রণাম করে, এবং উত্তর দিকে মাথা করিয়া শয়ন না করিবার উদ্দেশ্য সুরেশ্বরের দিকে পদ প্রসারিত করিয়া শয়ন না করা, তদ্বিষয়ে তাঁহার আর কোনও সংশয় রহিল না। ভারাক্রান্ত চিত্তে তিনি গৃহকর্মে লিপ্ত হইলেন।

সমস্ত দিন ঘুরিতে-ফিরিতে জয়ন্তী সুমিত্রাকে লক্ষ্য করিলেন। যতবার যতভাবে তাহাকে দেখিলেন, ততবারই মনে হইল, তাহার হাস্যপ্রদীপ্ত মুখ-মণ্ডলে বিষাদের সূক্ষ্ম ছায়া পড়িয়াছে; চক্ষের উজ্জ্বল ঘনকৃষ্ণ তারকা ম্লান হইয়া আসিয়াছে; এবং তট হইতে জলস্রোতের মত, সমস্ত দেহ হইতে স্বাস্থ্য এবং সৌষ্ঠব দূরে সরিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সুমিত্রার স্তব্ধ-গভীর আকৃতি নিরীক্ষণ করিয়া জয়ন্তী সন্ত্রস্ত হইলেন, সুমিত্রার হাস্যকরুণ মূর্তি দেখিয়া চক্ষে জল আসিল।

তাহার পর কিছুক্ষণ ধরিয়া জয়ন্তীর হৃদয়ে ক্রোধ, অভিমান, সঙ্কোচ, দার্ঢ্য প্রভৃতি বিভিন্ন মনোবৃত্তির সহিত মাতৃস্নেহের দ্বন্দ্ব চলিল। অবশেষে বহু বাধা এবং দ্বিধা অতিক্রম করিয়া মাতৃস্নেহই জয়লাভ করিল।

বৈকালে গা ধুইয়া সুমিত্রা স্নান-ঘর হইতে বাহির হইলে জয়ন্তী তাহাকে নিজ কক্ষে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

কক্ষে প্রবেশ করিয়া ঔৎসুক্যের সহিত সুমিত্রা বলিল, "কি মা?"

স্নেহভরে সুমিত্রার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জয়ন্তী বলিলেন, "এমন রোগা হয়ে যাচ্ছিস কেন সুমিত্রা?"

মাতার কথা শুনিয়া সুমিত্রা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "এই কথা মা? আমি মনে করছিলাম কত বড় কথাই না শুনব!" তাহার পর নিজের দেহের উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া বলিল, "রোগা হয়ে যাচ্ছি? কই, আমি তো কিছু বুঝতে পারি নে।"

"আমি যে বুঝতে পারছি। রাত্রে ঘুম হয় না কেন বল্ দেখি?"

সুমিত্রা হাসিয়া বলিল, "ঘুম হবে না কেন? ঘুম হতে দেরি হয়।"

সনির্বন্ধে জয়ন্তী বলিলেন, "কেন দেরি হয় সেই কথাই তো জিজ্ঞাসা করছি। শোন্ সুমিত্রা! আমি তোর মা, আমার কাছে কোনো কথা লুকোস নে। বাপের সঙ্গে দেশোদ্ধারের পরামর্শ করতে হয় করিস, কিন্তু সুখ-দুঃখের কথাটা তোর মার জন্যেই রাখিস। তুই সত্যি ক'রে বল্, কেন তুই এমন শুকিয়ে যাচ্ছিস? এই শীতের রাত্রে গরমই বা তোর কেন হয়, আর ঘুমই বা কেন হয় না, আমাকে খুলে বল্। মিথ্যে কথা বলিস নে।"

সুমিত্রা বলিল, "মিথ্যে কথা কেন বলব মা? মিথ্যে কথা কখনো তো তোমার কাছে বলি নি।"

"তবে বল্।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর মুখ তুলিয়া চাহিয়া স্মিতমুখে সুমিত্রা বলিল, "দিনের বেলা কাজকর্মে তত বুঝতে পারি নে; কিন্তু রাত্রে বিছানায় শুলেই কি-রকম গা জ্বালা করতে আরম্ভ করে। আমার বিশ্বাস মা, এ বিলিতি কাপড় প'রে শোবার জন্যে হয়। বিলিতি কাপড়ের চেয়ে খদ্দর অনেক মোটা, কিন্তু খদ্দর প'রে তো কখনো ও-রকম গরম হ'ত না। এ আমি তৈরি ক'রে বলছি নে মা, যা হয় তাই বলছি।" বলিতে বলিতে সুমিত্রার চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল।

ব্যথিত হইয়া জয়ন্তী বলিলেন, "তবে, খদ্দর প'রেই শুস নে কেন? আমি তো খদ্দর পরতে মানা করি নি।"

"তা কর নি ; কিন্তু আজকালকার খদ্দর পরা তো শুধু কাপড় পরা নয় মা, এ একটা ব্রত। এর মধ্যে ছোঁয়াছুঁত চলে না।"

বিস্মিত মুখে জয়ন্তী বলিলেন, "তোরাও ছোঁয়াছুঁত মানিস নাকি ?"

সুমিত্রা বলিল, "মানি বই কি, মা-বার কারণ যেখানে থাকে সেখানে মানি। তুমি যেমন মা, পূজো করবার সময়ে দশি গন্ধ-পুষ্প দিয়ে পূজো কর, নিষিদ্ধ ফুল দিয়ে কর না, তেমনি দেশের পূজো করতে হ'লে শুধু খদ্দরই চলে, বিলিতি কাপড় চলে না।" বলিয়া সুমিত্রা নিজের বাক্‌পটুতায় পুলকিত হইয়া হাসিয়া উঠিল।

জয়ন্তীর মনে তর্কের স্পৃহা সাড়া দিল। বিমানবিহারীর সেই বহু-ব্যবহৃত যুক্তি অবলম্বন করিয়া বলিলেন, "তোমাদের এ কথাটা আমি একেবারেই বুঝতে পারি নে। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল যখন এক পঙ্‌ক্তিতে চালাতে চাচ্ছ, তখন দিশী-বিলিতির ছোঁয়াছুঁত চলবে না কেন ? মানুষের জাত যদি উঠিয়ে দিতে পার, তখন দেশের জাত কেন উঠিয়ে দেবে না ? জাতের সঙ্গে জাত মিশতে পারলে দেশের সঙ্গে বিদেশ মিশতে পারে।"

এ যুক্তির বিরুদ্ধে সুরেশ্বর যে যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা সুমিত্রার মনে পড়িয়া গেল। সে বলিল, "দেশের সঙ্গে বিদেশ নিশ্চয়ই মিশতে পারে, কিন্তু তার জন্যে সত্যিকারের দেশ থাকা দরকার। তোমার দেশের সব জিনিসই যদি বিদেশী হয়, তা হ'লে তোমার দেশও বিদেশ হয়ে যায়। সেই জন্যে প্রথম দেশ গ'ড়ে তুলতে হবে, আর তার জন্যে বিদেশী মসলা ব্যবহার করলে চলবে না। দেশে যখন দরকার মত দিশী কাপড় তৈরি হবে তখন শখের মত এক-আধটা বিলিতি কাপড় ব্যবহার করলে কোনও দোষ হবে না।"

তর্ক করিবার সমস্ত আগ্রহ সহসা পরিহার করিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "আচ্ছা, দেশের পূজো যেমন ক'রে তোমার করতে ইচ্ছে হয় তেমনি ক'রেই কর, আমি আর কিছু বলব না। যাও, এ-সব কাপড় ছেড়ে তোমার খদ্দরের কাপড় প'রে এস। আর বিপিনকে দিয়ে খদ্দরের শাড়ি সায়া আর জামা যদি কিছু দরকার থাকে আনিয়ে নাও।"

জয়ন্তীর কথায় নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া সুমিত্রা ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল; তাহার পর বলিল, "কেন মা, আমার ওপর রাগ ক'রে এ কথা বলছ?"

জয়ন্তী বলিলেন, "যখন মা হবে, তখন বুঝবে যে সন্তানের ওপর রাগ ক'রে মা কত কথা বলে!"

"তবে বিরক্ত হয়ে বলছ বুঝি?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "কি বিপদ! বিরক্ত হব কেন?"

"তবে অভিমান ক'রে বলছ?"

এবার জয়ন্তী সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না, কারণ এ কথাটার মধ্যে কিছু সত্য ছিল। প্রবল ঝটিকায় যেমন বড় বড় গাছপালা ভাঙিয়া পড়ে কিন্তু ক্ষুদ্র দূর্বাদল বাঁচিয়া থাকে, তেমনি মাতৃস্নেহে কঠোর এবং প্রবল যাহা কিছু সবই ক্ষয় পাইয়াছিল, শুধু অভিমানেরই সামান্য অবশেষ ছিল বাকি।

জয়ন্তীর দ্বিধাভাব লক্ষ্য করিয়া সুমিত্রা বলিল, "তোমাকে অসন্তুষ্ট ক'রে আমি এ-সব কিছুই করব না ব'লে স্থির করেছি। মনে কষ্ট পেয়ে তুমি আমাকে কিছু করতে ব'লো না মা। কিসের জন্যে তোমার এ অভিমান আমাকে বল?"

কন্যার নিকট হইতে এই আনুরক্তির কথায় অভিমানটা বৃদ্ধি পাইলেও জয়ন্তী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি তো আর তোমার মত মেয়ে নই যে, মার ওপর অভিমান ক'রে মার মনে কষ্ট দোব।"

বিস্মিত হইয়া সুমিত্রা বলিল, "কেন মা, আমি তোমার ওপর কি অভিমান করেছি?"

জয়ন্তী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "না, কিছু কর নি, এমনিই বলছি।" মনে মনে বলিলেন, 'আরসির সামনে দাঁড়িয়ে একবার চেহারাটা ভাল ক'রে দেখলেই বুঝতে পারবে কি করেছ!'

সুমিত্রা যখন নিঃসন্দেহে বুঝিল যে জয়ন্তী পরিহাস করিতেছেন না, সত্য-সত্যই তাহাকে তাহার অভিপ্রেত জীবন অবলম্বন করিতে বলিতেছেন, তখন আর তাহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। বহুমূল্য অপহৃত সামগ্রী

ফিরিয়া পাইলে যে আনন্দ হয়, সুমিত্রা মনের মধ্যে সেই আনন্দ উপলব্ধি করিতে লাগিল।

সে প্রফুল্লমুখে বলিল, "আজ থাক্ মা, কাল একেবারে স্নান ক'রে আমার ঘরে ঢুকব। সেইখানেই আমার সমস্ত কাপড়-চোপড় আছে।"

এ কয়েক দিন সুমিত্রা তাহার কক্ষে একবারও প্রবেশ করে নাই।

জয়ন্তী কহিলেন, "না বাপু, তুমি আজই তোমার খদ্দর-টদ্দর পর। মিহি কাপড় প'রে আবার আর-এক রাত গরমে ছটফট করবে, তার চেয়ে তোমার ঠাণ্ডা মোটা কাপড়ই ভাল।"

হাসিতে হাসিতে সুমিত্রা বলিল, "আজ মিহি কাপড়েও গরম হবে না মা।"

গম্ভীর মুখে জয়ন্তী বলিলেন, "তা জানি। বাপের বাড়ি যাবার দিন স্থির হয়ে গেলে তখন আর মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি খারাপ লাগে না।"

কিছু উত্তর না দিয়া সুমিত্রা উপমার উপযোগিতায় হাসিতে লাগিল।

সুমিত্রার পরিধানে একটা শান্তিপুরী শাড়ি ছিল, তৎপ্রতি ইঙ্গিত করিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "ছেলেবেলা থেকে এসব কাপড় দিশী কাপড় ব'লেই আমরা শুনে আসছি, তোমাদের হাতে প'ড়ে আজ এসব বিলিতি হয়ে গেল!"

স্মিতমুখে সুমিত্রা বলিল, "হাতে প'ড়ে না মা, বিবেচনায় প'ড়ে। দিশী সুতো না হ'লে দিশী কাপড় হয় না। বিলিতি সুতো বুনে যদি দিশী কাপড় হয়, তা হ'লে কাঁটালের রস দিয়ে আমসত্ত্ব হবারও কোনো বাধা নেই, আর টেম্সের জলকেও গঙ্গাজল বলা যেতে পারে।"

৩২

ক্ষণকাল পরে খদ্দরের পরিচ্ছদ পরিয়া হাসিতে হাসিতে সুমিত্রা আসিয়া দুই হস্তে জয়ন্তীর পদধূলি লইয়া মাথায় দিল।

জয়ন্তী চাহিয়া দেখিলেন, রৌদ্রদগ্ধ অবসন্ন শস্যক্ষেত্রের উপর বর্ষণোন্মুখ শ্যামল মেঘ আসিয়া দাঁড়াইলেই শস্যশীর্ষ যেমন ঈষৎ সতেজ হইয়া উঠে,

সুমিত্রার শীর্ণ-শ্লথ দেহের উপর তেমনই একটা সতেজতা উপস্থিত হইয়াছে। একটি মাত্র বর্ষণেই সন্তপ্ত রজনীগন্ধা জীবনীশক্তি পাইয়াছে।

জয়ন্তীর প্রতি সানন্দ দৃষ্টিপাত করিয়া সুমিত্রা বলিল, "মা, তোমার অনুমতি পেয়ে খদ্দর প'রে আজ যেমন আনন্দ হচ্ছে, এমন একদিনও হয় নি। ইচ্ছে হচ্ছে, এবারকার চরকার প্রথম সুতো দিয়ে তোমার জন্যে একখানা শাড়ি করিয়ে দিই।"

হাস্যনিরুদ্ধ মুখে জয়ন্তী বলিলেন, "আমাকে এত নাকাল ক'রেও যদি সাধ না মিটে থাকে, তা হ'লে তাই দিও। এখন চল, বাপের মেয়ে বাপের হাতে দিয়ে আসি।"

ছেলেমানুষের মত দুই বাহুর দ্বারা জয়ন্তীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া ধরিয়া সুমিত্রা বলিল, "কেন মা?—আমি কি মারও মেয়ে নই?"

মুখে জয়ন্তী কিছু বলিলেন না, মনে মনে বলিলেন, 'মার মেয়ে কি না তা জানি নে, কিন্তু তুমি মার মুগুর।'

ভিতরের দিকে দ্বিতলের বারান্দায় প্রমদাচরণ পাদচারণা করিতেছিলেন। জয়ন্তী সুমিত্রাকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এই নাও, তোমার মেয়ে তোমাকে ফিরিয়ে দিতে এসেছি।"

হাসিতে হাসিতে সুমিত্রা পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

সুমিত্রার পরিবর্তিত বেশ কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া প্রমদাচরণ বিমূঢ়ভাবে বলিলেন, "তার অর্থ?" তৎপরে অর্থভেদ করিবার কোনও চেষ্টা না করিয়া যেখানে সমাধানের কোনও সম্ভাবনা ছিল না, সেই জয়ন্তীর মুখের উপর পরম বিস্ময়ের সহিত নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন।

অগত্যা কথাটা জয়ন্তীকে বুঝাইয়া দিতে হইল।

তখন সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রমদাচরণের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সুমিত্রার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া স্মিতমুখে কহিলেন, "প্রথম দিন আমি একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু তার পরই মনে হয়েছিল, এই রকমই একটা কিছু অবশেষে ঘটবে, আর তার জন্যে আমি বাস্তবিকই অপেক্ষা

করছিলাম। যে পথ সুমিত্রা অবলম্বন করেছিল, আমার মনে হয়, সত্যিই সে উৎকৃষ্ট পথ। বিরুদ্ধ শক্তিকে আয়ত্ত করবার একটা প্রধান উপায় হচ্ছে বিরুদ্ধাচরণ না করা। বিরুদ্ধাচরণে শক্তি নিজেকে প্রবল করবার সুবিধা পায়।” বলিয়া জয়ন্তীর দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন।

আরক্তস্মিতমুখে জয়ন্তী বলিলেন, “এখন তোমরা সুবিধা পেয়েছ, এখন যা বলবে সবই সহ্য করতে হবে। তোমার মেয়ে তো বলছে, আমাকে খদ্দর পরিয়ে ছাড়বে।”

পুলকিত হইয়া প্রমদাচরণ বলিলেন, “তাই তো! দণ্ডবিধানও হয়ে গেছে দেখছি! তুমি কি বললে?”

সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কপট রোষের ভঙ্গীতে জয়ন্তী বলিলেন, “কি আর বলব! বললাম, যখন তোমার দিনকালই পড়েছে তখন যা বলবে তাই করতে হবে।”

প্রসন্নমুখে প্রমদাচরণ বলিলেন, “তুমি আমাকে আমার মেয়ে ফিরিয়ে দিতে এসেছ জয়ন্তী, কিন্তু বাস্তবিক তুমিই তোমার মেয়েকে আজ ফিরে পেয়েছ। পাওয়া মানে শুধু হাতের মধ্যে পাওয়া নয়, মনের মধ্যে পাওয়াই আসল পাওয়া।” তৎপরে সুমিত্রার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, ‘তোমার পক্ষে আজ একটা শুভদিন সুমিত্রা। আমি আশীর্বাদ করি, তোমার জীবন সার্থক আর সফল হোক। এখন থেকে জননী আর জন্মভূমি উভয়কেই তুমি সুস্থমনে সেবা করতে পারবে। তোমার জীবনে আর কোনো দ্বন্দ্ব রইল না।”

জয়ন্তী মুখে কিছু বলিলেন না, মনে-মনে বলিলেন, “তুমি বাপ, তুমি আর কত বুঝবে! এখনও একটা বিষম দ্বন্দ্ব বাকি রইল।”

ইহার কয়েক দিন পরে সুরমা বেড়াইতে আসিয়াছিল। সমস্ত কথা শুনিয়া সে জয়ন্তীকে কহিল, “ঠাকুরপোও তো অনেকটা স্বদেশী হয়ে এসেছে, এইবার তা হ’লে সুমিত্রার বিয়ে মা। এখন সম্ভবত বিয়ে করতে সুমিত্রা রাজী হবে। বলো তো এই ফাল্গুন মাসেই বিয়ের ব্যবস্থা করি।”

মাথা নড়িয়া জয়ন্তী বলিলেন, “না না, ছেলে-জামাই দেশে না ফিরলে হতেই পারে না। তা ছাড়া খদ্দর ছাড়াতে গিয়ে যে শিক্ষা আমার

হয়েছে, এখন আমি আর কোনো কথা তুলছি নে। আগে ওর শরীরটা ধাতে আসুক, তার পর অন্য কথা।"

অনেক কথা আন্দাজি মনে মনে ভাবিয়া লইয়া সুরমা বলিল, "সুরেশ্বরের সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ে দেওয়ার কথাও কখনও কখনও ভাবো কি মা?"

সুরমার কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া জয়ন্তী বলিলেন, "ক্ষেপেছিস না কি? তাও কখন হয়!" তাহার পর অন্যমনস্ক হইয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তা কখনই হবে না, তবে সুরেশ্বর জেল থেকে খালাস হবার পর সুমির বিয়ে হওয়া ভাল। এ যেন সে মনে না করে যে, সুরেশ্বর জেলে আটক রয়েছে সেই সুযোগ নিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দিয়ে দিতে চাচ্ছি।"

একটু চিন্তা করিয়া সুরমা বলিল, "সে কথা ঠিক বলেছ মা।"

৩৩

ভাদ্র মাসের শেষ। সকালে এক পসলা বৃষ্টি হওয়ার পর সূর্যকিরণে কলিকাতার পথ ঘাট অট্টালিকা নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে হইতেছে, কেহ যেন পূর্বগগন হইতে এই সৌধসঙ্কুল বিরাট নগরীর গাত্রে পিচকারি ছাড়িয়া তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আলোক-প্রবাহ সঞ্চালিত করিতেছে। আকাশ ধূলিশূন্য, ঘন-নীল। সেই নির্মল নীলিমার তলদেশে শুভ্র জলহারা লঘু মেঘখণ্ডের শ্রেণী নির্বাধ দ্রুতগতিতে পরস্পরকে অনুধাবন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আকাশে, বাতাসে, বৃক্ষলতায়—সর্বত্র শরতের স্নিগ্ধতা পরিস্ফুট।

মাসাধিককাল অবিরাম জ্বর-ভোগ করিয়া কয়েক দিন হইল তারাসুন্দরী সারিয়া উঠিয়াছেন। শরীর এখনও অতিশয় দুর্বল, কোনরূপে ধরিয়া আনিয়া মাধবী তাঁহাকে বারান্দায় রৌদ্রের কাছে বসাইয়া দিয়াছে।

বসিয়া বসিয়া তারাসুন্দরী সুরেশ্বরের কথা ভাবিতেছিলেন। মাঘ মাসে সে জেলে গিয়াছে, আর এখন ভাদ্র মাস। এই দীর্ঘ সাত মাস তিনি পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত, তাহার পর এখনও পাঁচ মাস বাকি। সুরেশ্বরের কথা

ভাবিতে ভাবিতে তারাসুন্দরীর চক্ষে অশ্রু দেখা দিল; পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া ফেলিলেন।

দেহ যখন সুস্থ ছিল, মনও তখন সবল ছিল; তাই তখন অদর্শনজনিত ব্যথা সহ্য করিবারও ক্ষমতার অভাব ছিল না। এখন সুরেশ্বরের কথা মনে পড়েও সর্বদাই, এবং মনে পড়িলেই হৃদয়ের মধ্যে একটা অস্থিরতা উপস্থিত হয়। অসুখের সময়ে শয্যাপ্রান্তে মাধবীর পার্শ্বে বিমানকে দেখিলেই সুরেশ্বরের কথা তারাসুন্দরীর মনে পড়িত, আর মনে হইত সুরেশ্বর যদি সে-সময়ে তথায় থাকিত! বিমানবিহারীর পরিবর্তে সুরেশ্বরের দ্বারা সেবা-চিকিৎসার ব্যবস্থা যে বিশেষ কিছু হইত তাহা নহে; কার্যত সুরেশ্বরের অনুপস্থিতির জন্য কোনও ক্ষতিই হয় নাই; তথাচ বিমানবিহারীর নিরন্তর সেবা এবং ঐকান্তিক যত্নের অতিরিক্ত যে জিনিসটুকুর জন্য তারাসুন্দরী ব্যাকুল হইয়া থাকিতেন, তাহা জোগান দিবার সাধ্য বিমানবিহারীর ছিল না।

বিমানবিহারীর মধ্যে এই অভাব অনুভব করিয়া তারাসুন্দরী মনে মনে নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী বিবেচিত করিতেন। পুত্রের সমান আচরণ যে করিতেছে সে তথাপি পুত্র নয়—এই চেতনার মধ্যে অকৃতজ্ঞতার মতই একটা কিছু অন্যায় আছে বলিয়া মনে হইত।

"মা!"

চকিত হইয়া তারাসুন্দরী চাহিয়া দেখিলেন, বিমানবিহারী হাসিতে হাসিতে তাঁহার দিকে আসিতেছে।

"এস বাবা, এস। আমার কাছে এই গালচেতেই ব'স।"

গালিচার এক প্রান্তে উপবেশন করিয়া বিমানবিহারী বলিল, "আজ তুমি অন্ন-পথ্য করবে, তাই দেখতে এলাম কি-রকম পথ্যের ব্যবস্থা হচ্ছে।"

ঘনিষ্ঠতার পর কিছুদিন হইতে বিমানবিহারী তারাসুন্দরীকে এবং মাধবীকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতেছে।

স্মিতমুখে তারাসুন্দরী কহিলেন, "এমন একটা অকেজো প্রাণীর ওপর এত যত্ন কেন বাবা? আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে সারিয়ে তুললে, আবার খাইয়ে-দাইয়ে দুদিনেই তাজা ক'রে তুলতে হবে?"

বিমানবিহারী বলিল, "যত্ন শুধু তোমারই জন্যে করি নে মা, নিজের স্বার্থেও করি। জান তো, ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেও চমকায়। ছেলেবেলায় অজ্ঞানে যে-জিনিস হারিয়েছি, এত বয়সে সে-জিনিস আবার পেয়ে একটু বেশি-রকম সাবধান হওয়াই ভাল।" বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

বিমান হাসিতে লাগিল, কিন্তু তারাসুন্দরীর চক্ষু সজল হইয়া আসিল। বলিলেন, "তাই মনে হয় বিমান, তোমাকে যদি পেটেও ধরতাম তা হ'লে আমার আর কোনো আক্ষেপ থাকত না। তুমি যে সুরেশ্বরের সহোদর নও—এইটুকুই আমার দুঃখ, তা ছাড়া আর কোনো দুঃখ নেই।"

এ কথাতেও বিমান হাসিতে লাগিল; বলিল, "আমার কিন্তু কোনো দুঃখই নেই মা। মার কথা মনে হ'লেই আমার তোমাকে মনে পড়ে। তোমার মধ্যে কোনো অভাব দেখতে পাই নে।"

এ কথার উত্তরে কোনও কথা না বলিয়া তারাসুন্দরী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

"আমি একা আসি নি মা; আমার সঙ্গে সুমিত্রা আর বউদিদিও এসেছেন।"

সুরমা ও সুমিত্রার আগমনের কথা শুনিয়া তারাসুন্দরী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

"কই?—কোথায় তারা?"

বিমানবিহারী বলিল, "তোমার ব্যস্ত হবার দরকার নেই। তাঁরা নীচে মাধবীর কাছে আছেন, এখনই ওপরে আসবেন।"

তারাসুন্দরীর অসুখের সময়ে সুমিত্রা প্রমদাচরণের সহিত তিন-চারবার ও জয়ন্তীর সহিত একবার, এবং সুরমা বিমানবিহারীর সহিত কয়েকবার তারাসুন্দরীকে দেখিতে আসিয়াছিল। আজ রবিবার, কাছারির তাড়া নাই, তাই বিমানবিহারী সুরমার সহিত মুক্তারাম বাবুর স্ট্রীটে সুমিত্রাদের গৃহে উপস্থিত হইয়া সুমিত্রাকে লইয়া সকালেই তারাসুন্দরীকে দেখিতে আসিয়াছে। আসিবার সময়ে পথে বাজারের সম্মুখে গাড়ি দাঁড় করাইয়া তাহারা তারাসুন্দরীর পথ্যের উপযোগী কয়েকপ্রকার তরকারি কিনিয়া লইয়াছিল।

ক্ষণকাল পরে মাধবীর সহিত সুরমা ও সুমিত্রা উপরে আসিয়া তারাসুন্দরীর পদধূলি গ্রহণ করিল। আশীর্বাদ করিয়া তারাসুন্দরী উভয়কে হাত ধরিয়া নিজের কাছে বসাইলেন এবং উভয়ের চিবুক স্পর্শ করিয়া সুমিষ্ট-স্বরে বলিলেন, "সকালে উঠেই এ চাঁদমুখগুলি দেখতে পাওয়া কম পুণ্যের কথা নয়!"

বিমানবিহারী বলিল, "তা-ই যদি পুণ্যের কথা হয় মা, তা হ'লে সকালে উঠে তোমার পায়ের ধুলো পাওয়া এঁদের কিসের কথা হ'ল তা বল? যে-জিনিস এঁরা অর্জন করলেন, সে-জিনিস তুমি অর্জন করেছ ব'লে এঁদের মুশকিলে ফেলো না।"

সুরমা বলিল, "সত্যি কথা।" সুমিত্রা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "তা নয় বিমান, তা নয়। স্নেহ-ভালবাসা ভক্তি-শ্রদ্ধা এ-সব জিনিস সংসারে এমন দুর্লভ যে, সত্যি সত্যিই পুণ্যের জোর না থাকলে তা পাওয়া যায় না। এই যে তুমি আমাকে তোমার মা ক'রে নিয়েছ, তা তোমার পুণ্যে, না, আমার পুণ্যে?"

কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বিমানবিহারী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "আমার পুণ্যে আর তোমার দয়ায়।"

বিমানবিহারীর উত্তরে সকলে হাসিয়া উঠিল।

মাধবী বলিল, "মা, তোমার পথ্যের জন্যে বিমানবাবু এক ডালা তরকারি এনেছেন। যা এনেছেন তাতে দশ দিন তরকারি না কিনলেও আমাদের অক্লেশে চ'লে যায়। কাঁচকলা, ঢ্যাঁড়স, পলতা, পটোল, ওল—আরও কত কি!"

বিমানবিহারী হাসিয়া উঠিল, "আর ডালা! 'প্রভৃতি' 'ইত্যাদি' কথাগুলো ব্যবহার করবার ইচ্ছে থাকলে লোকে অন্তত একটা জিনিসও বাকি রেখে ব্যবহার করে। শুধু ডালাটি বাকি রেখে 'কত কি' ব্যবহার করা তোমার উচিত হয় নি মাধবী।"

বিমানবিহারীর কথায় পুনরায় সকলে হাস্য করিয়া উঠিল।

হাসিমুখে মাধবী বলিল, "আচ্ছা, ডালাটা আনিয়ে তোমাকে আমি

দেখাচ্ছি মা, শুধু ডালা বাকি রেখেছি, না, আরও কিছু বাকি রেখেছি।" বলিয়া রেলিংএর ধারে গিয়া কানাইকে আহ্বান করিয়া বলিল, "কানাই, বিমানবাবু যে তরকারি এনেছেন ডালা-সুদ্ধ ওপরে নিয়ে এস তো।

ডালা অন্বেষণ করিয়া মাধবীর তালিকার অতিরিক্ত দুইটি জিনিস পাওয়া গেল,—ডুমুর ও পাতিলেবু।

বিজয়োৎফুল্ল-মুখে মাধবী বলিল, "দেখুন, আমারই জিত হয়েছে; আপনি বলছিলেন অন্তত একটা কিছু বাকি রেখে 'ইত্যাদি' ব্যবহার করা চলে; তা হ'লে দুটো জিনিস বাকি রেখে 'কত কি' ব্যবহার করায় আমার কোন অন্যায়ই হয় নি।"

হাসিমুখে বিমানবিহারী বলিল, "হিসেবমত তোমার জিত হ'লেও সে জিত হারের এত কাছাকাছি যে, প্রকৃত পক্ষে তা হারাই।"

কপটরোষে মাধবী বলিল, "আর আপনার হার জিতের এত কাছাকাছি যে, প্রকৃত পক্ষে তা বোধ হয় জিতই?"

মাধবীর এই সবিদ্রূপ অথচ সযুক্তি প্রতিবাদে বিমানবিহারী এবং তাহার সহিত অপর সকলেই হাসিতে লাগিল।

তারাসুন্দরী দুর্বল হস্তে উঠাইয়া-উঠাইয়া তরকারিগুলি দেখিতে লাগিলেন এবং কষ্ট করিয়া বিমানবিহারী সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে বলিয়া বারংবার অনুযোগ করিতে লাগিলেন।

সুরমা বলিল, "আমার হাতের রান্না খেতে যদি আপত্তি না থাকে, তা হ'লে মা, আমি আপনার পথ্যটা রেঁধে দিয়ে যাই।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "তোমার হাতের রান্না খেতে আমার বাধবে, সে পাপ আমি বোধ হয় করি নি। তোমার হাতের রান্না খেতে আমার কোন আপত্তি নেই মা। কিন্তু কেন তুমি অনর্থক অত কষ্ট করবে? মাধবী রেঁধে দেবে অখন।"

মাধবী কিন্তু একটা নূতন প্রস্তাব আনিল। সে সাগ্রহে বলিল, "বেশ তো মা, সুরমাদিদি রাঁধুন আর আমি ওঁকে সাহায্য করি। তারপর এখানেই খাওয়া-দাওয়া ক'রে ও-বেলা ওঁরা বাড়ি যাবেন।"

করিয়া বুঝিতে পারিল, কক্ষের অধিকারী এবং অধিকারিণী—উভয়েই, সেই সূক্তিটি অনুসরণ করিয়া পিছন হইতে কতটা আগে চলিয়া গিয়াছে! ঘরের ভিতর সেইরূপ আর একটি সূক্তির উপর দৃষ্টিপাত করিয়া সুমিত্রার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল :—'আবার তোরা মানুষ হ'।

গতিহারা হইয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া সুমিত্রা মনে মনে বলিতে লাগিল, "সত্যি! ওগো, সত্যি! আবার আমাদের মানুষ কর। তোমার আদর্শ দিয়ে, তোমার দৃষ্টান্ত দিয়ে অমানুষের গণ্ডী থেকে আমাদের উদ্ধার ক'রে মনুষ্যত্বের মধ্যে নিয়ে যাও। সুকঠোর জীবনের কঠিন সত্যকে আশ্রয় ক'রে বর্ধিত হবার শক্তি আর সাহস আমাদের দাও।"

সুমিত্রার স্তব্ধ-নিবিড় ভাব নিরীক্ষণ করিয়া মাধবী মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছ সুমিত্রা?"

মাধবীর প্রশ্নে যোগভঙ্গ হইয়া লজ্জিতভাবে সুমিত্রা বলিল, "ভাবছি, কতদিনে আবার আমরা মানুষ হব!"

প্রশান্ত স্মিতমুখে মাধবী বলিল, "এ সমস্যার সমাধান দাদা তো ক'রে রেখেছেন। পিছন ফিরে দেখ।"

সকৌতূহলে পশ্চাতে ফিরিয়া সুমিত্রা দেখিল, দেওয়ালের মধ্যস্থলে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'রাজপথ' এবং তাহার নিম্নে জাতিধর্মনির্বিশেষে দশজন দেশনায়কের চিত্র বিলম্বিত। তাহার নিচে পুনরায় বড় বড় অক্ষরে লেখা 'শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি, অনুসরণ'।

বিমুগ্ধ নির্নিমেষ-নেত্রে সুমিত্রা ক্ষণকাল সেই মহাজন-সঙ্ঘের প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার পর যুক্তকরে নতমস্তকে ধীরে ধীরে প্রণাম করিয়া পুনরায় গভীর মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল।

"আবার কি ভাবছ সুমিত্রা?"

তদবস্থ থাকিয়াই সুমিত্রা বলিল, "ভাবছি, এঁদের অনেকেরই তো অনেক রকম মত, অনুসরণ করবে তুমি কাকে?"

"মত অনেক নয় ভাই, মত একই; পথ ভিন্ন। সে ভিন্ন ভিন্ন পথ আবার কি রকম ভিন্ন জান?"

"কি রকম?" বলিয়া সুমিত্রা মাধবীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"কোনো রাজপথ দেখেছ?"

"দেখেছি।"

"রাজপথের মাঝখানটা পাথর-বাঁধানো হয়, তার দু ধারে কাঁচা পথ থাকে, তার পরে দু ধারে গাছের সারির তলায় ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটাপথ থাকে, তার পর নালা-নর্দমাও থাকে। এই এতগুলো ভিন্ন ভিন্ন পথের যেটা ধ'রেই তুমি চল না কেন, সেই একই দিকে তুমি এগোবে। এঁদের বিষয়েও ঠিক সেই কথা খাটে। এঁদের মধ্যে যাকেই অনুসরণ কর না কেন, গতি তোমার একই দিকে, অর্থাৎ পিছন থেকে সামনের দিকে হবে। দেশ তো এক রকমে বড় হয় না ভাই, দশ রকমে দেশ বড় হয়। তুমি কাছে গিয়ে দেখ প্রত্যেক ছবির নীচে কি লেখা আছে, তা হ'লে বুঝতে পারবে।"

দেওয়ালের নিকটে গিয়া সুমিত্রা দেখিল, মধ্যবর্তী মহাপুরুষের চিত্রের নীচে ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা রহিয়াছে 'ধর্ম' এবং সেই চিত্রকে ঘেরিয়া অন্য চিত্রের কোনটির তলায় 'কর্ম,' কোনটির তলায় 'মর্ম,' কোনটির তলায় 'মিলন', কোনটির তলায় 'জ্ঞান,' কোনটির তলায় 'ত্যাগ'—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কথা লেখা রহিয়াছে।

মাধবী বলিল, "এক-একটি কথা দিয়ে দাদা প্রত্যেকের বিশেষ রূপ প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। সকলের আগে ইনি হচ্ছেন ধর্ম। এঁর মূলমন্ত্র হচ্ছে অহিংসা। এঁর মতে, অহিংসা যেদিন পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ধারণ করবে সেদিন থেকে আর মানুষের মধ্যে বিবাদ থাকবে না।"

তাহার পর অপর একটি চিত্র উদ্দেশ করিয়া মাধবী বলিল, "ইনি হচ্ছেন কর্ম। আজীবন কর্মের সাধনা ক'রে ইনি অদ্বিতীয় কর্মবীর। ত্যাগের মধ্য দিয়ে ইনি কর্ম করেন ব'লে এঁর কর্মের শেষ হয় সফলতায়।"

"ইনি হচ্ছেন কবি, তাই 'মর্ম'। কল্পনা এঁর সহচরী, তার সাহায্যে ইনি বিশ্বের মর্ম প্রকাশ ক'রে দেখান। মাধুর্যের মধ্য দিয়ে ইনি নিখিল মানবের মিলন প্রয়াসী।"

তৎপরে একজন মুসলমান মহাপুরুষের চিত্র নির্দেশ করিয়া মাধবী বলিল,

"ইনি হচ্ছেন মিলন, কারণ এঁকে আশ্রয় ক'রে গঙ্গা-যমুনার মত হিন্দু-মুসলমান মিলিত হবার উপক্রম করেছে।"

"ইনি হচ্ছেন জ্ঞান। বিদ্যা বুদ্ধি আর প্রতিভার বলে ইনি সিংহের মত শক্তিশালী, তাই লোকে সিংহের সঙ্গে এঁর তুলনা করে।"

"ইনি হচ্ছেন ত্যাগ। আজীবন ত্যাগের সঙ্গে চিরব্রহ্মচর্যের যোগ থাকায় ইনি ঋষির স্থান অধিকার করেছেন।"

শুনিতে শুনিতে সুমিত্রার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। হর্ষোৎফুল্ল-মুখে সে বলিল, "কি সুন্দর ভাই! আর, কি সুন্দর ক'রে তুমি বলছ! কত তুমি জান, তাই এমন সুন্দর ক'রে বলতে পার।"

হাসিমুখে মাধবী বলিল, "আমার স্মরণশক্তি যদি আরও ভাল হ'ত, তা হ'লে আরও ভাল ক'রে বলতে পারতাম। দাদার মুখে শুনে শুনে এ-সব আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। দাদার বলবার ধরন এমন স্পষ্ট যে, তাঁর মুখ থেকে কোনো কথা একবার শুনলে মনের মধ্যে তা একেবারে গেঁথে যায়। কেন, তুমিও তো—"

কথাটা শেষ না করিয়াই মাধবী থামিয়া গেল। যদিও সে যাহা বলিতে যাইতেছিল, তাহার মধ্যে বিমানবিহারীর সহিত সুমিত্রার মিলনের পক্ষে প্রতিকূলতা কিছুই ছিল না, তথাপি সুরেশ্বরের নিকট প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়াই সে-কথাটুকু বলাও সে সমীচীন মনে করিল না।

সুমিত্রা কিন্তু মাধবীর অসমাপ্ত কথার সূত্রটুকু অবলম্বন করিয়া বলিল, "আমিও তাঁর কাছে অনেক কথা শুনেছি; কিন্তু আমার বোধ হয় তেমন আগ্রহ নেই ব'লে সব কথা মনে থাকে না। আচ্ছা মাধবী, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি, অনুসরণ—এ-সব কি ঠিক পরে পরে? ভক্তির চেয়েও কি প্রীতি বড়?"

স্মিতমুখে মাধবী বলিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। প্রীতির চেয়ে প্রবল জিনিস আর নেই। দাদা বলেন, কারুর উপর শ্রদ্ধা হ'লে লোকে দেখা হ'লে তার কাছে নত হয়, তার পর ভক্তি হ'লে দেখা ক'রে নত হয়, আর প্রীতি হ'লে তখন আর তাকে ছাড়তে পারে না, পিছনে পিছনে অনুসরণ ক'রে বেড়ায়।"

অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে সুমিত্রা কতকটা নিজ-মনেই বলিল, "তাই ঠিক, তাই আমরা এত পেছিয়ে প'ড়ে রয়েছি।" বলিয়াই মাধবীর দিকে চাহিয়া আরক্তমুখে বলিল, "আমি তোমার কথা বলছি নে ভাই, আমি আমার কথাই বলছি।"

আরক্ত হইবার গুরুতর কারণ যে এই কথাটারই মধ্যে বিশেষ করিয়া ছিল, তাহা কথাটি বলিবার পূর্বে সুমিত্রা বুঝিতে পারে নাই। বলিবার পর সমগ্র কথাটার ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র তাহার কর্ণদ্বয় লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

সুমিত্রার কথা শুনিয়া এবং অবস্থা বুঝিয়া একটা কথা মাধবীর ওষ্ঠাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল; কিন্তু এবারও তাহার নিজেকে নিরোধ করিতে হইল। হায় প্রতিশ্রুতি!

"মাধবী!"

"বল ভাই।"

"আমার মনে হচ্ছে মাধবী, আমি যেন কোনও তীর্থে এসেছি। তোমাদের বাড়িটি যেন তীর্থ, আর তোমাদের এই ঘরটি যেন দেব-মন্দির। আর তুমি যেন পূজারী।"

দুই বাহু দিয়া সযত্নে সুমিত্রার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "তা ছাড়া আরও কিছু মনে হচ্ছে কি?"

প্রশ্ন করিয়াই কিন্তু মাধবী চমকিত হইয়া সুমিত্রার মুখখানা নিজ বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "না ভাই। তোমার কোনো কথা বলতে হবে না; আমি তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করেছি তার জন্যে আমাকে ক্ষমা ক'রো।" মনে মনে বলিল, "দাদা, তুমিও আমাকে ক্ষমা ক'রো। কিন্তু এভাবে আমাকে বিপন্ন ক'রে যাওয়া তোমার একেবারেই উচিত হয় নি।"

মাধবীর বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া সুমিত্রা বলিল, "তুমি যা জিজ্ঞাসা করেছ তার জন্যে ক্ষমা চাইবার তো কোনও কারণ নেই, মাধবী। সত্যি-সত্যিই তো আমার অনেক কথাই মনে হচ্ছে।"

ব্যগ্রকণ্ঠে মাধবী বলিল, "তা তো হতেই পারে। কিন্তু এ-সব কথা আজ থাক্ ভাই। এস, তোমাকে আমার সুতোগুলো দেখাই।"

"আচ্ছা দেখাও, কিন্তু তার আগে তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ জানিয়ে রাখি।"

"কি অনুরোধ বল ?"

একটু ইতস্তত করিয়া আরক্তমুখে সুমিত্রা বলিল, "আজ যাবার আগে তোমাদের এই ঘরটি আমাকে পরিষ্কার ক'রে দিতে দিয়ো ভাই। শুধু ঘরের মেঝেটি, আর কিছু নয়।"

মৃদু হাসিয়া মাধবী বলিল, "এ আবার তোমার কি খেয়াল সুমিত্রা ?"

তেমনি আরক্ত মুখে সুমিত্রা বলিল, "খেয়াল নয় ভাই, সাধ। দেবে ?"

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বেই বারান্দায় দ্বারের সম্মুখে বিমানবিহারী আসিয়া দাঁড়াইল।

সুমিত্রাকে সম্বোধন করিয়া বিমানবিহারী বলিল, "আরও কিছুক্ষণ তোমাদের থাকবার ইচ্ছা যদি থাকে তা হ'লে এই পাড়াতেই একটা কাজ সেরে আমি আসি। তাতে কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক দেরি হবে।"

প্রশ্নের উত্তর দিল মাধবী। বলিল, "ঘণ্টা তিনেক দেরি হ'লে আরও ভাল হয়। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ সেরে আসুন।"

হাস্যমুখে বিমানবিহারী বলিল, "বুঝতে পেরেছি, দুই সখীর বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে আমি অনাবশ্যক বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছি। আচ্ছা, আপাতত চললাম ; কিন্তু যাবার আগে একবার এই ঘরের ভিতরটা গিয়ে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। বাইরে থেকে খানিকটা দেখে দেখে বাকিটা দেখবার জন্যে আগ্রহ ক্রমশ বেড়ে উঠেছে।" বলিয়া বিমান জুতা খুলিতে উদ্যত হইল। কিন্তু মাধবীর তরফ হইতে বিশেষ-কিছু আহ্বান বা আগ্রহ না পাইয়া জুতা খোলা বন্ধ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোনো আপত্তি আছে নাকি ?"

শান্তস্মিতমুখে মাধবী বলিল, "একটু আছে। খদ্দর ছাড়া অন্য কাপড় প'রে এ ঘরে ঢোকবার বিধি নেই। কিন্তু তার উপায় তো রয়েছে। দাদার একখানা ধোঁওয়া কাপড় আপনাকে দোব ?"

জুতা পরিতে পরিতে হাস্যমুখে বিমান বলিল, "না, তা আর কাজ নেই; তাতেও প্রকৃতপক্ষে তোমাদের বিধি লঙ্ঘিত হবে। রাজার পোশাক পরলেই লোক রাজা হয় না। আচ্ছা, খানিকক্ষণ পরে আমি আসব।" বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

৩৫

ক্রমশ তারাসুন্দরী দেহে পূর্বশক্তি এবং সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন এবং যথাপূর্ব গৃহকার্যও করিয়া চলিয়াছেন। দ্বিপ্রহরে বারান্দায় বসিয়া তিনি কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ করিতেছিলেন এবং অদূরে মাধবী বসিয়া চরকা কাটিতে কাটিতে একমনে তাহা শুনিতেছিল, এমন সময়ে বিমানবিহারী আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিমানবিহারীর নূতন বেশ লক্ষ্য করিয়া তারাসুন্দরী হাসিয়া কহিলেন, "রাজবেশ ত্যাগ ক'রে এ তাপস-বেশ কেন, বাবা?"

বিমানবিহারী খদ্দরের ধুতি, জামা ও চাদর পরিয়া আসিয়াছিল। সে হাসিমুখে উত্তর দিল, "তাপস-বেশ ভিন্ন মাধবীর আশ্রমে প্রবেশ করা যায় না, তাই। আজ মাধবীর চরকা-ঘরে ঢুকে দেখতে হবে, কি তার মধ্যে আছে!"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া মাধবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "কিন্তু সেখানে আপনাদের দেখবার মত তেমন কিছুই তো নেই। তার জন্যে এত উদ্যোগ ক'রে এসে শেষকালে হতাশ হবেন।"

বিমানবিহারী হাসিতে হাসিতে বলিল, "একটা কৌতূহল অতৃপ্ত রাখা অপেক্ষা হতাশ হওয়া ভাল। হতাশ হওয়ার দুঃখের চেয়ে না-জানার যন্ত্রণা বেশি কষ্টকর।"

এ কথাটাও মাধবীর ভাল লাগিল না। তাহাদের চরকা-ঘরকে বিমানবিহারী কি যাদুঘর অথবা চিড়িয়াখানার মতই একটা-কিছু মনে করে যে, তদ্বিষয়ে কৌতূহল এবং নৈরাশ্যের কথা এমন করিয়া উঠিতেছে? সে তাহার মুখে-চোখে হাস্য-কৌতুকের কোনও চিহ্ন না রাখিয়া বলিল, "চলুন,

দেখবেন চলুন। কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু নেই যাতে আপনার সে কৌতূহল তৃপ্ত হবে।"

চরকা-ঘরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত দেখিতে দেখিতে এবং শুনিতে শুনিতে বিমানবিহারীর মুখ আনন্দে, বিস্ময়ে, পুলকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। প্রফুল্ল-মুখে সে বলিল, "তুমি ঠিক বলেছিলে মাধবী। তোমার এ ঘরে প্রবেশ ক'রে আমার কৌতূহল তৃপ্ত হ'ল না, বেড়েই গেল। সৃষ্টি করবার গৌরবে তোমার এ ঘর গৌরবান্বিত।"

মনে মনে আনন্দিত হইয়া মাধবী বলিল, "এত সামান্য ব্যাপার আপনার ভাল লাগছে?"

অসংশয়িত স্বরে বিমানবিহারী বলিল, "লাগছে। একটি অতি ক্ষুদ্র বীজকণার মধ্যে একটা বিরাট বটগাছের সমস্ত সম্ভাবনা যেমন থাকে, তেমনি তোমার এই সামান্য চরকা-ঘরটির মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষের একটা বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।"

ক্ষণকাল নিঃশব্দ থাকিয়া মুগ্ধস্বরে মাধবী বলিল, "এ আপনি সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করেন বিমানবাবু?"

সনির্বন্ধে বিমান বলিতে লাগিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয় করি। কেন বিশ্বাস করি তা বললাম তো;—এর মধ্যে সৃষ্টির একটা উপায় রয়েছে। অপরকে মারা এর উদ্দেশ্য নয়, এর উদ্দেশ্য নিজেকে বাঁচানো। সংহারে আমার বিশ্বাস নেই, আমার বিশ্বাস সৃষ্টিতে—এ কথা আমি তোমার দাদার কাছে অনেকবার বলেছি।"

বিমানবিহারীর মুখের উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া মাধবী বলিল, "কিন্তু দাদার বিশ্বাসও তো আপনার এ বিশ্বাসের বিরুদ্ধ নয়?"

বিমান বলিল, "তা তো নয়ই। তা যে নয়, তোমাদের এই ঘরখানিই তো তার প্রমাণ।"

মৃদু হাস্য করিয়া মাধবী বলিল, "তবে সর্বদাই আপনাদের দু জনের মধ্যে ও-রকম বিরোধ বাধত কেন?"

মনে মনে একটু চিন্তা করিয়া বিমান বলিল, "মুখের বিরোধ কি সব সময়ে

মতের বিরোধের জন্যে হয় ব'লে তুমি মনে কর? কত সময়ে কত কারণে যে আমরা আমাদের নিজের প্রতিই অবিশ্বাসী হই, তা হয়তো তুমি জান না।"

বিমানবিহারীর কথায় ঈষৎ আহত হইয়া মাধবী বলিল, "কিন্তু সে তো অন্যায়।"

মাধবীর বিস্ময় এবং বিরক্তি দেখিয়া বিমানবিহারী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বলিল, "অন্যায় তো বটেই। কিন্তু মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এমন যে কত ত্রুটি আছে—তা ধারণা করাই যায় না, মানুষ এখনও অর্ধ-পরিণত জীব।"

বিমানবিহারীর তত্ত্বনিরূপণের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া মাধবী ঔৎসুক্য-সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু নিজের মতের বিরুদ্ধেও দাদার সঙ্গে বিরোধ করবার কি কারণ আপনার ছিল?"

"কি কারণ ছিল, তা প্রথম প্রথম আমিও ঠিক বুঝতে পারতাম না, তবে বুঝতে বড় বেশি দেরিও হয় নি। কিন্তু সে সব কথা বলতে হ'লে অনেক কথাই বলতে হয়।" বলিয়া বিমান হাসিতে লাগিল।

বিমানবিহারীর এ কথায় নিজের সমস্ত কৌতূহল সংবরিত করিয়া লইয়া শান্তভাবে মাধবী বলিল, "না, থাক্, সে-সব কথা আপনাকে বলতে হবে না। আমার মনে মনে সন্দেহ হচ্ছিল যে, আপনি গবর্মেণ্টের চাকরি করেন তাই হয়তো কারণ। কিন্তু এখন আপনার কথা শুনে বুঝতে পারছি, সে রকম সন্দেহ করা আমার ভুল হয়েছিল।"

মাধবীর কথা শুনিয়া বিমানবিহারীর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। একটু বেগের সহিত সে বলিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ভুল হয়েছিল। যে কারণে আমি তোমার দাদার বিরুদ্ধাচরণ করতাম, তা অন্যায় হ'লেও অত নীচ নয়। বিদ্বেষের বশীভূত হয়ে আমি তোমার দাদার সঙ্গে বিরোধ করতাম; চাকরি বজায় রাখবার জন্যে নয়।"

এক মুহূর্তে সমস্ত সংযম হারাইয়া মাধবী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "বিদ্বেষের বশীভূত হয়ে? কেন, কিসের বিদ্বেষ?" কিন্তু পর-মুহূর্তেই তাড়াতাড়ি

বলিল, "এখন না হয় সে-সব কথা থাক্। আসুন, আপনাকে আমাদের প্রথম সুতোর আর এখনকার সুতোর নমুনা দেখাই।"

বিমানবিহারী কিন্তু মাধবীর আমন্ত্রণের প্রতি কোন-প্রকার মনোযোগ না দিয়া বলিল, "দেখ মাধবী, এ-সব কথা এমন ক'রে তোমার সঙ্গে আলোচনা করা আমার পক্ষে যদি কোন রকমে ধৃষ্টতা হয়, তা হ'লে তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো, কিন্তু কথায় কথায় কথাটা যখন এতটাই এগিয়েছে তখন আমার কথার অন্তত একটা দিক আজ শেষ ক'রে দিই। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে।"

বিমানবিহারীর এ কথার উত্তরে কি বলিবে তাহা মাধবী প্রথমে ভাবিয়া পাইল না, তাহার পর নতনেত্রে ধীরে ধীরে বলিল, "না, আমার আর কি এমন আপত্তি থাকতে পারে, যদি আপনার আপত্তি না থাকে!"

তখন বিমানবিহারী সংক্ষেপে সকল কথা মাধবীকে খুলিয়া বলিল। কিছুদিন হইতে সুমিত্রার সহিত তাহার বিবাহের কথা চলিতেছে; উভয় পক্ষের মধ্যে কথাটা যখন এক রকম পাকা হইয়া আসিযাছে, তখন সহসা একদিন কেমন করিয়া সুরেশ্বর বন্ধুরূপে তাহাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর একদিন যখন বুঝিতে পারিল যে, সুরেশ্বর তাহার প্রবলতর ব্যক্তিত্বের দ্বারা সুমিত্রাকে তাহার নিজের দিকে টানিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কেমন করিয়া ক্রমশ সুরেশ্বরের প্রতি বিদ্বেষে তাহার মন ভরিয়া উঠিল, ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদবিচার লুপ্ত হইল; নিজের মত এবং যুক্তি দ্বারা নির্বিচারে সুমিত্রার সম্মুখে সুরেশ্বরের যুক্তি খণ্ডন করাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে তাহাতে অকৃতকার্য হইয়া কেমন করিয়া ঈর্ষানল ক্রমশ এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, একদিন নিজ গৃহে সুরেশ্বরকে অপমানিত করিতেও তাহার ভদ্রতায় বাধিল না; সকল কথাই বিমানবিহারী অকপটে মাধবীকে জ্ঞাপন করিল। এ সকল কথা মাধবীর কতক জানা ছিল এবং কতক জানা ছিল না। সে শুনিতে শুনিতে নির্বাক-বিস্ময়ে বিমানবিহারীর প্রতি চাহিয়া রহিল।

একটু অপেক্ষা করিয়া বিমানবিহারী বলিল, "এখন কিন্তু, মাধবী, সুরেশ্বরের

প্রতি আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষ নেই। সুমিত্রার বিষয়ে আমি আমার মনকে একেবারে হাল্কা ক'রে নিয়েছি।"

বিমানবিহারীর কথার অর্থ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ঔৎসুক্যের সহিত মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "সুমিত্রার বিষয়ে মন হাল্কা ক'রে নিয়েছেন তার মানে?"

এতক্ষণ বিমানবিহারী সহজভাবেই সমস্ত কথা বলিতেছিল, কিন্তু মাধবীর এ প্রশ্নে সহসা কোথা হইতে তাহার মনের মধ্যে এক অনতিবর্তনীয় বিহ্বলতা আসিয়া উপস্থিত হইল। বিচারকের নিকট স্বীকারোক্তির দ্বারা নিজের অধিকার-স্বত্ব হইতে নিজেকে চিরদিনের জন্য বিচ্যুত করিবার সময় যেমন হয়, কতকটা সেইরূপ। মনে হইল, মনে মনে সে যে নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে তাহা প্রকাশ্যে মাধবীর নিকট স্বীকার করার পর আর তাহার কোনরূপ দাবিই জীবিত থাকিবে না; সাক্ষীর সমক্ষে দান-পত্র সহি করিবার পর দান-সামগ্রীর অধিকার হইতে চিরদিনের জন্য অপসৃত হইতে হইবে।

কথাটা বলিতে গিয়া কিন্তু বিমানবিহারী অধিকার-চ্যুতির কোন কাঁদুনিই কাঁদিল না, বলিল, "সুমিত্রার ওপর কোন রকম অধিকারের কল্পনায় আমার মন আর ভারাক্রান্ত নয়, তাই হাল্কা। সুমিত্রার ওপর আমার কোন রকম অধিকার আছে ব'লে আমি মনে করি নে।"

সবিস্ময়ে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"কেন? কারণ, অপরে সুমিত্রাকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করেছে। তার সমস্ত মন আর আত্মা এখন তোমার দাদার অধিকারের মধ্যে।"

এ কথা মাধবীর নিকট একেবারে নূতন তথ্য নহে, সুতরাং ইহার মধ্যে বিস্মিত হইবারও বিশেষ কিছু ছিল না। তাই সে শুধু সুরেশ্বরের দিকটা উল্লেখ করিয়া বলিল, "কিন্তু দাদা তো সুমিত্রার ওপর কোন অধিকারই রাখেন না; সুমিত্রাদের বাড়ি যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিলেন, আর এখন তো জেলেই রয়েছেন।"

হাসিতে হাসিতে বিমান বলিল, "জেলে গিয়েই আরও বিপদ করেছেন,

বাইরে থাকলে বোধ হয় আমার কিছু আশা থাকত।" তাহার পর সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, "তুমি চুম্বক দেখেছ, মাধবী ?"

"দেখেছি।"

"তোমার দাদা সুমিত্রার চুম্বক ; দূরে গেলেও সুমিত্রাকে আকর্ষণ ক'রে থাকেন। আমি জানি, সুমিত্রা আজকাল আলিপুর জেলের দিকেই সর্বদা উন্মুখ হ'য়ে থাকে।"

সাগ্রহে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ক'রে জানলেন ? কারও কাছে কিছু শুনেছেন ?"

মাধবীর কথা শুনিয়া বিমানবিহারী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

"আজকাল রেডিয়োর দিনে সামনা-সামনি সব কথাই শোনবার দরকার হয় কি ? এখন তো আকাশে কান পেতে লোকে দূরের গান শুনছে। কিন্তু আমি তাও শুনেছি। সুমিত্রা নিজে আমার কাছ থেকে আলিপুর জেলের দিক ঠিক ক'রে নিয়েছে।"

মাধবী শিহরিয়া উঠিল, "সুমিত্রা নিজে !"

"হ্যাঁ, নিজে। কিন্তু তা হোক, তার জন্যে আমার মনে কোনো গ্লানি নেই।"

ক্ষণস্থায়ী নীরবতার পর মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "সুমিত্রা সে কথা জিজ্ঞাসা করার পর আপনার মন থেকে দাদার প্রতি বিদ্বেষ চ'লে গেল বুঝি ?"

মাধবীর কথা শুনিয়া বিমানবিহারী পুনরায় মৃদু হাসিতে লাগিল। বলিল, "তুমি নিতান্তই ছেলেমানুষ মাধবী। তাও কখনও যায় ? তার পরই সুরেশ্বরের ওপর বিদ্বেষটা সবচেয়ে বেড়ে উঠেছিল। এক-একবার মনে হচ্ছিল যে, জেলের মধ্যে ছুটে গিয়ে সুরেশ্বরের দেহের ওপর আক্রমণ ক'রে পড়ি। একটা নিষ্ঠুর নিষ্ফল আক্রোশে নিজের হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু—"

বিমানবিহারী আর কথা কহিতে পারিল না, সহসা তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

সভয়ে নিরুদ্ধশ্বাসে মাধবী বলিল, "কিন্তু কি ?" বিমানবিহারীর মুখমণ্ডলে দৃশ্যমান রক্তোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করিয়া সে মনে মনে কাঁপিতে লাগিল

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বিমানবিহারী বলিল, "কিন্তু বন্দুকের ভেতর থেকে সমস্ত বারুদ যেমন এক মুহূর্তে বেরিয়ে যায়, ঠিক তেমনি তার পরদিন আমার মন থেকে সমস্ত বিদ্বেষ নিঃশেষে বেরিয়ে গেল। সে যেন এক যাদুবাজি! সুরেশ্বরের জেলের পর প্রথম যে-দিন তোমাদের বাড়ি গেলাম, সে-দিনকার কথাই বলছি। তোমাদের বাড়িতে যখন ঢুকলাম, তখনো মন বিদ্বেষে পরিপূর্ণ; কিন্তু তোমাদের বাড়ি থেকে যখন বেরুলাম, তখন বন্দুক থেকে সমস্ত বারুদ বেরিয়ে গিয়েছে।"

শুনিয়া মাধবীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বর্ধিত হইয়া উঠিল। তাহার ভয় হইল, বিমানবিহারী হয়তো তাহার ধ্বক্ ধ্বক্ শব্দ শুনিতে পাইতেছে। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাহার অনায়ত্ত কণ্ঠ হইতে স্খলিতভাবে বাহির হইল, "কি ক'রে তা হ'ল?" নিজ-কর্ণে নিজের বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনিয়া মাধবী চমকিয়া উঠিল।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বিমানবিহারী বলিল, "কি ক'রে তা হ'ল, তা আর বলব না। সে আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। আমি সকলের কাছেই তা অগোচর রাখতে চাই। প্রথম অধ্যায়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেটা স্মরণ রাখলে বোধ হয় অনেক দুঃখ অতিক্রম করতে পারব।"

আর কোনও কথা না বলিয়া বিমান দেওয়ালে অবস্থিত 'রাজপথ' চিত্রাবলীর দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। বোধ হয় সে সেই সুযোগে তাহার উদ্যত উদ্বেল হৃদয়কে শান্ত করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল।

"মাধবী!"

"বলুন

মাধবীর কম্পিত-আর্তস্বরে চকিত হইয়া বিমান চাহিয়া দেখিল, মাধবীর নেত্রপ্রান্ত অশ্রুসিক্ত। সে কিন্তু তাহার কোনও উল্লেখ না করিয়া বলিল, "মাধবী, আমাকে তোমাদের এই রাজপথের পথিক ক'রে নেবে? আমি তোমাদের পথের আবর্জনা পরিষ্কার করব।"

বিমানবিহারীর কথায় মাধবীর মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল। সে বলিল, "বেশ তো। দাদা বলেন, সেইটেই ভারি কঠিন কাজ।"

অপ্রতিভ হইয়া বিমান বলিল, "তা বটে। নিজের ক্ষমতার মানটা আমি পদে পদে ভুল করি ব'লে আমার এত পদস্খলন হয়।"

বিমানবিহারীর দুঃখ প্রকাশে ব্যথিত হইয়া মাধবী বলিল, "না না, আমাকে ক্ষমা করবেন বিমানবাবু, আমার কথাটা বলা অন্যায় হয়েছে। আমার মনে হয়, রাজপথের অনেক কাজই আপনি করতে পারেন।"

ক্ষণকাল মাধবীর দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া বিমানবিহারী বলিল, "এ তোমার মনের বিশ্বাস?"

"হ্যাঁ, মনের বিশ্বাস।"

প্রসন্নমুখে বিমান বলিল, "তোমার কথা শুনে আমার মনে আশা হচ্ছে মাধবী। মনে হচ্ছে, আমার জীবনের অধ্যায়টা প্রথম অধ্যায়ের মত নিষ্ফল না হ'তেও পারে।"

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া প্রস্থান করিবার সময়ে বিমান মাধবীকে বলিল, "সুমিত্রার বিষয়ে অনেক কথাই তোমাকে আজ বললাম মাধবী, কিন্তু আসল কথাটাই এখনও বলা হয় নি। সুরেশ্বরের জেল থেকে বার হবার আগেই সুমিত্রার সঙ্গে সুরেশ্বরের বিয়ের বিষয়ে সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে রাখতে হবে। অবশ্য এ বিষয়ে আমি একদিনের সমস্ত ভার নেব; কিন্তু তোমার সহায়তাও একান্তভাবে চাই।"

মাধবীর মুখ সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল। সে দৃঢ় অথচ শান্তভাবে বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন বিমানবাবু, আমি এ বিষয়ে কিছুমাত্র সহায়তা করতে পারব না।"

"কেন?"

"কেন, তাও এখন আপনাকে আমি জানাতে পারব না।"

"তুমি কি চাও না যে, সুরেশ্বরের সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ে হয়?"

"আমি কি চাই অথবা চাই নে—আমাকে ক্ষমা করবেন—আমি সে কথা আপনাকে জানাতে পারব না। আমি কি করতে পারব না, সে কথা আপনাকে জানিয়েছি।"

একটা নিবিড় অন্ধকারে বিমানবিহারীর মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

ক্ষণকাল সে নীরবে কি চিন্তা করিল, তাহার পর "আচ্ছা, তা হ'লে থাক্,
এখন আমি চললাম।" বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

একবার মাধবীর মনে হইল যে, একটা কথা বিমানকে ডাকিয়া বলে, কিন্তু
পাছে সেই একটা কথা উপলক্ষ্য করিয়া একাধিক কথা আ সয়া পড়ে সেই
আশঙ্কায় চুপ করিয়া রহিল।

৩৬

মুখে চুপ করিলেও মাধবী কিন্তু মনের মধ্যে চুপ করিতে পারিল না,
বিমানবিহারী প্রস্থান কবিবার পব নানাবিধ প্রশ্নোত্তরে তাহার মন আলোড়িত
হইয়া উঠিল। যে-সকল কথা বিমানবিহারী তাহাকে বলিয়া গিয়াছিল, তাহা
মনে কবিয়া সে মনে মনে বিশ্লেষণ করিতে লাগিল; এবং নদীর বাঁকে
জলস্রোত যেখানে প্রতিহত হয় সেখানে আবর্জনা যেরূপে জমিতে থাকে, ঠিক
সেইরূপে কথোপকথনে যে-যে স্থলে বিমানবিহারী নিজেকে সংরুদ্ধ করিয়াছিল
সেই সকল স্থলে মাধবীর চিন্তা একটির পর একটি করিয়া জমাট বাঁধিতে
লাগিল।

কথোপকথনের মধ্যে বিমানবিহারী বলিয়াছিল যে, সুরেশ্বরের জেলের
পর প্রথম যেদিন সে মাধবীর গৃহে প্রবেশ করে, তখন তাহার মন সুরেশ্বরের
প্রতি বিদ্বেষে পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময়ে তাহার
মনে সে-বিদ্বেষের আর কিছুমাত্র অবশেষ ছিল না। সহসা সমস্ত বিদ্বেষ
এরূপে অন্তর্হিত হইবার কি কারণ ঘটিয়াছিল তাহা মাধবী জানিতে চাহিলে
বিমানবিহারী শুধু বলিয়াছিল যে, সে কথা তাহার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়
যাহা সকলেরই নিকটে সে অগোচর রাখিতে চাহে। তাহার পর
কথোপকথনের আর-এক স্থলে এই দ্বিতীয় অধ্যায় সংক্রান্তে বিমানবিহারী
বলিয়াছিল, 'তোমার কথা শুনে আমার মনে আশা হচ্ছে মাধবী। মনে
হচ্ছে, আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম অধ্যায়ের মত নিষ্ফল না হ'তেও
পারে।'

এই অবর্ণিত দ্বিতীয় অধ্যায় যে কি এবং কিরূপে তাহার সূত্রপাত হইল, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য মাধবীর সমস্ত চিন্তা তৎপর হইয়া উঠিল। সংশয় এবং সম্ভাবনার মালমশলায় যত রকমেই সে সম্ভাবিত দ্বিতীয় অধ্যায় রচিত করিল, কোনটিই তাহার নিজ ছায়াপাত হইতে মুক্তি পাইল না। প্রথম অধ্যায় সুমিত্রাকে লইয়া শেষ হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ; তাহার পর দ্বিতীয় অধ্যায় যে তাহাকে লইয়া আরম্ভ হয় নাই তাহা কে বলিতে পারে? বন্দুক হইতে এক মুহূর্তে সমস্ত বারুদ নির্গত হইয়া যাওয়ার মত মন হইতে বিদ্বেষ নির্গত হইয়া যাওয়ার প্রসঙ্গে যে যাদুবাজির কথা বিমান বলিয়াছিল, তাহার যাদুকরী সে ভিন্ন অপর কে হইতে পারে তাহা মাধবী ভাবিয়া পাইল না! স্পষ্ট করিয়া বিমানবিহারী এ পর্যন্ত কিছু বলে নাই, তথাপি তাহার পুনঃপুনঃ মনে হইতে লাগিল যে, বিমানবিহারীর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অধিষ্ঠাত্রীর পদে সে-ই অধিষ্ঠিত হইয়াছে।

কিন্তু এরূপ মীমাংসা মাধবীর নিকট মনোরম বলিয়া বোধ হইল না। বিমানবিহারীর অনুরাগ সুমিত্রার উপর হইতে অপসৃত হইয়া তাহার প্রতি প্রসারিত হইয়াছে মনে হইবামাত্র সর্বপ্রথমে সে মনের মধ্যে একটা সকুণ্ঠ হীনতা বোধ করিল। যে-জিনিসের মধ্যে একনিষ্ঠ হইবার শক্তি নাই, অপর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইবার মত যাহা দুর্বল, এবং বস্তুত যাহা অপর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা লাভ করিবার কল্পনায় অগৌরবেরই মত একটা কিছু মাধবীর নিষ্ঠাপ্রিয় মনে পীড়া দিতে লাগিল।

কিন্তু দুর্বলতার একটা গুণ আছে। এক দিকে অশ্রদ্ধা সঞ্চার করিলেও করুণা এবং সহানুভূতি উদ্রিক্ত করিবার তাহার একটা প্রকৃতিজাত পটুত্ব আছে। তাই, বিমানবিহারী যে দুর্বল, অনন্যব্রত হইয়া অধিকার করিবার দৃঢ়তা তাহার প্রকৃতির মধ্যে যে নাই, সেই চিন্তাই মাধবীর সবল চিত্তে ক্রমশ একটা করুণা সঞ্চার করিতে লাগিল; এবং এই করুণা বলসঞ্চয় করিয়া করিয়া ক্রমশ এমন পুষ্ট হইল যে, সুমিত্রা বিমানবিহারীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে বলিয়াই নিরবলম্ব বিমানবিহারীর একটা অবলম্বনের আবশ্যকতা আছে বলিয়া মাধবীর মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিল।

কিন্তু এই করুণা যে করুণার অতিরিক্ত আর কিছু হইতেও পারে, সে কথা মাধবীর মনে হইল না। বৃন্তকে সে শুধু বৃন্ত পর্যন্তই দেখিল; বৃন্তের অব্যবহিত পরেই বৃন্তের উপজাত ফলের সম্ভাবনাও যে সংলগ্ন থাকিতে পারে, সে কথা সে ভুলিয়া থাকিল।

ভুলিয়া থাকা ভিন্ন উপায় ছিল না বলিয়া মাধবী কতকটা ইচ্ছা করিয়াই কাজে-কর্মে কথায়-বার্তায় বিস্মৃতির বাঁধ বাঁধিয়া বাঁধিয়া তাহার চিন্তাপ্রবাহকে সঙ্কীর্ণ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রবাহ সঙ্কীর্ণ হইলে গভীর হইবার সম্ভাবনা যে বাড়িয়া যায় সে-কথা সে ভাবিয়া দেখিল না।

কথাটা সপ্রমাণ হইল কয়েক দিন পরে একদিন সুমিত্রাদের গৃহে, সুমিত্রার জন্মদিনে। এবার সুমিত্রা তাহার জন্মদিন উপলক্ষে কোনপ্রকার সমারোহ করিতে দেয় নাই। কেবলমাত্র মাধবীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। দ্বিপ্রহরে আহারের পর সুমিত্রার ঘরে বসিয়া দুই সখীতে বিশ্রম্ভালাপ চলিতেছিল।

সুমিত্রা বলিল, "শুনেছ মাধবী, বিমানবাবু চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন?"

মাধবী চমকিয়া উঠিল। "চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন? কই, শুনি নি তো! কবে ছাড়লেন?"

"কাল তাঁর ইস্তফা মঞ্জুর হয়েছে। কাল সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন। আজ চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে আসবেন।"

মাধবীর প্রসন্ন মুখমণ্ডলে একটা ছায়া পড়িল। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সে বলিল, "এবার কিন্তু তা হ'লে তোমার আর কোনো আপত্তি থাকল না সুমিত্রা।"

"কিসের আপত্তি?"

"বিমানবাবুকে বিয়ে করবার।"

"ও!" বলিয়া সুমিত্রা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর বলিল, "কিন্তু এতেই যে আমার সব আপত্তি যাবে তা তাঁকে কে বললে? আমি তো তাঁকে কোনো অনুরোধ করি নি।"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া মাধবী মৃদু হাস্য করিল; বলিল, "তুমি অনুরোধ কর নি সেটা তো আর তাঁর অপরাধ নয়। তোমাকে পেতে হ'লে তোমার অনুরোধের অপেক্ষায় থাকলে তাঁর চলবে কেন?"

"আচ্ছা, তা যেন তাঁর চলবে না ; কিন্তু তোমার সুর আজ হঠাৎ এ-রকম বদলে গেল কেন মাধবী ? বিমনবাবু শুধু চাকরিই ছেড়েছেন, না, তোমাকে ঘটকালিতে বহালও করেছেন ?" বলিয়া সুমিত্রা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

সুমিত্রার কথা শুনিয়া মাধবীও হাসিতে লাগিল, কিন্তু কিছু বলিল না।

"মাধবী !"

"কি ভাই ?"

"আমারও কিন্তু এক-একবার মনে হয়, হয়তো আমার জন্যেই বিমানবাবু চাকরি ছেড়েছেন।"

অন্যমনস্কভাবে মাধবী বলিল, "তা হবে।"

"কিন্তু আমার দোষ নেই মাধবী, এর জন্যে আমি কোনো রকমেই দায়ী নই।"

মাধবী মনে মনে কি ভাবিতেছিল, কোনো কথা কহিল না।

সুমিত্রা বলিল, "কাজেই এর জন্যে বিমানবাবু আমার কাছে কিছু দাবি করতে পারেন না। কিন্তু যদিই করেন, তা হ'লে আমি কি বলব বল তো ভাই ?"

এবার সুমিত্রার কথায় মনঃসংযোগ করিয়া মাধবী বলিল, "তুমি কি বলবে, তা আমি আর কি বলব সুমিত্রা ? যা তোমার ভাল মনে হয়, তাই ব'লো।"

ঈষৎ অধীরভাবে সুমিত্রা বলিল, "যা আমার ভাল মনে হয়, তা তো বলবই। তোমার কি ভাল মনে হয়, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"তা আমি কিছুই বলতে পারব না সুমিত্রা, আমাকে তুমি ক্ষমা ক'রো ভাই।"

মাধবীর এই দুর্বোধ বিসদৃশ আচরণে বিস্মিত এবং ব্যথিত হইয়া সুমিত্রা বলিল, "কিন্তু এ বিষয়ে তোমার পরামর্শ চাই ব'লেই আজ জন্মদিনের ছুতো ক'রে তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছি, তা নইলে কোন হাঙ্গামাই আজ আমি করতাম না।"

আরক্তমুখে মৃদুস্বরে মাধবী বলিল, "তা হ'লে আর কখনো এ পরামর্শের

জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রো না, কারণ এ বিষয়ে আমি কোনো পরামর্শই তোমাকে দিতে পারব না।"

এবার সুমিত্রার মনে মনে রাগ হইল। ঈষৎ কঠোর স্বরে সে বলিল, "কিন্তু কেন দিতে পারবে না? একদিন তো বিনা নিমন্ত্রণে যাড়ি ব'য়ে আমাকে কত পরামর্শ দিয়ে গিয়েছিলে! আর, আজ হঠাৎ সমস্ত উৎসাহ চ'লে গেল?"

মাধবীর মুখে-চোখে বেদনা ও বিমূঢ়তার একটা সুস্পষ্ট চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। দুই হস্তে সুমিত্রার হস্ত ধারণ করিয়া সে আর্তকণ্ঠে বলিল, "রাগ ক'রো না ভাই সুমিত্রা, আমাকে ক্ষমা ক'রো। আমার দুঃখ তুমি যদি জানতে তা হ'লে কখনই এমন ক'রে রাগ করতে না।"

মাধবীর এই সকাতর অভিযোগে সুমিত্রার মনের সমস্ত ক্রোধ নিমেষের মধ্যে নিবিয়া গেল। অনুতপ্ত ব্যথিত কণ্ঠে সে বলিল, "তোমার দুঃখ! কি তোমার দুঃখ, মাধবী? না, তা-ও বলতে তোমার আপত্তি আছে?"

বিষণ্ণ-স্মিতমুখে মাধবী বলিল, "হ্যাঁ, তা-ও বলতে আপত্তি আছে।"

শুনিয়া সুমিত্রা এক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর দুঃখিতস্বরে বলিল, "তা হ'লে কি আর বলব বল!"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া মাধবী নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। বিপন্ন মনে করিয়া সুমিত্রা তাহার নিকট পরামর্শ ভিক্ষা করিতেছে, কিন্তু এমনই অবস্থা-সঙ্কটে সে পড়িয়াছে যে, পরামর্শ দিবার কোনও উপায়ই নাই। অথচ বাস্তবিক পক্ষে পরামর্শ দিবার আছেই বা কি? পূর্বে যে ছিল বিঘ্ন, এখন সে হইয়াছে বন্ধু। কিন্তু তথাপি নিরুপায়। হায় প্রতিশ্রুতি!

"মাধবী!"

সুমিত্রার প্রতি মাধবী দৃষ্টিপাত করিল।

"একটা কথা বলবে মাধবী?"

"কি কথা বল?"

একটু ইতস্তত করিয়া স্খলিতভাবে সুমিত্রা বলিল, "আচ্ছা, তুমি কি বিমান-বাবুকে—" কিন্তু এই পর্যন্ত বলিয়াই সে আর বলিতে পারিল না। অসমাপ্ত বাক্যের মধ্যেই চুপ করিয়া গেল।

কথাটা শেষ পর্যন্ত শুনিবার ইচ্ছায় মাধবী বলিল, "বিমানবাবুকে আমি কি বল ?"

ঈষৎ অপ্রতিভমুখে সুমিত্রা বলিল, "ভালবাস ?"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া মাধবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শান্তস্বরে সে বলিল, "তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছে নে ব'লেই কি তোমার সে কথা মনে হচ্ছে ? তা হ'লে তো আরও পরামর্শ দিতাম।"

"হ্যাঁ; তা দিতে, তাও বুঝতে পারছি।"

"তবে ?"

"তবুও মনে হচ্ছে। আচ্ছা, বল, আমার অনুমান সত্যি, না, মিথ্যে ? এবারও যদি বল যে সে কথা বলতে আপত্তি আছে, তা হ'লে কিন্তু নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা প'ড়ে যাবে।" বলিয়া সুমিত্রা হাসিতে লাগিল।

মাধবী কিন্তু অন্য কথার সূত্রপাত করিয়া ফাঁদ অতিক্রম করিল ; বলিল, "তুমি যাঁকে ভালবাসতে পার না সুমিত্রা, আমি তাঁকে ভালবাসি কি না জিজ্ঞাসা করতে তোমার বাধছে না ?"

মাধবীর কথায় অপ্রতিভ হইয়া সুমিত্রা বলিল, "আমি যাঁকে ভালবাসতে পারি নে তিনি যে অপরের ভালবাসার অযোগ্য, এ কথা বলছ কেন ভাই ?"

"তা বলব না তো কি, তোমার ফাঁদে ধরা পড়ব ?" বলিয়া মাধবী হাসিতে লাগিল।

অপরাহ্ণে প্রমদাচরণ এবং জয়ন্তীকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া মাধবী গাড়িতে গিয়া উঠিল। সুমিত্রা তাহাকে তুলিয়া দিতে গাড়ি পর্যন্ত আসিয়াছিল।

গাড়িতে উঠিয়া গাড়ির ভিতর একটা কাগজে মোড়া বাণ্ডিল দেখিয়া মাধবী বলিল, "এটা কি সুমিত্রা ?"

মৃদু হাসিয়া সুমিত্রা বলিল, "সুতো। তোমাদের তাঁতে এই সুতো দিয়ে আমাকে এক জোড়া ধুতি বুনিয়ে দিয়ো মাধবী, আর যা খরচ হয় আমাকে জানিয়ো, পাঠিয়ে দোব।"

সবিস্ময়ে মাধবী বলিল, "এ কি তোমার-কাটা সুতো ?"

"হ্যাঁ।"

"সবটা?"

স্মিতমুখে সুমিত্রা বলিল, "হ্যাঁ, সবটাই। কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? এ ছাড়া আমার আরও সুতো জমা করা আছে।"

সে বিষয়ে আর কোনও কথা না বলিয়া মাধবী বলিল, "আচ্ছা, দোব। খুব তাড়াতাড়ি দরকার আছে কি?"

"না, এমন কিছু তাড়া নেই, তোমাদের সুবিধেমত করিয়ে নিয়ো, আর তৈরি হ'লে তোমার কাছেই রেখে দিয়ো. আমাকে পাঠাবার দরকার নেই।"

সবিস্ময়ে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

সুমিত্রার মুখে গোলাপী রঙের ক্ষীণ আভা খেলিয়া গেল। একটু ইতস্তত করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোমার দাদা এলে ধুতি-জোড়া তাঁকে দিয়ে ব'লো যে, আমি যে তাঁর কাছে এক জোড়া শাড়ি নিয়েছিলাম তারই দামের হিসেবে ধুতি-জোড়া যেন জমা ক'রে নেন। বাকি যা থাকবে তাও এমনি ক'রে দোব।"

একটা কথা জিহ্বাগ্রে আসিতেই কোনরূপে তাহা সামলাইয়া লইয়া মাধবী সংক্ষেপে বলিল, "আচ্ছা, বলব।"

মুখের ভাবে মাধবীর মনের কথা অনুমান করিয়া অভিমানে সুমিত্রার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। গাঢ়স্বরে মাধবীরই একদিনকার ভাষায় সে বলিল, "কলের ক্ষওয়া প্যাঁচ আজ হঠাৎ এমনি চেপে বসেছে মাধবী যে, এক ফোঁটা জলও পেলাম না।"

এক মুহূর্ত স্থিরভাবে সুমিত্রার দিকে চাহিয়া থাকিয়া মাধবী আক্ষেপভরে বলিল, "গলায় ঘা হয়েছে ভাই। বড় কষ্ট। যদি কোনো দিন ঘা সারে, কথায় কথায় তোমাকে পাগল ক'রে দেব। আজ আমাকে ক্ষমা কর সুমিত্রা।"

"আচ্ছা।" বলিয়া গাড়ির হাণ্ডল ছাড়িয়া দিয়া সুমিত্রা সরিয়া দাঁড়াইল।

গাড়ি চলিতেই মাধবীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। হায় প্রতিশ্রুতি!

গৃহে ফিরিয়া মাধবী তারাসুন্দরীর সহিত দুই-চারিটা কথা কহিয়া গৃহকর্মে ব্যাপৃত হইল। সুমিত্রার সহিত কথোপকথন-কালে যে-সকল চিন্তা তাহার মনের মধ্যে উদিত হইয়াছিল, অনর্থক সে-সকলের সহিত জড়িত থাকিয়া নিজেকে বিড়ম্বিত করিবে না—এ সঙ্কল্প সে গাড়িতে আসিতে আসিতেই করিয়াছিল। কাজকর্মে যতক্ষণ সে ব্যস্ত রহিল ততক্ষণ এক রকম কাটিল; কিন্তু সে অল্পক্ষণই। সুনিয়ন্ত্রিত সামান্য গৃহকর্ম দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া গেল, তখন পুনরায় নানা প্রকার চিন্তা লঘু মেঘখণ্ডের মত তাহার মনের আকাশে বিচরণ করিতে লাগিল।

বিরক্ত হইয়া মাধবী ক্ষণকাল তারাসুন্দরীর সহিত গল্প করিল, কিছুক্ষণ একটা পুস্তকের মধ্যে মনঃসংযোগ করিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিল, অবশেষে কতকটা অসময়ে চরকা লইয়া সুতা কাটিতে বসিল। কিন্তু কিছু পরে সহসা যখন সে উপলব্ধি করিল যে, চরকার সুতা অপেক্ষা চিন্তার সূত্রই দীর্ঘতর এবং সূক্ষ্মতর হইয়া চলিয়াছে, তখন অগত্যা নিরুপায় হইয়া চরকা ছাড়িয়া চিন্তাই অবলম্বন করিল।

যে-প্রশ্নের উত্তর যথাকালে সুমিত্রাকে সে দিতে পারে নাই, এখন সেই প্রশ্ন নিজ হইতে তুলিয়া, নানাবিধ যুক্তি-হেতু-বিচার-বিতর্কের দ্বারা সে তাহার উত্তর নির্ণয় করিতে বসিল। কিন্তু চিন্তার সূত্র কোনও মীমাংসায় তাহাকে না লইয়া গিয়া যখন চতুর্দিকে কেবল দুশ্ছেদ্য জাল বুনিতেই লাগিল, তখন মাধবী সমস্ত বিচার-বিবেচনা সহসা পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে দৃঢ়ভাবে কাল্পনিক সুমিত্রাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, "না, আমি বিমানবাবুকে ভালবাসি না, বিমানবাবুকে ভালবাসি না। আমি দাদার কাছে যে-রকম প্রতিশ্রুতির দ্বারা আবদ্ধ, তাতে বিমানবাবুকে কিছুতেই ভালবাসতে পারা যায় না।"

কিন্তু চোর বালিতে পড়িয়া লোকে যতই উঠিবার চেষ্টা করে ততই যেমন নামিয়া যায়, তেমনি মাধবী যতই জোরের সহিত মনে মনে বলিতে লাগিল, 'আমি বিমানবাবুকে ভালবাসি না,' সংশয় ততই যেন তাহার গলা চাপিয়া

ধরিয়া বলিতে লাগিল, 'মনে হচ্ছে—বাসো। নহিলে সুমিত্রার সহিত কথোপকথনের সময়ে মধ্যে মধ্যে তোমার বুকই বা কেঁপেছিল কেন, আর মুখই বা শুকিয়েছিল কেন ?'

মাধবী মনে মনে উত্তর দিল, 'সে কিছুই নয়, ক্ষণিক দুর্বলতা। সে আমি কাটিয়ে উঠেছি।' কিন্তু সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বিমানবিহারী যখন তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন সে নিঃসংশয়ে বুঝিল যে, দুর্বলতাই হউক অথবা অন্য যাহা কিছুই হউক, তাহা ক্ষণিক নহে, কারণ তখনও তাহা তাহার মনের মধ্যে সম্পূর্ণ বর্তমান রহিয়াছে।

তারাসুন্দরী তখন জপে বসিয়াছিলেন, কাজেই বিমানবিহারীর নিকট তাহাকেই থাকিতে হইল।

কয়েকটা সাধারণ কথাবার্তার পর বিমান বলিল, "আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি মাধবী।"

অন্য দিকে চাহিয়া অবিস্ময়ের সুরে মাধবী বলিল, "হ্যাঁ, সে কথা শুনেছি।"

"শুনেছ ? কার কাছে শুনলে ?"

কাহার কাছে কেমন করিয়া শুনিয়াছে, মাধবী তাহা সংক্ষেপে জ্ঞাপন করিল।

বিমান বলিল, "কাল চার্জ দিয়ে এসে তোমার কাছে হাজির হব, তোমাদের রাজপথের পথিকদের দলে আমাকে ভর্তি ক'রে নিয়ো।"

বিস্মিত-নেত্রে বিমানবিহারীর দিকে চাহিয়া মাধবী বলিল, "কাল চার্জ দেবেন ? আজই দেবার কথা ছিল তো !"

"তা ছিল ; কিন্তু কপালে আর একদিন ভোগ আছে, তাই আজ কিছুতেই হ'য়ে উঠল না।"

আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া মাধবী চুপ করিয়া রহিল।

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিমানবিহারী বলিল, "রাজপথে প্রবেশের জন্যে আরো যদি কিছু করবার থাকে তো আমাকে ব'লে দাও, মাধবী।"

সে-কথার কোন উত্তর না দিয়া স্পন্দিত-বক্ষে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, চাকরি আপনি কেন ছাড়ছেন ?"

এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবে, প্রথমে বিমানবিহারী তাহা ভাবিয়া পাইল না। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোমাদের রাজপথের নিষ্ঠা রাখবার জন্মে। গলিপথে চলতে গেলে রাজার পথে তো চলা চলে না, তাই।"

এ উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া ব্যগ্রভাবে মাধবী বলিল, "কিন্তু রাজপথে চলবার ইচ্ছে কেন আপনার হ'ল, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

শুনিয়া বিমানবিহারী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল; বলিল, "তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার যদি দরকার হয় তো পরে দোব, উপস্থিত একটা গল্প মনে পড়ছে তাই বলি শোন। একদিন আকাশের চাঁদ আমাদের এই মাটির পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা পৃথিবী, তোমার বুকের ওপর ও-রকম জ্যোৎস্না পড়েছে কেন?' পৃথিবী মুখে কোন উত্তর দিতে পারে নি, মনে মনে বলেছিল, 'মন্দ কথা নয়! তার কৈফিয়ৎও আমাকে দিতে হবে!'" বলিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল।

গল্প শুনিয়া মাধবীর কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল এবং বুকের স্পন্দন এত বাড়িয়া গেল যে, মনে হইল বিমানবিহারী হয়তো তাহার শব্দ শুনিতে পাইতেছে।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া ঈষৎ গাঢ়স্বরে বিমানবিহারী বলিল, "রাজপথে চলবার কেন আমার ইচ্ছে হ'ল, আরো বেশি স্পষ্ট ক'রে সে-বিষয়ে কৈফিয়ৎ দেবার দরকার আছে কি মাধবী?"

কম্পিতকণ্ঠে মাধবী বলিল, "না।"

মৃদুস্বরে বিমান বলিল, "আচ্ছা, তা হ'লে থাক্।"

তাহার পর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। যে-কথা অভিব্যক্তির প্রবেশ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সহসা সংরুদ্ধ হইয়া তাহা উভয়ের চিত্তে আবর্তিত হইতে লাগিল; বাক্যের মধ্যে অনির্বচনীয়তা না হারাইয়া ভাবের বিচিত্র বর্ণে তাহা উভয়ের হৃদয়কে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলিল। স্থূল হইয়া যাহা শ্রবণেন্দ্রিয় অধিকার করিতে গিয়াছিল, সূক্ষ্ম হইয়া তাহা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে স্পর্শ করিল।

"মাধবী!"

নিঃশব্দে মাধবী তাহার কুণ্ঠিত করুণ নেত্র বিমানবিহারীর প্রতি উত্তোলিত করিল।

বিমানবিহারীর মুখে চাঞ্চল্যের কোন লক্ষণ ছিল না। সংযত শান্তস্বরে সে বলিল, "না পেয়ে পেয়ে আমি একটু অন্য জিনিস লাভ করেছি। জান মাধবী?"

মৃদুকণ্ঠে মাধবী বলিল, "না।"

"স্পর্শ দিয়ে পাওয়াই যে একমাত্র পাওয়া নয়, সেই জ্ঞানের একটু আভাস। পৃথিবী আর চাঁদের উদাহরণটা নিয়েই দেখ। মহাশূন্যের একটা ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও পৃথিবী জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে চাঁদকে পাচ্ছে। ব্যবধান সব সময়ে বাধা নয়, আর অন্তরালও সব সময়ে অন্তরায় নয়। চাঁদ থেকে জ্যোৎস্নার আলো পৃথিবীর বুকে এসে পড়ছে, এটা কি প্রমাণ নয় মাধবী যে, চাঁদ পৃথিবীর প্রতি বিমুখ নয়?"

মাধবী কিছু বলিল না, শুধু নিমেষের জন্য একবার বিমানবিহারীর প্রতি চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল।

নিঃশব্দপদসঞ্চারে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যা তাহার ধূপছায়ার ধূসর অঞ্চল মেলিয়া দাঁড়াইয়াছে। নীচে বিকল জলের কল হইতে টপ্-টপ্ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে এবং বাহিরে পথে গাড়ি-ঘোড়া লোক-জন চলাফেরার বদ্ধ চাপা আওয়াজ শুনা যাইতেছে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া বিমানবিহারী উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "এখন চললাম মাধবী, কাল হয়তো একবার আসব।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে মাধবী বলিল, "আসবেন।"

তাহার পর বিমানবিহারীর পিছনে পিছনে দুই-চারি পা গিয়া দ্বিধাজড়িত-স্বরে বলিল, "কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা বলি।"

"কি কথা, বল।" ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিমানবিহারী মাধবীর দিকে ঔৎসুক্য-ভরে চাহিল।

একটু অপেক্ষা করিয়া নতনেত্রে মাধবী বলিল, "সুমিত্রা মনে করে, আপনি হয়তো তারই জন্যে চাকরি ছাড়ছেন।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বিমান বলিল, "মনে করে, না, ভয় করে? কিন্তু ন্‌র মনেই যদি করে, তা হ'লে কি বলতে চাও তুমি?"

একটু ইতস্তত করিয়া কম্পিত-কণ্ঠে মাধবী বলিল, "তা হ'লে—তা হ'লে হয়তো আপনাকে বিয়ে করতে এখন আর তার আপত্তি না থাকতে পারে।"

"সেই কথাটা স্পষ্ট ক'রে তাকে জিজ্ঞাসা করতে তুমি আমাকে বলছ কি?"

"যদি বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি।"

একটু চিন্তা করিয়া বিমান বলিল, "তোমার ইচ্ছে হয় জিজ্ঞাসা ক'রো; কিন্তু তোমার সহৃদয়তার জন্যে তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি। তুমি যে আমার জন্যে এতটা ভাবো তা জানতাম না।"

তাহার পর চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বৈজ্ঞানিকেরা কি বলে জান, মাধবী? তারা বলে—এক জ্যোৎস্না ভিন্ন চাঁদ থেকে আর অন্য কোনো রকম সাড়া পাবার উপায় নেই; কারণ চাঁদ অসাড়, জমাট, প্রাণহীন।"

বিমানবিহারী প্রস্থান করিলে মাধবী স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া টপ্-টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল—সে যে সুখে না দুঃখে, ব্যথায় না বিহ্বলতায়, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না; শুধু মনে হইল, একটা অননুভূতপূর্ব অনুভূতি বর্ষণস্ফীত গিরিনদীর মত তাহার চিত্তে প্রবেশ করিয়াছে। সুখের সহিত কোন শাখা-উপশাখা দিয়া তাহার যে কোথাও যোগ আছে তাহা প্রথমে বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ক্ষণকাল পরে যখন সে উপলব্ধি করিল যে, সেই প্রবাহের মূল ধারাটাই সুখের গহ্বর হইতে নিঃসৃত, তখন সবিস্ময় পুলকে তাহার চিত্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। দুঃখ দিয়া এবং দুঃখ পাইয়া যে এত সুখ, জীবনে সে তাহা এই প্রথম অনুভব করিল।

তাহার পর মাধবী ধীরে ধীরে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া উত্তর দিকে একটা জানালায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। কলিকাতার ঘন-সম্বদ্ধ সৌধমালার অবকাশ দিয়া তথা হইতে আকাশের কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল। সেই

অস্পষ্ট বিলীয়মান নভঃ-অংশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ তাহার মনে হইল, সে যেন কোন্ আকাশের চাঁদ—আত্মনিহিত প্রভায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। মনে হইল, কিরণরেখার মত দুই বাহু দ্বারা এক পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া বলিতেছে, 'ওগো আমার পৃথিবী, আমি তোমার বৈজ্ঞানিকের চাঁদ নই। আমি অসাড়, জমাট, প্রাণহীন নই। এই দেখ, আমি চঞ্চল, স্পন্দিত, সজীব।'

জাগ্রত থাকিয়া মাধবী স্বপ্ন-রাজ্যে প্রবেশ করিল। একজন অনাত্মীয় যুবা-পুরুষ তাহাকে চাঁদের সহিত উপমিত করিয়া সোহাগ করিয়াছে—এই কল্পনায় তাহার নবোন্মেষিত যৌবন একটা অনাস্বাদিতপূর্ব মাধুর্য আস্বাদ করিতে লাগিল।

পরদিন সরকারী চাকরির সহিত সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া বিমানবিহারী গৃহে ফিরিতেছিল। অভাব এবং দৈন্য না থাকিলেও অবস্থা ঠিক এমনই ছিল না, যাহাতে এই পরিবর্জন-জনিত ক্ষতি কোন দিক দিয়াই তাহাকে স্পর্শ করিতে না পারে। তাই নিশান্তকালের পশ্চিম আকাশের মত তাহার মনের এক দিকে একটা হাল্কা দুঃখ যাই-যাই করিয়া তখনও লাগিয়া ছিল। কিন্তু মনের অন্য দিকে চাহিতেই সে দেখিতে পাইল যে, সে-দিকের আকাশ আলোয় আলোয় ভরিয়া গিয়াছে, কোনখানে মালিন্যের লেশমাত্র বাকি নাই। বিমানবিহারী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। মনে হইল, দিগন্ত-অবরুদ্ধ বায়ুর দ্বারা উন্মোচিত হইয়া জীবনধারণ যেন সহজ হইয়া গিয়াছে।

মনের এই নির্বাধ নিশ্চিন্ত অবস্থা হইতে বিমানবিহারী একটা সুমিষ্ট মুক্তির আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। যে ত্যাগটা সে এইমাত্র সম্পন্ন করিয়া আসিল, তাহা আসক্তি-নিঃসরণের ছিদ্রপথ নির্মাণ করিয়া, তাহার মনকে এমন অনাসক্ত করিয়া দিল যে, এই ত্যাগের একমাত্র যাহা উদ্দেশ্য তাহাও যেন ঔদাস্যের কুজ্ঝটিকায় অস্পষ্ট হইল। মনে হইল, বাধাবন্ধনহীন

তাহার চিত্ত আশ্রয়নীড়ের স্তর অতিক্রম করিয়া মহাশূন্যতার রাজ্যে উঠিয়াছে ; সেখানে আশ্রয় নাই তাই আশ্রয়ের অবরুদ্ধতাও নাই, শুধু অন্তহীন নীলিমার বিস্তৃত বক্ষে সহজ স্বচ্ছন্দ সন্তরণ !

ট্রামে আরোহণ করিয়া বিমানবিহারী গৃহে ফিরিতেছিল। আরোহীদের উঠা-নামা, পথে লোকজন-গাড়ি-ঘোড়ার কোলাহল, দোকানে দোকানে ক্রয়-বিক্রয়ের অভিনয়, কিছুই তাহাকে বাধা দিতে পারিল না ; সমস্ত অতিক্রম করিয়া তাহার মন বৈরাগ্যের উদাস নভঃ-অঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে মনে পড়িতেছিল মাধবীর মুখ ; কিন্তু সে যেন দিবালোকে দীপশিখার মত নিষ্প্রভ, প্রত্যূষের তারকার মতন নিমীলিত।

গৃহে পৌঁছিয়া সে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল, দূর হইতে সুরমা দেখিতে পাইয়া বলিল, "কি ঠাকুরপো, একেবারে চুকিয়ে এলে না কি ?"

সুরমার কথা শুনিয়া বিমানবিহারী বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল।

"হ্যাঁ, এলাম। কেন বল তো ? তোমার দুঃখ হচ্ছে ?"

সুরমা হাসিতে হাসিতে বলিল, "না, রাগও হচ্ছে না।"

"তবে কি হচ্ছে ? আনন্দ ?"

আনন্দ হইতেছিল না তাহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু সে কথা সুরমার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কিছুদিন হইতে বিমানবিহারীর নানাপ্রকার পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া, এবং অবশেষে তাহার এই ডেপুটিত্ব-বর্জনে সুরমা মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সমস্তই যে বিমানবিহারী সুমিত্রার মনস্তুষ্টির জন্য করিতেছিল তদ্বিষয়ে তাহার কোনও সন্দেহ ছিল না ; তাই এই ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু আত্মপরিহার অবশেষে একান্তভাবে নিষ্ফল হইলে বিমানবিহারী কত বড় আঘাত পাইবে তাহা কল্পনা করিয়া সুরমা মনের মধ্যে একটা কঠিন দুশ্চিন্তা বহন করিতেছিল। তাহার মনে মনে এই দৃঢ় বিশ্বাসই ছিল যে, স্বেচ্ছাপূর্বক সুমিত্রা না দিলে এই আত্মপরিহারের পুরস্কার পাইবার বিমানবিহারীর আর অন্য কোনও উপায়ই নাই ; কারণ সে বিষয়ে সুমিত্রার মতের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা করিতে জয়ন্তীর হয়তো সাহস হইবে না এবং প্রমদাচরণের নিশ্চয়ই প্রবৃত্তি হইবে না।

সুরমার বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করিয়া বিমানবিহারী মৃদু হাসিয়া বলিল, "দুঃখও হচ্ছে না, রাগও হচ্ছে না, আনন্দও হচ্ছে না, তোমার তো দেখছি তুরীয় অবস্থা উপস্থিত হয়েছে বউদি!"

যে-আঘাতটা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া ভয় হইতেছিল তাহা যাহাতে একেবারে অপ্রত্যাশিত না হয়, তদুদ্দেশ্যে কতকটা সংবাদ বিমানবিহারীকে জানাইয়া রাখা ভাল বলিয়া সুরমা মনে করিল। উদ্বিগ্ননেত্রে বিমানবিহারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "ঠিক তুরীয় অবস্থা নয় ঠাকুরপো, একটু ভয় হচ্ছে আমার।"

সবিস্ময়ে বিমানবিহারী বলিল, "ভয় হচ্ছে? কিসের ভয় হচ্ছে বউদি?"

এক মুহূর্ত নির্বাক থাকিয়া দ্বিধাজড়িত স্বরে সুরমা বলিল, "ভয় হচ্ছে, তুমি যে এতটা স্বার্থত্যাগ করলে, সুমিত্রা যদি তার মর্যাদা না দিতে পারে?"

শুনিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল।

"এই কথা ভেবে তোমার ভয় হচ্ছে বউদি? মর্যাদা পাবার প্রত্যাশা যখন মনের মধ্যে নেই, তখন না-হয় মর্যাদা নাই দিলে।"

বিমানবিহারীর এ কথায় সুরমা বিস্মিত হইল বটে; কিন্তু তাহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না যখন সে নিঃসংশয়ে জানিতে পারিল যে, বিমানবিহারীর এই স্বার্থত্যাগের সহিত সুমিত্রা কোন দিক দিয়াই জড়িত নহে। একই ভাবে আন্দোলিত হইতে দেখিয়া সে মনে করিয়াছিল যে, সুমিত্রার সহিত বিমানবিহারী নিশ্চয়ই একটা দৃঢ় যোগে আবদ্ধ আছে; কিন্তু কথায় কথায় বিমানবিহারী স্পষ্ট করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, তেমন কোনও যোগই তাহাদের মধ্যে নাই, শুধু এক সমীরণের হিল্লোলে উভয়ে আন্দোলিত।

"তবে তুমি এ-সব করছ কেন ঠাকুরপো?"

সহাস্যমুখে বিমান জিজ্ঞাসা করিল, "কি-সব?"

কি জানিয়া লইয়া এবং কি বুঝিয়া দেখিয়া সে তাহার বিস্ময়-চকিত চিত্তকে প্রশমিত করিবে, তাহা সুরমা একেবারেই ভাবিয়া পাইতেছিল না; বলিল, "এই খদ্দর পরা, চাকরি ছাড়া—[illegible]?"

"তোমার বোনের জন্যে না হ'লে আর যে কোনো কারণে এ-সব করতে নেই, তা কেন ভাবছ বউদি ?" বলিয়া বিমান হাসিতে লাগিল।

সুরমাও হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল, "তবে কার বোনের জন্য করছ, তা বল ?"

সহাস্যমুখে বিমান বলিল, "কি আশ্চর্য! একজন কারো বোনের জন্যেই যে করতে হবে—এ কথা তোমাকে কে বললে ? ধর, গ্রহের ফেরেই করছি। তবে যদি শনি কিংবা অন্য-কোনো দুষ্ট গ্রহের কোনো বোন থাকে তা হ'লে ধর তারই জন্যে করছি।" বলিয়া বিমানবিহারী হাসিয়া উঠিল।

কোনপ্রকার দ্ব্যর্থ কল্পনা না করিয়া নিছক পরিহাসের অভিপ্রায়েই বিমানবিহারী কথাটা বলিয়াছিল, সুরমা কিন্তু কথাটায় কোথা দিয়া কি যোগ করিয়া হঠাৎ বলিয়া বসিল, "তবে তো মাধবীর জন্যে করছ।"

পাংশু-মুখে বিমানবিহারী বলিল, "কেন ?"

বিমানবিহারীর প্রশ্নে ও ভাবে সুরমা মনে করিল, কথাটা বলিয়া সে ভুল করিয়াছে। কিন্তু অতখানি বলিয়া ফেলিয়া বাকিটুকু না বলিলে যাহা বলিয়াছে তাহার অসমীচীনতাকে আরও বর্ধিত করা হইবে—এই আশঙ্কায় সে বলিল, "সুরেশ্বর তো তোমার শনিগ্রহ।"

প্রবলভাবে মাথা নাড়া দিয়া বিমান বলিয়া উঠিল, "না না বউদি, সুরেশ্বর শনিগ্রহ কেন হবে ? গ্রহ যদি একান্তই সে হয়, তা হ'লে সে গ্রহরাজ আদিত্য।"

ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া সুরমা বলিল, "কিন্তু, শনি হ'লেই মন্দ হয় না, তা জান ঠাকুরপো ? শনি যদি মিত্র হয়, তা হ'লে কোথায় লাগে তোমার গ্রহরাজ আদিত্য !"

সহাস্যমুখে বিমানবিহারী বলিল, "তা জানি। দুষ্টু লোক মুরুব্বি হ'লে যা হয়।"

এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, একটি ভদ্রলোক বিমানবিহারীর দর্শন ভিক্ষা করিতেছে।

"কে ভদ্রলোক ? নাম জিজ্ঞেস করেছিস ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, নাম বললেন—সুরেশ্বর।"

"সুরেশ্বর!" বিমানবিহারী লাফাইয়া উঠিল। তাহার পর আর বাক্যব্যয় না করিয়া বহির্বাটী অভিমুখে ধাবিত হইল।

মনে মনে সুরমা বলিল, "শনিগ্রহ হ'লেও ভাল ছিল। এ যেন একেবারে, ধূমকেতু!"

সুরেশ্বর দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিল। বিমানবিহারী দুই বাহু দিয়া সবলে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

"না ব'লে-ক'য়ে হঠাৎ এ রকম এসে পড়লে সুরেশ্বর! মনে মনে অনেক ফন্দি ছিল, সব তুমি নষ্ট ক'রে দিলে।"

সহাস্যমুখে সুরেশ্বর বলিল, "কি করব বল, সরকারের অতিথিশালার এমনি নিয়ম যে, নিজের ইচ্ছায় সেখান থেকে বেরোবারও যেমন উপায় নেই, নিজের ইচ্ছায় সেখানে থাকবারও উপায় নেই। আজ সকালে যখন বললে—তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল, তখন দেখলাম বাড়ি আসা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নেই।"

"তা, বেরিয়েও যদি সেখান থেকে একটা খবর-টবর পাঠাতে তা হ'লে আমরা অন্তত গাঁদাফুলের কয়েক ছড়া মালা আর একখানা ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হতাম। নাঃ, তোমার কাছে সব বিষয়েই ঠকতে হ'ল! জেলে গিয়েও তুমি আমাকে ঠকিয়েছিলে, জেল থেকে বেরিয়েও তুমি আমাকে ঠকালে।" বলিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল।

সুরেশ্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ কথা আমি একেবারে অস্বীকার করি। জেল থেকে বেরিয়ে দেখছি, তুমিই আমাকে সব বিষয়ে ঠকিয়েছ।"

সবিস্ময়ে বিমানবিহারী বলিল, "এমন দুঃসাধ্য কাজ আমি কিছু করেছি ব'লে মনে পড়ছে না তো!"

সুরেশ্বর কহিল, "জেল থেকে বেরিয়ে প্রথমেই মনে হ'ল, বাড়ি-ছাড়া হ'য়ে বাড়িতে যে অভাবের সৃষ্টি করেছি বাড়ি গিয়ে সেটা পূরণ করি। বাড়ি এসে দেখি, আমার ফাঁকটি তুমি এমন ক'রে পূর্ণ করেছ যে, কতকটা অনাবশ্যক বস্তুর মত নিজেকে মনে হ'ল। পুরাতনের [illegible] নূতন অধিকারীর কথাই

বেশি বেশি সকলের মুখে শুনতে লাগলাম। তার পর তোমার এই নতুন বেশ, নতুন গতি! এ আমাকে একেবারে বিমূঢ় ক'রে দিয়েছে। সাক্ষাতে আমার সঙ্গে প্রতিদিন লড়াই-ঝগড়া ক'রে আমার অসাক্ষাতে তুমি যে এমন ক'রে তোমার স্বরূপটি গ্রহণ করবে তা কে জানত বল? এত বড় দ্বন্দ্ব আর দুর্যোগের মধ্য দিয়ে তোমার রাজপথে প্রবেশ, একেবারে অতুলনীয়! মাধবীর তো দৃঢ় বিশ্বাস—বিরাট একটা-কিছু তোমার দ্বারা সম্পন্ন হবার অপেক্ষায় গা-ঢাকা দিয়ে আছে।"

এই কথা শুনিয়া বিমানবিহারীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "সক্ষম ব্যক্তিরা অপরের অক্ষমতাকে ক্ষমতার আবরণ ব'লে অনেক সময় ভুল করে।" তাহার পর হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমার বোধ হয়, চাকরি না ছাড়াই আমার উচিত ছিল। চাকরি ছেড়ে আমি যে-রকম লোক-ঠকাতে আরম্ভ করেছি, চাকরি করতে করতে এতটা বোধ হয় করি নি।"

"তার কারণ তখন তুমি নিজেকে ঠকাতে।" বলিয়া সুরেশ্বর হাসিয়া উঠিল।

ক্ষণকাল উভয়ে আত্মনিবিষ্ট হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল। হেমন্তের মনোরম অপরাহ্ণের অনাবিল মাধুর্য এই দুইটি আহত-আর্ত তরুণ হৃদয়কে আবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছিল। তন্ময় হইয়া উভয়ে অলসভাবে অসংলগ্ন চিন্তার জাল বুনিতে লাগিল।

"সুরেশ্বর!"

"বল।"

"তোমাকে আমার অনেক সময়ে চুম্বকের মত মনে হয়।"

ঈষৎ হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "তার কারণ, সংসারে সোনা-রূপোর ওপর আমার কোনো অধিকার নেই, তা তুমি বুঝেছ।"

"কিন্তু সংসারের সোনারূপোরূপী কত লোহার ওপর তোমার চরম অধিকার আছে, তা আমি জানি। জেলে গিয়ে তুমি কত বড় একটা উপকার করেছ, তা বোধ হয় জান না।"

স্মিতমুখে সুরেশ্বর বলিল, "সংসারের কিছু অন্ন বাঁচিয়েছি, শুধু এই তো জানি।"

সুরেশ্বরের পরিহাসের কোন উত্তর না দিয়া বিমান বলিল, "জেলে থাকার আগে তুমি আমাদের কাছে কাছে থাকতে ব'লে তোমার প্রভাবে আমরা হেলতাম, দুলতাম, আর পরস্পরে ঠোকাঠুকি হ'ত। তুমি জেলে যাওয়ার পর দূর থেকে তোমার আকর্ষণ আমাদের সকলকে একমুখ ক'রে মিলিয়ে দিয়েছে।"

হাসিতে হাসিতে সুরেশ্বর বলিল, "কাছে এলাম, এখন আবার ঠোকাঠুকি আরম্ভ হবে না তো? বল তো এবার না হয় একেবারে উত্তর-মেরুতে গিয়ে পাকা হ'য়ে বসি।"

সহাস্যমুখে বিমানবিহারী বলিল, "না, ঠোকাঠুকির ভয় আর নেই। এখন আমরা গ'লে এক হ'য়ে গেছি।"

"গ'লে এক হ'য়ে গেছ? সে যে খুব বড় কথা হ'ল ভাই। গলবার নিয়ম জান তো? ধাতু উত্তাপে গলে, আর প্রকৃতি প্রেমে গলে। বিনা প্রেমে মানুষ গ'লে এক হয় না।"

"তা হ'লে হয়তো এখনো আমরা গলি নি, একটা কোনো বাঁধনে আবদ্ধ হ'য়ে এক হ'য়ে আছি।" বলিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল।

সুরেশ্বর একে একে সকলের সংবাদ লইতে লাগিল। বিমানবিহারীর গৃহের সংবাদ এবং প্রমদাচরণের গৃহের সংবাদ লইয়া সে সুমিত্রার কথা জিজ্ঞাসা করিল।

বিমানবিহারী বলিল, "সুমিত্রা ভালই আছে। তোমার চরকাটি সুদর্শন-চক্রের মত তার হাতে অবিশ্রান্ত ঘুরছে।" তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "সুমিত্রা-সমস্যার সমাধানও প্রায় হয়ে এসেছে, সুরেশ্বর।"

সহাস্যমুখে সুরেশ্বর বলিল, "সুমিত্রাকে কি খুব দুরূহ সমস্যা ব'লে তোমার মনে হ'ত বিমান?"

"তুমি যোগ-বিয়োগের কৌশল জান, তাই তোমার মনে হ'ত না। আমি বেহিসিবী লোক, আমার খুব মনে হ'ত।" বলিয়া বিমান হাসিতে লাগিল।

"এখন কি সমাধান করলে, শুনি?"

"এখন, প্রথমে বিয়োগ ক'রে তার পরে যোগ করেছি।"

এমন সময়ে বিমানবিহারীর ভাগিনেয় রণেশ আসিয়া বলিল, "আপনাদের দুজনের জলখাবার দিয়ে মামীমা অপেক্ষা করছেন।"

"তা হ'লে সেই ভাল; উপস্থিত এসব যোগের চর্চা বন্ধ ক'রে জলযোগ ক'রে আসা যাক।" বলিয়া বিমানবিহারী সুরেশ্বরকে লইয়া অন্দরে প্রবেশ করিল।

সন্ধ্যার পর বহুক্ষণ তারাসুন্দরী ও মাধবীর সহিত গল্পে অতিবাহিত করিয়া বিমান ও সুরেশ্বর পথে বাহির হইল। তাহার পর গল্প করিতে করিতে উভয়ে গোলদীঘির এক নির্জন প্রান্তে একটা বেঞ্চে আশ্রয় লইল।

তখন ধীরে ধীরে বিমানবিহারী সুমিত্রার বিষয়ে সকল কথা খুলিয়া বলিল। অধিকারের দিক দিয়া সে সমস্ত জিনিসটার বিচার করিল; সুতরাং যে দাবির ভিত্তি অধিকার-বিবর্জিত সে দাবির অকারণ মোহ হইতে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মুক্ত করিয়াছে, তাহা অসংশয়িতভাবে সুরেশ্বরকে জানাইল।

সমস্ত শুনিয়া সুরেশ্বর কিছুক্ষণ নিঃশব্দ, নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, "এ ব্যাপারটা আমার দিক থেকে ভাববার আর বিচার করবার এখনো কোনো কারণ হয় নি, কিন্তু তোমার জন্যে আমি অতিশয় দুঃখিত বিমান।"

শান্তস্বরে বিমানবিহারী বলিল, "কিন্তু আমি যখন একটুও দুঃখিত নই, তখন তোমার এ দুঃখ অমূলক।"

"তুমি যদি তোমার অবস্থা ঠিক বুঝতে পেরে থাকো, তা হ'লে আমার দুঃখ অমূলক বটে।"

গভীর চিন্তা বহন করিয়া সুরেশ্বর গৃহে ফিরিল।

গৃহে ফিরিয়া বিমানবিহারী সুরমাকে বলিল, "বউদি, চল, একবার তোমার বাপের বাড়ি যেতে হবে।"

সবিস্ময়ে সুরমা বলিল, "এত রাত্রে? কেন বল দেখি?"

"শনিগ্রহ যখন হঠাৎ এসে হাজির হয়েছে, তখন সুমিত্রার বিষয়ে একটা

যা-হয় কিছু আজই স্থির ক'রে ফেলতে হবে। জান তো ও কি-রকম পরাক্রান্ত; বেশি অবসর পেলে আবার একটা গোলযোগ বাধিয়ে না বসে!"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া সুরমা হাসিতে লাগিল; বলিল, "বুঝেছি তোমার মতলব, কিন্তু এ আমার ভাল লাগছে না ঠাকুরপো।"

"ভাল জিনিসও অনেকের অনেক সময় ভাল লাগে না।" বলিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল।

সুরমা ও বিমানবিহারী যখন সুমিত্রাদের বাটি হইতে প্রত্যাবর্তন করিল, তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

৩৯

গোলদীঘি হইতে সুরেশ্বর যখন গৃহে ফিরিল, তখন রাত্রি প্রায় নয়টা হইবে। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে তাহার দৃষ্টি পড়িল অদূরে রন্ধনগৃহে। দেখিল, নিবিষ্টভাবে পাক-পাত্রের দিকে চাহিয়া উনানের সম্মুখে একটা নীচু টুলের উপর মাধবী বসিয়া আছে। আর উপরে না গিয়া সে তথা হইতে নীচে নামিয়া গেল এবং ধীর-পদক্ষেপে রন্ধনশালার দ্বারে আসিয়া দাড়াইল।

চুল্লী-গহ্বর হইতে প্রক্ষিপ্ত অগ্নিপ্রভায় মাধবীর মুখের এক অংশ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আলো-ছায়ার কঠিন এবং কোমল রেখায় অঙ্কিত তাহার মৌন-মধুর মুখমণ্ডলে এমন অপরূপ একটা ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যেমনটি ইহার পূর্বে আর কখনও দেখিয়াছে বলিয়া সুরেশ্বরের মনে পড়িল না। আজ দ্বিপ্রহরে মাধবী যখন তাহাকে নূতন-কাটা সুতা, নব-প্রস্তুত বস্ত্রাদি এবং তাহার হিসাবপত্র দেখাইতেছিল, তখন সমস্ত দেখিতে দেখিতে এবং শুনিতে শুনিতে তাঁত-ঘর এবং চরকা-ঘর সংক্রান্ত এমন কোন ব্যাপারই সুরেশ্বর খুঁজিয়া পায় নাই যাহা তাহার অনুপস্থিতির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। মাধবীর অনন্যসাধারণ কর্তব্যনিষ্ঠা এবং কার্যক্ষমতার কথা জানা থাকিলেও সতের-আঠার বৎসরের একটি মেয়ে দুইটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কার্য-কলাপ অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে, ঠিক এরূপ সুচারু-

ভাবে নির্বাহ করিতে পারে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া বিস্ময়ে তাহার চিত্ত ভরিয়া গিয়াছিল। বারংবার সে মনে মনে প্রশ্ন করিয়াছিল, এত শক্তি মাধবী কোথা হইতে পাইল? এখন মাধবীর এই স্তব্ধগভীর আকৃতি নিরীক্ষণ করিয়া সুরেশ্বর তাহার সে প্রশ্নের উত্তরলাভ করিল। দেখিল, ধরিত্রীর গর্ভে প্রচ্ছন্ন অগ্নির মত মাধবীর ভিতরে যে শক্তি আছে তাহা তাহার বাহিরের মূর্তি দেখিয়া সব সময়ে বুঝা যায় না।

"ভাতের হাঁড়ি নিয়ে অত কি ভাবছিস মাধবী?" আকস্মিক শব্দে ঈষৎ চমকিত হইয়া মাধবী সুরেশ্বরের প্রতি চাহিয়া দেখিয়া একটু হাসিল। তাহার পর বলিল, "ভাবছিলাম, আরও দেরি ক'রে তুমি এলে ভাত ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলে তখন কি করব! বাপ রে! তোমাদের কথা আর শেষ হয় না! এতক্ষণ কি এত কথা হচ্ছিল, শুনি?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুরেশ্বর বলিল, "কি বিপদ! বাংলা অভিধানে কথা কি এতই অল্প আছে যে, দু-তিন ঘণ্টাও কথা কওয়া যায় না?"

একটা কথা সহসা মনে পড়িয়া মাধবীর মুখ হাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বলিল, "দু-তিন ঘণ্টা কেন? দু-তিন দিন ধ'রেও কওয়া যায়, যদি সেটা উষ্ম-বর্ণ দিয়ে আরম্ভ কোনো কথা হয়। তাই হচ্ছিল নাকি দাদা?"

রহস্যটা হঠাৎ ধরিতে না পারিয়া সুরেশ্বর সবিস্ময়ে বলিল, "উষ্মবর্ণ দিয়ে আরম্ভ কোন্ কথা রে?" তাহার পরই বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল, "ও! তা হ'লে তুই বুঝি এতক্ষণ প-বর্গের কোনো কথা নিয়ে তন্ময় হয়ে ছিলি?"

প-বর্গের অক্ষরগুলি মনে মনে তাড়াতাড়ি আওড়াইয়া লইয়া ব্যগ্রভাবে মাধবী বলিল, "না দাদা, এখনো ভাতের হাঁড়ি উনোন থেকে নামে নি, এখন ও-রকম ক'রে যা-তা কথা ব'লো না।"

মাধবীর দুর্ভাবনায় পুলকিত হইয়া সুরেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিল, "প-বর্গের যে কথা উচ্চারণ করলে ভাতের হাঁড়ি ফেটে যায়, আমি যে সেই বিপিন বোসের কথাই বলতে চাই, তা তুই ভাবছিস কেন মাধবী? সে কথাটা ছাড়া প-বর্গের আর অন্য কথা কি নেই?"

রুষ্টভাবে মাধবী বলিল, "তা থাকবে না কেন? কিন্তু তোমার দুষ্টুমিও

তো আমার জানা আছে! কিন্তু পর-মুহূর্তেই প-বর্গের আর একটা কথা মনে পড়ায় সে সন্দিগ্ধ-নেত্রে সুরেশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, সুরেশ্বর মৃদু, মৃদু হাসিতেছে।

সুরেশ্বরের সে হাসি গূঢ়ার্থব্যঞ্জক মনে করিয়া মাধবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু অপরে ধরিবার পূর্বেই যাহাতে নিজেই না ধরা দিতে হয়, তজ্জন্য নির্বন্ধসহকারে বলিল, "না না, সত্যি ক'রে বল দাদা, সুমিত্রার কথা কিছু হ'ল?"

সুরেশ্বর বলিল, "কিছু কেন, শুধু সেই কথাই তো এতক্ষণ হচ্ছিল; বিমানের ভাবগতিক আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে। সে আমাকে বোঝাতে চায় যে, সুমিত্রার ওপর তার আর কিছুমাত্র অধিকারও নেই, আকর্ষণও নেই।"

মৃদু হাসিয়া মাধবী বলিল, "তা এ আর না বোঝবার মত এমন কি শক্ত কথা? তিনি যা বোঝাচ্ছেন, তাই বুঝলেই তো চোকে।"

সুরেশ্বর বলিল, "বোঝানো আর বোঝা অত সহজ কথা নয় মাধবী! সুমিত্রার ওপর বিমানের অধিকার নেই, তা না হয় মানলাম, কিন্তু আকর্ষণের কথা একেবারে স্বতন্ত্র। বিমান 'নেই' বলছে ব'লেই যে তা নেই—তা নয়।"

সুরেশ্বরের সতর্কতার এই অতিনিষ্ঠায় মনে মনে বিরক্ত হইয়া মাধবী বলিল, "কি আশ্চর্য! তবে তুমি 'আছে' বললেই তা থাকবে নাকি? এ কিন্তু তোমার অনধিকারচর্চা দাদা।"

সুরেশ্বর কহিল, "না, আমি 'আছে' বললেই যে তা থাকবে তা নয়, কিন্তু বিমান 'নেই' বললেও যদি থাকে, তা হ'লেই বিপদ! লোহার ওপর চুম্বকের আকর্ষণ আছে কি না, সেটা শুধু চুম্বককে দেখলেই বোঝা যায় না,—লোহার কাছে চুম্বককে দেখলে তবে বোঝা যায়।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অন্য দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মাধবী কহিল, "চুম্বক-লোহার কথা বলতে পারি নে, কিন্তু এদের দুজনের মধ্যে যে এখন আর কোনো আকর্ষণ নেই, তা বলতে পারি।"

মাধবীর প্রতি উৎসুক-নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া সুরেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "দুজনেরই কথা বলতে পারিস?"

হাঁড়ি হইতে অন্নের কয়েকটা দানা একটা থালায় ফেলিয়া টিপিয়া দেখিতে দেখিতে মাধবী বলিল, "হ্যাঁ, বোধ হয় দুজনেরই কথা।"

মনে মনে একটা কথা বিশেষরূপে সন্দেহ করিয়া সুরেশ্বর বলিল, "সুমিত্রার মনের অবস্থা জানবার জন্যে আমি তত ব্যস্ত নই মাধবী, কারণ তার মনের অবস্থা আমি নিজেও কতকটা আন্দাজ করতে পারি। বিমানের মনের ঠিক অবস্থাটা ধরতে পারলে, অনেক কথা সহজ হ'য়ে আসে। তাই তোকে জিজ্ঞাসা করছি।"

হাঁড়ির মুখে পাত্র চাপা দিতে দিতে মাধবী বলিল, "কি জিজ্ঞাসা করছ?"

একটু ইতস্তত করিয়া সুরেশ্বর মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুই কেমন ক'রে জানলি যে, সুমিত্রার ওপর বিমানের আর কোনো আকর্ষণ নেই?"

সবেগে মাথা নাড়িয়া মাধবী বলিয়া উঠিল, "অত কৈফিয়ৎ আমি দিতে পারি নে। আমার যা বিশ্বাস, তা তোমাকে বলেছি।"

কথাটা আর-একটু স্পষ্ট করিয়া জানিবার উদ্দেশ্যে সুরেশ্বর অন্য কৌশল অবলম্বন করিল; বলিল, "তা হ'লে অপরের সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ে হ'লে বিমান নিশ্চয়ই দুঃখিত হবে না?"

করতলে গণ্ড স্থাপন করিয়া ঈষৎ আনত হইয়া মাধবী পাক-পাত্রের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল; একটু চিন্তা করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বোধ হয়, না।"

মনে মনে পুলকিত হইয়া সুরেশ্বর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আজকাল কার ওপর বিমানের আকর্ষণ হয়েছে তাও জানিস নাকি মাধবী?"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া মাধবী যেমন বসিয়া ছিল, তেমনই বসিয়া রহিল।

সুরেশ্বর বুঝিতে পারিল, মাধবী ক্রুদ্ধ হইয়াছে; তাই আর-কোন প্রশ্ন না করিয়া নিজের মন্তব্য ব্যক্ত করিল, "আমার মনে হচ্ছে মাধবী, এই কয়েক মাসে বিমান যে এই সম্পূর্ণ নূতন মূর্তিটি ধারণ করেছে, এর মধ্যে তোর কল-কৌশল চালানো আছে। বল্, সত্যি কি না?"

সুরেশ্বরের দিকে পিছন করিয়া থাকিয়াও মাধবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে একটু বেগের

সহিত বলিল, "কল-কৌশল চালাবার উপায় থাকলে নিশ্চয়ই চালাতাম। তবে এখন থেকে চালাব। বাপ রে! তোমার হুকুমের জন্যে কারো সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কওয়ারই উপায় ছিল না, তা আবার কল-কৌশল চালানো! এক-এক সময়ে দম আটকে যাবার মত হ'ত। কাল সুমিত্রার সঙ্গে তো রীতিমত অভদ্র ব্যবহার ক'রে এলাম।"

দ্বিপ্রহরে সুরেশ্বর মাধবীর নিকট সুমিত্রার জন্মদিনের বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়াছিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "অভদ্র ব্যবহারের মধ্যে তো দেখলাম, আসবার সময়ে সুমিত্রার কাছ থেকে একরাশ সুতো নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলে।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মাধবী বলিল, 'তুমি যে-শাড়ি সুমিত্রাকে দিয়েছিলে, তার হিসেবে সুতো নিয়ে আসাতেও একেবারে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে গেল? এ কিন্তু তোমার বড় বেশি বাড়াবাড়ি দাদা।"

সহাস্যমুখে সুরেশ্বর বলিল, "একটু সূত্র অবলম্বন ক'রে কত বড় বড় ব্যাপার বেড়ে চলে মাধবী, আর তুই তো একরাশ সুতো নিয়ে এলি। তা আবার শাড়ির বদলে ধুতির সুতো! প্রতিশ্রুতি না থাকলে এর বেশি আর কি করতিস শুনি?"

মাধবীর মুখে দুষ্টামির মিষ্ট হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "তা হ'লে কি আর ও-সুতো দিয়ে তোমার ধুতি করতে দিতাম? একেবারে গাঁটছড়া করাতাম।"

"একেবারে গাঁটছড়া? একখানা, না, এক জোড়া রে?" বলিয়া সুরেশ্বর উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল।

"যাও যাও দাদা, বেশি ফাজলামি ক'রো না। ভাত হ'য়ে গেলে ডাকব, তখন এসো।" বলিয়া মাধবী তাহার হাস্যোদ্ভাসিত মুখ লুকাইবার জন্য তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া পাক-পাত্রে মনোনিবেশ করিল।

সুরেশ্বরও হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

উপরের বারান্দায় তারাসুন্দরী বসিয়া ছিলেন। আজ সকালে সুরেশ্বর বাড়ি আসা পর্যন্ত তাঁহার মনটা এমন একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দের হিল্লোলে

আলোড়িত হইয়া রহিয়াছে যে, দৈনন্দিন কোন কাজ-কর্মে তাহা যথারীতি নিবিষ্ট হইতেছিল না। এমন কি, সন্ধ্যার পর জপমালার সাহায্যেও যখন তাহা লৌকিক আনন্দকে অতিক্রম করিতে পারিল না, তখন অগত্যা মালা মস্তকে স্পর্শ করিয়া রাখিয়া দিয়া তারাসুন্দরী সুরেশ্বরের আগমন-প্রতীক্ষায় বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। মনে করিলেন, রাত্রি বেশি হইলে মনের নিশ্চিন্ত অবস্থায় জপে বসিবেন।

সুরেশ্বর উপরে আসিলে তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে সুরেশ, অত হাসছিলি কেন? কি হয়েছে?"

স্মিতমুখে সুরেশ্বর বলিল, "কিছু হয় নি মা। তোমার মেয়েটির আবোল-তাবোল কথা শুনে হাসছিলাম।" তাহার পর তারাসুন্দরীর দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "গায়ে কিছু না দিয়ে ব'সে রয়েছ মা? তোমার দুর্বল শরীর, এমন ক'রে নতুন হিম লাগানো উচিত নয়।" বলিয়া ঘর হইতে একটা গাত্র-বস্ত্র আনিয়া সযত্নে তারাসুন্দরীর অঙ্গে জড়াইয়া দিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

সস্নেহে সুরেশ্বরের পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে তারাসুন্দরী বলিলেন, "তুই আজ নতুন এলি ব'লে কি আমার শরীরও আবার নতুন ক'রে দুর্বল হ'ল সুরেশ? আর আমার একটুও দুর্বলতা নেই।"

সুরেশ্বর বলিল, "না মা, অত্যন্ত দুর্বল অবস্থা থেকে এখন অনেকটা সেরে উঠেছ ব'লে তোমার মনে হয় যে, আর দুর্বলতা নেই। কিন্তু আমি আজ প্রথম তোমাকে দেখছি ব'লে বেশ বুঝতে পারছি, কত দুর্বল তুমি এখনও আছ!"

দুই-চারিটা অন্য কথার পর সুরেশ্বর মাধবীর বিবাহের কথা তুলিল। বলিল, "কিছু আমার ঠিক নেই, ডাক পড়লেই আবার গিয়ে ঢুকতে হবে। তখন আবার কত দিন দেরি হবে, কে বলতে পারে? এই বেলা একটি সৎপাত্র দেখে বিয়ে দিলে হয়।"

কথাটা তারাসুন্দরীও কিছুদিন হইতে ভাবিতেছিলেন এবং মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, সুরেশ্বরের কারামুক্তি হইলেই ইহার ব্যবস্থা করিবেন।

তিনি বলিলেন, "ভগবানের অনুগ্রহে আর যেন তোমার ডাক না পড়ে, কিন্তু আমার তো ডাক পড়বার সময় হ'য়ে আসছে। বিয়েটা দিয়ে ফেললেই ভাল হয়। কিন্তু বিয়ে দেওয়া তো শক্ত নয় সুরেশ, সৎপাত্র পাওয়া শক্ত।"

"তেমন কোনো সৎপাত্র তোমার নজরে পড়ে মা?"

একটু চিন্তা করিয়া ইতস্ততসহকারে তারাসুন্দরী কহিলেন, "হ্যাঁ, একটি পড়ে।"

আগ্রহসহকারে সুরেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "কে মা?"

মৃদু হাসিয়া তারাসুন্দরী কহিলেন, "আজ থাক। তেমন যদি বুঝি, কয়েক দিন পরে তোমাকে সে কথা বলব।"

সুরেশ্বর বলিল, "আমারও নজরে একটি পড়েছে মা। আমিও আর দু-একদিন দেখে তার পর তোমাকে বলব। কিন্তু দেখো মা, তোমার নজরে যে পড়েছে, আমার নজরেও সেই পড়েছে।"

কিছু না বলিয়া তারাসুন্দরী একটু হাসিলেন।

সুরেশ্বরও হাসিল। তাহার মনে হইল, আকাশ এক দিক হইতে পরিষ্কার হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

রাত্রে শয্যা গ্রহণ করিয়া বহুক্ষণ মাধবীর ঘুম হইল না। এতদিন যে কথাটা তাহার মনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, তাহার কতক অংশ বকুলতলায় সুরেশ্বরের নিকট সঞ্চারিত হইবার পর হইতে তাহার চিত্তে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। যে-চিন্তা এ পর্যন্ত ডিম্বের মত অচল অবস্থায় অপেক্ষা করিতেছিল, আজ তাহা খোলা-ভাঙা পক্ষী-শাবকের মত ঘটনারূপে সচল হইয়া উঠিল, এবং তাহার সদ্য-উন্মুক্ত পক্ষপুটের নিরন্তর তাড়নায় মাধবীকে অস্থির করিয়া তুলিল।

অথচ যে সকল বাক্য হইতে সুরেশ্বরের মনে তাহার সম্বন্ধে সংশয় উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা সুরেশ্বরের নিকট ব্যক্ত করিবার তাহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। বিমানবিহারীর কথা বলিতে গিয়া বাধ্য হইয়া সুরেশ্বরের মনে সে-সংশয় উৎপন্ন করিতে হইয়াছিল ;—সাপকে মারিতে শিবকে লাগিয়াছিল।

৪০

পরদিন প্রত্যুষে সুরেশ্বরের চরকা কাটা শেষ হইলে তারাসুন্দরী বলিলেন, "আজ মনে করছি বিমানকে খেতে বলব। তুই এই বেলা গিয়ে তাকে ব'লে আয় সুরেশ। কথা ছিল, তুই বাড়ি এলে একদিন তোরা দুই ভাইয়ে পাশাপাশি ব'সে খাবি।"

এ প্রস্তাবটা সুরেশ্বর খুব পছন্দ করিল এবং অবিলম্বে একটা খদ্দরের ফতুয়া পরিয়া তাহার উপর একটা খদ্দরের গাত্রবস্ত্র জড়াইয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার কয়েক মিনিট পরেই বিমানবিহারী আসিয়া ভিতরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া "সুরেশ্বর, সুরেশ্বর" বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

নীচের বারান্দায় বসিয়া মাধবী তরকারি কুটিতেছিল, বিমানবিহারীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া বলিল, "দাদার সঙ্গে পথে দেখা হয় নি আপনার? তিনি তো এখনি আপনাদের বাড়ি গেলেন।"

ব্যস্ত হইয়া বিমান বলিল, "এখনি? কতক্ষণ?"

"চার-পাঁচ মিনিটের বেশি হবে না।"

"আমি তো বাড়ি থেকে সোজা আসছি নে, তাই দেখা হয় নি। আচ্ছা, তা হ'লে আমি চললাম, তাড়াতাড়ি গেলে এখনও হয়তো তাকে ধরতে পারব।" বলিয়া বিমানবিহারী প্রস্থানোদ্যত হইল।

মাধবী বলিল, "কিন্তু আমার মনে হয়, তা পারবেন না। আপনি বাড়ি নেই দেখে তিনি এতক্ষণ বেরিয়ে পড়েছেন, আর কোন্ পথ দিয়ে ফিরে আসছেন তার ঠিক কি? তার চেয়ে আপনি এখানেই একটু অপেক্ষা করুন, তিনি এখনি এসে পড়বেন।"

"আর, সেও যদি আমারই মত সেখানে অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকে?"

"না, তা থাকবেন না। যে-কাজে তিনি গেছেন, তাতে মিনিট খানেকের বেশি সময় লাগবে না।"

সবিস্ময়ে বিমান জিজ্ঞাসা করিল, "মিনিট খানেকের কি কাজে সে গেছে?"

মৃদু হাসিয়া মাধবী বলিল, "আজ মা আপনাকে আর দাদাকে খাওয়াবেন, তাই বলতে গেছেন।"

প্রফুল্ল-মুখে বিমানবিহারী বলিল, "আজ তা হ'লে তো সুপ্রভাত! আজ মার হাতের অমৃত পাওয়া যাবে। তা হ'লে অপেক্ষা করাই যাক। কিন্তু তুমি হয়তো মনে করবে, এ এমন পেটুক যে নিমন্ত্রণের কথা শুনেই ব'সে পড়ল!"

অন্য দিকে চাহিয়া মৃদু-হাস্য করিয়া মাধবী বলিল, "নিমন্ত্রণ পেয়ে যিনি কাজের ছুতো ক'রে নিমন্ত্রণ ছেড়ে দেন, তিনি যে কত বড় পেটুক, তা আমার জানা আছে।"

মাধবীর কথা শুনিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল। বলিল, "পেয়ে গ্রহণ করি নে, এত বড় ত্যাগী আমি নই। তবে না পেয়ে ছেড়ে দেওয়ার দুর্বলতা আছে, তা স্বীকার করি।"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া মাধবী বলিল, "তা হ'লে চলুন, ওপরে গিয়ে বসবেন।"

বিমানবিহারী বলিল, "না না, ওপরে কেন? বাইরের ঘরটা খুলে দাও, এইখানে ব'সেই ততক্ষণ খবরের কাগজটা পড়ি।" বিমানবিহারীর হস্তে একটা সংবাদপত্র ছিল।

ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া মাধবী বাহিরের ঘরটা খুলিয়া দিল। তাহার পর বিমানবিহারী আসন গ্রহণ করিলে মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "খবরের কাগজটা কি কিনে আনলেন?"

হাসিমুখে বিমানবিহারী বলিল, "তা ভিন্ন আর কি ক'রে আনব?"

"দু আনা দিয়ে?"

"দু আনা কেন? চার পয়সা দিয়ে।"

অন্য দিকে একটু মুখ ফিরাইয়া মাধবী বলিল, "আজ কিন্তু আপনার দু আনা দেওয়াই উচিত ছিল।"

সবিস্ময়ে বিমানবিহারী বলিল, "কেন?"

"আজ আপনার কথাটাই ওতে খুব বড় ক'রে লেখা আছে।"

"সত্যি নাকি? তা তো এখনও দেখি নি!" বলিয়া বিমানবিহারী তাড়াতাড়ি কাগজটা খুলিয়া দেখিল, জরুরী সংবাদের পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—"A Magistrate Throws up the Yoke," এবং তৎপরে যে-সকল কথা রহিয়াছে তাহার দুই-চারিটা পড়িয়াই সে তাড়াতাড়ি কাগজটা মুড়িয়া টেবিলের অপর প্রান্তে ফেলিয়া দিল। তাহার পর মাধবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এত মিথ্যে কথাও ছাপার অক্ষরে রোজ এই খবরের কাগজগুলোতে বের হয়! এরা অবলীলাক্রমে যে সব কথা আমার বিষয়ে বলেছে, আমার ষোলো আনা আত্মাভিমানও সে সব দাবি করতে সঙ্কোচ বোধ করে। তুমি যে আমাকে সতর্ক ক'রে দিলে, তার জন্যে ধন্যবাদ মাধবী। নিশ্চিন্ত-মনে যে জিনিস ব'য়ে বেড়াচ্ছিলাম তার মধ্যে যে এ ব্যাপার ছিল, তা জানতাম না। লোকে দেখলে মনে করত, সকলকে পড়িয়ে-শুনিয়ে বেড়োচ্ছি।"

মৃদু হাসিয়া মাধবী বলিল, "কেন, আমি তো দেখেছি। আমিও তো একজন লোক।"

মাধবীর কথা শুনিয়া বিমান হাসিতে লাগিল; বলিল, "হ্যাঁ, সে কথাও তো ঠিক। তবে তুমি আমার এত দুর্বলতার খবর জান যে, তাতে আর আর একটা যোগ হ'লে বিশেষ কিছু ক্ষতি হ'ত না।"

একটু ইতস্তত করিয়া মাধবী বলিল, "একটা তো নয়, দুটো।"

বিস্মিত হইয়া বিমান বলিল, "দুটো? আর একটা কি?"

মাধবীর মুখে একটা ফিকা রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিল। ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে বলিল, "একটু আগে তো বলছিলেন যে, না পেয়ে ছেড়ে দেওয়ার দুর্বলতাও আপনার আছে। তা আমি বলি, আপনি ছাড়লেন কেন? না ছাড়লেই তো হ'ত।"

বিমান একটু হাসিল। ছাড়ার কথা মাধবী কি মনে করিয়া বলিল তাহা সে ভাবিয়াও দেখিল না, বুঝিতেও পারিল না; উপস্থিত যাহা তাহার মনে পাওয়া এবং না-পাওয়ার সমস্যার মধ্যে দুলিতেছিল, সে অন্যমনস্কতায় তাহারই

কথা মনে মনে মানিয়া লইয়া বলিল, "সব জিনিসই তো মনের মধ্যে চেপে ধ'রে থাকা যায় না, তাই ছেড়ে দিলাম। মানুষে কি সহজে ছাড়ে ?"

সহসা কোথা হইতে একটা তীক্ষ্ণ অভিমান আসিয়া মাধবীর মনের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধিল। একটু কঠিনস্বরে সে বলিল, "কিন্তু আমি যতটা জানি আপনি তো কতকটা সহজেই ছেড়ে দিলেন—অন্তত শেষের দিকটা।"

মাধবীর মুখের উপর বিহ্বল দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বিস্মিতভাবে বিমান বলিল, "তুমি কার কথা বলছ ? সুমিত্রার ?"

ততোধিক বিস্মিতভাবে মাধবী বলিল, "আপনি তবে কার কথা মনে করছিলেন ?" কিন্তু প্রশ্ন করিয়াই তাহার সম্ভাবিত উত্তর মনে করিয়া মাধবীর মুখ বিমানবিহারীর দৃষ্টির সম্মুখেই একেবারে লাল হইয়া উঠিল। এতই অতর্কিতে ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল যে, সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইবার সময় পর্যন্ত পাইল না।

শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বিমানবিহারী বলিল, "আমি কার কথা মনে করছিলাম সে কথা নাই বললাম; কিন্তু সুমিত্রার কথা যে মনে করি নি তা তোমাকে জানাচ্ছি। তারপর তোমাকে অনুরোধ করছি যে, আমাকে জড়িয়ে সুমিত্রার বিষয়ে এ ধরনের আলোচনা তুমি আর ক'রো না; কারণ যে ব্যাপার একবার শেষ হ'য়ে চুকে গেছে, সে বিষয়ে বারংবার এ-রকম অনাবশ্যক আলোচনা করলে যে-ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছে সেটা বাধা পায়। সুরেশ্বরের সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ের ব্যাপারে তুমি যে আমার সহায় হবে না বলেছ, তাই যথেষ্ট—তার বেশি আর কিছু ক'রো না মাধবী।"

এই অনুযোগ এবং ভর্ৎসনার মধ্যে যতখানি অভিমান ছিল, সবটাই মাধবী অনুভব করিল, এবং তাহার পর যতটা রক্ত তাহার মুখমণ্ডলে কর্ণপ্রান্তে সঞ্চিত হইয়াছিল, নিমেষের মধ্যে তাহা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পাংশুমুখে নতনেত্রে সে বলিল, "আপনি যখন এ বিষয়ে আমার সাহায্য চেয়েছিলেন তখন আমার ইচ্ছা থাকলেও সাহায্য করবার উপায় ছিল না। এখন কিন্তু এ বিষয়ে আমি আপনার সব-রকম আদেশ পালন করতে প্রস্তুত আছি।"

বিস্মিত হইয়া আগ্রহভরে বিমান জিজ্ঞাসা করিল, "তখন উপায় ছিল না কেন ?"

কেন ছিল না, তাহা মাধবী বিমানবিহারীকে সবিস্তারে জানাইল।

শুনিয়া বিমানবিহারী স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল মাধবীর দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর প্রগাঢ়স্বরে বলিল, "তোমার দাদার আর তোমার পরিচয় কিছুদিন থেকে পেয়েছি, কিন্তু তোমরা যে এত মহৎ তা জানতাম না। তোমাদের কাছে আমি কত সামান্য, কত ক্ষুদ্র! তোমার বিষয়ে আমি মনে মনে যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতাম, আর একদিন যা ইঙ্গিতে তোমার কাছে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলাম, তার জন্যে আমি লজ্জিত মাধবী। তুমি আমার সে ধৃষ্টতা ক্ষমা ক'রো।"

প্রতিবাদ করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও, মাধবীর মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না। হেমন্ত-প্রভাতের অব্যাহত রশ্মিজালের মধ্যে তাহার ব্যথিত-বিহ্বল মূর্তিটি সকরুণ চিত্রের মত প্রতিভাত হইয়া রহিল, এবং দুইটি নেত্রপ্রান্তে উচ্ছলিত দুই বিন্দু অশ্রু তাহার অন্তঃকরণের অনির্বচনীয় বেদনা ব্যক্ত করিল।

বিমুগ্ধ নির্নিমেষ নেত্রে বিমানবিহারী এক মুহূর্ত মাধবীর এই অপরূপ রূপমাধুরীর প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহার পর মৃদুস্বরে ডাকিল, "মাধবী!"

মাধবী ধীরে ধীরে বিমানবিহারীর প্রতি একবার চাহিয়া দেখিল।

"একটা কথা বলবে মাধবী ?"

কিন্তু মাধবীরও কথা বলা হইল না, বিমানবিহারীরও কথা বলা হইল না, অকস্মাৎ সুরেশ্বর কক্ষে প্রবেশ করিল এবং উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "দুজনে মিলে একটা কোনো ষড়যন্ত্র চলছিল বুঝি ?"

সুরেশ্বরের আকস্মিক প্রবেশে বিমানবিহারী এবং মাধবী উভয়েই এমন বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল যে, কাহারও মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না।

সহাস্যে সুরেশ্বর বলিল, "আমি না হ'য়ে যদি কোনও সি. আই. ডি. অফিসার ঘরে ঢুকত, তা হ'লে কোনো কথা জিজ্ঞাসা না ক'রে তোমাদের দুজনকে পত্রপাঠ একসঙ্গে চালান দিত। কি চক্রান্ত চলছিল বল দেখি ?"

এবার বিমানবিহারী কথা কহিল; স্মিতমুখে বলিল, "চক্রান্ত অনেক দিন থেকেই চলছে, এখন সেই চক্র কি ক'রে থামানো যায়, তারই চক্রান্ত চলছিল।"

"ঠিক হ'ল?"

"ঠিক এখনও তেমন কিছু হয় নি। বেলা নটার সময়ে স্ত্রী এবং কন্যার সহিত প্রমদাচরণবাবু তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। আশা করি, তখন সব ঠিক হ'য়ে যাবে।" বলিয়া সুরেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল।

মনে মনে সুরেশ্বর একটা কথা ভাবিয়া লইল, তাহার পর সহসা গম্ভীর মূর্তি ধারণ করিয়া বলিল, "কিন্তু তুমি দেখো, কোনো মীমাংসাই এ বিষয়ে হবে না, যতক্ষণ না আর একটা কথার মীমাংসা হচ্ছে।"

উদ্বেগের সহিত বিমানবিহারী জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কথার?"

"বলেছি তো, যতক্ষণ না আমি নিঃসংশয়ে জানছি যে, সুমিত্রার সঙ্গে তোমার বিয়ে না হ'লে তুমি দুঃখিত হবে না, ততক্ষণ এ বিষয়ে কোনো কথাই হবে না।"

ব্যগ্রভাবে বিমান বলিল, "কি আশ্চর্য! আমি তো সে কথা তোমাকে কতবার বলেছি।"

সুরেশ্বর বলিল, "শুধু তুমি কেন, তোমার চক্রান্তের সহযোগিনীটিও আমাকে সে কথা অনেকবার বলেছে। কিন্তু, শুধু মুখের কথা এ বিষয়ের প্রমাণ হ'তে পারে না।"

উৎফুল্লনেত্রে বিমানবিহারী একবার লজ্জানতনেত্র মাধবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তাহার পর একটু বিরক্তিভরে বলিল, "দেখ সুরেশ্বর, অনর্থক গোলযোগের সৃষ্টি ক'রো না।"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "গোলযোগের সৃষ্টি আমি করছি নে, তুমিই করছ।"

নানা প্রকার অনুরোধ উপরোধ যুক্তি ইত্যাদির দ্বারা বিমানবিহারী সুরেশ্বরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনও ফল হইল না। সুরেশ্বর তাহার সঙ্কল্পে অবিচল রহিল।

তখন মুখ বক্র করিয়া বিমানবিহারী বলিল, "কি করলে তোমার মনে সে বিশ্বাস হবে শুনি?"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "কি করলে সে বিশ্বাস হবে, তা বিশ্বাস হবার আগে নিশ্চয় ক'রে বলা কঠিন।"

ক্ষণকাল সুরেশ্বরের দিকে নির্বাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া বিরক্তি-ব্যঞ্জকস্বরে বিমান বলিল, "তোমার আচরণে আমি একটুও মুগ্ধ হচ্ছি নে সুরেশ্বর। এর দ্বারা তোমার একটুও মহত্ত্ব প্রকাশ পাচ্ছে না।"

মনে মনে যথেষ্ট পুলকিত হইয়া সুরেশ্বর বলিল, "তবে কি প্রকাশ পাচ্ছে শুনি?"

"বুদ্ধিহীনতা, ছেলেমানুষি। সুমিত্রার প্রতি তোমার কর্তব্য কি এতই সামান্য মনে কর যে, আমার মনে আঘাত লাগবে কি লাগবে না, তার ওপর তোমার এতটা মনোযোগ দেওয়া চলতে পারে?"

কোনপ্রকারে হাসি চাপিয়া রাখিয়া সুরেশ্বর বলিল, "এ যুক্তি নতুন নয়, একটু আগেও তো এই তর্ক তুমি তুলেছিলে।"

তখন নিরুপায় হইয়া বিমানবিহারী মাধবীর দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, ভূমিনিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া মাধবী মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে। তাহার মুখের সে আনন্দ-অভিব্যক্তি দেখিয়া বিমানবিহারী মনে মনে আশ্বাস লাভ করিল। ধীরে ধীরে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া সে মাধবীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর স্নিগ্ধগম্ভীর স্বরে বলিল, "মাধবী, একটু আগে তুমি আমাকে বলছিলে যে, এখন তুমি এ বিষয়ে আমাকে সব রকমে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছ। সুরেশ্বর নিজের মনে যে-বিশ্বাস পেতে চায়, অনেক রকমে চেষ্টা ক'রেও আমি তা তাকে দিতে পারলাম না। এ দিকে প্রমদাবাবুদের আসবার সময় হ'য়ে এসেছে। তাঁদের সামনে এই ব্যাপার নিয়ে যদি একটা গোলযোগ উপস্থিত হয়, তা হ'লে সমস্যাটা ভবিষ্যতের জন্যে হয়তো আরও জটিল হ'য়ে দাঁড়াবে। এ সঙ্কটে আমি দেখছি, তোমার সহায়তা নেওয়া ভিন্ন আর অন্য কোনো উপায় নেই। সেইজন্যে তোমার সাহায্য পাবার আশায় আমি একান্তভাবে তোমার হাতখানি প্রার্থনা করছি;

অবিশ্যি, সে প্রার্থনা পূর্ণ করতে তোমার খুব অমত নেই ব'লে আমার মনে মনে যে ধারণা হয়েছে তা যদি সত্যি হয়, তা হ'লেই'
তাহার দক্ষিণ হস্ত মাধবীর দিকে প্রসারিত করিয়া দিল।

বিমানবিহারীর কথা শুনিতে শুনিতে মাধবীর মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল এবং দেহ মৃদু মৃদু কাঁপিতেছিল; কিন্তু বিমানবিহারীর হস্ত যখন ঐকান্তিক প্রার্থনা লইয়া তাহার দক্ষিণ করতলের অতি নিকটে উপস্থিত হইল, তখন ভাবাবেশে মাধবীর সকল অনুভূতি লুপ্ত হইল। একবার অপাঙ্গে সে বিমানবিহারীর মুখে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর হঠাৎ দেখা গেল, কোন্ এক অনতিবর্তনীয় মুহূর্তে তাহার দক্ষিণ করতল বিমানবিহারীর করতলের মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছে।

নিকটে দাঁড়াইয়া সুরেশ্বর পুলকিত-চিত্তে মিলনের এই অপূর্ব ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিতেছিল। উভয়ের যুক্তকর নিজের হস্তের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া প্রসন্নমুখে সে বলিল, "বেশ, বেশ। আমি ঠিক এই প্রমাণটাই ভাল ক'রে পেতে চাচ্ছিলাম। আমি আশীর্বাদ করছি ভাই, তোমাদের এ মিলন সব দিক দিয়ে শুভ হোক।"

* * *

বাহিরে রাজপথে সুরেশ্বরদের গৃহসম্মুখে একটা মোটরকার আসিয়া দাঁড়াইল। সুরেশ্বর চাহিয়া দেখিল, তদুপরি পিতামাতার মধ্যবর্তিনী সুমিত্রার সকরুণ মূর্তিখানি ঠিক তপস্যাকৃশা পার্বতীর মত দেখাইতেছে।

সমাপ্ত